Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
প্রমথ মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
প্রমথ মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রমথ মিস্ত্রী আমাদের তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। আমাদের জানামতে এই শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। আমরা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এটি তাঁর নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার গবেষণাঙ্গনে একটি মূলবান সংযোজন হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা অভিন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস)
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ও
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আমি আমার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম **বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গ : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা**। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম ইতঃপূর্বে হয়নি। এটি আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। আমি আমার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি।

(প্রমথ মিস্ত্রী)
গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জ্ঞান অন্বেষণ একজন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জ্ঞান আহরণের ক্ষুধা যার যত বেশি, জ্ঞানের ভাণ্ডারও তার তত বেশি সমৃদ্ধ। একজন মানুষ হিসেবে আমিও জ্ঞানের একজন আহরক। আর এ তাগিদ থেকেই আমি নিজেকে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত করেছি। এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে একদিকে যেমন অনেক আনন্দের বিষয় অন্যদিকে তেমনি অনেক কৃচ্ছ্র সাধনালব্ধ কাজ। আমি একজন ব্যাকরণ পিয়াসু মানুষ। ব্যাকরণের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পছন্দ করি। তাই আমি আমার গবেষণার বিষয়টি ব্যাকরণ বিষয়ক নির্ধারণ করেছি। বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের শব্দগঠনের, অর্থান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উপসর্গ। এ তিন ভাষাতেই উপসর্গের পরিধি অনেক ব্যাপক। বৈদিক ভাষা থেকে শুরু করে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গের শব্দগঠন, ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়। মূলকথা হচ্ছে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। একারণে উপসর্গকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিশেষভাবে প্রথমে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস (বিদ্যালঙ্কার)-এর প্রতি। তাঁদের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি আমার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করতে পেরেছি। আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা অত্যন্ত যত্নসহকারে অভিসন্দর্ভটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন। তাঁরা প্রতিটি বিষয় অতি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি সংস্কারসাধনে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও দায়িত্বশীল নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলেই আমি আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আচার্যদ্বয়ের এই প্রজ্ঞা ও স্নেহপরায়ণতা আমার গবেষণাকর্মে ও ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁদের প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ঋণ শুধু গবেষণার নয়, জীবনেরও।

আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. মাধবী রাণী চন্দ, অধ্যাপক ড. মালবিকা বিশ্বাস ও অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে। ড. চন্দনা রাণী বিশ্বাসসহ আমার প্রত্যেক সহকর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাসরিক-ই-হাব্বিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁরা প্রত্যেকেই সেমিনারে উপস্থিত থেকে গবেষণা বিষয়ে অনেক গঠনমূলক আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। এঁদের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শগুলো আমার গবেষণার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। আমি বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা শৈবাল দে, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বন্ধুবর সঞ্জয় সরকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি। ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারকনাথ অধিকারী ও অধ্যাপক নবনারায়ণ স্যার মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে গবেষণায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাসকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি উপকৃত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সন্তোষ দেব, ড. এটিএম সামছুজ্জোহা আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদ স্যারকে। তাঁদের Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো)-এর উপর বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সেমিনার ও বক্তব্য শুনে আমি গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জগন্নাথ হলের অনুদ্বৈপায়ন লাইব্রেরি, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদ সেন্টার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করেছি। এসব লাইব্রেরিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ আমাকে সর্বদা গবেষণাকর্মে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মূল অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতির সময়ে যে সমস্ত লেখক ও সম্পাদকদের বই আমি ব্যবহার করেছি, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্নেহাস্পদা ভাগিনী বর্ণালী সরকারের প্রতি। সে অভিসন্দর্ভটির কম্পোজকাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। আমি তার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ কামনা করছি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং আমার আত্মজ মানস প্রতিম, আত্মজা জয়ীপ্রমা, সহধর্মিণী প্রণীতা রাণী সরকার (সহকারী শিক্ষক, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চবিদ্যালয়)-সহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি। আমার সহধর্মিণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউটের একজন প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে সে আমাকে গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এজন্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার অগ্রজা কুসুম রাণী রায়ের কাছে আমার পাঠশালা জীবনের হাতেখড়ি। তাঁর স্বামী সুভাষ রায় আমার জীবনের পথপ্রদর্শক। তাঁরা উভয়ই আমাকে এ গবেষণাকাজে উৎসাহ-

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

আমার পিতা স্বর্গত মহেন্দ্র মিস্ত্রী। পৃথিবীর কোনো কিছু বুঝার আগেই শৈশবেই আমি তাঁকে হারিয়ে ফেলি। দু-একটি স্মৃতি ছাড়া তাঁর অবয়বের কিছুই আজ আমার মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ আমার উপর বর্ষিত আছে। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। আমার গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে আজ আমি আমার স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। আমার স্বর্গতা মা একজন রত্নগর্ভা ছিলেন। পিতাকে হারোনোর পর তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাকে আগলে রেখেছেন, পৌঁছে দিয়েছেন সফলতার চরম শীর্ষে। আমার মাথার উপর তাঁর কল্যাণ হাতের স্পর্শ সতত অনুভব করি। পিতা-মাতার আশীর্বাদেই আজ আমি এ পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

প্রমথ মিস্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv- vi
ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায় : বৈদিক উপসর্গ	৮-৭৮

ক. বৈদিক ভাষা ও ব্যাকরণ
বৈদিক ভাষা ও তার কাল
বৈদিক ভাষার উৎস
বৈদিক ভাষার কুলজী
বৈদিক ভাষার বৈশিষ্ট্য
বৈদিক ব্যাকরণ
বৈদিক ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি
বৈদিক ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব)

খ. বৈদিক উপসর্গ
বৈদিক অব্যয়
বৈদিক উপসর্গের সংজ্ঞা বা স্বরূপ
বৈদিক উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা
বৈদিক উপসর্গের শ্রেণি
বৈদিক উপসর্গের অর্থবিচার (শাকটায়ন, গার্গ্য, যাস্কসহ বিভিন্ন মনীষীর যুক্তি বা বক্তব্য)
বৈদিক উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম

ক) স্বাতন্ত্র্য
i) ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে
ii) ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে
iii) ব্যবধানে বসে

খ) উপসর্গের প্রত্যয়গ্রহণ (বা ধাতুর অর্থ প্রকাশ)
গ) উপসর্গের আম্রেড়ন (বা উপসর্গের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি)
ঘ) উপসর্গের আবৃত্তি
ঙ) উপসর্গের সমুচ্চয় বা সমবায়
চ) প্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস
ছ) অপ্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস
জ) উপসর্গ দ্বারা ক্রিয়ার অর্থ ইঙ্গিতলভ্য (উপসর্গযোগে যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।)
ঝ) উপসর্গ দ্বারা যোগ্যক্রিয়ার অর্থ অধ্যাহার (উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।)

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

ক) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়
খ) উপসর্গ দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ
গ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ
ঘ) উপসর্গ বিভক্তির কারণ
ঙ) গতি দ্বারা বৈদিক-স্বরের নিয়ন্ত্রণ

বৈদিক মন্ত্রে সকল উপসর্গের প্রয়োগ
ক) স্বরাদি উপসর্গ
খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ
বৈদিক উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কৃত উপসর্গ ৭৯-১৫৫

ক. সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ
সংস্কৃত ভাষা ও তার কাল
সংস্কৃত ভাষার উৎস
সংস্কৃত ভাষার কুলজী
সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য
সংস্কৃত ব্যাকরণ
সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি
সংস্কৃত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব)

খ. সংস্কৃত উপসর্গ
সংস্কৃত অব্যয়
সংস্কৃত উপসর্গের সংজ্ঞা বা স্বরূপ
সংস্কৃত উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা
সংস্কৃত উপসর্গের শ্রেণি
সংস্কৃত উপসর্গের কাজ
সংস্কৃত উপসর্গের অর্থবিচার (পাণিনি ব্যাকরণাধ্যায়িগণের যুক্তি বা বক্তব্য)
উপসর্গযোগে সংস্কৃত ধাতুর অর্থবৈচিত্র্যের নিদর্শন
সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম
ক) ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে
খ) ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে
গ) লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে
ঘ) নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে নির্দিষ্ট উপসর্গ
ঙ) পদের বিভক্তি নির্ধারণে উপসর্গ (= কর্মপ্রবচনীয়)
চ) অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে রূপান্তর
ছ) পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তর

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

ক) উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ

খ) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

গ) গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

ঘ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

ধাতুর পূর্বে সংস্কৃত সকল উপসর্গের প্রয়োগ

ক) স্বরাদি উপসর্গ

খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ

সংস্কৃত ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

সংস্কৃত উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা উপসর্গ ১৫৬-২১৮

ক. বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা ও তার কাল

বাংলা ভাষার যুগবিভাগ

বাংলা ভাষার উৎস

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভাষা ও বাংলা ভাষার সংজ্ঞা

বাংলা ভাষার কুলজী

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি

বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব)

খ. বাংলা উপসর্গ

বাংলা অব্যয়

বাংলা উপসর্গের সংজ্ঞা বা স্বরূপ

বাংলা উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা

বাংলা উপসর্গের কাজ

বাংলায় উপসর্গের অর্থবিচার (সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্সহ প্রমুখ বৈয়াকরণদের যুক্তি বা বক্তব্য)

বাংলায় উপসর্গযোগে শব্দগঠন (সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী)

বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলায় একাধিক সংস্কৃত উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলা উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলায় বিদেশী উপসর্গযোগে শব্দগঠন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম (সংস্কৃত, বাংলা, বিদেশী)

ক) কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে
খ) নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে
গ) স্বাতন্ত্র্য

বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

ক) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়
খ) গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ
গ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

বাংলা ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার (সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী)
বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের বক্তব্য
বাংলা উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থ অধ্যায় : তুলনামূলক পর্যালোচনা ২১৯-২৩৩
বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উপসর্গের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

উপসংহার : ২৩৪-২৩৮

গ্রন্থপঞ্জি : ২৩৯-২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভাব-বিনিময়ের প্রধান ও সহজ মাধ্যম হলো ভাষা। মানুষ ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই ভাষার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর '*ভাষার কথা*' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা।'[১] পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য এক-এক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে এক-এক রকম ধ্বনিব্যবস্থা। ভাষা হচ্ছে অর্থবহ প্রণালীবদ্ধ ধ্বনি-প্রতীক। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে ভাষা একটি উন্নত মাধ্যম। বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা হচ্ছে সেই মাধ্যমের এক-একটি রূপ। ভাষা মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিকে ধারণ ও বহন করে। ভাষার মধ্য দিয়েই মানুষ তার সমাজ ও সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। মানুষের ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা অসীম। অর্থবহতা ভাষার প্রধান গুণ। মুখ থেকে নিঃসৃত যে ধ্বনি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার অর্থ থাকতে হবে এবং তা হবে মনের ভাব প্রকাশের বাহন।

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে বৈদিক ভাষা অতি প্রাচীন। এ ভাষার সংস্কারকৃত বা পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। আর মাগধী প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয়া বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুকুমার সেন তাঁর '*ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে বৈদিক ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'বৈদিক (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের) ভাষাই হচ্ছে ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ প্রথম সাধু ভাষা।'[২] আবার সংস্কৃত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃত হইল বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হইতে লেখ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন। স্বভাবতই এ প্রত্যাবর্তন অন্ত্য বৈদিক স্তরের শেষ রচনা উপনিষদের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। মোট কথা এই যে সেকালে "সংস্কৃত" বলিয়া, বৈদিক হইতে ভিন্নতর ভাষা বুঝাইত না। বৈদিক ভাষাও সংস্কৃতের আওতার বাহিরে ছিল না।'[৩] অপরদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর '*বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' গ্রন্থে বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'বাঙ্গালা জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার নাম বাঙ্গালা ভাষা (Bengali Language)।'[৪] ড. এনামুল হক তাঁর '*ব্যাকরণ মঞ্জরী*' গ্রন্থে বলেছেন, 'দেশ, কাল ও পাত্রভেদে মানুষের ভাষা রূপভেদ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে যে-ভাষা মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারই নাম বাংলা-ভাষা।'[৫] প্রমথ চৌধুরী তাঁর '*কথার কথা*' প্রবন্ধে বলেছেন, 'যে-ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি ও বুঝি, যে-ভাষায় আমরা ভাবনা চিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা।'[৬] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*' গ্রন্থে বলেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার-ই বিকার-জাত; প্রথমে আদি-আর্য্য-ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত যাহার প্রতীক); তারপর উহার

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিক পরিবর্তনে মধ্যযুগের আর্য্য-ভাষার (পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, প্রভৃতির), এবং শেষে নব্য বা আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির (যেমন, **বাঙ্গালা**, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, কোশলী বা পূর্বী হিন্দি, ব্রজভাষা বা পশ্চিম হিন্দি, পূর্বী পাঞ্জাবী, হিন্দ্‌কী বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গোরখালী ও অন্যান্য পাহাড়ী ভাষা, রাজস্থানী ও গুজরাটী এবং মারাঠী ও কোঙ্কণী প্রভৃতির) উদ্ভব হয়।'[৭]

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা এ তিনটি ভাষায় রচিত হয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও জ্ঞানতত্ত্বের বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ। ভাষার সুবিন্যাস অবশ্যই ব্যাকরণ নির্ভর। কেননা ব্যাকরণ ভাষার সংবিধান। সংবিধানে বা গঠনতন্ত্রে যেমন আইন-কানুনের সমাবেশ থাকে, তেমনি ব্যাকরণে থাকে ভাষার আইনকানুন। ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন উপাদান, তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবহার-বিধি, গতি-প্রকৃতি বা নিয়মকানুনের পরিচয় তুলে ধরা হয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনে সংবিধানের মতোই ব্যাকরণের নিয়মকানুন পরিবর্তিত হয়। বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাও ব্যাকরণ নির্ভর। ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মনীতির ওপর এ তিন ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত। কোনো ভাষার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা তৎসম্পর্কিত গবেষণাপূর্বক তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে সে ভাষার ব্যাকরণজ্ঞান আবশ্যক। ব্যাকরণ ভাষার যাবতীয় নিয়মনীতি, স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রকাশ করে। ব্যাকরণের নিয়মনীতি জানা থাকলে ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন থাকা যায় এবং ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজের বা অন্যের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা সম্ভব হয়। এটি ভাষাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে ব্যবহারের পথ দেখায়। ব্যাকরণের সঠিক প্রয়োগে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। ব্যাকরণের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও ভাষা আয়ত্ত করা যায় সত্য, কিন্তু সুষ্ঠুরূপে ভাষা প্রয়োগের জন্য ব্যাকরণজ্ঞান অপরিহার্য। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আলো, জল, বিদ্যুৎ, বাতাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য না জানিয়াও মানুষ বাঁচিয়াছে, বাঁচিতেছে ও বাঁচিবে। কিন্তু, তাই বলিয়া ঐ সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে মানুষ অস্বীকার করিয়া বর্তমান সভ্যতার গগন বিচুম্বী সৌধ নির্মাণ করিতে পারে নাই। ব্যাকরণ না জানিয়াও ভাষা চলিতে পারে; কিন্তু ভাষাগত সভ্যতা না হউক, অন্তত ভব্যতার পত্তন বা সমৃদ্ধি হইতে পারে না। ব্যাকরণ না জানিলে ভাষাগত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় বলিয়া ভাষা উন্নত-প্রকৃতির ভাবের বাহন হইয়া শালীনতা সম্পন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না।'[৮] মূল কথা হচ্ছে ভাষার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে ব্যাকরণের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

বেদ পাঠের সহায়ক ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ ব্যাকরণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যাকরণকে বলা হয়েছে– 'বেদানাং বেদম্'। (৭ / ১ / ২ বা ৭ / ২ / ১) এবং 'বেদানাং বেদঃ'।[৯] (৭ / ১ / ৪) অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে ব্যাকরণকেই বেদসমূহের বেদ বলা হয়েছে। '*পাণিনী-শিক্ষা*'-য় বলা হয়েছে, 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।'[১০] অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণ বেদপুরুষের মুখ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্য*'-এ বলেছেন, 'প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণ।'[১১] অর্থাৎ ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, **ব্যাকরণ**, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান। আমরা জানি, 'ব্যাকরণ' একটি সংস্কৃত শব্দ। ব্যাকরণ শব্দের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। 'করণাধিকরণয়োশ্চ'[১২] (পা. ৩ / ৩ / ১১৭) সূত্রানুসারে করণবাচ্যে বি-আ-পূর্বক কৃ-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয়যোগে 'ব্যাকরণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে (বি-আ-√কৃ + ল্যুট্ = ব্যাকরণ)। কৃ-ধাতুর অর্থ করা, কিন্তু বি-আ-পূর্বক কৃ-ধাতুর অর্থ ব্যাকৃত করা, অর্থাৎ বিশেষরূপে বা সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা। ব্যাকরণ শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ভিত্তি করে বলা যায় যে, 'ব্যাক্রিয়তে যেনেতি ব্যাকরণম্।' অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যাকৃত বা বিশ্লেষণ করা হয় তা ব্যাকরণ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, 'ব্যাক্রিয়তে ২ নেনেতি ব্যাকরণম্।'[১৩] অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যাকৃত হয় বা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে। গুরুপদ হালদার তাঁর '*ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস*' গ্রন্থের প্রাক্কথনে বলেছেন, 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অর্থবত্তয়া প্রতিপাদ্যন্তে শব্দা যেনেতি ব্যাকরণম্।'[১৪] অর্থাৎ যার দ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয়ভেদে অর্থযুক্তশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হয়, তারই নাম ব্যাকরণ। ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় '*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*' গ্রন্থের তথ্যনির্দেশে ব্যাকরণের অনুরূপ সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি-বিভাগেন শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্।'[১৫] অর্থাৎ যে শাস্ত্রে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করে (বিশ্লেষণের দ্বারা) সাধু (শুদ্ধ) শব্দের উপদেশ (অনুশাসন) করা হয়, সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ।

বাংলা ভাষায়ও বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, রাজশ্রী রামমোহন রায় তাঁর '*গৌড়ীয় ব্যাকরণ*' গ্রন্থে বলেছেন, 'ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞানদ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি, অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদবিন্যাসের ক্ষমতা হয়।'[১৬] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনের শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।'[১৭] সুকুমার সেন বলেছেন, 'কোন ভাষার উপাদান সমগ্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ যে বিদ্যার বিষয় তাহাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।'[১৮] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'যে শাস্ত্রের দ্বারা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার বিবিধ অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় এবং ভাষা-রচনা-কালে আবশ্যকমত সেই নির্ণীত তত্ত্ব ও তথ্য-প্রয়োগ সম্ভবপর হইয়া উঠে, তাহার নাম ব্যাকরণ।'[১৯] হুমায়ুন আজাদ তাঁর '*বাঙলা ভাষা*' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, 'এখন 'ব্যাকরণ' বা 'গ্রামার' বলতে বোঝায় এক শ্রেণির ভাষা বিশ্লেষণাত্মক পুস্তক, যাতে সন্নিবিষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের সূত্রাবলী।'[২০] অতএব উপর্যুক্ত মনীষীদের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, যে শাস্ত্রে কোনো

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশেষভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

দেশ, কাল ও সমাজভেদে ভাষার রূপের যেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি ব্যাকরণেরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভাষাকে যথেচ্ছাচার থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণের নিয়মকানুন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হলেও ভাষা তার নিজস্ব গতিপথে চলে, সে কারণে কখনো কখনো ব্যাকরণের বিধিবিধান অতিক্রম করে যায়। জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর *'বাংলা ভাষা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে বলেছেন, 'ভাষা যেমন বদলাবে, ব্যাকরণও তেমনি বদলাবে। তার মানে ভাষা ও ব্যাকরণকে বলা যেতে পারে – একটি নিত্যবহতা ধারা।'[২১]

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বৃহত্তর তাৎপর্য সহযোগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৈদিক ভাষার রূপান্তর যেহেতু সংস্কৃত ভাষা সেহেতু বৈদিক ব্যাকরণ আর সংস্কৃত ব্যাকরণ মূলত একই ভাষার ব্যাকরণ। তাই ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার তাঁর *'বৈদিক ব্যাকরণ'* গ্রন্থে বলেছেন, 'যে শাস্ত্রে বৈদিক ভাষা ব্যবহারের নিয়মকানুন, সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং বেদের শব্দের প্রয়োগ, উচ্চারণবিধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ, বাক্যগঠন, কারক-বিভক্তি, সমাস প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই বৈদিক ব্যাকরণ।'[২২] তবে বৈদিক ব্যাকরণ যেমন বৈদিক ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধিবিধান বা নিয়মের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে, তদ্রূপ সংস্কৃত ব্যাকরণও সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধিবিধানের বা নিয়মের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। অপরদিকে বাংলা ভাষায়ও বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটি সব দিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধরূপে ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করিতে পারা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়।'[২৩] সুকুমার সেন বলেছেন, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ যাহাতে ধারাবাহিক ও সমগ্র দৃষ্টিতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালা এবং আধুনিক কালের বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা আছে।'[২৪] ড. মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (Bengali Grammar)।'[২৫] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'বর্তমান বাংলা-ব্যাকরণ সাধু ও চলিত –এই উভয়বিধ বাংলা-ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণেরই ফল। সুতরাং শিষ্ট বাংলা-ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণ-সম্বলিত গ্রন্থের নাম বাংলা-ব্যাকরণ।'[২৬] জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, 'যে ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে ভাষার স্বরূপটিকে তুলে ধরে তাকেই আমরা বাংলা ব্যাকরণ বলতে পারি।'[২৭]

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিন ভাষার মধ্যে যেমন একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তেমনি তিন ভাষার ব্যাকরণের মধ্যেও একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণের রূপান্তর। অন্যদিকে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবর্তন। সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণের পথ অনুসরণ করে সৃষ্ট। বৈদিক ব্যাকরণের অনেক নিয়মকানুন সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রবেশ করেছে। এর ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণ সুশৃঙ্খলিত ও পরিশীলিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক নিয়মকানুনের প্রবেশ ঘটেছে। বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ থেকে আগত। মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে বলেছেন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণকে বাংলা ব্যাকরণের এক অচ্ছেদ্য অংশরূপেই এযাবৎ পণ্ডিতেরা ধরিয়া আসিয়াছেন।'[২৮] তবে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এ ভাষায় সংস্কৃতের মতো অন্যান্য ভাষার (আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ প্রভৃতি) কিছু কিছু শব্দ এসেছে। এতে বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের অনেক বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে।

বৈদিক ব্যাকরণের পরিধি অনেক ব্যাপক। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিধিও সুবিশাল বারিধিসদৃশ্য। অপরদিকে বাংলা ব্যাকরণের বিস্তৃতিও ব্যাপক। বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দগঠন ও অর্থান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপসর্গ (উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ = উপসর্গ)। যেসব নিপাত বা অব্যয় বৈদিক ভাষায় যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর পূর্বে বসে (দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে) এবং বাংলা ভাষায় কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে, সেসব নিপাত বা অব্যয়কে উপসর্গ বলে। উপসর্গ নানাবিধ কাজ করে থাকে– ক্রিয়া ও নামবাচক হিসেবে, ধাত্বর্থের পরিবর্তন, অনুবর্তন, বিশেষীকরণ, নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি, শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন, সম্প্রসারণ, সংকোচন, পরিবর্তন, বিশিষ্টতা দান, শব্দের বানানে পরিবর্তন প্রভৃতি কাজ করে। এসব কারণে বৈদিক ভাষা থেকে শুরু করে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গের ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়। মূল কথা হচ্ছে বৈদিক, সংস্কৃত এবং বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। একারণেই উপসর্গকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উপসর্গের ব্যবহার, শ্রেণিবিভাগ, গঠনগত দিকসহ প্রতিটি বিষয়ে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে, আবার কোথাও বিস্তৃতভাবে উপসর্গের স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা তিন ভাষার ক্ষেত্রে উপসর্গের স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, গঠনপ্রণালী এবং ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য ভূমিকা ছাড়াও গবেষণাকর্মটিকে

বৈদিক উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ, তুলনামূলক পর্যালোচনা এই চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ঋগ্বেদ-সংহিতা, ঋক্ প্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত, অষ্টাধ্যায়ী, বার্ত্তিকম্ (কাত্যায়নকৃত সূত্র), মহাভাষ্যম্, ṚGVEDA SAṀHITĀ, A Vedic Reader for Students, VEDIC GRAMMAR, **A** Vedic Grammar for Students**,** বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, বৈদিক ব্যাকরণ, বেদের ভাষা ও ছন্দ, বৈদিক পাঠসঞ্চয়ন; বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী, সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী, পাণিনীয়ম্, পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ, A Modern Sanskrit Grammar and Composition, A Higher Sanskrit Grammar, Helps to the study of Sanskrit, A higher Sanskrit Grammar and Composition, Helps to the study of Sanskrit Grammar and Composition, ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত এবং গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভাষার ইতিবৃত্ত, ব্যাকরণ মঞ্জরী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে, ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী প্রভৃতি বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের আলোকে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা উল্লেখপূবর্ক একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করতে কোনো কোনো বিষয় বা কোনো কোনো উদাহরণ একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তি বলে মনে হতে পারে। তবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনাপূর্বক উপসর্গের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যই এটা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব মতামত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে বিখ্যাত লেখকদের রচনা থেকে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের যথাক্রমে মন্ত্র (শ্লোক), বাক্য বা বাক্যাংশ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে গবেষণাকর্মের সার্বিক আলোচনার সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে বলতে পারি বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উত্তরণ ঘটবে ব্যাকরণ পিয়াসু একটি সৃষ্টিশীল বৈয়াকরণিক সমাজের। এই গবেষণার সকল প্রয়াস এখানেই নিহিত।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভাষার কথা* (রবীন্দ্ররচনাবলি, ২৫ খণ্ড), সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৮১

২. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮৪

৩. ঐ, পৃ. ৮৭

৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৩৮০, পৃ. ১৬

৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. উপক্রমণিকা

৬. প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ভূমিকা : ড. অনীক মাহমুদ, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩০১-৩০২

৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ*, সর্বশেষ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ভূমিকা

৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. উপক্রমণিকা

৯. ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২

১০. ক) অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, *বৈদিক ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৭৬

খ) ড. বিশ্বরূপ সাহা, *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

১১. পতঞ্জলি, *মহাভাষ্যম্* (পস্পশাহ্নিকম্), সজ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ,কলিকাতা, ১৪০৭, পৃ. ২০

১২. ক) ডা. রমাশঙ্কর মিশ্র সম্পাদিত, *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ২০১৭, পৃ. ৫১

খ) পাণিনি, *অষ্টাধ্যায়ী*, অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলকতা, ২০১২, পৃ. ১৯১

১৩. পতঞ্জলি, *মহাভাষ্য* (পস্পাশাহ্নিক), দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম অনুবাদিত ও সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯২৫ শকাব্দ, পৃ. ২০৬

১৪. গুরুপদ হালদার, *ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৫০, প্রাক্কথন, পৃ. ১

১৫. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫০৮

১৬. রাজশ্রী রামমোহন রায়, *গৌড়ীয় ব্যাকরণ (সংক্ষেপ)*, মুজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযত্নে মুদ্রাঙ্কিত, হিন্দু কালেজ, সন ১২৪৭, পৃ. ১

১৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯

১৮. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. উপক্রমণিকা

২০. হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ভূমিকা

২১. জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১

২২. ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

২৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৪. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২৫. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. উপক্রমণিকা

২৭. জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : বৈদিক উপসর্গ

ক. বৈদিক ভাষা ও ব্যাকরণ

বৈদিক ভাষা ও তার কাল

ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। বৈদিক ভাষাও তদ্রূপ। প্রাচীনকালে আর্যরা তাদের চিন্তা-ভাবনা যে ভাষায় ব্যক্ত করে সাহিত্য রচনা করেছে এককথায় সে ভাষাকেই বৈদিক ভাষা বলে। বৈদিক ভাষার ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের কয়েক হাজার বছর পিছন ফিরে তাকাতে হবে। বৈদিক ভাষার ঋক্‌মন্ত্রসমূহ কবে প্রথম দৃষ্ট বা রচিত হয় এবং তার কতদিন পরে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই বেদের অর্থাৎ বৈদিক ভাষার কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন–

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে–

১. জার্মান পণ্ডিত Maxmuller (ম্যাক্সমুলার) বলেছেন, খ্রি. পূ. ১০০০ শতকের পূর্বেই '*ঋগ্বেদ*' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।
২. জার্মান মনীষী Jacobi (জ্যাকোবি)-র মতে প্রাচীন সংহিতার রচনাকাল খ্রি. পূ. ৪৫০০ শতক।
৩. Winternitz (উইন্টারনিজ) বলেছেন, খ্রি. পূ. ২০০০ বা ২৫০০ বৎসর পূর্বে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খ্রি. পূ. ৭৫০-৫০০ বৎসরে বৈদিক সাহিত্যের স্তর সম্পূর্ণ হয়ে যায়।
৪. Macdonell (ম্যাকডোনেল) Maxmuller (ম্যাক্সমুলার)-এর মত স্বীকার করেন। তবে তাঁর মতে বেদের প্রাচীনতম অংশের কাল খ্রি. পূ. ১৩০০ শতক।
৫. Keith (কীথ)-এর মতে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের রচনাকাল খ্রি. পূ. ১২০০ শতক।

উল্লেখ্য, আমি বৈদিক ভাষার কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে জার্মান মনীষী Jacobi (জ্যাকোবি)-র মত স্বীকার করি। অর্থাৎ প্রাচীন সংহিতার রচনাকাল খ্রি. পূ. ৪৫০০ শতক।

প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে–

১. ভারত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-এর মতে খ্রি. পূ. ৬০০০ শতক ঋগ্বেদের আবির্ভাবকাল।
২. ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতে আর্য আগমনের সময় আনুমানিক ১৫০০ খ্রি. পূ.। তিনি তাঁর '*The Origin and Development of the Bengali Language*' গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার (বৈদিক উপভাষাসমূহ) আনুমনিক কাল ১২০০ খ্রি. পূ.। আর বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ খ্রি. পূ.।

৩. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থে সুনীতির মত গ্রহণীয় মনে করেন। তবে তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কাল ১২০০-৮০০ খ্রি. পূ.।

৪. সুকুমার সেন তাঁর *'ভাষার ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থে বলেছেন ঋগ্বেদের মধ্যে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যরচনা সংকলিত আছে। ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবিতাগুলির রচনাকাল খ্রি. পূ. ১২০০ অব্দের কাছাকাছি। তিনি আরো বলেন ঋগ্বেদের কবিতাগুলি যত প্রাচীন ঋগ্বেদ-সংহিতার অর্থাৎ গ্রন্থাকারে সংকলনের কাল তত প্রাচীন নয়। তাঁর মতে সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বেদের কবিতা বা সূক্তগুলি 'বেদ' রূপে সংকলিত হয়েছিল।

৫. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস'* গ্রন্থে বলেন, ভাষাতাত্ত্বিক গণের মতে বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল ২০০০–১৫০০ খ্রি. পূ.।

৬. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ'* গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন বৈদিক যুগের প্রাচীনতম রচনা হলো ঋগ্বেদ সংহিতা। এর সংকলনের সময়সীমা আনুমানিক ১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর অর্বাচীন বৈদিক যুগের রচনা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা। এগুলি সংকলনের সময়সীমা আনুমানিক ১০০০-৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

উল্লেখ্য, আমি বৈদিক ভাষার কাল নির্ণয়ে প্রাচ্য পণ্ডিতদের (সুনীতি, শহীদুল্লাহ্, সুকুমার প্রমুখ) অধিকাংশ মত সমর্থন করি।

তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্সহ অন্যান্য প্রাচ্য মনীষীদের মতে আজ থেকে আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে (ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামীর মতে ৫০০০ বা মতান্তরে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এক দল মানব মধ্য ইউরোপ থেকে [মতান্তরে ১) দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে, ২) মধ্য এশিয়ার কিরগিজ মরুভূমি থেকে ও ৩) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল থেকে] উত্তর-পশ্চিম দিক হতে ভারতে প্রবেশ করে।[১] এক সময় এ নবাগত মানবগোষ্ঠী ও মূল ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিলন ঘটে। এই মিলিত মানবগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে মধ্য এশিয়ার এক বিশাল ভূখণ্ড (ভারত) এবং ইরানের একাংশে বসতি স্থাপন করে। যে দলটি ভারতে বসতি স্থাপন করে তাদেরকে বলা হয় ইন্দো-ইউরোপিয়ান (Indo-European অর্থাৎ ভারত-ইউরোপীয়)। আর যে দলটি ইরানে বসতি স্থাপন করে তাদেরকে বলা হয় ইন্দো-ইরানীয়ান (Indo-Iranian অর্থাৎ ভারত-ইরানীয়)। পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই দুটি দলকে একসময় একত্রে বলা হয় আর্য (Ariyan)। আর ব্যাপক অর্থে এই গোষ্ঠীদ্বয় থেকে উদ্ভূত ভাষাই একসময় একত্রে আর্যভাষা নামে অভিহিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং ম্যাক্সমুলারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য– "Aryan, in scientific language is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language and if we speak of Aryan race at all, we should know that it means no more than x + Aryan-speech ".[2]

ভারতবর্ষে প্রবেশকৃত আর্য দলটি তাদের যাযাবরত্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে কৃষিজীবী হয়ে যায়। তাদের সাধারণ সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অশ্ব, গরু ও শক্তিশালী ভাষা এবং সে ভাষায় রচিত উচ্চ শ্রেণির দেবগীতিমূলক সাহিত্য। ভারতীয় আর্যদের নিকট সম্পর্কযুক্ত উপভাষাগুলির এক সাহিত্যিক রূপ সাধুভাষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা।[৩] এ ভাষাতেই তারা দেবতাদের উদ্দেশে স্তব রচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ঋগ্বেদের কথা উল্লেখ করতে পারি। যেমন–

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে
সঞ্জানানা উপাসতে ॥[৪] *ঋগ্বেদ সংহিতা* (ঋ. সং.) ১০ / ১৯১ / ২

–(বৈদিক ঋষি বলেন) হে স্তবকর্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করো, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। কেননা আধুনিক দেবতাগণ (ঐক্যমত দেবতা) প্রাচীন দেবতাদের মত একমত হয়ে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন।

সুতরাং এক কথায় আমরা বলতে পারি ভারতীয় আর্যরা সাহিত্যিকরূপে যে ভাষা ব্যবহার করত তাই বৈদিক ভাষা।

বৈদিক ভাষার উৎস

এক নজরে বৈদিক ভাষার উৎস

পাণিনিপূর্ব প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিকরূপের অঞ্চল ও উপভাষাসমূহ–

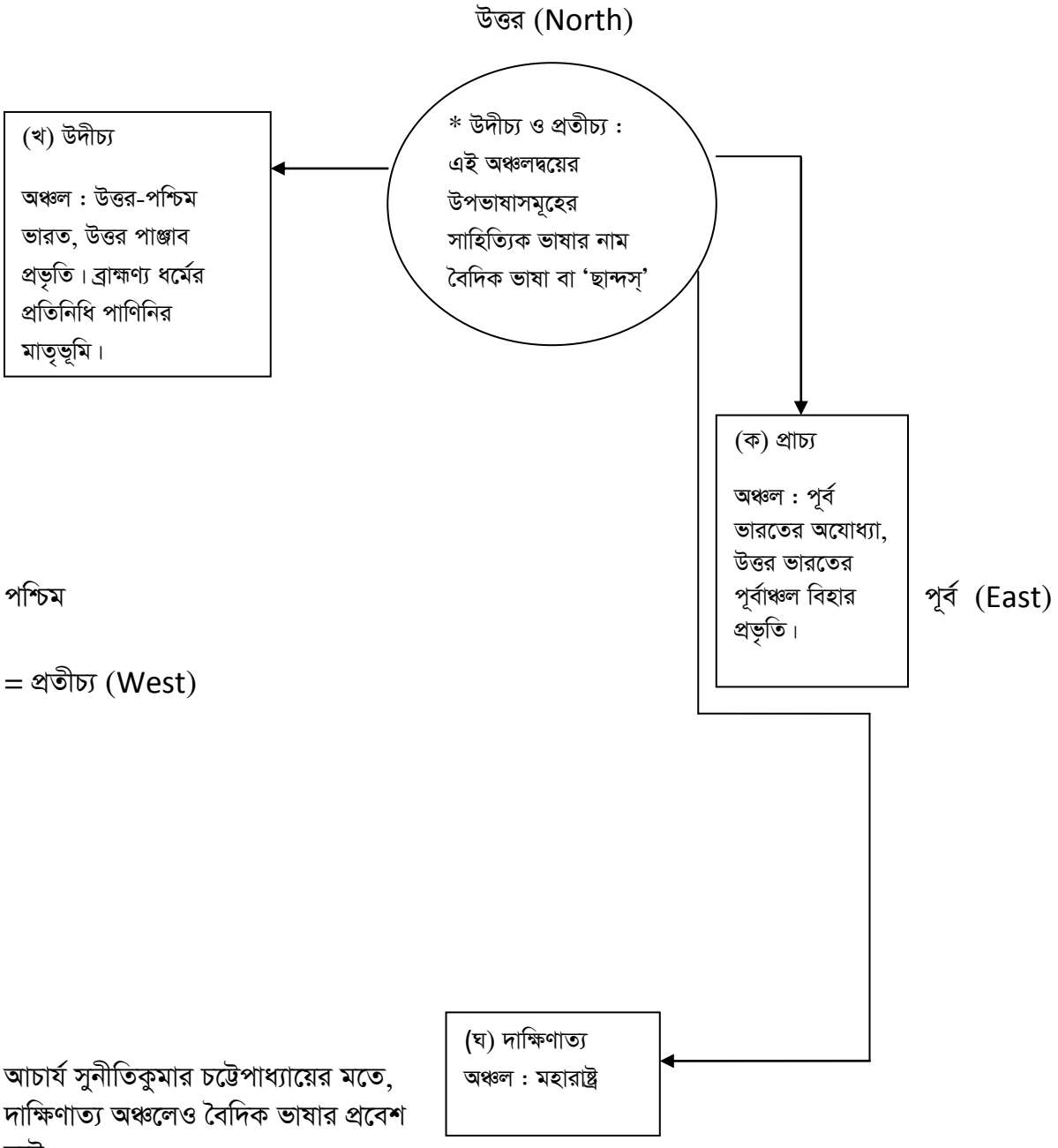

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেও বৈদিক ভাষার প্রবেশ ঘটে।

[উদীচ্য = উত্তরদিকস্থ, প্রতীচ্য = পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য, প্রাচ্য = পূর্বদেশীয় অর্থাৎ পূর্বদিকে স্থিত]

বৈদিক ভাষার কুলজী

পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে। এই আদি উৎসগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ বলা হয়। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই ভাষাবংশের বিভাগ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর '*সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় তিন হাজার ভাষাকে আনুমানিক ২৫ / ২৬টি পরিবারে ভাগ করেন।[৫] অন্যদিকে ড. রামেশ্বর শ' তাঁর '*সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে কয়েকটি প্রধান ভাষাবংশে ভাগ করেন।[৬]–

১. ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European / Aryan)

২. সোমীয়-হামীয় (Semito- Hamitic)

৩. বান্টু (Bantu)

৪. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian)

৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turko-Mongol-Manchu)

৬. ককেশীয় (Caucasian)

৭. দ্রাবিড় (Dravidian)

৮. অস্ট্রিক্ (Austric)

৯. ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese)

১০. উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean)

১১. এসকিমো (Esquimo)

১২. আমেরিকান আদিম ভাষাবর্গ (American Indian Languages)

ড. রামেশ্বর শ' বলেন উল্লিখিত প্রধান ভাগগুলি ছাড়াও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে আরো কিছু ভাষাবংশ রয়েছে। যেমন– কোরীয়-জাপানী (Korean and Japanese), আইবেরীয়-বাস্ক (Ibero-Basque), আন্দামানী (Andamanese), পাপুয়ান্ (Papuan) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত ভাষাবংশগুলির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ অন্যতম। এই ভাষাবংশ থেকে আবার দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়।[৭] –

শতম্ (satam) : ১. ইন্দো-ইরানীয় (Indo- Iranian)

২. বালতো-স্লাবিক্ (Balto-Slavic)

৩. আলবেনীয় (Albanian)

৪. আর্মেনীয় (Armenian)

কেন্তুম্ (centum) : ৫. কেলতিক্ (Celtic)

৬. ইতালিক্ (Italic)

৭. জার্মানিক্ (Germanic)

৮. গ্রীক্ (Greek)

৯. হিত্তীয় / হিট্টি (Hittite)

১০. তোখারীয় (Tokharian)

এই দশটি শাখাকে আবার দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়।[৮]–

১. শতম্ / সতম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক্ (k) ধ্বনি শিসধ্বনিতে (শ্ ষ্ স্) অর্থাৎ শ্-কার অথবা স্-কারে পরিণত হয়েছে]

২. কেন্তুম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক্ (k) ধ্বনি]

উপর্যুক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন শাখাগুলির প্রথম চারটি সতম্ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট ছয়টি কেন্তুম্ গুচ্ছের অন্তর্গত। সতম্ গুচ্ছের ইন্দো-ইরানীয় প্রাচীন শাখাটি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত।[৯]–

১. ইরানীয় আর্য (Iranian Aryan)

২. দরদীয় (Dardic)

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indian Aryan)

এই তিনটি শাখার ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য’ শাখাটি দুভাগে বিভক্ত।[১০]–

১. কথ্য রূপ

২. সাহিত্যিক রূপ

উক্ত ‘সাহিত্যিক রূপ’ থেকেই বৈদিক ভাষার জন্ম।

'বৈদিক ভাষার কুলজী' ছকে প্রদর্শিত হলো :

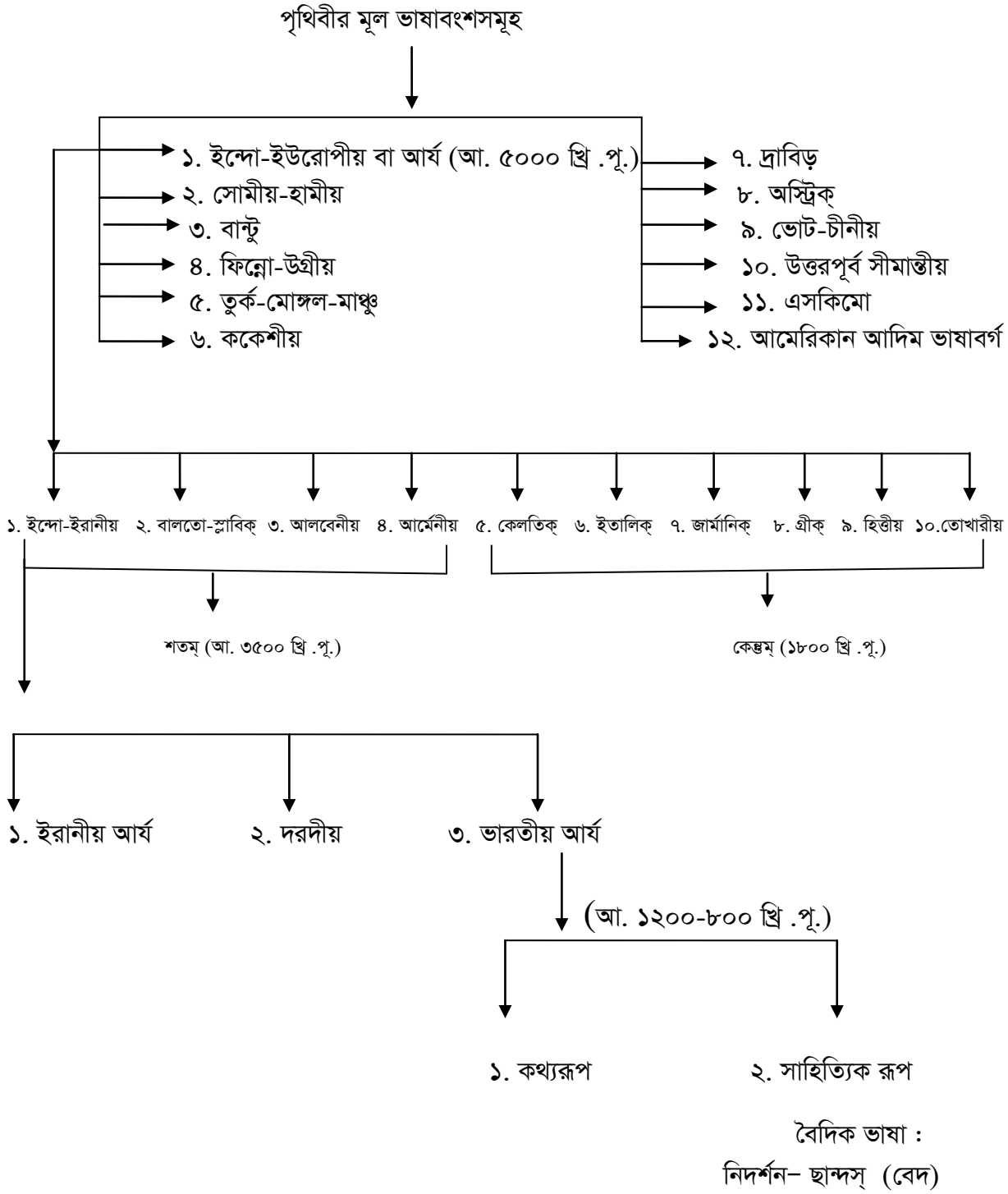

উল্লেখ্য, প্রদত্ত ছকে ব্যবহৃত 'কাল' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে।[১১]

বৈদিক ভাষার বৈশিষ্ট্য

বৈদিক ভাষা মূলত একটি পরিকল্পিত ভাষা। এর মধ্যে একটি ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ করা যায়। ক্রমিক বিবর্তনটি হলো ভাষার একটি প্রাচীন (পুরাতন) রূপ অপরটি অর্বাচীন (নবীন) রূপ। আমরা জানি বৈদিক যুগের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদসংহিতা। এই সংহিতার দশম মণ্ডলটিকে অনেকে অর্বাচীন (নবীন) বলেন। সুতরাং সেটিকে বাদ দিয়ে ঋগ্বেদসংহিতার অন্যান্য মণ্ডলে আমরা বৈদিক ভাষার প্রাচীন (পুরাতন) স্তরের পরিচয় পাই। এছাড়া সাম, যজুঃ, অথর্ব সংহিতায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থের প্রাচীন অংশে অর্বাচীন (নবীন) বৈদিক ভাষার লক্ষণ দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত আরও পরবর্তীকালীন সূত্র বা বেদাঙ্গ জাতীয় রচনাগুলিতেও প্রাচীন রচনাশৈলীর ছাঁদ বদলের ক্ষণটি লক্ষ করা যায়। [১২]

উক্ত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে বৈদিক ভাষার পরিচয় পাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ব্যবহারে বৈচিত্র্য। মনে করা হয় কোনো ভাষানিয়ন্ত্রকের অভাবে বৈদিক ভাষা ছিল বিক্ষিপ্ত, কেন্দ্রাতিগ, স্বচ্ছন্দচারী একটি ভাষাস্রোত। এই ভাষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত একাধিক বিকল্পরূপের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন– বৈদিক শব্দরূপের ক্ষেত্রে অ-কারান্ত 'নর' শব্দের প্রথমার দ্বিবচন, বহুবচন; দ্বিতীয়ার দ্বিবচন; তৃতীয়ার একবচন, বহুবচন; ষষ্ঠীর বহুবচন; সম্বোধনের বহুবচনে একাধিক রূপ (নরৌ/ নরা, নরাঃ/নরাসঃ; নরৌ/ নরা; নরেণ/ নরা, নরৈঃ/নরেভিঃ; নরাণাম্ / নরাম্; নরাঃ / নরাসঃ) দেখা যায়।[১৩] তদ্রূপ বৈদিক ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে দেখা যায়। যেমন, কৃ-ধাতু– কৃণোতি, করোতি, কর্ষি; ভূ-ধাতু– ভবতি, বিভর্ত্তি ইত্যাদি।[১৪] এরূপ বিকল্পরূপ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

বৈদিক ব্যাকরণ

ভাষা সব সময় সব মানুষ একইভাবে ব্যবহার বা উচ্চারণ করতে পারে না। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, সামাজিক অবস্থান, আঞ্চলিক প্রভাব ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই দেখা যায় একই অঞ্চলের একই ভাষা ব্যবহারকারী দুপ্রান্তের মানুষের (মধ্য ইউরোপ থেকে নবাগত মানবগোষ্ঠী ও মূল ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর একত্রে ব্যবহৃত আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষা) ভাষার ব্যবহারে কিছুটা হলেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ সমস্ত পার্থক্য দূরীকরণের জন্য বা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধি-বিধান বা নিয়মের নিগড়ে ভাষাকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। এই নিয়ম-শৃঙ্খলাকেই সাধারণ ভাষায় ব্যাকরণ বলে। এক কথায় বলা যায় ভাষা

প্রয়োগের কলাকৌশল শিক্ষাদান করাই ব্যাকরণের কাজ। সুতরাং ব্যাকরণ বলতে আমরা একটি শাস্ত্রকে বুঝি, যা দ্বারা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে, লিখতে এবং বুঝতে পারা যায়।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় বৈদিক ব্যাকরণ। তাই যে শাস্ত্রে বৈদিক ভাষা ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং বেদের শব্দ প্রয়োগ, উচ্চারণবিধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ, বাক্যগঠন, কারক-বিভক্তি, সমাস প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই বৈদিক ব্যাকরণ। যেমন– পাণিনি পূর্ববর্তী মাহেশ ব্যাকরণ, ইন্দ্র ব্যাকরণ, গার্গীয় ব্যাকরণ প্রভৃতি। তবে এসব ব্যাকরণের নামই আমরা শুনতে পাই। এসব গ্রন্থ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তবে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে পাণিনির '*অষ্টাধ্যায়ী*'। কারণ এটি একই সাথে বৈদিক ও সংস্কৃত উভয় ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাণিনি তাঁর '*অষ্টাধ্যায়ী*'-তে ৩৯৯৬ ('*পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*') / ৩৯৮৩টি সূত্রের মধ্যে ৫৯২টি সূত্রকে বৈদিক পদসাধন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী সময়ে ভট্টোজিদীক্ষিত তাঁর '*সিদ্ধান্তকৌমুদী*' প্রণয়ন করে বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রগুলিকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য, পাণিনি তাঁর '*অষ্টাধ্যায়ী*'-র মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার একটি পরিশীলিত রূপ দিতে পারলেও বৈদিক ভাষাকে নিয়মের নিগড়ে যথাযথভাবে বাঁধতে সক্ষম হননি। তথাপি তিনি বৈদিক ও লৌকিক (সংস্কৃত) দুভাষার যেসব নিয়ম প্রদান করেছেন তা আমাদের বৈদিকব্যাকরণ জানার অমূল্য সম্পদ। এছাড়া পরবর্তী সময়ে রচিত কাত্যায়নের '*বার্ত্তিক*', পতঞ্জলির '*মহাভাষ্য*' তথা ত্রিমুনি ব্যাকরণ (পূর্ণাঙ্গ '*অষ্টাধ্যায়ী*') প্রভৃতি বৈদিক ভাষা তথা ব্যাকরণ জানার একমাত্র অবলম্বন। নিম্নে বিভিন্ন গ্রন্থ ও মনীষী কর্তৃক বৈদিক ব্যাকরণের লক্ষণ সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

১. '*ছান্দোগ্য উপনিষদ*'-এ ব্যাকরণকে বলা হয়েছে–

বেদানাং বেদম্।
ছান্দোগ্য উপনিষদ (ছা. উ.), ৭ / ১ / ২ বা ৭ / ২ / ১
এবং
বেদানাং বেদঃ।[১]
ছা. উ. ৭ / ১ / ৪

অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে ব্যাকরণকেই বেদসমূহের বেদ বলা হয়েছে।

২. '*পাণিনীয়-শিক্ষা*'-য় ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখস্বরূপ বলা হয়েছে–

শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥[১৬]
পাণিনীয়-শিক্ষা (পা. শি.), শ্লোক–৪২

অর্থাৎ ব্যাকরণ বেদপুরুষের মুখ।

৩. মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্যে*' সকল বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকে প্রধান বলে স্বীকার করে বলেছেন–

প্রধানঞ্চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্ ।
প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি। [১৭]

মহাভাষ্য-৬

অর্থাৎ ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান।

৪. আবার, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্য*'-এ ঋক্সংহিতার ৪ / ৫৮ / ৩ মন্ত্রটিকে ব্যাকরণের স্বরূপ ও প্রশংসাবোধক রূপে উদ্ধৃত ও বিবৃত করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে ব্যাকরণশাস্ত্রকে বা ব্যাকরণনিষ্পাদ্য শব্দকে বৃষভরূপে (ষাঁড়রূপে) কল্পনা করে বৃষভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনাচ্ছলে ব্যাকরণের বিষয় বলেছেন। তবে এ বৃষভ লৌকিক বৃষভের মতো নয়। যেমন–

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ ॥[১৮]

ঋ.সং. ৪ / ৫৮ / ৩

অর্থাৎ পতঞ্জলির মতে, ব্যাকরণশাস্ত্র বা ব্যাকরণনিষ্পাদ্য শব্দবৃষভ স্বরূপ প্রাণীর চারটি শৃঙ্গ (অর্থাৎ চার প্রকার পদ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত), তিনটি চরণ (অর্থাৎ তিনটি কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ), দুটি মস্তক (অর্থাৎ দ্বিবিধি শব্দ নিত্য = সুবন্ত ও কার্য = তিঙন্ত), সাতটি হস্ত (অর্থাৎ সাতটি বিভক্তি = সাত প্রকার সুবন্ত বিভক্তি) এবং ত্রিধা বদ্ধ (অর্থাৎ তিনটি স্থানে বদ্ধ– বক্ষে, কণ্ঠে ও মস্তকে)। এরূপ কামবর্ষণকারী বৃষভ অত্যন্ত শব্দ করায় শব্দবিবর্তপ্রপঞ্চের প্রসার ঘটেছে। ইনি (অগ্নি অথবা আদিত্য) মহানদেব অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। ইনি মর্তে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। সমস্ত জীব তাঁর থেকে অভিন্ন হলেও তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছেন।

অতএব, প্রামাণ্য গ্রন্থ ও মনীষীদের এসব বাণী বা উক্তি থেকে বলা যায় ব্যাকরণ বেদের উপরে অধিষ্ঠিত। আর ব্যাকরণ ছাড়া বৈদিক ভাষার যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। বেদের যথার্থ অর্থজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান অপরিহার্য। এ সম্পর্কে পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্য*'-এ বলেছেন–

রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।[১৯]

অর্থাৎ বেদসমূহের রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

বৈদিক ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি

ভারতবর্ষে ব্যাকরণ রচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব) আলোচনার পূর্বে কতগুলি পরিভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এ পরিভাষাগুলি ভালোভাবে বুঝে নিলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সহজ হয়। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো। ব্যাকরণে সাধারণত সূত্র, বৃত্তি, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী, ন্যাস, পঞ্জিকা, ঢুণ্ঢিকা, চূর্ণি ও ভাষ্য, থাকে।[২০] নিম্নে এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা তুলে ধরা হলো।

১ সূত্র : অর্থান্ সূতে সূচয়তি বা ইতি সূত্রম্।

অর্থাৎ যা অর্থকে প্রকাশ করে বা সূচনা করে, তাকে সূত্র বলে।

পাণিনিই প্রথম সবচেয়ে কম শব্দাবলিতে বেশি অর্থের দ্যোতনা করে সূত্র প্রণয়ন করেন। তাই তাকে সূত্রকার বলা হয়। সূত্রের সর্বজনবিদিত লক্ষণ সম্পর্কে *'বিষ্ণুধর্মোত্তর'* ও *'পরাশর উপপুরাণে'* উক্ত হয়েছে–

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতো মুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

অর্থাৎ অল্প কথায় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধকতাহীন, প্রাঞ্জল ও বক্তব্য বিষয়ের পূর্ণ প্রকাশ যাতে ঘটে, সূত্রবিদগণ তাকে সূত্র বলেন। যেমন–

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম সূত্র : বৃদ্ধিরাদৈচ্ [পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী (পা.), ১ / ১ / ১]।
ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.) : আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞ স্যাৎ।

আ-কার, ঐ-কার এবং ঔ-কার বৃদ্ধিসংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– বৃদ্ধি হচ্ছে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম। যেখানে–

অ > আ
ই ঈ এ > ঐ
উ ঊ ও > ঔ
ঋ ৠ > আর্
ঌ > আল্ হয়। যেমন–

শরীর + ঠক = শারীরিক (ত্রি / বি-ণ)
বিধি + অণ্ = বৈধ (ত্রি. / বি-ণ)
উদার + যঞ্ = ঔদার্য, ঔদার্য + সুপ্ = ঔদার্যম্
শীত + ঋতঃ (সুপ্) = শীতার্তঃ (শীত + আর্ তঃ)
হোতৃ + ঌকারঃ (সুপ্) = হোতৃকারঃ পক্ষে হোত্ঌকারঃ [হোতৃ = পুরোহিত, ঋগ্বেদজ্ঞ]

লক্ষণীয় যে, হোত্৯৯কারঃ–এর ক্ষেত্রে 'ঋতি সবর্ণে ঋ বা (বার্ত্তিক), ৯তি সবর্ণে ৯ বা (বার্ত্তিক)'–এই বার্ত্তিক সূত্রদ্বয় দ্বারা একবার ঋ-কার (ৃ) এবং একবার ৯-কার হতে পারে। যেমন– হোতৃ + কার = হোতৃকারঃ, হোত্৯কারঃ।

পাণিনি উক্ত সূত্রের মাধ্যমে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে অল্প কথায় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধকতাহীন ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, সন্ধি ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বিধানের প্রয়োজন হয়।

পণ্ডিত গোয়ীচন্দ্র সূত্রের ছয়টি লক্ষণের কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে উক্ত হয়–

সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধিনিয়ম এব চ।
অতিদেশো২ধিকারশ্চ ষড়ুবিধং সূত্রলক্ষণম্ ॥

– সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ ও অধিকার– এ ছয়টি সূত্রের লক্ষণ।

নিম্নে সূত্রের এ লক্ষণগুলি আলোচনা করা হলো :

ক. সংজ্ঞা (সম্-√ জ্ঞা + অঙ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্) : সম্যগ্ জ্ঞায়তে অনেন ইতি সংজ্ঞা।

অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তুর স্বরূপ সম্যকরূপে জানা যায়, তাকে সংজ্ঞা বলে। যেমন–

সন্ধির সংজ্ঞা :

পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পা. ১/৪/১০৯)।

পাণিনি পরবর্তী সময়ে অন্য ব্যাকরণে কারকের সংজ্ঞা দেখা যায় :

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্।
বা, সাধকং নিবর্তকং কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্। (পতঞ্জলি, *মহাভাষ্য*)

সমাসের সংজ্ঞা :

সমর্থঃ পদবিধিঃ (পা. ২ / ১ / ১)।
বা, একপদীভাবঃ সমাসঃ। (পরবর্তী ব্যাকরণ গ্রন্থে)

খ. পরিভাষা (পরিতঃ সর্বতো ভাষ্যতে অনয়া ইতি = পরি-√ ভাষ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = পরিভাষা) : পরিভাষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ভিত্তি করে অনেকে বলেন–

পরিতো ব্যাপৃতাং ভাষাং পরিভাষা প্রচক্ষতে।
–পদার্থবিচারজ্ঞ শাস্ত্রবিদগণের পরিষ্কৃত যে ভাষণ তাই পরিভাষা।
আবার, অনিয়মে নিয়মকারিণী যা সা পরিভাষা।
–যেখানে নিয়ম ছিল না, সেখানে নিয়ম করাকে পরিভাষা বলে।

তবে একথায় বলা যায়– পরিভাষা হচ্ছে সূত্রের অর্থ স্থির করার শাস্ত্রকথিত নীতি। যেমন– বিধি, নিয়ম প্রভৃতি।

গ. বিধি (বি-√ ধা + কি) : বিধীয়তে অত্র ইতি বিধিঃ। অর্থাৎ যেখানে ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হয়, তাকে বিধি বলে। সূত্রে বিধি হয়। দৃষ্টান্ত : ইকো যণচি (পা. ৬ / ১ / ৭৭)। অর্থাৎ যদি ইক্ (= ই উ ঋ ঌ) এর পর অসমান বা অসবর্ণ স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ইক্ স্থানে যণ্ (= য্ ব্ র্ ল্) আদেশ হয়। যেমন–

দধি + অত্র = দধ্যত্র
অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ
পিতৃ + অনুমতিঃ = পিত্রনুমতিঃ
ঌ + আকৃতি = লাকৃতি

সুতরাং যেখানে প্রাপ্তি ছিল না, সেখানে প্রাপ্তি ঘটানোই বিধির কাজ।

ঘ. নিয়ম [নি-√যম্ + অ (অপ্)] : সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ।
–যেখানে সামান্য বিধির প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না সেখানে যে বিশেষ বিধি প্রবর্তিত হয়, তাকে নিয়ম বলে। যেমন–

পতিঃ সমাস এব (পা. ১ / ৪ / ৮)।

অর্থাৎ সমাসের উত্তর পদে যদি 'পতি' শব্দ থাকে তবে তার ঘি সংজ্ঞা হয়। তার মানে তখন সেই 'পতি' শব্দের শব্দরূপ ই-কারান্ত 'মুনি' শব্দের মত রূপ হবে।

শ্রীপতি + টা = শ্রীপতি + না = শ্রীপতিনা (টা = না)
এরূপ, শ্রীপতি + ঙে = শ্রীপতি + এ = শ্রীপতয়ে

ঙ. অতিদেশ (অতি-√দিশ্ + অল্) : অন্যধর্মস্য অন্যত্রারোপণম্ অতিদেশঃ।

–এক স্থানের জন্য প্রণীত কোন সূত্রের কার্য যদি অন্য সূত্রেও প্রাপ্তি হয়, তবে তাকে অতিদেশ বলে। দৃষ্টান্ত : ব্রুঞো বচিঃ (পা. ২ / ৪ / ৫৩)। এই সূত্রের দ্বারা 'ব্রু'-ধাতুর স্থানে 'বচ্' আদেশ হলে 'ব্রু'-ধাতুর সব কাজই বচ্ ধাতুতে হবে। যেমন–

√ব্রু (বচ্) + তৃণ্ = বক্তৃ > বক্তা
√ব্রু (বচ্) + তুমুন্ = বক্তুম্
√ব্রু (বচ্) + তব্য = বক্তব্যম্
√ব্রু (বচ্) + লিট্-এ = বক্ষ্যে
√ব্রু (বচ্) + লৃট্-স্যামি = বক্ষ্যামি প্রভৃতি।

অতএব 'ব্রু' ধাতুর কার্য 'বচ্ ধাতুতেও প্রযোজ্য। এটিই অতিদেশ।

চ. অধিকার (অধি-√ কৃ + ঘঞ্) : পূর্বসূত্রস্থপদাদেরন্যত্রোপস্থিতিরধিকারঃ।

–অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য পূর্ববর্তী সূত্রের অর্থ যদি পরবর্তী সূত্রে অনুবর্তিত হয়, তবে তাকে অধিকার বলে। যেমন–

'অব্যয়ীভাবঃ' (পা. ২ / ১ / ৫)। সূত্রের অধিকার অব্যয়ীভাব সমাস প্রকরণের 'অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্' (পা. ২ / ১ / ২১)। সূত্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবৃত্ত হয়েছে।

সুতরাং সূত্র ব্যাখ্যা করার সময় এ ষড়ুবিধ লক্ষণযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

২. বৃত্তি (√বৃৎ + ক্তিন্) : সূত্রার্থপ্রধানো গ্রন্থো বৃত্তিঃ।
– সূত্রের অর্থ যে গ্রন্থে প্রধানভাবে ব্যক্ত হয় তাকে বৃত্তি বলে। যেমন–

পাণিনির সূত্র– 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (পা. ৬ / ১ / ১০)। এই সূত্রে তিনটি পদ আছে– অকঃ, সবর্ণে ও দীর্ঘঃ। কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিতের বৃত্তিতে সাতটি পদ আছে– 'অকঃ সবর্ণে অচি পরে দীর্ঘ একদেশঃ স্যাৎ। অচি, পরে, একদেশঃ ও স্যাৎ– এ চারটি অতিরিক্ত পদ আছে ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য। সুতরাং সূত্রকে ভালোভাবে বোঝার জন্য বৃত্তি সূত্র অপেক্ষা বড় হয়।

৩. বার্ত্তিক (বৃত্তি + ঠক্) : বৃত্তিং করোতীতি বৃত্তিকারঃ।

–যিনি বৃত্তি রচনা করেন, তাকে বার্ত্তিকার বলে। পাণিনি সূত্রের প্রথম বৃত্তি রচনা করেন কাত্যায়ন বা বররুচি। এজন্য কাত্যায়ন বা বররুচিকে প্রথম বার্ত্তিককার বলা হয়।

বার্ত্তিকের সর্বজন বিদিত লক্ষণ সম্পর্কে '*পরাশর উপপুরাণে*' বলা হয়েছে–

উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহু বার্ত্তিকজ্ঞো মনীষিণঃ ॥

অর্থাৎ উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের চিন্তা যাতে প্রবর্তিত হয়ে, তাকে বার্ত্তিক বলা হয়। যেমন–

পাণিনির 'এঙি পররূপম্' (পা. ৬ / ১ / ৯৪)। সূত্রের বার্ত্তিক সূত্র হলো– 'শকন্ধাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্।'
বার্ত্তিক সূত্রে প্রায়শই 'বক্তব্যম্', 'বাচ্যম্',' উপসংখ্যানম্' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকে।

৪. টীকা [√ টীক্-অ (ঘঞ্) + স্ত্রিয়াং টাপ্] : টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বা অনয়া ইতি।
–যার দ্বারা মূল গ্রন্থের অর্থ বোধগম্য করা হয়, তাকে টীকা বলে। টীকা শব্দের অর্থ বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা বিবৃতি। রাজশেখর বলেন,

যথাসম্ভবমর্থস্য টীকনং টীকা।
–যথাসম্ভব অর্থবোধই হচ্ছে টীকা।

যেমন– ভর্ত্তৃহরির দীপিকা, কৈয়টের প্রদীপ প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাগ্রন্থ।

৫. টিপ্পনী (√টিপ্ +ক্বিপ্ + √পন্ + ক + স্ত্রিয়াং ঙীপ্) : বক্তার ইচ্ছাকে বলা হয় তাৎপর্য। আর তাৎপর্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাকে বলা হয় টিপ্পনী। টিপ্পনী আসলে টীকারও ব্যাখ্যা বা টীকা। তবে টীকার মতো অত বৃহৎ আকারের লেখা হয় না। ভাষা পরিচ্ছেদে (১৫শ শতাব্দী) বলা হয়েছে–

যৎপদেন বিনা যস্যাননুভাবকতা ভবেৎ।
সাকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্যং পরিকীর্তিতম্ ॥

যেমন– *'জৈনচিন্তামণির'* উপর সমন্তভদ্রের টিপ্পনী একটি উল্লেখযোগ্য টিপ্পনী গ্রন্থ।

৬. ন্যাস [নি-√ অস্ + অ (ঘঞ্)] : ন্যস্যতে স্থাপ্যতে দৃঢ়ীক্রীয়তে অনেনেতি ন্যাসঃ।
–যার দ্বারা কোন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ন্যাস বলে।
যেমন– দেবনন্দিপ্রণীত *'ক্ষপণকন্যাস'*, জিনেন্দ্রেবুদ্ধিপ্রণীত *'কাশিকান্যাস'* প্রভৃতি বিখ্যাত ন্যাসগ্রন্থ।

৭. পঞ্জিকা (√পঞ্জি + ক + স্ত্রিয়াম্ আপ্) : পঞ্জিকার লক্ষণ সম্পর্কে রাজশেখর বলেন–

বিষমপদভঞ্জিকা পঞ্জিকা।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

পচ্যন্তে ব্যক্তীক্রিয়ন্তেঽ র্থা অনয়েতি।

অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থ ব্যক্তীকৃত বা প্রকাশিত হয় তাকে পঞ্জিকা বলে। যেমন–

'সুপদ্মবিবরণপঞ্জিকা' একটি উল্লেখযোগ্য পঞ্জিকাগ্রন্থ।

৮. ঢুণ্ঢিকা (√ঢুণ্ঢ্ + ইন্ + ইক্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্) : সূত্রস্থ পদসমূহের সাধনক্রমাদি এবং সাধিত পদের প্রয়োগবিধি যাতে দেখান হয়, তাকে ঢুণ্ঢিকা বলে। যেমন–

হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের উপর *'বৃহদ্বৃত্তিঢুণ্ঢিকা'*, মেঘরত্নের *'সারস্বতব্যাকারণঢুণ্ঢিকা'* প্রভৃতি বিখ্যাত ঢুণ্ঢিকা গ্রন্থ।

৯. চূর্ণি (√চূর্ণ্ + কি) : চূর্ণয়তি শতশঃ খণ্ডয়তি বিপক্ষকানাং তর্কজালমিতি চূর্ণিঃ।

–যা প্রতিপক্ষীয়দের তর্কজালকে চূর্ণ করে, তাকে বলা হয় চূর্ণি। কেউ কেউ মনে করেন পতঞ্জলির *'মহাভাষ্য'*ও একধরণের চূর্ণিগ্রন্থ। *'টীকাসর্বস্ব'* গ্রন্থে সর্বানন্দ মহাভাষ্যকে চূর্ণি বলেছেন–

অনেকপ্রতিপক্ষচূর্ণনাচ্চূর্ণির্মহাভাষ্যম্।

অর্থাৎ অসংখ্য প্রতিপক্ষের মতবাদ চূর্ণ করায় মহাভাষ্যকে চূর্ণি বলা হয়।

১০. ভাষ্য (√ভাষ্ + ণ্যৎ) : পতঞ্জলি পাণিনিকৃত সূত্র ও কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকের উপর ভাষ্য প্রদান করেন। এ কারণে তাঁকে ভাষ্যকার বলা হয়। তাঁর ভাষ্যে অন্য ভাষ্য অপেক্ষা বিশেষ বৈলক্ষণ বা ভিন্নতা থাকায় তাঁর ভাষ্যকে মহাভাষ্য (মহৎ-ভাষ্ + ণ্যৎ) বলা হয়। ভাষ্যের সর্বজন বিদিত সংজ্ঞা সম্পর্কে *'পরাশর উপপুরাণে'* উক্ত হয়েছে–

সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥

অর্থাৎ সূত্রানুসারী বাক্য বা স্বরচিত পদের দ্বারা ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করেন তাকে ভাষ্য বলে। যেমন–

কাত্যায়ন বা বররুচির একটি বার্ত্তিক: যথা লৌকিকবৈদিকেষু।[২১]

অর্থাৎ যেমন লোকে (স্মৃতিশাস্ত্রে) ও বেদে নিয়ম করা হয়েছে।

এর উপর পতঞ্জলির ভাষ্য :

প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ, যথা লোকে বেদে চেতি প্রযোক্তব্যে যথা লৌকিকবৈদিকেষ্বিতি প্রযুঞ্জতে।[২২]

অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের লোকেরা তদ্ধিত প্রত্যয় পছন্দ করে। 'লোকে এবং বেদে'– এরূপ যেখানে প্রয়োগ করা উচিত, সেখানে 'লৌকিকে এবং বৈদিকে'– এরূপ প্রয়োগ করে।

ব্যাখ্যা : দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বার্ত্তিককার (কাত্যায়ন) বলেছেন যে, কেবল ব্যাকরণেই যে নিয়ম করা হয়েছে, তা নয়। লৌকিকে এবং বৈদিকেও নিয়ম করা হয়েছে। কিন্তু 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' এই বার্ত্তিক বাক্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার (পতঞ্জলি) বলেন, উক্ত বাক্যটি সুপ্রযুক্ত হয়নি। 'লোক ও বেদ' শব্দের উত্তর– তত্র ভবঃ (পা. ৪ / ৩ / ৫৪) অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় ঠক্ প্রয়োগে যথাক্রমে 'লৌকিক ও বৈদিক' (লোকে ভবঃ = লোক + ঠক্ = লৌকিকঃ; বেদে ভবঃ = বেদ + ঠক্ = বৈদিকঃ) শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ দুটির প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। বরং 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' > 'যথা লোকে বেদে চ'– এরূপ বললেই ইষ্টসিদ্ধি হয়ে যেত। সুতরাং 'যথা লোকে বেদে চ'– এরূপ বললে দোষ হতো না। এক্ষেত্রে ভাষ্যকার পতঞ্জলি মনে করেন বার্ত্তিককার কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্য বলেই তাঁর তদ্ধিতে অতিপ্রীতি। আর এই অতিপ্রীতির জন্যই অনর্থক তদ্ধিত প্রত্যয় প্রয়োগ স্বাভাবিক। এভাবেই ভাষ্যকার পতঞ্জলি (মহাভাষ্যকার) তাঁর স্বরচিত বাক্যেও ('যথা লোকে বেদে চ') দ্বারা বার্ত্তিকের ('যথা লৌকিকবৈদিকেষু') যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

উক্ত বিষয়গুলি বৈদিক ব্যাকরণ রচনার পূর্বে সম্যকভাবে অনুসরণ করা হয়।

বৈদিক ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মতো বৈদিক ভাষার ব্যাকরণেও চারটি মৌলিক বিষয় আছে। যথা– ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। এসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে একেক ভাষা অপর ভাষা থেকে পৃথক ভাষা নামে অভিহিত (সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি)। তবে এদের

মৌলিকত্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে (অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ) পরস্পরের ওপর প্রভাবও বিদ্যমান। যেমন সংস্কৃতের ওপর বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের প্রভাব রয়েছে তেমনি বাংলা ভাষার ওপর রয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব। অর্থাৎ বৈদিক ভাষা দ্বারা সংস্কৃত ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি সংস্কৃত ভাষা দ্বারা বাংলা ভাষাও সমৃদ্ধ হয়েছে।

একসময় বৈদিকমন্ত্রের উচ্চারণ প্রয়োগ ও মন্ত্রার্থজ্ঞানের জন্য ছয় প্রকার সহায়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলির নাম বেদাঙ্গ, বেদ এখানে অঙ্গী এবং বেদাঙ্গ তার উপকারক (সাহায্যকারী)। বেদাঙ্গ ছয়টি– শিক্ষা (স্বরবর্ণোচ্চারণোপদেশকং শাস্ত্রম্ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব), কল্প (বেদবিহিতানাং কর্মণামানুপূর্বেণ কল্পনাশাস্ত্রম্ অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞ আলোচনা, পারিবারিক জীবনে অনুসৃত সংস্কারাদি, সমাজজীবনের মূলনীতি ইত্যাদি), নিরুক্ত (পদবিভাগমন্ত্রার্থ-দেবতা নিরূপণার্থং শাস্ত্রম্ অর্থাৎ অর্থতত্ত্ব ও দেবতাবিচার), ব্যাকরণ (শব্দার্থব্যুৎপত্তিকরং শাস্ত্রম্ অর্থাৎ শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব), ছন্দ (গায়ত্র্যাদীনাং ছন্দসাং জ্ঞানশাস্ত্রম্ অর্থাৎ বৈদিক ছন্দঃসমূহের পরিচয়) ও জ্যোতিষ (কালপরিজ্ঞানার্থং শাস্ত্রম্ অর্থাৎ যাগকর্মের নিমিত্ত কাল গণনা, নক্ষত্রাদির পরিচয়)। পাণিনীয়-শিক্ষা গ্রন্থে ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদের (বেদপুরুষের) ছয়টি অঙ্গরূপে (শরীরাংশ রূপে) বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– ছন্দ বেদপুরুষের পাদদ্বয়, কল্প হস্তযুগল, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং ব্যাকরণ মুখ। তাই উক্ত হয়েছে–

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥[২৩]

পা. শি. শ্লোক– ৪১-৪২

শ্লোকে উক্ত বেদাঙ্গসমূহের শিক্ষায় বেদের ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, নিরুক্তে অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। আর ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বের আলোচনা মীমাংসা (বেদবাক্যার্থবিচারণায় শাস্ত্রম্) নামক অপর একটি বাক্যশাস্ত্রে বা বাক্যার্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।

সংক্ষেপে প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য মৌলিক বিষয় :

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonoloy)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব (Syntax)
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

বৈদিক ভাষায় ষড়ু বেদাঙ্গের অনত্যম বেদাঙ্গ ব্যাকরণে (বেদপুরুষের মুখ) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। শব্দের এ রূপ নিয়ে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাই শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব। শব্দতত্ত্বে ভাষার শব্দগঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈদিক ভাষায়ও শব্দতত্ত্বে বৈদিক ভাষার যাবতীয় শব্দগঠন আলোচনা করা হয়। বৈদিক শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতি। বৈদিক ভাষায় এ শব্দতত্ত্বের একটি অন্যতম বিষয় উপসর্গ। বৈদিক ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গের শব্দগঠন, ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়। মূলকথা হচ্ছে বৈদিক ব্যাকরণে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। একারণে উপসর্গকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

খ) বৈদিক উপসর্গ

বৈদিক ভাষায় যেসব প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় সেসবের মধ্যে উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন অন্যতম। এ ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। ষড়ু বেদাঙ্গ রচনাকারীদের মধ্যে নিরুক্তকার যাস্ক বৈদিক পদসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। চারভাগের মধ্যে উপসর্গকে অন্যতম বলেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর *'নিরুক্ত'* গ্রন্থে উক্ত হয়–

চত্বারি পদজাতানি, নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতশ্চেতি।[২৪] *নিরুক্ত* (নি.), ১ / ১

অর্থাৎ নাম (প্রাতিপদিক), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়) এই চতুর্বিধ পদ বৈদিক ভাষায় বিদ্যমান। বিভাগটি ছকে প্রদর্শন করা হলো :

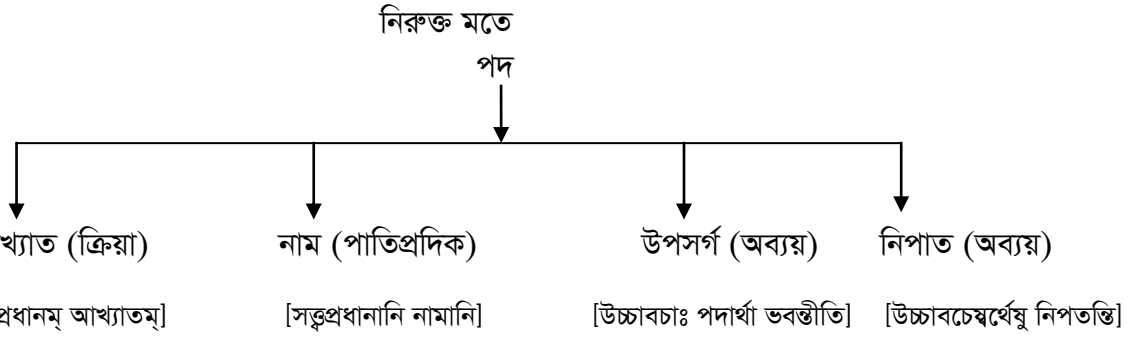

উল্লেখ্য, ভর্তৃহরি তাঁর *'বাক্যপদীয়'* গ্রন্থে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত– এই চার পদের অতিরিক্ত একটি পদের কথা বলেছেন। যার নাম কর্মপ্রবচনীয়। স্মরণীয়, কর্মপ্রবচনীয়গুলি আকৃতিতে নিপাত। কিন্তু এরা প্রকৃতিতে পৃথক।

বৈদিক অব্যয়

বৈদিক উপসর্গ সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের বৈদিক অব্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। গৌরী ধর্মপাল তাঁর *'বেদের ভাষা ও ছন্দ'* গ্রন্থে বলেন– সুবন্ত, তিঙন্ত ও অব্যয় এই তিন প্রকার পদের মধ্যে অব্যয় অন্যতম। পাণিনির 'সুপ্তিঙন্তং পদম্' (পা. ১ / ৪ / ১৪) সূত্রানুসারে নাম বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে সুপ্-বিভক্তি যুক্ত হলে সেটি হয় সুবন্ত পদ। ধাতুর সঙ্গে তিঙ্-বিভক্তি যুক্ত হলে সেটি হয় তিঙন্ত পদ। অন্যদিকে পাণিনির 'অব্যয়াদাপ্সুপঃ' (পা. ২ / ৪ / ৮২) সূত্রানুসারে যাদের স্ত্রীপ্রত্যয় আপ্ (=টাপ্, ডাপ্, চাপ্) এবং সুপ্-বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তাদের অব্যয় বলে। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করতে হয় না তাদের নাম অব্যয়। যেমন–

ইন্দ্রা যাহি > ইন্দ্র আ যাহি (ঋ. সং. ১ / ৩ / ৪)
– হে ইন্দ্র, এখানে এসো।

এখানে সুবন্ত পদ = ইন্দ্র (ইন্দ্র + সম্বোধন একবচন), তিঙন্ত পদ = যাহি (√যা + লোট্-হি) এবং 'আ'-এর সাথে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি। অতএব এই 'আ'-ই নিপাত বা অব্যয়।

এই অব্যয় দুপ্রকার। যথা–

১. আদি এবং
২. কৃত্রিম

এদের আরো কিছু উপবিভাগ রয়েছে। নিম্নে বিভাগটি ছকে প্রদর্শন করা হলো :

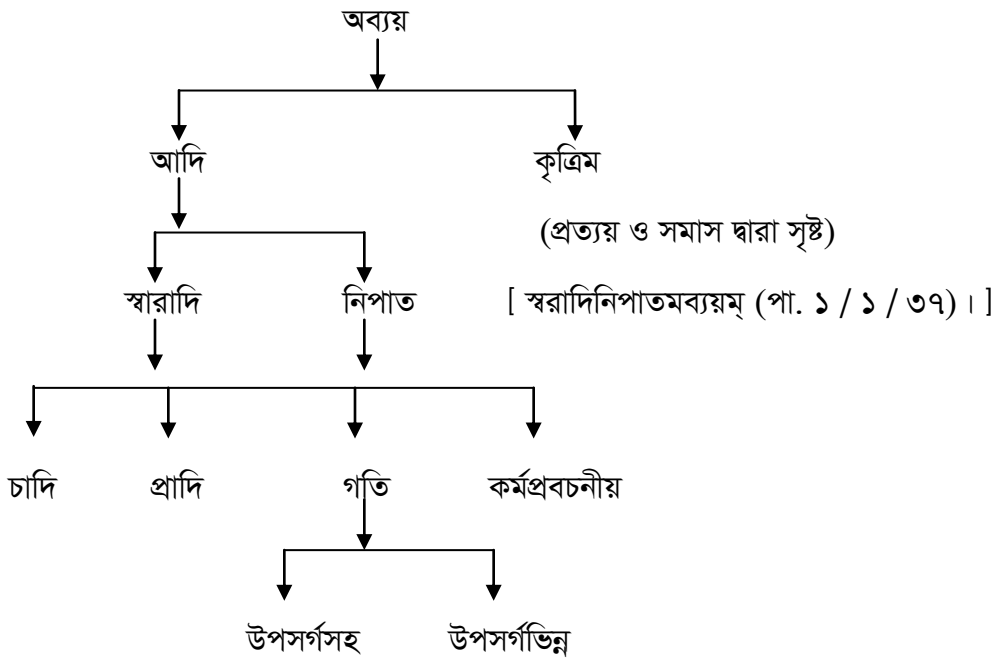

আদি অব্যয় : যাদের ব্যুৎপত্তি নেই তারা আদি অব্যয়। এই আদি অব্যয় আবার দুপ্রকার হয়। যথা–

১.স্বরাদি এবং
২. নিপাত

স্বরাদি : স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্ (পা. ১ / ১ / ৩৭)।

স্বর্ প্রভৃতি শব্দ এবং নিপাত হলো অব্যয়। যেমন–

স্বর্, আবিঃ (প্রকাশ) : গীর্ণঃ ভুবনং তমসাপগূঢ়ম্
আবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ। (ঋ. সং. ১০ / ৮ / ২)

–অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাতে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়। অগ্নি জন্মিলে সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়।

অপ : অপ স্বসুরুষসো নক্-জিহীতে
রিণক্তি কৃষ্ণীররুষায় পন্থাম্। (ঋ. সং. ৭ / ৭১ / ১) ইত্যাদি।

–ভগিনী ঊষার নিকট হতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি সূর্যাশ্ব অরুষের জন্য পথ প্রদান করেন।

নিপাত : প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৬)।, চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭)।, অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭)। দ্রব্য না বুঝালে (অদ্রব্যবাচী) চ প্রভৃতিকে নিপাত বলে। যেমন–

চাদি :

চ (সমুচ্চয়) : অহং চ ত্বাং চ বৃত্রহন্ (ঋ. সং. ৮ / ৬২ / ১১)
–আমি আর তুমি, হে বৃত্রহা !

ন (উপমা, প্রতিষেধ) : পক্বা শাখা ন দাশুষে (ঋ. সং. ১ / ৮ / ৮)

–হব্যদাতার পক্ষে সে বাক্য পরিপক্ব ফলপূর্ণ শাখার ন্যায়।

প্র : অহমেব বাত ইব প্র বামি (ঋ. সং. ১০ / ১২৫ / ৮) ইত্যাদি।
–আমিই বায়ুর ন্যায় বহমান হই।

উল্লেখ্য, যারা নানা অর্থের যোগান দিয়ে বাক্যকে গভীরভাবে অর্থমণ্ডিত করে, তারাই নিপাত। নিপাত সম্পর্কে যাস্ক বলেন– 'উচ্চাবচেষু অর্থেষু নিপতন্তি' (নি. ১ / ২)। অর্থাৎ নানারকম অর্থে যারা বাক্যের মধ্যে নিপতিত হয়, তারাই নিপাত। অন্যদিকে পাণিনি তাঁর '*অষ্টাধ্যায়ী*'-তে 'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' (পা. ১ / ৪ / ৫৬) সূত্রের পরবর্তী 'চাদয়োঽসত্ত্বে' (পা. ১ / ৪ / ৫৭) থেকে অর্থাৎ চাদি থেকে শুরু করে 'অধিরীশ্বরে' (পা. ১ / ৪ / ৯৭) সূত্র পর্যন্ত নিপাতের বিবরণ দিয়েছেন।

নিপাত। প্রাদি : প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।

প্র প্রভৃতি ২০টি নিপাতকে প্রাদি বলে।

প্রাদির তিন রকম প্রয়োগ দেখা যায়।

১.স্বাধীন নিপাতের মতো–

ক) বাক্যে–

বি ব্রতানি জনানাম্ (ঋ. সং. ৯ / ১১২ / ১)
–বিচিত্র ধান্ধা লোকদের।

এখানে 'বি' নিপাত বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব 'বি' প্রাদি।

খ) সমাসে–

অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া (বা.)।

'ক্রান্ত' প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সাথে 'অতি' প্রভৃতি নিপাতের প্রাদি তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

সুদিনানি (ঋ. সং. ৪ / ৪ / ৬)
–সমস্ত সুদিন
[সুগতঃ দিনম্ / সু দিনম্ = সুদিনম্ (শুভদিন)]

পরিবৎসরে (ঋ. সং. ১০ / ৬২ / ২)
–এক বৎসরকালে।
[পর্যাগতঃ বৎসরঃ = পরিবৎসরঃ (এক বৎসর)]

এখানে 'সু' ও 'পরি' নিপাতের সঙ্গে 'ক্রান্ত' অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের প্রাদিতৎপুরুষ সমাস হয়েছে। অতএব 'সু' ও 'পরি' প্রাদি।

২. স্বাধীন নিপাতের মতো বিশেষ ১১টির বিশেষ অর্থে কর্মপ্রবচনীয় রূপে–

'কর্মপ্রবচনীয়াঃ' (পা. ১ / ৪ / ৮৩) সূত্রানুসারে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়াযোগহীন কর্মপ্রবচনীয়গুলি হলো– অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অভি, আ, উপ, পরি, প্রতি, সু এই ১১টি নিপাত। যেমন–

অতি বিশ্বং ববক্ষিথ (ঋ. সং. ১ / ৮১ / ৫) ইত্যাদি।
–(ইন্দ্র) বিরাট তুমি সব ছাপিয়ে, বীর্যে সবার বড়।
[অতি যোগে বিশ্বম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

এখানে 'অতি' স্বাধীন নিপাতের মতো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটি কর্মপ্রবচনীয়।

৩. ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে–

উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ /৫৮), গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৫৮), তে প্রাগ্‌ধাতোঃ (পা.১ / ৪ / ৮০)।

[তে = উপসর্গাঃ], ছন্দসি পরেঽ পি (পা. ১ / ৪ / ৮১)।, ব্যবহিতাশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৮২)।– এসব সূত্রানুসারে ক্রিয়ার আগে, পরে, ব্যবধানে, অপ্রধানবাক্যে সমস্ত হয়ে (গতি সমাস) ব্যবহৃত হয়। যেমন–

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮) ইত্যাদি।
–হে অগ্নি ! মরুদ্‌গণের সঙ্গে এসো।

এখানে 'আ' ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ব্যবহিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটি উপসর্গ।

উল্লেখ্য, অভিসন্দর্ভের বিষয় উপসর্গ বিধায় এদের ব্যবহার পরবর্তী সময়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

নিপাত। গতি (উপসর্গসহ) : গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৫৮), প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।

ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত উপসর্গসহ (২০টি) কয়েকটি বিশেষ নিপাতের (অলম্, অন্তর্, পুরঃ, আবিঃ, অস্তম্,অচ্ছ প্রভৃতি) গতি সংজ্ঞা হয়।

গতির দুরকম প্রয়োগ দেখা যায়।

ক) প্রধানবাক্যে স্বতন্ত্র
খ) অপ্রধানবাক্যে ক্রিয়ানুগত

দৃষ্টান্তস্বরূপ :

প্রধান ও অপ্রধানবাক্যে উপসর্গ– ত্বং বি ভাসি (ঋ. সং. ২ / ১ / ১০)
–(হে অগ্নি!) তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।
যা বিভাসি (ঋ. সং. ২ / ১ / ১০)
–(হে উষা!) যে তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।

প্রধান ও অপ্রধানবাক্যে নিপাত– আবির্ভব (ঋ. সং. ১ / ৩১ / ৩)
–(হে অগ্নি!) প্রকাশ হও।

উল্লেখ্য, অপ্রধানবাক্যে উপসর্গভিন্ন নিপাতের সঙ্গে তিঙন্তের ব্যবহার দুর্লভ। তবে কৃদন্তের সঙ্গে অনেক ব্যবহার হয়। যেমন–

এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তীঃ (ঋ. সং. ৪ / ১৮ / ৬)
–এ জলবতী নদীগণ হর্ষধ্বনি করতে করতে ধেয়ে আসছে।
[অললা + ভবন্তীঃ = অললাভবন্তীঃ]

এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা
আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ। (ঋ. সং. ৫ / ৮০ / ৪)
–ঐ পূর্বদিক হতে নিজমূর্তি প্রকাশিত করে নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করে সম্যকরূপে আদিত্যের অনুসরণ করছেন।

[আবিঃ-(√কৃ + শানচ্) = আবিষ্ + কৃণ্বান = আবিষ্কৃণ্বান + টাপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা + সুপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা]

নিপাত। গতি (উপসর্গভিন্ন) : গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।, ঊর্যাদিচ্বিডাচশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬১)।–
জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে (পা. ১ / ৪ / ৭৯)।

ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত উপসর্গ ভিন্ন ঊরী প্রভৃতি নিপাত (অলম্, অন্তর্, পুরঃ, আবিঃ, অস্তম্,অচ্ছ প্রভৃতি), চ্বি প্রত্যয়ান্ত [ঊয় (রীক্) + চ্বি + √কৃ + ল্যপ্ = ঊরীকৃত্য প্রভৃতি] এবং ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত (পটৎ + ডাচ্ + √কৃ + ল্যপ্ = পটপটাকৃত্য প্রভৃতি) শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়।

উল্লেখ্য, পাণিনি 'ঊর্যাদিচ্বিডাচশ্চ' (পা. ১ / ৪ / ৬১) থেকে 'জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে' (পা. ১ / ৪ / ৭৯) সূত্র পর্যন্ত এধরণের গতির বিবরণ দিয়েছেন।

গতির ব্যবহার উপসর্গেরই [উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ /৫৮), গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৫৮), তে প্রাগ্ধাতোঃ (পা.১ / ৪ / ৮০)।, ছন্দসি পরেঽপি (পা. ১ / ৪ / ৮১)।, ব্যবহিতাশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৮২)।] মতো। অর্থাৎ–

ক) স্বাতন্ত্র্য
খ) ক্রিয়ার পূর্বে
গ) ক্রিয়ার পরে
ঘ) ব্যবধানে বসে
ঙ) সমাস-নিয়ন্ত্রণ
চ) ক্বচিৎ প্রত্যয়গ্রহণ
ছ) স্বর-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ :

স্বাতন্ত্র্য–

বি : বি ব্রতানি জনানাম্ (ঋ. সং. ১ / ৪ / ৮০)
–বিচিত্র ধান্ধা লোকদের।

ধাতুর পূর্বে–

অচ্ছ : অচ্ছ যাহি (ঋ. সং. ১ / ৪ / ৮০)
–(হে অগ্নি! আমাদের সামনে) এসো।

ধাতুর পরে–

আচ্ছা : অতৃষ্যন্তীয়পসো যন্ত্যচ্ছা (ঋ. সং. ১ / ৭১ / ৩)
–তৃষ্ণাবিহীন কর্মনিষ্ঠ (যজমান) অগ্নির অভিমুখে গমন করেন।

ব্যবধানে–

আবিঃ : আবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা (ঋ. সং. ৫ / ২ / ৯)
–তিনি (অগ্নি) আপন মহিমা দিয়ে সবকিছু প্রকাশ করেন।

সমাস-নিয়ন্ত্রণ–

অললা : এতা অর্ষন্ত্যললাভবন্তীঃ (ঋ. সং. ৪ / ১৮ / ৬)
–এ জলবতী নদীগণ হর্ষধ্বনি করতে করতে ধেয়ে আসছে।

প্রত্যয়গ্রহণ–

আবিঃ : আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু (ঋ. সং. ১ /৯৫ / ৫) ইত্যাদি।
–এদের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে অগ্নি শোভনীয় দীপ্তির সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

['অব্যয়াৎ ত্যপ্' (পা. ৪ / ২ / ১০৪) সূত্রানুসারে আবিঃ + ত্যপ্ =আবিষ্ট্য, আবিষ্ট্য + সুপ্ = আবিষ্ট্যঃ]

উল্লেখ্য, ক্রিয়াযোগ না হলে এই নিপাতগুলির গতি সংজ্ঞা হবে না। যেমন–

যে ঈঙ্খয়তি পর্বতান্
তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্। (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৭)
–যাঁরা পর্বতসমুদ্রকে সঞ্চালন করেন, জলরাশি সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন।

এখানে, তিরস্ (তিরঃ) নিপাতের ক্রিয়াযোগ নেই। অতএব এটি গতি নয়।

স্বর-নিয়ন্ত্রণ– প্রধানবাক্য : মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮)
–হে অগ্নি ! মরুদ্গণের সঙ্গে এসো।
[√গম্ + লোট্-হি = গহি]
[উদাত্ত = আ]

নিপাত। কর্মপ্রবচনীয় : কর্মপ্রবচনীয়াঃ (পা. ১ / ৪ / ৮৩)।, কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া (পা. ২ / ৩ / ৮)।

বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়াযোগহীন অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অভি, আ, উপ, পরি, প্রতি, সু– এই **১১**টি উপসর্গকে কর্মপ্রবচনীয় বলে। এরা আকৃতিতে উপসর্গের মতো হলেও এরা উপসর্গ নয়, গতিও নয়, স্বাধীন নিপাত, তথা অব্যয়। কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। তবে ঋতে, আরাৎ ইত্যাদি অব্যয়ের মতো এরাও শব্দের পঞ্চমী, ষষ্ঠ এবং সপ্তমী বিভক্তির কারণ হয়। যেমন–

অতি : রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যসি (ঋ. সং. ১ / ৯৪ / ৭)
–(হে দেব অগ্নি!) তুমি রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশিত হও।
[অতি যোগে অন্ধঃ দ্বিতীয়া হয়েছে]

অধি : পৃথিব্যাম্ অধি (ঋ. সং. ৮ / ৪১ / ৪) ইত্যাদি।
–পৃথিবীর ওপরে।
[অধি যোগে পৃথিব্যাম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

এখানে অতি ও অধি কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির কারণ হয়েছে।

কৃত্রিম অব্যয় : প্রত্যয় বা সমাসের সাহায্যে যাদের সৃষ্টি করা হয়, তারা কৃত্রিম অব্যয়। যেমন– তুমুন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং অব্যয়ীভাব সমাস প্রভৃতি নিষ্পন্ন শব্দ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এটি আমাদের মুখ্য নয় বিধায় বিস্তৃত আলোচনা করা হলো না।

বৈদিক উপসর্গের সংজ্ঞা

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের কোনো লক্ষণ বা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। লক্ষণীয় যে, যাস্ক তাঁর *'নিরুক্ত'* গ্রন্থে প্রথমে উপসর্গের লক্ষণ সম্পর্কে কিছু না বলে উপসর্গ বাচক (নিজস্ব অর্থ) না দ্যোতক (অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা) সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তারপরও আমরা বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞা দিতে পারি এভাবে– বৈদিক ভাষায় উপসর্গ এক ধরনের নিপাত। তাই যেসব নিপাত বা অব্যয় বৈদিক ভাষায় যথেচ্ছভাবে (ইচ্ছামতো) ব্যবহৃত হয় তাকে বৈদিক উপসর্গ বলে। যেমন–

ইন্দ্রা যাহি তুতুজানঃ > ইন্দ্র আ যাহি তুতুজানঃ (ঋ. সং. ১ / ৩ / ৬)
–হে ইন্দ্র! এসো এসো তাড়াতাড়ি।

এখানে ইন্দ্র = নামপদ, যাহি = ক্রিয়াপদ, আ = নিপাত বা অব্যয় এবং তুতুজানঃ = বিশেষণ। উক্ত মন্ত্রাংশে ইচ্ছামতো ব্যবহৃত 'আ'-ই বৈদিক উপসর্গ। (পরবর্তী সময়ে যথাস্থানে আরো বৈচিত্র্য উদাহরণ প্রদত্ত হবে।)

উল্লেখ্য, পাণিনিও তাঁর *'অষ্টাধ্যায়ী'* গ্রন্থে উপসর্গের কোনো লক্ষণ প্রদান করেননি। কারণ উপসর্গের ব্যুৎপত্তি থেকে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। উপসর্গের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে– উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ = উপসর্গঃ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বলা যায় যে, 'উপসৃজতি বিবিধান্ অর্থান্ ইতি উপসর্গঃ'– যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন–

[উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ]

হৃ-ধাতু = হরণ বা চুরি করা
কিন্তু
আ-√হৃ + লট্-তি = আহরতি (আহার বা ভোজন করে)
বি-√হৃ + লট্-তি = বিহরতি (ভ্রমণ করে)
উপ-√হৃ + লট্-তি = উপহরতি (উপহার দেয়)
প্র-√হৃ + লট্-তি = প্রহরতি (প্রহার বা আঘাত করে)
সম্-√হৃ + লট্-তি = সংহরতি (সংহার বা হত্যা করে) ইত্যাদি।

তবে মনে হয় পাণিনি নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে উপসর্গের সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন এভাবে–

উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ / ৫৯)।

ক্রিয়াযোগে বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হলে কতগুলো অব্যয়কে উপসর্গ বলে। যেমন–

পরি-√হৃ (হরণ বা চুরি করা) + লট্-তি = পরিহরতি (পরিহার বা পরিত্যাগ করে)

উল্লেখ্য, ধাতুর পূর্বে যুক্ত না হলে কোনো অব্যয়ই বা শব্দাংশই সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ হিসেবে গৃহীত হয় না। যেমন–

আ-সমুদ্রঃ = আসমুদ্রঃ (সমুদ্র পর্যন্ত)

এখানে 'আ' ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়নি। তাই এটি উপসর্গ নয় কিন্তু নিপাত বা অব্যয়।

পাণিনি ব্যাকরণের দোষদর্শী কাত্যায়ন উপসর্গ সম্পর্কে পাণিনির এ সংজ্ঞাকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে উপসর্গ হচ্ছে–

ক্রিয়াবিশেষকঃ উপসর্গঃ।

যা ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাই উপসর্গ। যেমন–

'নম্'-ধাতু = নমস্কার করা (ধাতুর অন্তর্নিহিত অর্থ)

√নম্ + লট্-তি = নমতি (নমস্কার করে)

কিন্তু, প্র-√নম্ + লট্-তি = প্রণমতি (বিশেষভাবে নমস্কার করে)

বৈদিক উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী যা বলেছেন নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

১. মহর্ষি শাকটায়ন '*ঋক্তন্ত্র*'-এর উপসর্গ সূত্রের বিবৃতিভাগে ২০টি উপসর্গ উল্লেখ করেছেন–

প্র উপ অপ অব আ পরা বি নি সু উৎ
অভি প্রতি পরি অপি অতি অধি অনু নিঃ দুঃ সমিতি।

২. শৌনক তাঁর '*ঋক্ প্রাতিশাখ্য*'-এ একটি কারিকায়ও ২০টি উপসর্গের কথা বলেছেন–

প্রাভ্যাপরনির্দুরনুব্যুপাপসংপরিপ্রতিন্যত্যধিসূদথাপি।
উপসর্গবিংশতিরর্থবাচকাঃ সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ ॥

প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গ যখন পৃথকভাবে কিংবা ক্রিয়াপদ ব্যতীত অন্য পদের (নাম প্রভৃতি) সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন এদের নিপাত বলে। আর যখন এরা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়, তখন তাদের উপসর্গ বলে। এ বিষয়ে '*সুপদ্ম*' ব্যাকরণে উক্ত হয়েছে–

প্রাদ্যুপসর্গঃ প্রাগ্ধাতোঃ। (১ / ১ / ২৭)

৩. পাণিনি তাঁর '*অষ্টাধ্যায়ী*' গ্রন্থে উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সূত্রটি উল্লেখ করেছেন–

প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।

অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় প্রাদি হলো প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ বা নিপাত।

৪. '*সুপদ্ম*' ব্যাকরণে লৌকিক সংস্কৃতে আরেকটি করিকার মাধ্যমে ২০টি উপসর্গ উল্লেখিত হয়েছে–

প্র-পরাপ-সমন্বব-নির্দুরভি-ব্যধি-সূদতি-নি-প্রতি-পর্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা ॥[২৫]

অর্থাৎ করিকায় কবি কর্তৃক প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ বা নিপাত কথিত হয়।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক কথিত বিশটি উপসর্গকে নিম্নোক্তভাবে সাজিয়ে সহজে মনে রাখা যায়।

স্বরাদি উপসর্গ (১০টি)	ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০ টি)
১. অতি	১১. দুর্ (দুঃ)
২. অধি	১২. নির্ (নিঃ)
৩. অনু	১৩. নি
৪. অপি	১৪. প্র
৫. অপ	১৫. পরা
৬. অব	১৬. পরি
৭. অভি	১৭. প্রতি
৮. আ	১৮. বি
৯. উদ্	১৯. সু
১০. উপ	২০. সম্

সুতরাং বৈদিক উপসর্গ = স্বরাদি উপসর্গ (১০টি) + ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০ টি) = ২০টি

বৈদিক উপসর্গের শ্রেণি

ম্যাকডোনেল তাঁর '*VEDIC GRAMMAR*' / '*A VEDIC GRAMMAR FOR STUDENTS*' গ্রন্থে দুই শ্রেণির উপসর্গের কথা বলেছেন।[২৬] যথা–

১. প্রকৃত বা ক্রিয়াবাচক উপসর্গ (Genuine or Adverbial Preposition) ও
২. নামবাচক উপসর্গ (Nominal Preposition)

প্রকৃত বা ক্রিয়াবাচক উপসর্গ : যেসব উপসর্গ ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যারা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে কারক প্রকাশ করে এবং যাদের কোনো ব্যুৎপত্তি হয় না, সেসব উপসর্গকে প্রকৃত বা ক্রিয়াবাচক উপসর্গ বলে। বৈদিক ভাষায় এধরনের ২২টি উপসর্গ রয়েছে।

নামবাচক উপসর্গ : যেসব উপসর্গ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় না, কিন্তু শুধু কারক প্রকাশ করে এবং কারক প্রকাশ করতে প্রায়ই ক্রিয়াবাচক প্রত্যয় (Adverbial Suffixes) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেসব উপসর্গকে নামবাচক উপসর্গ বলে। বৈদিক ভাষায় ক্রিয়াবাচক উপসর্গের (১৪টি) নামবাচক উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত ছাড়াও আরো ১৭টি নামবাচক উপসর্গ রয়েছে। সুতরাং বৈদিক ভাষায় নামবাচক মোট উপসর্গ = (১৪ + ১৭) = ৩১ টি।

নিম্নে ম্যাকডোনেলের বিভাগটি ছকে প্রদর্শন করা হলো :

ম্যাকডোনেলের মতে

উপসর্গ

প্রকৃত বা ক্রিয়াবাচক উপসর্গ বর্ণানুক্রমিকভাবে–		নামবাচক উপসর্গ বর্ণানুক্রমিকভাবে–
নামবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না ৮টি :	১. অপ (দূরে)	১. অধস্ (নিচে)
	২. উদ্ (উপরে)	২. অন্তরা (মধ্যে)
	৩. নি (নিচু)	৩. অভিতস্ (চারিদিকে)
	৪. নিস্ (বাহিরে)	৪. অভস্ (নিচু হতে)
	৫. পরা (দূরে)	৫. উপরি (উপরে)
	৬. পর (বাহিরে, সম্মুখে)	৬. ঋতে (ছাড়া)
	৭. ভি (পৃথকভাবে)	৭. পরস্ (দূরে)
	৮. সম্ (একত্রে)	৮. পুরস্তৎ (সম্মুখে)
নামবাচক হিসেবে বা নির্দিষ্ট ক্রিয়ার সাথে ক্রিয়াবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৩টি :	৯.**অচ্ছ** (দিকে)	৯. পুরা (পূর্বে)
	১০. **তিরস্** (অতিক্রম)	১০. বহির্ধ (বাহিরে)
	১১. **পুরস্** (পূর্বে)	১১. সচা (সঙ্গে)
ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় ১১টি :	১২. অতি (দূরে)	১২. সনিতুর্ (পাশে)
	১৩. অধি (উপরে)	১৩. সনুতর্ (দূরে হতে)
	১৪. অনু (পরে)	১৪. সহ (সাথে)
	১৫. **অন্তর্** (ভিতরে, মধ্যে)	১৫. সাকম্ (সাথে)
	১৬. অপি (উপরে)	১৬. সুমদ্ (সাথে)
	১৭. অভি (বিপরীত)	১৭. স্মদ্ (সাথে)
	১৮. অব (নিচু)	
	১৯. আ (নিকটে)	
	২০. উপ (উপরে)	
	২১. পরি (চারিদিকে)	
	২২. প্রতি (দিকে)	

লক্ষণীয় যে, প্রকৃত বা ক্রিয়াবাচক ২২টি উপসর্গের মধ্যে (৩ + ১১) = ১৪টি অর্থাৎ 'অচ্ছ' থেকে 'প্রতি' উপসর্গ নামবাচক উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যাকডোনেল তাঁর বৈদিক ব্যাকরণে এই ১৪টি উপসর্গকেই প্রকৃত উপসর্গ (Genuine or Adverbial Preposition) বলেছেন। অতএব দেখা যায় বৈদিক উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা ও নাম সম্পর্কে বৈদিক বা সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ ও ম্যাকডোনেলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে কেবল বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণবিদগণ (শাকটায়ন, শৌনক, যাস্ক, পাণিনি প্রমুখ) কর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক উপসর্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বৈদিক উপসর্গের অর্থবিচার

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে কি নেই তা নিয়ে আচার্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেছেন উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে। আরেক দল বলেছেন উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই।

'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই' দলের প্রধান হলেন– আচার্য শাকটায়ন
'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' দলের প্রধান হলেন– আচার্য গার্গ্য

উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই

আচার্য শাকটায়ন ও তাঁর মতাবলম্বীরা 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই'–এই কথাটির সমর্থনে বা পক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা হলো :

> ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ ॥
> নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি ॥[২৭]
> (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৩–৪)

অর্থাৎ আচার্য শাকটায়নের অভিমত হলো পৃথক প্রযুক্ত উপসর্গ নিশ্চিতরূপে অর্থ ব্যক্ত করে না। তাঁর মতে উপসর্গসমূহ নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাতেরই (ক্রিয়া) অর্থবিশেষের অভিব্যঞ্জক হয়ে থাকে মাত্র। তাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। যেমন–

> উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে (ঋ. সং. ১ / ১ / ৭)
> –দিনে দিনে তোমার (অগ্নি) নিকট।
> মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮)
> –হে অগ্নি! মরুদ্‌গণের সঙ্গে এসো।
> যা উপ সূর্যে (ঋ.সং. ১ / ২৩ / ১৭)
> –যা (জল) সূর্যের সমীপে আছে।

এখানে উপ, আ উপসর্গ পৃথক প্রযুক্ত হওয়ায় এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই' বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়ে আচার্য শাকটায়ন মতাবলম্বীরা তথা ব্যাখ্যাকারেরা বিষয়টি বুঝিয়েছেন এভাবে–

১. উপসর্গ প্রদীপের মতো নিরর্থক। অর্থাৎ অন্ধকার ঘরে প্রদীপ আনলে সেই প্রদীপ ঘরের দ্রব্যগুলির গুণকেই প্রকাশ করে। গুণগুলি দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। প্রদীপের সঙ্গে গুণের কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি উপসর্গ নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাতের (ক্রিয়া) সঙ্গে আশ্রয় করে থাকা অর্থকে প্রকাশ করে। তার (=উপসর্গের) নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। নিম্নে বিষয়টি চিত্রে প্রদর্শন করা হলো[২৮] :

চিত্র– ১ : বহু দ্রব্য থাকা অন্ধকার গৃহে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ

এখানে

ধাতু = অন্ধকার গৃহে থাকা বহু দ্রব্য
উপসর্গ = প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ

২. বর্ণ যেমন পদের ক্ষেত্রে নিরর্থক, তেমনি উপসর্গও নিরর্থক। অর্থাৎ শাকটায়ন বলেছেন, পদ থেকে বিচ্ছিন্ন বর্ণের ন্যায় নাম ও আখ্যাত থেকে বিচ্ছিন্ন উপসর্গের কোন অর্থ থাকে না। যেমন–

নাম (প্রাতিপদিক)-এর ক্ষেত্রে :

ইন্দ্রঃ (দেবরাজ) = ই + ন্ + দ্ + র্ + অঃ (অর্থহীন বর্ণসমূহ) [ইন্দ্র + সুপ্ = ইন্দ্রঃ]

সুব্রাহ্মণঃ (প্রশস্তব্রাহ্মণ / শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) = স্ + উ + ব্ + র্ + আ + হ্ + ম্ + অ + ণ্ + অঃ

(উপসর্গ 'সু' সহ অর্থহীন বর্ণসমূহ) [সু-ব্রাহ্মণ + সুপ্ = সুব্রাহ্মণঃ]

আখ্যাত (ক্রিয়া)-এর ক্ষেত্রে :

বিজয়তে (বিশেষভাবে জয় করে) = ব্ + ই + জ্ + অ +য় + অ + ত্ + এ

(উপসর্গ 'বি' সহ অর্থহীন বর্ণসমূহ) [বি-√জি + লট্-তে = বিজয়তে]

এখানে সুব্রাহ্মণঃ, বিজয়তে পদে উপসর্গ সু ও বি ব্যতীত বর্ণসমূহ যেমন নিরর্থক তেমনি এদের থেকে বিচ্ছিন্ন উপসর্গ 'সু' (= স্ + উ) এবং 'বি'(= ব্ + ই) নিরর্থক অর্থাৎ এদের নিজস্ব কোন অর্থ নেই।

সুতরাং শাকটায়নের মতে, বর্ণ যেমন পদের ক্ষেত্রে নিরর্থক, তেমনি উপসর্গও নিরর্থক।

উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে

আচার্য গার্গ্য ও তাঁর অনুসারীরা 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে'–এই কথাটির পক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা হলো :

উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ।[২৯]

(*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৫)

–গার্গ্য মনে করেন যে উপসর্গ নামক পদের নানাপ্রকার অর্থ হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্ত :

নাম (প্রাতিপদিক)-এর ক্ষেত্রে : সু-ব্রাহ্মণঃ (জ্যেষ্ঠবর্ণ, বিপ্র) > সুব্রাহ্মণঃ (প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ)

এখানে 'সু' উপসর্গটি প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

আখ্যাত (ক্রিয়া)-এর ক্ষেত্রে : প্র-√রভ্ (শুরু করা) + লট্-তে = প্রারভতে (সম্যকভাবে শুরু করে)
প্র-√ভ্রন্শ্ (নষ্ট করা) + ক্ত = প্রভ্রষ্টম্ (সম্যক পতিত বা নষ্ট)
প্র-√কৃষ্ (চাষ করা) + ক্ত = প্রকৃষ্টম্ (শ্রেষ্ঠ) ইত্যাদি।

এখানে 'প্র' উপসর্গটি সম্যক ও শ্রেষ্ঠ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদাহরণগুলিতে সু ও প্র উপসর্গ নাম ও আখ্যাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের নানাপ্রকার অর্থ পরিবর্তন করেছে। সুতরাং বলা যায় উপসর্গ নামক পদের নানাপ্রকার অর্থ আছে।

তিনি (গার্গ্য) আরো জানালেন– নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাত (ক্রিয়া) থেকে পৃথকভাবে প্রযুক্ত হলেও উপসর্গের অর্থ থাকে। নিম্নে বেদ থেকে উপযুক্ত উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হলো।

আ তু ন ইন্দ্র (ঋ.সং. ১ / ১০ / ১১)
–হে ইন্দ্র ! শীঘ্র আমাদের নিকটে এসো।

এখানে 'আ' উপসর্গটি নাম (ইন্দ্র) ও আখ্যাত (অনুক্ত ক্রিয়া; আগচ্ছতি) থেকে পৃথক প্রযুক্ত হয়ে 'সন্নিকট' অর্থে প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে।
তদ্রূপ,

যা উপ সূর্যে (ঋ.সং. ১ / ২৩ / ১৭)
–যা (জল) সূর্যের সমীপে আছে।

এখানেও 'উপ' উপসর্গটি নাম (সূর্য) ও আখ্যাত (অনুক্ত ক্রিয়া; অস্তি) থেকে পৃথক প্রযুক্ত হয়ে 'সমীপে' অর্থে মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।
তদ্রূপ,

ইন্দ্রো গা আবৃণোদপ > ইন্দ্রো গা আবৃণোৎ অপ (ঋ.সং. ৮ / ৬৩ / ৩)
–ইন্দ্র গোসকল অপাবৃত করেছিলেন।

এখানেও 'অপ' উপসর্গটি নাম (ইন্দ্রঃ) ও আখ্যাত (আবৃণোৎ) থেকে পৃথক প্রযুক্ত হয়ে 'অপাবৃত'(অনাবৃত) অর্থে অন্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদাহরণগুলিতে আ, উপ ও অপ উপসর্গ নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাত (ক্রিয়া) থেকে পৃথকভাবে প্রযুক্ত হয়েও অর্থ প্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায় পৃথকভাবে প্রযুক্ত উপসর্গের অর্থ আছে।

'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়ে গার্গ্যমতাবলম্বীরা তথা ব্যাখ্যাকারেরা বুঝিয়েছেন এভাবে–

১. প্রদীপ অন্ধকার ঘরের বস্তুকে যেমন প্রকাশিত করে তেমনি নিজেকেও প্রকাশিত করে। প্রদীপকে প্রকাশ করার জন্য আর একটা প্রদীপ আনতে হয় না। তেমনি উপসর্গের নিজের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা প্রকাশিত হয়, যখন উপসর্গ নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাতের (ক্রিয়া) অর্থ বৈশিষ্ট্য বোঝায়। যদি উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ বৈশিষ্ট্য না থাকত, তাহলে নাম ও আখ্যাত পদ অর্থ প্রকাশের জন্য উপসর্গের অপেক্ষা করত না (উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহ তার প্রমাণ)। ধাতুর অর্থ ক্রিয়াসামান্য, উপসর্গ তার নিজের অর্থের দ্বারা ক্রিয়ার বিশেষ রূপ অর্থ প্রকাশ করে। নিম্নে বিষয়টি চিত্রে প্রদর্শন করা হলো[৩০] :

চিত্র– ২ : বহু বস্তু থাকা অন্ধকার গৃহে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ

এখানে

ধাতু = অন্ধকার গৃহে থাকা বহু বস্তু
উপসর্গ = প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ

২. উপসর্গগুলি বর্ণের মতো। তারা বলেন বর্ণের মধ্যে অর্থ প্রকাশনার শক্তি রয়েছে (অ = বিষ্ণু, ব্রহ্মা; খ = আকাশ প্রভৃতি)। অনেক বর্ণ মিলিত হয়ে যখন অর্থযুক্ত পদ সৃষ্টি করে তখন বোঝা যায় যে বর্ণের মধ্যে সেই বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল। অর্থহীন বর্ণের সংযোগে অর্থযুক্ত পদ সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন– কালো সুতো দিয়ে সাদা কাপড় হয় না, কালো কাপড়ই হয়, তেমনি অর্থহীন বর্ণ দিয়ে অর্থযুক্ত পদ গঠিত হয় না। যেমন–

ই (=অর্থযুক্ত স্বরবর্ণের ৩য় বর্ণ) + (ন্ + দ্ + র্ + অ) [= অর্থযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ] = ইন্দ্র + সুপ্ > ইন্দ্রঃ (অর্থ দেবরাজ)

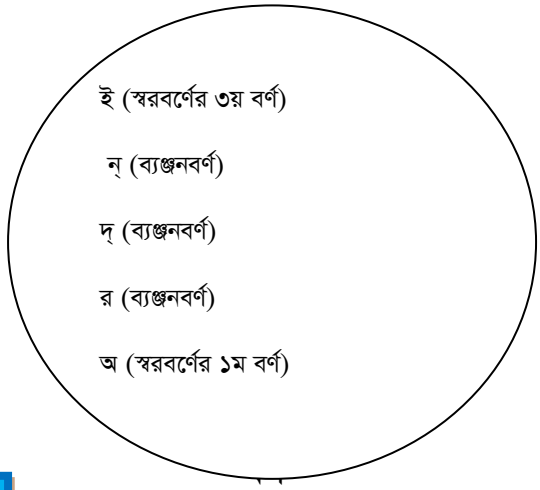

⟹ ইন্দ্র + সুপ্ > ইন্দ্রঃ (অর্থ দেবরাজ)

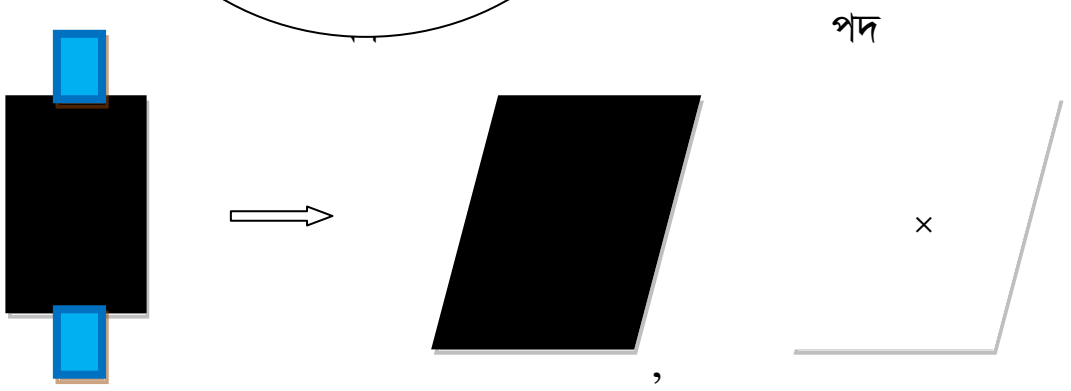

কালো সুতা কলো কাপড় সাদা কাপড়

চিত্র : ২

[সু-ব্রাহ্মণঃ (জ্যেষ্ঠবর্ণ, বিপ্র) > সুব্রাহ্মণঃ (প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ)
এখানে 'সু' উপসর্গটি প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
প্র-√রভ্ (শুরু করা) + লট্-তে = প্রারভতে (সম্যকভাবে শুরু করে)
এখানে 'প্র' উপসর্গটি সম্যক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।]

এখানে কালো সুতা দিয়ে যেমন কালো কাপড় হয়েছে তেমনি অর্থযুক্ত বর্ণ দিয়ে অর্থযুক্ত পদ [ইন্দ্রঃ (দেবরাজ)] সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং উপসর্গ অর্থযুক্ত বর্ণের মতো। অর্থাৎ উপসর্গের অর্থ আছে।

৩. উপসর্গগুলি মাটির ঢেলার মতো। মাটির ঢেলা দিয়ে যখন ঘট প্রস্তুত হয় তখন বোঝা যায় যে মাটির মধ্যে ঘট তৈরির ক্ষমতা আছে। তদ্রূপ উপসর্গ দিয়ে যখন পদ সৃষ্টি করা হয় তখন বোঝা যায় যে উপসর্গের মধ্যে পদ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। সুতরাং উপসর্গের অর্থ আছে। নিম্নে বিষয়টি চিত্রে প্রদর্শন করা হলো [৩১]:

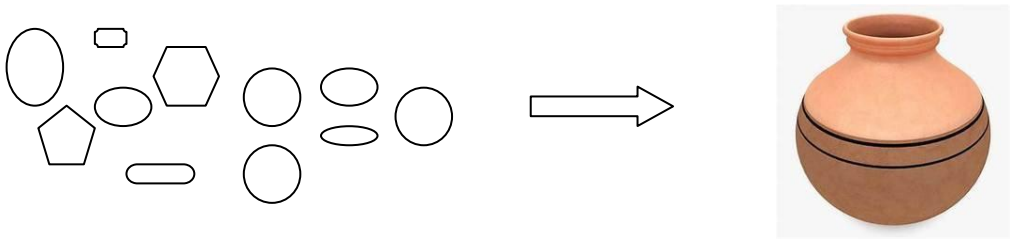

মাটির ঢেলা ঘট

চিত্র– ৩ : মাটির ঢেলা থেকে ঘট প্রস্তুত

[প্র-√রভ্ (শুরু করা) + লট্-তে = প্রারভতে (সম্যকভাবে শুরু করে)
এখানে 'প্র' উপসর্গটি সম্যক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।]

এখানে ঘটের মধ্যে মাটির ঢেলার ক্ষমতা যেমন বিদ্যমান তেমনি উপসর্গযুক্ত পদের মধ্যে উপসর্গের ক্ষমতা বিদ্যমান। সুতরাং উপসর্গের অর্থ আছে।

৪. ব্যাখ্যাকারেরা (গার্গ্য মতাবলম্বীরা) আরো বলেন, অবয়বী (= পূর্ণাংশ) অবয়বের (= অপূর্ণাংশ) ধর্মসংক্রান্ত হবে– অর্থাৎ উপর্যুক্ত অবয়বী 'পদ'(= ইন্দ্রঃ),'কালো কাপড়','ঘট' অবয়ব 'বর্ণ','কালোসুতো' 'মাটির ঢেলা'-র ধর্মসংক্রান্ত হবে– এটাই নিয়ম। তাই উপসর্গযুক্ত পদও অবয়ব উপসর্গের ধর্মসংক্রান্ত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিম্নে বিষয়টি চিত্রে প্রদর্শন করা হলো :

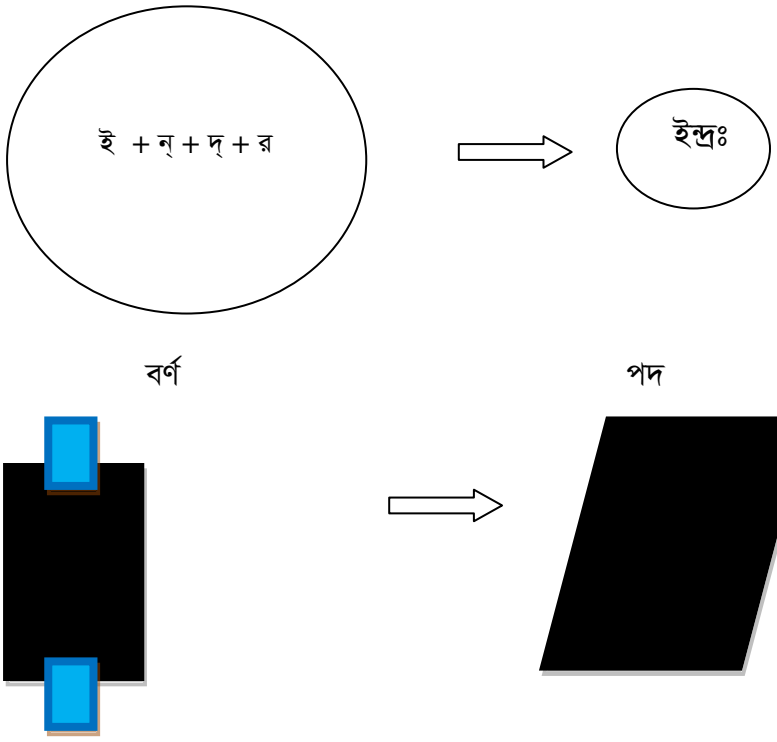

[অবয়ব] [অবয়বী]

[সু-ব্রাহ্মণঃ (জ্যেষ্ঠবর্ণ, ব্রাহ্মণ) = সুব্রাহ্মণঃ (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ), বি-√জি (জয় করা) + লট্-তে = বিজয়তে (বিশেষভাবে জয় করে)]

চিত্র– ৪ : অবয়ব থেকে অবয়বী তৈরি

বৈদিক উপসর্গের অর্থবিচারে যাস্ক প্রদত্ত বক্তব্য

উপসর্গের অর্থবত্তা আছে না নেই এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে শাকটায়ন ও গার্গ্য নামক আচার্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন। অপরদিকে আচার্য যাস্ক শাকটায়ন ও গার্গ্যের মতবাদের মধ্যে গার্গ্যের মতবাদকেই সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ উপসর্গের পৃথক অর্থবত্তা আছে তা তিনি (যাস্ক) স্বীকার করেছেন। তিনি ক্রমশ শাকটায়ন ও গার্গ্যের বক্তব্যকে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, উপসর্গগুলির মধ্যে নাম (প্রাতিপদিক) ও আখ্যাতের (ক্রিয়া) বিকৃতি ঘটাবার অর্থ বর্তমান আছে। সেই অর্থকে উপসর্গই প্রকাশ করে। তাই তিনি বলেন–

তদ্ য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তৎ নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্ ॥[৩২] (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৭)

উপসর্গের নিজস্ব অর্থপ্রকাশ ক্ষমতা আছে বলেই নাম ও আখ্যাতের অর্থকে তারা বিপরীত করে দিতে পারে। কোন উপসর্গের কী অর্থ এবং তা কীভাবে নাম ও আখ্যাতের অর্থকে পাল্টে দেয় তা যাস্ক তাঁর '*নিরুক্ত*' গ্রন্থে ১ / ৪ / ৮ সূত্র থেকে ১ / ৪ / ২২ পর্যন্ত ১৫টি সূত্রের মাধ্যমে ('আ' থেকে 'অধি' পর্যন্ত ২০টি উপসর্গের অর্থ) প্রদর্শন করেছেন।[৩৩] উল্লেখ্য যে, উপসর্গের নানার্থ যেমন আছে, তেমনি একটি করে অর্থও (প্রধান অর্থ) আছে। প্রায় প্রত্যেকটি উপসর্গের একটি বা প্রধান অর্থটি সূত্রগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন–

১. আ ইত্যর্বাগর্থে ॥ ১ / ৪ / ৮

'আ' এই উপসর্গটি সন্নিকট অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

√যা + লোট্-হি = যাহি (যাও)

কিন্তু আ-√যা + লোট্-হি = আযাহি (সন্নিকটে বা কাছে এসো)

২. প্রপরাত্যস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ ১ / ৪ / ৯

প্র এবং পরা এই উপসর্গ দুটি 'আ' এই উপসর্গের বিপরীত অর্থ অর্থাৎ বিপ্রকৃষ্ট বা দূরে চলে যাওয়া বুঝায়। যেমন–

√গম্ + ক্ত = গত +সুপ্ = গতঃ (গিয়েছে)

কিন্তু প্র / পরা-√গম্ + ক্ত = প্রগত / পরাগত + সুপ্ = প্রগতঃ / পরাগতঃ (দূরং গতঃ = দূরে গিয়েছে)

৩. অভীত্যাভিমুখ্যম্ ॥ ১ / ৪ / ১০

'অভি' উপসর্গটি আভিমুখ্য অর্থাৎ সম্মুখ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

√গম্ + ক্ত = গত + সুপ্ = গতঃ (গিয়েছে)

কিন্তু অভি-√গম্ + ক্ত = অভিগত + সুপ্ = অভিগতঃ (সম্মুখে / সমীপবর্তী গিয়েছে)

৪. প্রতীত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ ১ / ৪ / ১১

'প্রতি' উপসর্গটি 'অভি' উপসর্গের বিপরীত অর্থ অর্থাৎ ফিরে দূরে চলে যাওয়া অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

√গম্ + ক্ত = গত + সুপ্ = গতঃ (গিয়েছে)

কিন্তু প্রতি-√গম্ + ক্ত = প্রতিগত + সুপ্ = প্রতিগতঃ (ফিরে দূরে চলে গেছে)

৫. অতি সু ইত্যভিপূজার্থে ॥ ১ / ৪ / ১২

'অতি' এবং 'সু' এই উপসর্গ দুটি অভিপূজিত অর্থাৎ প্রশস্ত্য বা আধিক্য অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ধনম্ (বিত্ত, সম্পত্তি) [ধন + সুপ্ = ধনম্]

কিন্তু অতি-ধনম্ = অতিধনম্ (প্রশস্তধন, শ্রেষ্ঠ ধনযুক্ত)

ব্রাহ্মণঃ (জ্যেষ্ঠবর্ণ, বিপ্র) [ব্রাহ্মণ + সুপ্ = ব্রাহ্মণঃ]

কিন্তু সু-ব্রাহ্মণঃ = সুব্রাহ্মণঃ (পূজিত ব্রাহ্মণ বা প্রশস্তব্রাহ্মণ বা শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ)

সু-স্থঃ = সুস্থঃ (নীরোগ) [সু-√স্থা + ড = সুস্থঃ (নীরোগ)]

৬. নির্দুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ ॥ ১ / ৪ / ১৩

'নির্ ' এবং 'দুর্' এই উপসর্গ দুটি যথাক্রমে অতি ও সু এই উপসর্গ দুটির বিপরীত অর্থ অর্থাৎ প্রাশস্ত্যের বা আধিক্যের হীনতাকে প্রকাশ করে। যেমন–

ধনম্ (বিত্ত, সম্পত্তি)

কিন্তু নির্-ধনম্ = নির্ধনম্ (যার সব ধন নষ্ট হয়ে গেছে)

ব্রাহ্মণঃ (জ্যেষ্ঠবর্ণ, বিপ্র)

কিন্তু দুর্-ব্রাহ্মণঃ = দুর্ব্রাহ্মণঃ (বাজে বিপ্র বা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ)

দুর্-স্থঃ = দুঃস্থঃ (যার কিছু নেই) [দুর্ -√স্থা + ড = দুস্থঃ, দুঃস্থঃ (দরিদ্র)]

এখানে লক্ষণীয়, অতি, সু , নির্, দুর্ প্রভৃতি উপসর্গগুলি নাম (প্রাতিপদিক)–এর পূর্বেও ব্যবহৃত হয়।

৭. ন্যবেতি বিনিগ্রহার্থীয়ৌ ॥ ১ / ৪ / ১৪

'নি' এবং 'অব' উপসর্গ দুটি বিনিগ্রহার্থক বা নিরোধার্থক বা বন্ধনার্থক বা নীচের দিকে অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

√গ্রহ্ + লট্-তি = গৃহ্নাতি (গ্রহণ করে)

কিন্তু নি-√গ্রহ্ + লট্-তি = নিগৃহ্নাতি (নীচের দিকে)

অব-√গ্রহ্+ লট্-তি = অবগৃহ্নাতি (নীচের দিকে)

৮. উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ ॥ ১ / ৪ / ১৫

'উদ্' এই উপসর্গটি নি এবং অব উপসর্গ দুটির বিপরীত অর্থ অর্থাৎ উপরের দিকে উঠছে বুঝায়। যেমন–

√গম্ + ক্ত = গত + সুপ্ = গতঃ (গিয়েছে)

উদ্-√গম্ + ক্ত = উদগত + সুপ্ = উদ্গতঃ (উপরের দিকে উঠছে)

৯. সমিত্যেকীভাবম্ ॥ ১ / ৪/ ১৬

'সম্' এই উপসর্গটি মিলন বা মিশ্রণ বা একীভাব অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

√গ্রহ্ + লট্-তি = গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)

কিন্তু সম্-√গ্রহ্ + লট্-তি = সংগৃহ্লাতি (একত্রে গ্রহণ করে)

১০. ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ ১ / ৪/ ১৭

'বি' এবং 'অপ' উপসর্গ দুটি সম্ উপসর্গের বিপরীত অর্থ অর্থাৎ অমিলন বা অমিশ্রণ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

√গ্রহ্ + লট্-তি = গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে)

কিন্তু বি / অপ-√গ্রহ্ + লট্-তি = বিগৃহ্লাতি / অপগৃহ্লাতি (বিছিন্ন করে)

১১. অন্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্ ॥ ১ / ৪/ ১৮

'অনু' এই উপসর্গটি সাদৃশ্য অর্থ এবং পশ্চাদ্ভাব অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন–

√গম্ + লট্-তি = গচ্ছতি (যায় / যাচ্ছে)

কিন্তু অনু-√গম্ + লট্-তি = অনুগচ্ছতি (পিছনে পিছনে যাচ্ছে)

রূপম্ (স্বরূপ বা স্বভাব) [রূপ + সুপ্ = রূপম্]

অনু-রূপম্ = অনুরূপম্ (রূপের সদৃশ)

১২. অপীতি সংসর্গম্ ॥ ১ / ৪/ ১৯

'অপি' এই উপসর্গটি সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা সমুচ্চয় বুঝায়। যেমন–

সম্বন্ধ : সর্পিষো২ পি স্যাৎ।

–ঘৃতের বিন্দুও থাকতে পারে।

[সর্পিষঃ + অপি = সর্পিষো২ পি]

সমুচ্চয় : অপি সিঞ্চ অপি স্তুহি।

–সিঞ্চনও করো স্তবও করো।

[অপি-√সিচ্ + লোট্-হি = অপি সিঞ্চ; অপি-√স্তু + লোট্-হি = অপি স্তুহি]

এখানে প্রথম উদাহরণে ঘৃত দুর্লভ বলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝাতে 'অপি' ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে 'অপি' সিঞ্চ ও স্তুহি পদ দুটির সমুচ্চয় বুঝাচ্ছে।

১৩. উপেত্যুপজনম্ ॥ ১ / ৪/ ২০

'উপ' এই উপসর্গটি আধিক্য বা সমুৎপত্তি অর্থ বুঝায়। যেমন–

√জন্ + লট্-তে = জায়তে (উৎপন্ন হয় / হচ্ছে)

কিন্তু উপ-√জন্ + লট্-তে = উপজায়তে (বেশি করে উৎপন্ন হচ্ছে)

১৪. পরীতি সর্বতোভাবম্ ॥ ১ / ৪/ ২১

'পরি' এই উপসর্গটি চারদিকে বা সবদিকে বুঝায়। যেমন–

√ধাব্ + লট্-তি = ধাবতি (দৌড়াচ্ছে)

কিন্তু পরি-√ধাব্ + লট্-তি = পরিধাবতি (চারিদিকে দৌড়াচ্ছে)

১৫. অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্যং বা ॥ ১ / ৪/ ২২

'অধি' এই উপসর্গটি উপরে অবস্থিত বা আধিপত্য বুঝায়। যেমন–

√স্থা + লট্-তি = তিষ্ঠতি (অবস্থান করছে)

কিন্তু অধি-√স্থা + লট্-তি = অধিতিষ্ঠতি (উপরে অবস্থান করছে)

এ আলোচনা শেষে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন একটি উপসর্গের নানা অর্থ হতে পারে। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার অর্থ না দেখিয়ে কেবল একটি করে অর্থ (প্রধান অর্থ) আলোচনা করেছেন। তার কারণ উপসর্গের অর্থ আছে এটুকু দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। তবে তিনি সূত্রান্তে বলেছেন, উপসর্গগুলির নানা অর্থ থাকলেও সেই অর্থ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। তাই উক্ত হয়–

এবমুচ্চাবচানর্থান্– প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥[৩৪] (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ২৩)

<u>এক নজরে যাস্ক প্রদত্ত উপসর্গের প্রধান অর্থ</u>

১. আ (সন্নিকট)	২. প্র ৩. পরা } (বিপ্রকৃষ্ট)
৪. অভি (সম্মুখ)	৫. প্রতি (দূরে চলে যাওয়া)
৬. অতি ৭. সু } (প্রশস্ত্য বা আধিক্য)	৮. নির্ ৯. দুর্ } (প্রশস্ত্য বা আধিক্যের হীনতা)
১০. নি ১১. অব } (বিনিগ্রহ)	১২. উদ্ (উপরের দিকে উঠছে) ১৪. বি ১৫. অপ } (অমিলন বা অমিশ্রণ)
১৩. সম্ (মিলন বা মিশ্রণ)	
১৬. অনু (সাদৃশ্য এবং পশ্চাদ্ভাব)	১৭. অপি (সম্বন্ধ বা সমুচ্চয়)
১৮. উপ (আধিক্য বা সমুৎপত্তি)	১৯. পরি (চারদিকে বা সবদিকে)
২০. অধি (অবস্থিত বা আধিপত্য)	

এ আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি গার্গ্য শাকটায়নের অভিমত 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নেই'–এ কথা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তিনি সৌজন্যসহকারে পরোক্ষভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উপযুক্ত যুক্তিসহকারে তা খণ্ডন করে সম্পূর্ণ নতুন পন্থায় 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' তা উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে যাস্ক গার্গ্যের অনুসৃত অভিমতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' তা উপস্থাপন করে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক্ষেত্রে আমিও আচার্য গার্গ্য ও নিরুক্তকার যাস্কের 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' সম্পর্কিত মতবাদকে যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং সমর্থন করি । অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে এবং এরা ধাতুর অর্থকে পরিবর্তন করতে পারে।

বৈদিক উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। এখানে উপসর্গগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যথেচ্ছভাবে (ইচ্ছামতো) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো ধরাবাঁধা নিয়মে ব্যবহৃত হয় না। বৈদিকে উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বে বা পরে বা সংযুক্তভাবে অথবা বিযুক্তভাবে অথবা অন্যপদ বা পদসমূহের ব্যবধানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৫] বেদে উপসর্গের ব্যবহারকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়–

ক) স্বাতন্ত্র্য
  i) ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে
  ii) ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে
  iii) ব্যবধানে বসে
খ) উপসর্গের প্রত্যয়গ্রহণ (বা ধাতুর অর্থ প্রকাশ)
গ) উপসর্গের আম্রেড়ন (বা উপসর্গের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি)
ঘ) উপসর্গের আবৃত্তি
ঙ) উপসর্গের সমুচ্চয় বা সমবায়
চ) প্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস
ছ) অপ্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস
জ) উপসর্গ দ্বারা ক্রিয়ার অর্থ ইঙ্গিতলভ্য (উপসর্গযোগে যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।)
ঝ) উপসর্গ দ্বারা যোগ্যক্রিয়ার অর্থ অধ্যাহার (উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।)

নিম্নে বেদে উপসর্গ ব্যবহারের নিয়মসমূহ তুলে ধরা হলো :

ক) স্বাতন্ত্র্য

i) ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে

১. তে প্রাগ্‌ধাতোঃ (পা.১ / ৪ / ৮০)। [তে = উপসর্গাঃ]

বেদে গতি তথা উপসর্গ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে বিযুক্ত (বিচ্ছন্ন) ও সংযুক্ত (মিলিত) অবস্থায় বসে। যেমন–

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮)
–হে অগ্নি ! মরুদ্‌গণের সঙ্গে এসো।
[আ + গহি = আ গহি]

নমো ভরন্ত এমসি (ঋ. সং. ১ / ১ / ৭)
–তোমার কাছে আমরা নমস্কার নিয়ে আসি।
[আ + ইমসি = এমসি]

অনুরূপ–

অহমেব বাত ইব প্র বামি (ঋ. সং. ১০ / ১২৫ / ৮)
–আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই।
[প্র + বামি = প্র বামি]

মর্ষো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ (ঋ. সং. ১০ / ১২৫ / ৮)
–তরুণ যেরূপ তরুণীর পশ্চাৎ গমন করে, সেরূপ দীপ্তিমান সূর্য উষার পশ্চাতে আসছেন।
[অভি + এতি = অভ্যেতি]

এখানে সংহিতাংশে আ, প্র ও অভি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অব্যবহিত পূর্বে বিযুক্ত ও সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে (সন্ধি হয়েছে, সমাস নয়)।

উল্লেখ্য, লৌকিক সংস্কৃতে (বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) উপসর্গ কেবল ধাতুর অব্যবহিত (ব্যবধানহীন, সংলগ্ন) পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে ধাতুর অর্থকে পরিবর্তন করে। সেক্ষেত্রেও উক্ত সূত্রটি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হবে।

ii) ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে

২. ছন্দসি পরেঽ পি (পা. ১ / ৪ / ৮১)।
বেদে গতি তথা উপসর্গ ধাতুর অব্যবহিত পরে বিযুক্ত (বিচ্ছন্ন) ও সংযুক্ত (মিলিত) অবস্থায় বসে। যেমন–
কোনো কোনো সময় উপসর্গগুলি ধাতুর পরেও বসে। যেমন–

জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ (ঋ. সং. ১ / ৮ / ৩)
–(ইন্দ্র) স্পর্ধিতদের পুরো জিতে নেব যুদ্ধে। / যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব।
[জয়েম সম্ = জয়েম সম্]

মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু (ঋ. সং. ১০ / ৩৪ / ১৪) [চরত অভি = অভি-চরত]
–হে অভিচার (দ্যূতকার) ! জোর করে ঘোর কোরো না।
[চরত + অভি = চরতাভি]

এখানে সংহিতাংশে সম্ ও অভি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অব্যবহিত পরে বিযুক্ত ও সংযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে।

iii) ব্যবধানে বসে

৩. ব্যবহিতাশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৮২)।
অনেক সময় উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে অন্য পদের বা পদসমূহের ব্যবধান থাকে। যেমন–

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে
দোষাবস্ত র্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ (ঋ. সং. ১ / ১ / ৭)
–হে অগ্নি ! আমরা দিনে দিনে দিনরাত মনের সাথে নমস্কার সম্পাদন করে তোমার সমীপে আসছি।
[উপ-আ-ইমসি = উপ-এমসি = উপৈমসি]

অথবা,

সং বো মনাংসি জানতাম্ (ঋ. সং. ১০ / ১৯১ / ২)
–তোমাদের (স্তবকর্তাগণ) মন পরস্পর একমত হোক।
[সম্-জানতাম্ = সংজানতাম্]

এখানে সংহিতা ও সংহিতাংশে উপ ও সম্ উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ব্যবধানবিশিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুরূপ–

পরে। ব্যবহিত (ব্যবধানবিশিষ্ট)

সচ এষু সবনেষু আ (ঋ. সং. ১০ / ১৯১ / ১)

–এসব সবনে (সোমরস পানে) এসো।

[আ সচ]

বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিঃ

আবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা। (ঋ. সং. ৫ / ২ / ৯)

–অগ্নি মহৎ তেজ দ্বারা দীপ্তি পাচ্ছেন। তিনি মহিমাবলে পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করেন।

[বি ভাতি]

এখানে সংহিতাংশে আ ও বি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ব্যবধানবিশিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ) উপসর্গের প্রত্যয়গ্রহণ (বা ধাতুর অর্থ প্রকাশ)

১. উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাতুর্থে (পা. ৫ / ১ / ১১৮)।

ক্রিয়াবিহীন উপসর্গ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করলে সেই উপসর্গের উত্তর স্বার্থে 'বতি' (= বৎ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা

আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতঃ। (ঋ. সং. ১ / ৩৫ / ৩)

–সুদূর থেকে আসছেন দেব সবিতা চলেছেন চড়াই উৎড়াই বেয়ে।

[প্রগতা এব = প্র + বতি = প্রবৎ, প্রবতা (প্রগত অর্থে)

উদ্গতা এব = উদ্ + বতি = উদ্বৎ, উদ্বতা (উদ্গত অর্থে)

পরাগতা এব = পরা + বতি = পরাবৎ, পরাবতঃ (পরাগত অর্থে)]

যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎ (ঋ. সং. ১০ / ১৪২ / ৪)

= যদ্ উদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎ।

–(অগ্নি) চড়াই উৎড়াই বেয়ে উঁচু-নিচু সব পোড়াতে-পোড়াতে যখন চলো।

[উদ্গতা এব = উদ্ + বতি = উদ্বৎ, উদ্বতঃ (উদ্গত অর্থে)

নিগতা এব = নি + বতি = নিবৎ, নিবতঃ (নির্গত অর্থে)]

এখানে সংহিতাংশে প্র ,উদ্, পরা ও নি ক্রিয়াবিহীন উপসর্গ ধাতুর অর্থ (প্রগত, উদ্গত, পরাগত ও নির্গত) প্রকাশ করায় এদের উত্তর স্বার্থে 'বতি' (= বৎ) প্রত্যয় হয়েছে।

গ) উপসর্গের আম্রেড়ন (বা উপসর্গের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি)

১. প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (পা. ৮ / ১ / ৬)।

পাদপূরণের জন্য বেদে কেবলমাত্র প্র, সম্, উপ এবং উদ্– এই চারটি উপসর্গের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি প্রয়োগ হয়। যেমন–

প্র : প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে (ঋ. সং. ৭ / ৮ / ৪)

= প্র-প্র-অয়ম্ অগ্নিঃ ভরতস্য শৃণ্বে

–তিনি (অগ্নি) ভরতকর্তৃক প্রথিত হন।

সম্ : সংসমিদ্‌যুবসে বৃষণ্ (ঋ. সং. ১০ / ১৯১ / ১)
= সং সম্ ইদ্ যুবসে বৃষণ্
–তুমি (অগ্নি) সকল প্রাণীর সাথে বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ।

উপ : উপোপমে পরামৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ (ঋ. সং. ১ / ১২৬ / ৭)
= উপ-উপ মে পরামৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ
–নিকটে এসে বিশেষরূপে স্পর্শ করো। আমার (লোমশা ঋষি) অঙ্গে লোম অল্প মনে করো না।

উদ্ : কিং নোদুদু হর্ষসে দাতবা উ (ঋ. সং. ৪ / ২১ / ৯)
= কিং ন-উদ্-উদ্-উ হর্ষসে দাতবা উ
–কেন তুমি (ইন্দ্র) আমাদের ধন দান করতে হৃষ্ট হচ্ছ না ?

এখানে সংহিতাংশে পাদপূরণের জন্য প্র, সম্, উপ এবং উদ্– এই চারটি উপসর্গের দ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তি প্রয়োগ হয়েছে।

ঘ) উপসর্গের আবৃত্তি
বেদে অনেক সময় একই উপসর্গের পুনরাবৃত্তি হয়। যেমন–

নি গ্রামাসো অবিক্ষত
নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ (ঋ. সং. ১০ / ১২৭ / ৫)
–গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনরা সকলই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে।

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ (ঋ. সং. ১ / ১১৫ /৬)
= অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নির্ অংহসঃ পিপৃতা নির্ অবদ্যাৎ
–হে দেবগণ ! অদ্য সূর্যের উদয়ে আমাদের পাপ হতে মুক্ত করো।

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন (ঋ. সং. ১০ / ১৪ / ৮)
–মিলিত হও পিতৃগণের সঙ্গে, যমের সঙ্গে।

এখানে সংহিতা ও সংহিতাংশে নি, নির্ ও সম্ একই উপসর্গের একাধিকবার আবৃত্তি হয়েছে।

ঙ) উপসর্গের সমুচ্চয় বা সমবায়
বেদে অনেক সময় একটি উপসর্গ দ্বারা সমুচ্চয় বা সমবায় প্রকাশ পায়। যেমন–

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি [অভি]
ভুবনা সং চ পশ্যতি। [সম্]
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ (ঋ. সং. ৩ / ৬২ / ৯)
–যে পূষা বিশ্বজগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সে পূষা আমাদের রক্ষক হোন।

এখানে সংহিতায় অভি ও সম্ উপসর্গদ্বয় দ্বারা সমুচ্চয় বা সমবায় প্রকাশ পায়।

আবার,

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে
চক্ষুর্বিখে তনূভ্যঃ।
সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥ (ঋ. সং. ১০ / ১৫৮ / ৪) [সম্ ও বি]
– (সূর্য) চোখকে চোখ দাও দেখার দেখি বিচিত্র এ-এককে। তনুতে তনুতে চোখ-দেখার।

এখানেও সংহিতায় সম্ ও বি উপসর্গদ্বয় দ্বারা সমুচ্চয় বা সমবায় বুঝায়।

চ) প্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস

প্রধানবাক্যে কৃদন্তের সঙ্গে উপসর্গের অনেক সমাস হয়। যেমন–

স্ময়তে বিভাতী (ঋ. সং. ১ / ৯২ / ৬)
–ফুটতে ফুটতে (উষা / ঊষা) হাসছেন।
[বি-√ভা + শতৃ + ঙীপ্ = বিভাতী]

ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ (ঋ. সং. ১ / ৪১ / ৯)
–যজমান পরের নিন্দা করতে ভয় করে।
[দুঃ-√বচ্ + ক্ত = দুরুক্ত, দুরুক্ত + চতুর্থীর একবচন (ঙে) = দুরুক্তায়]

সূক্তৈরভি গৃণীমসি (ঋ. সং. ১ / ৪২ / ১০) ইত্যাদি।
–আমরা সূক্ত (সৎ বচন / বেদমন্ত্র) দ্বারা স্তুতি করি।
[সু-√বচ্ + ক্ত =সূক্ত, সূক্ত + তৃতীয়ার বহুবচন (ভিস্) = সূক্তৈঃ]

এখানে সংহিতাংশে প্রধানবাক্যে বি, দুর্ ও সু উপসর্গের সঙ্গে কৃদন্তের সমাস হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রধানবাক্যে তিঙন্তের সঙ্গে উপসর্গের সমাস হয় না। যেমন–

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮) ইত্যাদি।
–হে অগ্নি ! মরুদ্গণের সঙ্গে এসো।
[√গম্ + লোট্-হি = গহি]

এখানে সংহিতাংশে প্রধানবাক্যে আ উপসর্গের সঙ্গে তিঙন্তের (গহি) সমাস হয়নি।

লক্ষণীয়, তিঙ্ বা কৃৎ যোগের আগেই উপসর্গের সঙ্গে ধাতুর সমাস হয়।

ছ) অপ্রধানবাক্যে উপসর্গের সমাস

অপ্রধানবাক্যে উপসর্গের সঙ্গে তিঙন্তের সমাস হয়। যেমন–

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ (ঋ. সং. ১০ / ১৪ / ২)
–যে পথ দিয়ে গেছে মোদের পিতৃপুরুষ।
[পরা ঈয়ুঃ = পরেয়ুঃ]

যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসঃ (ঋ. সং. ২ / ১২ / ৯)
–যাঁকে (ইন্দ্র) ছাড়া লোকে বিজয়ী হয় না।
[বি-√জি + লট্-অন্তে = বি-জয়ন্তে = বিজয়ন্তে]

যা বিভাসি (ঋ. সং. ১ / ৯২ / ৮)
–(হে উষা !) যে-তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।
[বি-√ভা + লট্-সি = বি-ভাসি = বিভাসি]

এখানে সংহিতাংশে অপ্রধানবাক্যে পরা ও বি উপসর্গের সঙ্গে তিঙন্তের সমাস হয়েছে।

উল্লেখ্য, অপ্রধানবাক্যে উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে তিঙন্তের সমাস দুর্লভ। তবে কৃদন্তের সঙ্গে উপসর্গভিন্ন গতির অনেক সমাস হয়। যেমন–

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ (ঋ. সং. ১ / ১ / ১)
–অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত।
[পুরঃ (সম্মুখে)-√ধা + ক্ত > পুরঃ + হিত = পুরোহিত, পুরোহিত + সুপ্ = পুরোহিতম্]

এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা
আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ। (ঋ. সং. ৫ / ৮০ / ৪)
–পূর্বদিক হতে নিজমূর্তি প্রকাশিত করে নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি ঊষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করে।
[আবিঃ (প্রকাশ্যে)-√কৃ + শানচ্ = আবিষ্ + কৃণ্বান = আবিষ্কৃণ্বান + টাপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা, আবিষ্কৃণ্বানা + সুপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা]

এখানে সংহিতাংশে অপ্রধানবাক্যে উপসর্গভিন্ন গতি পুরঃ, আবিঃ-এর সঙ্গে কৃদন্তের সমাস হয়েছে।

জ) উপসর্গ দ্বারা ক্রিয়ার অর্থ ইঙ্গিতলভ্য

বেদে এমনও প্রয়োগ দেখা যায় যেখানে ক্রিয়া নেই অথচ উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়ার অর্থ সেখানে ইঙ্গিতলভ্য। [স্মরণীয়, 'উপসর্গযোগে যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।'] যেমন–

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব (ঋ. সং. ১ / ১০ / ১১)
–হে ইন্দ্র ! শীঘ্র আমাদের নিকটে এসো। হে কুশিক পুত্র ! হৃষ্ট হয়ে অভিষুত সোম পান করো।
[আ উপসর্গের অর্থ– আগচ্ছ (= এসো)]

যা উপ সূর্যে (ঋ. সং. ১ / ২৩ / ১৭)
–যা (জল) সূর্যের সমীপে আছে।
[উপ উপসর্গের অর্থ– সমীপে আছে]

এখানে সংহিতাংশে আ ও উপ উপসর্গ ক্রিয়াভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। এদের দ্বারা ক্রিয়ার অর্থ ইঙ্গিতলভ্য।

ঝ) উপসর্গ দ্বারা যোগ্যক্রিয়ার অর্থ অধ্যাহার

বেদে কখনো বা উপসর্গ বিশেষ কোনো ধাতুর সঙ্গে একবার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পরে কেবল উপসর্গের উল্লেখ দেখা যায়, ধাতু আর ব্যবহার করা হয় না। প্রসঙ্গ থেকে সেখানে যোগ্যক্রিয়ার অর্থ অধ্যাহার করে নিতে হয়।[স্মরণীয়, 'উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ।'] যেমন–

নি গ্রামসো অবিক্ষত
নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥ (ঋ. সং. ১০ / ১২৭ / ৫)
–(হে রাত্রি! তোমার কোলে) গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনরা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে।
[অব-√ ঈক্ষ্ + ক্ত = অবিক্ষত, অবিক্ষত + সুপ্ = অবিক্ষতঃ]

নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ (ঋ. সং. ১ / ১১৫ / ৬)
–(সূর্য) আমাদের পাপ হতে মুক্ত করো।
[নির্-বদ্ + আশীর্লিঙ্-যাৎ = নিরবদ্যাৎ]

এখানে সংহিতা ও সংহিতাংশে নি / অব ও নির্ উপসর্গ একবার ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরে কেবল উপসর্গের উল্লেখ করা হয়েছে। ধাতু আর ব্যবহার করা হয়নি। প্রসঙ্গ থেকে যোগ্যক্রিয়ার অর্থ অধ্যাহার করা হয়েছে।

উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

প্র-প্রভৃতি নিপাত একদিকে যেমন উপসর্গের কাজ করে অন্যদিকে তেমনি গতিরও কাজ করে। এ নিপাতকে উপসর্গ ও গতি সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য এদের মাধ্যমে যেসব কার্য সাধিত হয় সেগুলি হলো[৩৬] :

ক) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়
খ) উপসর্গ দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ
গ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ
ঘ) উপসর্গ বিভক্তির কারণ
ঙ) গতি দ্বারা বৈদিক-স্বরের নিয়ন্ত্রণ

ক) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

বেদে প্র-প্রভৃতি নিপাত বা অব্যয়কে উপসর্গ সংজ্ঞা করার জন্য যতগুলি প্রক্রিয়া আছে সেসবের মধ্য উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় অন্যতম। নিম্নে উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় তুলে ধরা হলো[৩৭]:

ণত্ব-বিধান

১. উপসর্গাদসসমাসেঽপি ণোপদেশস্য (পা. ৮ / ৪ / ১৪)।

উপসর্গস্থ নিমিত্তের পরবর্তী উপদেশে ন্-কার আছে এমন ধাতুর ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

নির্ : নির্-নিক্ = নির্ণিক্

প্র : প্র-√নী + লট্-তি = প্র + নীতি = প্রণীতি

প্র-√নম্ + লট্-তি = প্র + নমতি = প্রণমতি

প্র-√নী + ণক্ = প্রণায়কঃ

এখানে নির্, প্র উপসর্গ ণত্ব-বিধান নির্ণয় করছে।

২. নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ (পা. ৮ / ৪ / ২৭)।, উপসর্গাদ্বহুলম্ (পা. ৮ / ৪ / ২৮)।

বেদে ধাতুস্থ বা উপসর্গস্থ ণত্বের কারণ (ঋ ঋৃ র্ ষ্) বর্তমান থাকলে 'ঊরু' শব্দ এবং সু (> ষু) এর পরস্থিত 'নস্'-এর ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

সু-এর ক্ষেত্রে :

সু : মো ষু ণঃ (ঋ. সং. ১ / ৩৮ / ৬) [নস্ = নঃ]

–যেন না আমাদের পেড়ে ফেলে।

অভী ষু ণঃ (ঋ. সং. ৪ / ৩১ / ৩) [অভি > অভী]

–তুমি (ইন্দ্র) আমাদের নিকট এসো।

উল্লেখ্য, সুঞ্ (সু) নিপাত পরে থাকলে ঋক্ বিষয়ে ইক্ (ই উ ঋ ঌ) অন্তের দীর্ঘ হয়। যেমন– অভিসুনঃ > অভীষুণঃ।

অগ্নে রক্ষা ণঃ (ঋ. সং. ৭ / ১৫ / ১৩)

–হে অগ্নি! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা করো।

শিক্ষা ণো অস্মিন্ (ঋ. সং. ৭ / ৩২ / ২৬) ইত্যাদি।

–তুমি (ইন্দ্র) আমাদের এই শিক্ষা দান করো।

ষত্ব-বিধান

১. উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যতি-স্তৌতি-স্তোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ্-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্ (পা. ৮ / ৩ / ৬৫)।, সদিরপ্রতেঃ (পা. ৮ / ৩ / ৬৬)।

উপসর্গের নিমিত্তের (ইণ্) পরবর্তী সু-প্রভৃতি ধাতুর স্ > ষ্ হয়। যেমন–

সু : সু-√সূ + ক্ত = সু + সূতম্ = সুষূতম্ (সু-প্রেরিত)

অনু : অনু-√স্তুভ্ = অনুষ্টুভ্ ['ষ্টুনা ষ্টুঃ' (পা. ৮ / ৪ / ৪১) সূত্রানুসারে ত্ > ট্]

অভি : অভি-√স্তু + ক্ত = অভি + স্তুতঃ = অভিষ্টুতঃ

নিস্ : নিস্-√তপ্ + ক্ত = নিষ্ + তপ্তম্ = নিষ্টপ্তম্

নি : নি-√সদ্ + লট্-তি = নি + সীদতি = নিষীদতি

উল্লেখ্য, 'প্রতি' ভিন্ন উপসর্গের নিমিত্তের পরবর্তী সদ্-ধাতু স্ > ষ্ হয়। তবে প্রতি-র ক্ষেত্রে স্-ই হয়। যেমন–

প্রতি-√সদ্ + লট্-তি = প্রতি + সীদতি = প্রতিসীদতি।

২. নিসস্তপতাবনাসেবনে (পা. ৮ / ৩ / ১০২)।

নিস্ উপসর্গের পর তপ্-ধাতু থাকলে এবং পৌনঃ পুন্য (বারে বারে) অর্থ না বুঝালে স্ > ষ্ হয়। যেমন–

নিস্ : নিস্-√তপ্ + লট্-তি = নিষ্ + তপতি = নিষ্টপতি (মাত্র একবার অগ্নিতে স্পর্শ করছে)

নিস্-√তপ্ + ক্ত = নিষ্ + তপ্ত = নিষ্টপ্ত, নিষ্টপ্ত + সুপ্ = নিষ্টপ্তম্ (মাত্র একবার অগ্নিতে স্পর্শ করেছিল)

উল্লেখ্য, বারে বারে অগ্নিস্পর্শ করছে (পুনঃ পুনঃ তপতি) বুঝালে স্-ই হবে। যেমন–

নিস্-√তপ্ + লট্-তি = নিস্ + তপতি = নিস্তপতি (বার বার অগ্নি স্পর্শ করছে)

৩. সুঞঃ (৮ / ৩ / ১০৭)।

বেদবিষয়ে পূর্বপদে বিদ্যমান নিমিত্তের পূর্ববর্তী সুঞ্ (নিপাত)-এর মূর্ধন্য আদেশ হয়। যেমন–

অভী ষু ণঃ (ঋ. সং. ৪ / ৩১ / ৩) ইত্যাদি। [অভি > অভী]

–তুমি (ইন্দ্র) আমাদের নিকট এসো।

ঊর্ধ্ব ঊ ষু ণঃ (ঋ. সং. ১ / ৩৬ / ১৩)

–আমাদের রক্ষণের জন্য উন্নত হও।

উল্লেখ্য, সুঞ্ (সু) নিপাত পরে থাকলে ঋক্ বিষয়ে ইক্ (ই উ ঋ ঌ) অন্তের দীর্ঘ হয়। যেমন– অভিসুনঃ > অভীষুণঃ, ঊর্ধ্বোসুনঃ > ঊর্ধ্বোষুণঃ।

৪. নিব্যভিভ্যোঽড্ব্যবায়ে বা ছন্দসি (পা. ৮ / ৩ / ১১৯)।

বেদে নি, বি, অভি– এই তিনটি উপসর্গের পর স্-কারের অট্-এর ব্যবধান থাকলেও বিকল্পে ষ্-কার আদেশ হয় না। অর্থাৎ নিত্য ষ্-কার আদেশ হয়। যেমন–

নি-√সদ্ + লঙ্ / লুঙ্-দ্ = নি + অসীদৎ = ন্যষীদৎ

বি-√সদ্ + লঙ্ / লুঙ্-দ = বি + অসীদৎ = ব্যষীদৎ

অভি-√সদ্ + লঙ্ / লুঙ্-দ = অভি + অসীদৎ = অভ্যষীদৎ

উল্লেখ্য, লঙ্ ও লুঙ্ (অতীত) বিভক্তিতে ধাতুর পূর্বে যে অ-কারের আগম হয়, তা উপসর্গের পরে বসবে, পূর্বে বসালে ভুল হবে।

খ) উপসর্গ দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

বৈদিক ভাষায় সন্ধির ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেক্ষেত্রে সন্ধি প্রত্যাশিত সেক্ষেত্রে সন্ধি করা হয়নি। আবার যেখানে সন্ধি অপ্রত্যাশিত সেখানে সন্ধি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উপসর্গ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৩৮] দৃষ্টান্তস্বরূপ–

স্বরসন্ধি

১. আঙোঽনুনাসিকশ্চন্দসি (পা. ৬ / ১ / ১২৬)।

বেদে স্বরবর্ণ (অচ্) পরে থাকলে আঙ্ (=আ) অব্যয়ের (উপসর্গ) স্থানে আনুনাসিক আ-কার (আঁ) হয় এবং তারপর আর সন্ধি হয় না। যেমন–

অভ্র আঁ অপঃ (ঋ. সং. ৫ / ৪৮ / ১)
–অন্তরীক্ষে মেঘ সকলের উপর বারিবর্ষণ করে।
[আঙ্ + অপঃ = আঁ অপঃ]

গভীর আঁ উগ্রপুত্রে (ঋ. সং. ৮ / ৬৭ / ১১)
–ক্ষীণ উগ্রপুত্রবিশিষ্ট জলে।
[আঙ্ + উগ্রপুত্রে = আঁ উগ্রপুত্রে]

এবাঁ অগ্নিং বসূয়বঃ (ঋ. সং. ৫ / ২৫ / ৯)
–এরূপে আমরা বসূগণ।
[আঙ্ অগ্নিম্ = আঁ অগ্নিম্]

এখানে প্রতিক্ষেত্রে আঙ্ (আ) অব্যয়ের স্থানে আনুনাসিক আঁ হয়েছে এবং তারপর সন্ধি হয়নি। অর্থাৎ আ নিপাত সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. ইকো যণচি (পা. ৬ / ১ / ৭৭)।

ইক্ (ই উ ঋ ৯)-এর পরে অসবর্ণ অচ্ (স্বরবর্ণ) থাকলে ইক্ (ই উ ঋ ৯) > যণ্ (য্ ব্ র্ ল্) হয়। যেমন–

ই > য্

অভি : অভ্যাবর্তী চায়মানো দদাতি (ঋ. সং. ৬ / ২৭ / ৮)
–অভ্যাবর্তী চায়মান (রাজা) দিয়েছেন।
[অভি + আবর্তী = অভ্যাবর্তী]

বি : হিরণ্যরূপমূষসো ব্যুষ্টৌ (ঋ. সং. ৫ / ৬২ / ৮)
–হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা ভোরে সূর্যোদয় হলে সুবর্ণ ঘটিত রথে আরোহণ করো।

নি :হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ঃ (ঋ. সং. ১ / ৫২ / ৭)
–ঊর্মিসমূহ যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়।
[নি + ঋষন্তি + ঊর্ময়ঃ = ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ঃ]

এখানে অভি, বি ও নি উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

উ > ব্

অনু : নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ (ঋ. সং. ৭ / ৩৩ / ৮)
–বসিষ্ঠের পুত্রগণ, অন্য কেউ তোমাদের গানের অনুকরণ করতে পারবে না।
[অনু + এতবে = অন্বেতবে]

এখানে, অনু উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১. ছে চ (পা. ৬ / ১ / ৭৩)।

হ্রস্বস্বরের (অ ই উ ঋ ঌ) পর ছ্-কার থাকলে হ্রস্বস্বর > চ্ (তুক = ত্ > চ্) হয়। যেমন–

উপ : উপচ্ছায়ামিব ঘৃণের্ (ঋ. সং. ৬ / ১৬ / ৩৮)

–(হে অগ্নি !) তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করছি।

[উপ + ছায়াম্ = উপচ্ছায়াম্]

এখানে উপ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্ (পা. ৮ / ৩ / ৩২)

হ্রস্বস্বরের পর ঙ্ ও ন্ থাকলে ঙ্ ও ন্ -এর দ্বিত্ব হয়। যেমন–

পূষণ্ণনু প্র গা ইহি (ঋ. সং. ৬ / ৫৪ / ৬)

–হে পূষা ! ধেনুগণের অনুসরণ করো।

[পূষন্ + অনু = পূষণ্ণনু]

এখানে অনু উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. মো২ নুসারঃ (পা. ৮ / ৩ / ২৩)।, বা পদান্তস্য (পা. ৮ / ৪ / ৫৯)।

ম্ + বর্গীয় ধ্বনি (ক্ – ম্) = ম > ং হয়। যেমন–

সং পূষন্বিদুষা নয় (ঋ. সং. ৬ / ৫৪ / ১)

–হে পূষা ! তুমি আমাদের বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গত করো।

[সম্ + পূষন্ = সংপূষন্]

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বম্ (ঋ. সং. ১০ / ১৯১ / ২)

–(হে স্তবকর্তাগণ !) তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করো।

[সম্ + গচ্ছধ্বম্ = সং গচ্ছধ্বম্, সম্ + বদধ্বম্ = সং বদধ্বম্]

এখানে সম্ উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিসর্গসন্ধি

১. রোরি (পা. ৮ / ৩ / ১৪)।, ড্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘো২ণঃ (পা. ৬ / ৩ / ১১১)।

ঃ + র = 'ঃ' লোপ এবং বিসর্গের পূববর্তী স্বর হ্রস্ব হলে সেটি দীর্ঘ হয়। যেমন–

প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি (ঋ. সং. ১ / ১২৫ / ১)

–ভোরে এসে ভোরেই রত্ন দেন।

[প্রাতঃ + রত্নম্ = প্রাতা রত্নম্]

এখানে প্রাতঃ নিপাত সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. বিসর্জনীয়স্য সঃ (পা. ৮ / ৩ / ৩৪)

ঃ + খর্ (বর্গের ১ম, ২য় বর্ণ ও ৩টি স) = ঃ > ম্ হয়। যেমন–

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিঃ
তিরঃ সমুদ্রমোজস্য (ঋ. সং. ১ / ১৯ /৮)
–যাঁরা সূর্যকিরণের সাথে ব্যাপ্ত হন, যার বলদ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন।
[রশ্মিভিঃ + তিরঃ = রশ্মিভিস্তিরঃ]

এখানে তিরঃ নিপাত সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. বিসর্জনীয়স্য সঃ (পা. ৮ / ৩ / ৩৪) ।, ষ্টুনা ষ্টুঃ (পা. ৮ / ৪ / ৪১)।

ঃ + খর্ = ঃ > স হয়। আর স্ / ত বর্গ + ষ্ / ট বর্গ = স্ > ষ্ এবং ত বর্গ > ট বর্গ হয়। যেমন–

কঃ স্বিদ্বৃক্ষো নিষ্ঠিতো মধ্যে অর্ণসঃ (ঋ. সং. ১ / ১৮২ / ৭)
–কী সে গাছ ছিল অকূল সায়রে পোঁতা।
[নিঃ + স্থিতঃ = নিষ্ঠিতঃ]

নিঃ ষ্টনিহি দূরিত (ঋ. সং. ৬ / ৪৭ / ৩০)
–(হে দুন্দুভি !) তুমি তাদের নিঃশেষে দূরীভূত করো।
[নিঃ + স্তনিহি = নিষ্টনিহি]

এখানে নিঃ উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. শরি (পা. ৮ / ৩ / ৩৬) ।, ষ্টুনা ষ্টুঃ (পা. ৮ / ৪ / ৪১)।

ঃ + শর্ (৩টি স = শ্ ষ্ স্) = ঃ বিকল্পে ঃ হয়। আর স্ / ত বর্গ + ষ্ / ট বর্গ = স্ > ষ্ এবং ত বর্গ > ট বর্গ হয়। যেমন–

দুঃ + স্তুতি = দুষ্টুতি, দুঃ স্তুতি
নিঃ +স্বরম্ = নিস্বরম্, নিঃ স্বরম্

এখানে দুঃ ও নিঃ উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৫. সঃ অপদাদৌ (পা. ৮ / ৩ / ৩৮) ।, ইণঃ সঃ (পা. ৮ / ৩ / ৩৯)।

ইণ্ (ই উ) + অপদাদি ক-বর্গ কিংবা প-বর্গ = ইণ্-এর উত্তরবর্তী ঃ > ষ্ হয়। সংক্ষেপে ইণ্ (ই উ)-এর পরবর্তী ঃ > ষ্ হয়। যেমন–

অথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ (ঋ. সং. ১০ / ৯৭ / ৯)
–তাই তোমরা হলে নিষ্কৃতি (হে ওষধিগণ !)
[নিঃ + কৃতীঃ = নিষ্কৃতীঃ]

বিশ্বস্মান্নো অহংসো নিষ্পিপর্তন (ঋ. সং. ১ / ১০৬ / ১–৬)
[নিঃ + পিপর্তন = নিষ্পিপর্তন]
–(দেবগণ) নিঃশেষে সকল দৈন্য বা পাপ হতে আমাদের পার করো।

৬. ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য (পা. ৮ / ৩ / ৪১)।
যে বিসর্গের পূর্বে ই বা উ আছে, এবং যেটি প্রত্যয় নয়, সেটি ষ্ হবে। যেমন–

আবিষ্কৃণ্বন্ত্যষসো বিভাতীঃ (ঋ. সং. ১ / ১২৩ / ৬)
–বিচিত্র প্রভাবতী উষা আবিষ্কার করেছেন।
[আবিঃ + কৃণ্বন্তি = আবিষ্কৃণ্বন্তি]

ধামাহরহ নিষ্কৃতমাচরন্তী (ঋ. সং. ১ / ১২৩ / ৯)
–তিনি (উষা) আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হন।
[নিঃ + কৃতম্ = নিষ্কৃতম্]

যদাময়তি নিষ্কৃত (ঋ. সং. ১০ / ৯৭ / ৯)
–অসুস্থ করে যা, তাকে খেদিয়ে দাও।
[নিঃ + কৃত = নিষ্কৃত]

এখানে আবিঃ, নিঃ নিপাত বা অব্যয় সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৭. পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে। (পা. ৮ / ৩ / ৫১)।

বেদে অধি (উপরিভাব, আধিক্য, অধিকরণ, অপাদান, প্রভুত্ব)-র অর্থে পরি (অধিকরণ) পরে থাকলে অ-কারের পরবর্তী পঞ্চমী বিভক্তির বিসর্গ > স্ হয়। যেমন–

দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিঃ (ঋ. সং. ১০ / ৪৫ / ১)
–অগ্নি প্রথম দ্যুলোকে জন্মেছিলেন।
[দিবঃ + পরি = দিবস্পরি]

স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি (ঋ. সং. ২ / ৬ / ৫))
–তিনি (অগ্নি) আলোলোক হতে আমাদের বৃষ্টি প্রদান করেন।
[দিবঃ + পরি =দিবস্পরি]

আ নো যাতং দিবস্পরি (ঋ. সং. ৮ / ৮ / ৪)
–(অশ্বিদ্বয়) আলোলোক হতে আমাদের কাছে এসো।

উল্লেখ্য, উবট মতে, পাদান্তে এবং অ-কারান্ত না হলে হয় না। যেমন–

যদোষধীভ্যঃ পরি জায়তে বিষম্ (ঋ. সং. ৭ /৫০ /৩)
–যে বিষ ওষধি থেকে উৎপন্ন হয়।
[ওষধীভ্যঃ + পরি = ওষধীভ্যস্পরি হলো না]

দক্ষাদ্ উ অদিতিঃ পরি (ঋ. সং. ১০ / ৭২ / ৪)
–দক্ষ থেকে অদিতি জন্মিলেন।
[অদিতিঃ + পরি অদিতিস্পরি হলো না]

৮. সংপরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে (পা. ৬/১/ ১১৭) ।, সমঃ সুটি (পা. ৮ / ৩ /৫) ।, সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ (বা.) ।

সম্ ও পরি উপসর্গ + কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ = সম্-এর ম্ > ং হয় এবং স্ (সুট্)-এর আগম হয়। আর সমাস ও অসমাস উভয়ক্ষেত্রে পরি–এর পর সুট্ > স্ > ষ্ আসে। যেমন–

সম্ : ন সংস্কৃতং প্র মিমীতঃ (ঋ. সং. ৫ / ৭৬ / ২)
–(হে অশ্বিদ্বয় !) তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করো না।
[সম্- (সুট্) + কৃতম্ = সংস্কৃতম্]

পরি : পরিষ্কৃণ্বন্ননিষ্কৃতম্ (ঋ. সং. ৯ / ৩৯ / ২)
–অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কার করে।
[পরি + কৃণ্বন্ = পরিষ্কৃণ্বন্]

পরিষ্কৃণ্বন্তি বেধসঃ। (ঋ. সং. ৯ / ৬৪ / ২৩)
–(সোমকে) পরিচরণকারীরা সংস্কৃত করেছেন।
[পরি + কৃণ্বন্তি = পরিষ্কৃণ্বন্তি]

এখানে সম্, পরি উপসর্গ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

গ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

বেদে প্র-প্রভৃতি নিপাতকে গতি সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। গতির ব্যবহার উপসর্গেরই মতো। অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য, ক্রিয়ার আগে, পরে, ব্যবধানে বসা, সমাস ইত্যাদি। এসব ব্যবহারের জন্য পাণিনির অনুসরণীয় সূত্রসমূহ– ১. তে প্রাগ্‌ধাতোঃ (পা.১ / ৪ / ৮০) ।, ২. ছন্দসি পরে২পি (পা. ১ / ৪ / ৮১) ।, ৩. ব্যবহিতাশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৮২)। সমাসের ক্ষেত্রে সাধারণত অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ (গতি, প্রাদি) ও বহুব্রীহি সমাসে গতির এ সমাস-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৩৯] দৃষ্টান্তস্বরূপ–

অব্যয়ীভাব সমাস
অব্যয় পদ পূর্বে বসে এবং সমস্ত পদটিও অব্যয় হয়ে যায়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন–

অনুকামম্ (ঋ. সং. ১ / ১৭ / ৩)
[কামস্য পশ্চাৎ / কামে কামে = অনুকামম্]

এখানে অব্যয় পদ অনু (পশ্চাৎ বা বীপ্সা) পূর্বে বসেছে এবং সমস্ত পদটিও অব্যয় হয়েছে। অতএব অনু অব্যয় সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রতিকামম্ (ঋ. সং. ১০ / ১৫ / ৮)
[কামং কামং = প্রতিকামম্]

এখানে অব্যয় পদ প্রতি (বীপ্সা) পূর্বে বসেছে এবং সমস্ত পদটিও অব্যয় হয়েছে। অতএব প্রতি অব্যয় সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

তৎপুরুষ সমাস

তৎপুরুষ সমাস অনেক। এর মধ্যে গতি ও প্রাদির ক্ষেত্রে নিপাত দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। তবে এ দুইয়ের মধ্যে বেদে গতির ক্ষেত্রে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

গতি-তৎপুরুষ

১. কুগতিপ্রাদয়ঃ (পা. ২ / ২ / ২৮)।

গতি অর্থাৎ প্র-প্রভৃতি উপসর্গ এবং পুরঃ, আবিঃ, তিরঃ, নমঃ, অচ্ছ ইত্যাদি অন্যান্য গতির সঙ্গে ধাতুর সমাস হলে বৈদিকে গতি তৎপুরুষ হয়। যেমন–

[বেদে গতিগুলি প্রধানবাক্যে স্বাধীন। এগুলি তিঙন্ত ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে বা ব্যবহিতভাবে যেখানে খুশি বসতে পারে। তখন এগুলি সমাস হবে না। কিন্তু অপ্রধানবাক্যে তিঙন্তের পূর্বে থাকলে এর সঙ্গে সমস্ত হবে। কৃদন্তের সঙ্গে সর্বত্র সমস্ত হবে।]

ক) প্রধানবাক্যে উপসর্গের সঙ্গে তিঙন্তের অসমাস :

ত্বং বি ভাসি (ঋ. সং. ২ / ১ / ১০)
–(হে অগ্নি !) তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।

এখানে, 'বি' উপসর্গ 'ভাসি' (√ভা+ লট্-সি = ভাসি) তিঙন্ত ক্রিয়ার পূর্বে স্বাধীনভাবে বসেছে। অতএব এটি গতি।

খ) অপ্রধানবাক্যে উপসর্গের সঙ্গে তিঙন্তের সমাস :

যা বিভাসি (ঋ. সং. ১ / ৯২ / ৮)
–(হে উষা !) যে-তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।

এখানে, 'বি' উপসর্গ 'বিভাসি' (বি-√ভা+ লট্-সি = বিভাসি) তিঙন্তের সাথে সমস্ত হয়েছে। অতএব এটি গতি।

গ) প্রধানবাক্যে উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে তিঙন্তের অসমাস :

স্পৃর্হা বসূনি তমসাপগুঢ়া
আবিষ্কৃণ্বন্তি-উষসো বিভাতীঃ ॥ (ঋ. সং. ১ / ১২৩ / ৬)
–বিচিত্র প্রভাবতী উষা অন্ধাকারাবৃত স্পৃহণীয় বসু আবিষ্কার করেছেন।

এখানে 'আবিঃ (প্রকাশ্যে)' উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে [আবিঃ-√কৃ + লট্-অন্তি = আবিষ্ + কৃণ্বন্তি = আবিষ্কৃণ্বন্তি] তিঙন্তের সন্ধি হয়েছে, সমাস নয়। অতএব এটি গতি।

তদ্রূপ,

আবির্ভব (ঋ. সং. ১ / ৩১ / ৩)
–(হে অগ্নি!) প্রকাশ হও।

এখানে 'আবিঃ (প্রকাশ্যে)' উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে [আবিঃ-√ভূ + লোট্-হি = আবিঃ + ভব = আবির্ভব] তিঙন্তের সন্ধি হয়েছে, সমাস নয়। অতএব এটি গতি।

ঘ) অপ্রধানবাক্যে উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে তিঙন্তের সমাস :

ইষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ (ঋ. সং. ৮ / ২০ / ২৬)

–(হে মরুৎগণ !) রোগীর যে অঙ্গবৈকল্য হয়েছে, তা আবার ঠিক করে দাও।

[নিস্ > ইষ্-√কৃ + তৃচ্ = ইষ্কর্তৃ > ইষ্কর্তা।] [সায়ণ মতে, নিস্ > ইষ্ হয়েছে]

ইষ্কৃণুধ্বং রশনা (ঋ. সং. ১০ / ৫৩ / ৭)

–লাগামগুলিকে ঠিকঠাক করো, গুছিয়ে নাও।

ইষ্কৃণুধ্বম্ আয়ুধারম্ (ঋ. সং. ১০ / ১০০ / ২)

–গুছিয়ে নাও হে যজ্ঞ-আয়ুধগুলি (অস্ত্রগুলি)।

[নিস্ > ইষ্-√কৃ + লোট্-ধ্বম্ = ইষ্কৃণুধ্বম্]

এখানে, উদাহরণদ্বয়ে নিস্ > ইষ্ উপসর্গভিন্ন তিঙন্তের সমাস হয়েছে। অতএব এটি গতি।

ঙ) উপসর্গের সঙ্গে কৃদন্তের সমাস :

স্ময়তে বিভাতী (ঋ. সং. ১ / ৯২ / ৬)

–(ঊষা) ফুটতে ফুটতে হাসছেন।

[বি-√ভা + শতৃ + ঙীপ্ = বিভাতী, বিভাতী + সুপ্ = বিভাতী]

বিশ্বে পশ্যন্তি উষসং বিভাতীম্ (ঋ. সং.৭ / ৭৮ / ৪)

–সকালে প্রভাতকাবিণী ঊষাকে ফুটতে দেখছে।

[বি-√ভা + শতৃ + ঙীপ্ = বিভাতী, বিভাতী + অম্ = বিভাতীম]

এখানে, উদাহরণদ্বয়ে 'বি' উপসর্গের সঙ্গে কৃদন্তের সমাস হয়েছে। অতএব এটি গতি।

অনুরূপ উদাহরণ–

অপিহিতম্ (ঋ.সং. ১ / ৩২ / ১১)

–খুলে দিল

[অপি-√ধা + ক্ত = অপিহিত, অপিহিত +সুপ্ = অপিহিতম্]

উপনীতম্ (ঋ. সং. ১ / ১২১ / ৯)

–আনীত / এনেছিল

[উপ-√নী + ক্ত = উপনীত, উপনীত + সুপ্ = উপনীতম্]

দুরুক্ত > দুরুক্তায় (ঋ. সং. ১ / ৪১ / ৯)

–নিন্দা করতে

[দুঃ-√বচ্ + ক্ত = দুরুক্ত, দুরুক্ত + চতুর্থীর একবচন (ঙে) = দুরুক্তায়]

সূক্ত > সূক্তৈঃ (ঋ. সং. ১ / ৪২ / ১০)
–সৎ বচন / বেদমন্ত্র দ্বারা
[সু-√বচ্ + ক্ত = সূক্ত, সূক্ত + তৃতীয়ার বহুবচন (ভিস্) = সূক্তৈঃ]

অধিষ্ঠান > অধিষ্ঠানম্ (ঋ. সং. ১০ / ৮১ / ২)
–আশ্রয়স্থল
[অধি-√স্থা + ল্যুট্ = অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠান + সুপ্ = অধিষ্ঠানম্]

অনুদৃশ্য (ঋ. সং. ১০ / ১৩০ / ৭) ইত্যাদি।
–দৃষ্টি রেখে
[অনু-√দৃশ্ + ল্যপ্ = অনুদৃশ্য]

এখানে উদাহরণগুলিতে অপি, উপ, দুঃ, সু, অধি, অনু উপসর্গের সঙ্গে কৃদন্তের সমাস হয়েছে। অতএব এগুলি গতি।

চ) উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে কৃদন্তের সমাস :

পুরোহিতম্ (ঋ. সং. ১ / ১ / ১)
–পুরোহিত
[পুরঃ (সম্মুখে)-√ধা + ক্ত > পুরঃ + হিত = পুরোহিত, পুরোহিত + সুপ্ = পুরোহিতম্]

তিরোহিতম্ (ঋ. সং. ৩ / ৯ /৫)
–তিরোহিত
[তিরঃ (প্রচ্ছন্ন)-√ধা + ক্ত = তিরঃ + হিত = তিরোহিত, তিরোহিত + সুপ্ = তিরোহিতম্]

আবিষ্কৃণ্বানা (ঋ. সং. ৫ / ৮০ / ৪)
–প্রকাশিত করে
[আবিঃ (প্রকাশ্যে)-√কৃ + শানচ্ = আবিষ্ + কৃণ্বান = আবিষ্কৃণ্বান + টাপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা,
আবিষ্কৃণ্বানা + সুপ্ = আবিষ্কৃণ্বানা]

এখানে পুরঃ, তিরঃ, আবিঃ উপসর্গভিন্ন গতির সঙ্গে কৃদন্তের সমাস হয়েছে। অতএব এগুলি গতি।

প্রাদি-তৎপুরুষ

১. কুগতিপ্রাদয় (পা. ২ / ২ / ১৮)।, প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।
প্র-প্রভৃতি নিপাত যোগ্য সুবন্তের সঙ্গে সমস্ত হলে বৈদিকে প্রাদি তৎপুরুষ হয়। যেমন–

অতিরাত্রে (ঋ. সং. ৭ / ১০৩ / ৭)
–অতিরাত্র

এখানে, 'অতি' নিপাতের সঙ্গে [অতি : রাত্রিম্ অতিক্রান্তঃ = অতিরাত্র (রাত্র-ভর)] সুবন্তের সমাস হয়েছে। অতএব এটি প্রাদি।

অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া (বা.)।

'ক্রান্ত' প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সাথে 'অতি' প্রভৃতি নিপাতের প্রাদি তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–

সুদক্ষিণম্ (ঋ. সং. ৭ / ৩২ / ৩)
–সুন্দর দানবিশিষ্ট
[সুগতঃ দক্ষিণম্ / সু দক্ষিণম্ = সুদক্ষিণম্ (অত্যন্ত দানশীল)]

সুদিনানি (ঋ. সং. ৪ / ৪ / ৬)
–সমস্ত সুদিন
[সুগতঃ দিনম্ / সু দিনম্ = সুদিনম্ (শুভদিন)]

এখানে উদাহরণদ্বয়ে 'সু' নিপাতের সঙ্গে 'ক্রান্ত' অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়েছে। অতএব 'সু' প্রাদি।

উল্লেখ্য, কর্মপ্রবচনীয়ানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ (বা.)। এই বার্ত্তিক অনুসারে প্র-প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয় হলে সমস্ত হয় না। অর্থাৎ প্রাদি তৎপুরুষ হয় না। যেমন–

স নঃ পর্ষদ্ অতি দ্বিষঃ (ঋ. সং. ১০ / ১৮৭ / ১)
–তিনি (অগ্নি) আমাদের শত্রুহস্ত হতে উদ্ধার করুন।

অদদ্ধঃ সু পুর এতা ভবা নঃ (ঋ. সং. ১ / ৭৬ / ২)
–তুমি (অগ্নি) আমাদের পুরোগামী হও।

এখানে উদাহরণদ্বয়ে অতি ও সু কর্মপ্রবচনীয়। তাই সমস্ত অর্থাৎ সমাস হয়নি।

বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাসও অনেক। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্র-প্রভৃতি নিপাতের দ্বারা সমাস–নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাদি-পূর্ব

১. অনেকমন্যপদার্থে (পা. ২ / ২/ ২৪)।, প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য উত্তরপদস্য লোপশ্চ বা বহুব্রীহির্বক্তব্যঃ (বা.)।
প্র-প্রভৃতি উপসর্গের পরে ধাতুনিষ্পন্ন পদ থাকলে পরবর্তী সুবন্ত পদের সঙ্গে তার বহুব্রীহি সমাস হয়। যেন–

বিব্রতা (ঋ. সং. ১ / ৬৩ / ২)
–বিবিধ ব্রত বা কর্ম যাদের।
[বিবিধং ব্রতং কর্ম দ্বয়ো = বিব্রতা]

অপোদক (ঋ. সং. ১ / ১১৬ / ৩)
–অপগত হয়েছে উদক যার থেকে, জলশূন্য।
[অপগতম্ উদকং যস্মাৎ = অপগতোদক > অপদোক]

ব্যংস (ঋ. সং ১ / ১০১ / ২)
–বিগত-অংস, স্কন্ধহীন, কন্ধ-কাটা।
[বিগতঃ অংস যস্মাৎ = ব্যংস]

এখানে বি ও অপ উপসর্গের পরে ধাতু নিষ্পন্ন পদ রয়েছে এবং পরবর্তী সুবন্ত পদের সঙ্গে তার বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। অতএব এ দুটি প্রাদি।

২. সু-পূর্ব

'সু' উপসর্গ যদিও প্রাদির মধ্যে পড়ে, কিন্তু সু-পূর্ব বহুব্রীহির সমাস হয়। যেমন–

সুব্রতঃ (ঋ. সং. ১ / ১৮০ / ৬)
–সুকর্মা
[সু প্রশস্তং ব্রতং, কর্ম যস্য = সুব্রত, সুব্রত + সুপ্ = সুব্রতঃ]

এখানে সু-পূর্ব বহুব্রীহির সমাস হয়েছে। অতএব এটি প্রাদি।

ঘ) উপসর্গ বিভক্তির কারণ

পাণিনির 'কর্মপ্রবচনীয়াঃ' (পা. ১ / ৪ / ৮৩) সূত্রানুসারে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়াযোগহীন কর্মপ্রবচনীয়গুলি হলো– অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অভি, আ, উপ, পরি, প্রতি, সু এই ১১টি নিপাত। এগুলি আকৃতিতে উপসর্গের মতো হলেও এরা উপসর্গ নয়, গতিও নয়, স্বাধীন নিপাত, তথা অব্যয়। ঋতে, আরাৎ ইত্যাদি অব্যয়ের [অন্যারাদিতরর্তেদিক্‌শব্দাঞ্চুত্তরপদাজাহিযুক্তে (পা. ২ / ৩ / ২৯)] মতো এরাও সন্নিহিত পদের বিভক্তির কারণ হয়। 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া' (পা. ২ / ৩ / ৮) সূত্রানুসারে কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। তবে এদের দ্বারা বেদে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, এবং সপ্তমী বিভক্তিও দেখা যায়।[৪০] দৃষ্টান্তস্বরূপ :

১. অতিরতিক্রমণে চ (পা. ১ / ৪ / ৯৫)।
অতিক্রমণ ও পূজার্থ বুঝালে অতি কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

স ণঃ পর্ষদতি দিষঃ (ঋ. সং. ১০ / ১৮৭ / ১)
–তিনি (অগ্নি দেবতা) আমাদের শত্রুহস্ত হতে উদ্ধার করুন।
[অতি যোগে দিষঃ দ্বিতীয়া হয়েছে]

অতি বিশ্বং ববক্ষিথ (ঋ. সং. ১ / ৮১ / ৫)
–(ইন্দ্র) বিরাট তুমি সব ছাপিয়ে, বীর্যে সবার বড়।
[অতি যোগে বিশ্বম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

এখানে অতি কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির কারণ হয়েছে।

২. অধিপরী অনর্থকৌ (পা. ১ / ৪ / ৯৩)।, অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭)
অনর্থক অধি ও পরি– এই দুটি কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

অধি : পৃথিব্যামধি (ঋ. সং. ৮ / ৪১ / ৪)
–পৃথিবীর ওপরে।
আ গহি দিবো বা রোচনাদধি (ঋ. সং. ১ / ৬ / ৯)
–কিংবা দীপ্যমান আদিত্যমণ্ডল হতে এসো।
[অধি যোগে পৃথিব্যাম্ ও রোচনাদ্ সপ্তমী ও পঞ্চমী হয়েছে]

পরি : স নো বৃষ্টি দিবস্পরি (ঋ. সং. ২ / ৬ / ৫)

–তিনি (অগ্নি) আমাদের আলোক হতে বৃষ্টি প্রদান করেন।

অর্বাগ্‌জীবেভ্যস্পরি (ঋ. সং. ৮ / ৮ / ২৩) [জীবেভ্যঃ > 'জীবেষু' হতে পারে]

–(অশ্বিদ্বয় দেবতা) জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

[পরি যোগে দিবস্ ও জীবেভ্যঃ উভয় পঞ্চমী হয়েছে]

এখানে অধি ও পরি কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির কারণ হয়েছে।

৩. অনুর্লক্ষণে (পা. ১ / ৪ / ৮৪)।, তৃতীয়ার্থে (পা. ১ / ৪ / ৮৫)।, হীনে (পা. ১ / ৪ / ৮৬)।,
লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (পা. ১ / ৪ / ৯০)।
লক্ষণ, তৃতীয়ার্থ, হীনতা, ইত্থংভূতাখ্যান (যা ঘটেছে তা বলা) ভাগ, বীপ্সা অর্থে অনু কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

লক্ষণে : গাবো ন গব্যূতীরনু (ঋ. সং. ১ / ২৫ / ১৬)

–গাভী যেরূপ গোষ্ঠের (গোয়ালঘর) দিকে যায়।

[অনু যোগে গব্যূতীঃ দ্বিতীয়া হয়েছে]

তৃতীয়ার্থ : এনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ (ঋ. সং. ১০ / ১৪ / ২)

–সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সে পথে যাবেন।

[অনু যোগে পথ্যা তৃতীয়া হয়েছে]

হীনতা : বিশ্বেদনু (বিশ্বা-ইদ্ অনু) রোধনা অস্য পৌংস্যম্ (ঋ. সং. ২ / ১৩ / ১০) [বিশ্বানি > বিশ্বা]

–তার পৌরুষের কাছে নিচু হলো সব নদীকূল।

[অনু যোগে বিশ্বা (< বিশ্বানি) দ্বিতীয়া হয়েছে]

ইত্থংভূতাখ্যান : বিষ্ণুং অনু ভক্তঃ। [সংস্কৃত থেকে]

–ভক্ত বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত।

[অনু যোগে বিষ্ণুম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

ভাগ : তবেদনু (তব-ইদ্ অনু) প্রদিবঃ সোমপেয়ম্ (ঋ. সং. ৩ / ৪৩ / ১)

–(ইন্দ্র) সোমপান প্রাচীনকাল হতে তোমারই।

[অনু যোগে তব ষষ্ঠী হয়েছে]

বনা অনু (ঋ. সং. ৩ / ৫ / ৫৪) [বনা > 'কাষ্ঠেষু' হতে পারে]

–কাঠে কাঠে।

[অনু যোগে বনা (= কাষ্ঠেষু) সপ্তমী হয়েছে]

বীপ্সা : নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্ (ঋ. সং. ১ / ৭১ ৬) [দ্যূন্ দ্যূন্ = অনু দ্যূন্]

–অথবা উতলা তোমাকে নমস্কার দিবে প্রতিদিন।

[অনু যোগে দ্যূন্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

এখানে অনু কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির কারণ হয়েছে।

৪. অপপরীবর্জনে (পা. ১ / ৪ / ৮৮)

বর্জন অর্থ বুঝালে অপ ও পরি কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। যেমন–

অপ : অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি (ঋ. সং. ১০ / ১১৭ / ৪)

–সে গৃহ গৃহই নয়, বর্জন করে চলে যেও।

[অপ যোগে অস্মাৎ পঞ্চমী হয়েছে]

পরি : মেন্দ্রো নো বিষ্ণুর্মরুতঃ পরি খ্যন্ (ঋ. সং. ৭ / ৯৩ / ৮)

–ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুতগণ আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে যেন না দেখেন।

[পরি যোগে খ্যন্ পঞ্চমী হয়েছে]

এখানে অপ, পরি কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তির কারণ হয়েছে।

৫. অপিঃ পদার্থসম্ভাবনান্ববসর্গ গর্হাসমুচ্চয়েষু (পা. ১ / ৪ / ৯৬)

পদার্থ (অনুক্ত পদের অর্থ), সম্ভাবনা, অন্ববসর্গ (ইচ্ছমতো করার অনুমতি), গর্হা (নিন্দা) সমুচ্চয় (এবং)– এই সকল অর্থ প্রকাশিত হলে অপি শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

পদার্থ : ত্বে অপি ক্রতুমর্ম (ঋ. সং. ৭ / ৩১ / ৫)

–আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক।

[অপি যোগে ত্বে সপ্তমী হয়েছে]

সম্ভাবনা : তং যজ্ঞসাধমপি বাতায়ামসি (ঋ. সং. ১ / ১২৮ / ২)

–যজ্ঞাসাধন অগ্নির করি সেবন সসম্মানে।

[অপি যোগে যজ্ঞসাধম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

অন্ববসর্গ : অপি যথা যুবানো মৎসখা নঃ (ঋ. সং. ১ / ১৮৬ / ১)

–আমাদের যদি চাও, যুবকের মতো আনন্দ দাও।

[অপি যোগে নঃ (আমাদের) ষষ্ঠী হয়েছে]

গর্হা : ধিগ্ দেবদত্তমপি স্তুয়াদ্ বৃষলম্। [সংস্কৃত থেকে]

–দেবদত্তকে ধিক্, সে বৃষলের (শূদ্রের) স্তুতি করছে।

[অপি যোগে দেবদত্তম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

সমুচ্চয় : অপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম (ঋ. সং. ৩ / ১ / ২১)

–আমরা যেন তাঁর (অগ্নি) মঙ্গল করুণায় থাকি।

[অপি যোগে ভদ্রে সপ্তমী হয়েছে]

৬. অভিরভাগে (পা. ১ / ৪ / ৯১)।

ভাগ ছাড়া লক্ষণ, বীপ্সা, ইত্থংভূতাখ্যান অর্থে অভি কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

লক্ষণ : অভি ত্বা পূর্তপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৯)

–(হে অগ্নি!) তোমার প্রথম পানার্থে সোম, মধু, প্রদান করছি।

[অভি যোগে ত্বা দ্বিতীয়া হয়েছে]

বীপ্সা : ওজিষ্টেন হন্মনাহন্নভি দ্যূন্ (ঋ. সং. ১ / ৩৩ / ১১) [দ্যূন্ দ্যূন্ = অভি দ্যূন্]

–প্রাণসংহারক অস্ত্রদ্বারা তাকে (বৃত্রকে) দিনের পর দিন হনন করলেন।

[অভি যোগে দ্যূন্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

ইত্থংভূতাখ্যান : প্রাগুক্ত

৭. আঙ্ মর্যাদাবচনে (পা. ১ / ৪ / ৮৯)।

মর্যাদা (পর্যন্ত) বুঝালে আঙ্ (আ) এর কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। যেমন–

আন্তাদা পরাকাৎ (ঋ. সং. ১ / ৩৩ / ২১)

= আ অন্তাৎ আ পরাকাৎ

–নিকট ও দূর হতে।

[আ যোগে অন্তাৎ / পরাকাৎ পঞ্চমী হয়েছে]

৮. উপোঽধিকে চ (পা. ১ / ৪ / ৮৭)

অধিক কিংবা হীন অর্থ দ্যোতিত হলে উপ কর্মপ্রবচনীয় হয়। তবে ঋগ্বেদে এ প্রয়োগ দুর্লভ। বেশির ভাগ সামীপ্য অর্থ। যেমন–

সামীপ্য : উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে (ঋ. সং. ১ / ১ / ৭)

–(হে অগ্নি!) দিনে দিনে তোমার সমীপে আসছি।

[অপি যোগে ত্বা দ্বিতীয়া হয়েছে]

অমূর্যা উপ সূর্যে (ঋ. সং. ১ / ২৩ / ১৭)

–এই যে সমস্ত জল সূর্যের সমীপে আছে।

[উপ যোগে সূর্যে সপ্তমী হয়েছে]

৯. অপপরী বর্জনে (পা. ১ / ৪ / ৮৮)।, লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (পা. ১ / ৪ / ৯০)।, অধিপরী অনর্থকৌ (পা. ১ / ৪ / ৯৩)।, পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে (পা. ৮ / ৩ / ৫১)।

বর্জন, লক্ষণ প্রভৃতি, অনর্থক, অধ্যর্থ (অধি-র অর্থে পরি) বুঝালে পরি কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

বর্জন : মেন্দ্রো নো বিষ্ণুর্মরুতঃ পরি খ্যন্ (ঋ. সং. ৭ / ৯৩ / ৮)

–ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে যেন না দেখেন।

[পরি যোগে খ্যন্ পঞ্চমী হয়েছে]

লক্ষণ : শ্রদ্ধাং মধ্যন্দ্রিং পরি (ঋ. সং. ১০. ১৫১ / ৫)

–শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্নকালে ডাকি।

[পরি যোগে মধ্যন্দ্রিম্ দ্বিতীয়া হয়েছে]

অনর্থক : স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি (ঋ. সং. ২ / ৬ / ৫)
–তিনি (অগ্নি) আমাদের আলোক হতে বৃষ্টি প্রদান করেন।
[পরি যোগে দিবঃ (দিবস্) পঞ্চমী হয়েছে]

অধ্যর্থ : অর্বাগ্‌জীবেভ্যস্পরি (ঋ. সং. ৮ / ৮ / ২৩) [জীবেভ্যঃ > 'জীবেষু' হতে পারে]
–জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।
[পরি যোগে জীবেভ্যঃ পঞ্চমী হয়েছে]

১০. লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (পা. ১ / ৪ / ৯০)।, প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ (পা. ১ / ৪ /৯২)। লক্ষণ প্রভৃতি; প্রতিনিধি, প্রতিদান অর্থ বুঝালে প্রতি কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

লক্ষণ : প্রতি ত্যং চারুমধ্বরম্ (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ১)
–(হে অগ্নি !) এই চারু যজ্ঞের লক্ষ্যে (তোমাকে আহ্বান করি)।
[প্রতি যোগে ত্যং দ্বিতীয়া হয়েছে]

প্রতিনিধি : ইন্দ্র নকিষ্ট্বা প্রত্যেস্ত্যেষাম্ (ঋ. সং. ৬ / ২৫ / ৫)
–হে ইন্দ্র! এদের মধ্যে কেউই তোমার প্রতিনিধি নেই।
[প্রতি যোগে তেষাম্ ষষ্ঠী হয়েছে]

১১. সুঃ পূজায়াম্ (পা. ১ / ৪ / ৯৪)।
পূজা অর্থাৎ সম্মান বা প্রশংসা বুঝালে সু কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

পূজা : ইমে যে তে সু বায়ো উক্ষণঃ (ঋ. সং ১ / ১৩৫ / ৯)
–(হে পূজ্য বায়ু !) এই যে তোমার সুন্দর বৃষভেরা।
[সু যোগে তে ষষ্ঠী হয়েছে]

ঙ) গতি দ্বারা বৈদিক-স্বরের নিয়ন্ত্রণ

বৈদিক ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বরের সঠিক উচ্চারণ। মন্ত্রপাঠের সময় মন্ত্রের পদ ও বর্ণের বিন্যাসের যেমন কোনো পরিবর্তন করা যায় না, সেইরকম স্বর ও বর্ণের উচ্চারণও শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে করা হয়। স্বর-নিয়ন্ত্রণে বৈদিক উপসর্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে প্রথমে আমাদের স্বরের লক্ষণ ও স্বরের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

স্বর : স্বর শব্দের প্রচলিত অর্থ স্বরধ্বনি। সেই স্বরের একটি বিশেষ ধর্মের নামও স্বর। তা হল সুর– উচ্চারণের সময় তিনটি সুরে ওঠা-নামা হয়। স্মরণীয়, স্বরবর্ণেরই স্বর হয়, ব্যঞ্জনের নয়। স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ।[৪১] স্বরবিধিতে ব্যঞ্জন ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ ব্যঞ্জন তার আশ্রয়ভূত স্বরবর্ণের সঙ্গে ওঠানামা করে তার নিজস্ব কোনো স্বর নাই। উচ্চারণভেদে বৈদিকে স্বর তিন প্রকার। যথা–

১. উদাত্ত
২. অনুদাত্ত এবং
৩. স্বরিত

১. উদাত্ত : উচ্চৈরুদাত্ত (পা. ১ / ২ / ২৯)। [উঁচু স্বরকে বলে উদাত্ত।]

ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.) : তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষূর্ধ্বভাগে নিষ্পন্নো২ জনুদাত্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

ভাগযুক্ত তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের ঊর্ধ্বভাগ থেকে নিষ্পন্ন যে অচ্ (স্বরবর্ণ) তাকে উদাত্ত বলে। যেমন–

[উদাত্তে সুর উপরে ওঠে। প্রত্যেক পদে সাধারণত একটিমাত্র স্বর উদাত্ত হয়। যদি পদের প্রথম স্বর উদাত্ত হয় তাহলে ঐ পদকে বলা হয় আদ্যুদাত্ত। আর যদি শেষ স্বর উদাত্ত হয় তাহলে বলা হয় অন্ত্যোদাত্ত। বেদে উদাত্ত স্বর বুঝাতে কোনো চিহ্ন প্রয়োগ হয় না।]

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিঃ (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮)
–যাঁরা সূর্যকিরণের সাথে ব্যপ্ত হন।

এখানে সংহিতাংশে আ (আঙ্) একটি নিপাত বা অব্যয় (= উপসর্গ)। এটি উদাত্ত। কেননা 'নিপাতা আদ্যুদাত্তঃ [ফিট্সূত্র (ফি. সূ.) ৮০] সূত্রানুসারে নিপাতের প্রথম অক্ষর উদাত্ত হয়।

২. অনুদাত্ত : নীচৈরনুদাত্তঃ (পা. ১ / ২ / ৩০)। [নীচু স্বরকে বলে অনুদাত্ত।]

দী : তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষু অধোভাগে নিষ্পন্নো২ জনুদাত্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের নিম্নভাগ থেকে নিষ্পন্ন যে অচ্ (স্বরবর্ণ) তাকে অনুদাত্ত বলে। যেমন–

[অনুদাত্ত সুর ওঠে না বা নামেও না। যদি পদের প্রত্যেকটি স্বরই অনুদাত্ত হয় তাহলে বলা হয় পদটি সর্বানুদাত্ত বা সংক্ষেপে বলা হয় নিঘাত (অনুদাত্ত) হয়েছে। বেদে অনুদাত্ত স্বর বুঝতে অক্ষরের নিচে রেখাচিহ্ন ('–') প্রয়োগ করা হয়।]

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ (ঋ. সং. ১ / ১ / ১)
–অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত।

এখানে সংহিতাংশে লে, পু-এর স্বরদ্বয় অনুদাত্ত। 'চাদয়োনুদাত্তঃ' (ফি. সূ. ৮৪) সূত্রানুসারের চ, বা প্রভৃতি শব্দের নিপাতের অনুদাত্ত স্বর হয়।

৩. স্বরিত : সমাহারঃ স্বরিতঃ (পা. ১ / ২ / ৩১)। [উঁচু-নীচুর সমাহারকে বলে স্বরিত।]

দী : উদাত্তানুদাত্তত্বে বর্ণধর্মৌ সমাহ্রিয়েতে যস্মিন্ সো২ চ্ স্বরিতসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

উদাত্ত এবং অনুদাত্ত উভয়ের বর্ণধর্মের সমাহার উচ্চারণে নিষ্পন্ন যে অচ্ (স্বরবর্ণ) তাকে স্বরিত বলে। যেমন–

[স্বরিতে সুর উঠে নামতে থাকে। এর ঠিক পরবর্তী অনুদাত্তগুলিকে প্রচিত বা প্রচয় (সমূহ, জমাট) বলে এবং উদাত্তের মতোই এই প্রচয় অক্ষরগুলিতে কোনো চিহ্ন প্রয়োগ হয় না। বেদে স্বরিত স্বর বুঝাতে অক্ষরের মাথায় দণ্ডচিহ্ন (' ।') প্রয়োগ করা হয়।]

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ (ঋ. সং. ১ / ১ / ১)
–অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত।

এখানে সংহিতাংশে মী, হি-এর স্বরদ্বয় স্বরিত। কেননা 'ন্যঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ' (ফি.সূ. ৭৪) সূত্রানুসারে 'ন্যঙ্' এবং স্বর (অ-ই প্রভৃতি বর্ণ) শব্দ স্বরিত।

উল্লেখ্য, স্বরিত দুই প্রকার– জাত্য ও অজাত্য। যে স্বরিতের পূর্বে কিছুই থাকে না, কিংবা অনুদাত্ত থাকে, তাকে জাত্য স্বরিত বলে। যেমন–

'ক্ব', 'কন্যা' ইত্যাদি।

এখানে 'ক্ব' শব্দের স্বরিতের পূর্বে কিছুই নাই অর্থাৎ এটা অ-পূর্ব এবং 'কন্যা' শব্দের স্বরিতের পূর্বে অনুদাত্ত আছে সেজন্য এরা জাত্য স্বরিত।

আর যে স্বরিতের পূর্বে (আদিতে) উদাত্ত থাকে, তাকে অজাত্য স্বরিত বলে। অন্যভাবে বলা যায় উদাত্ত স্বরের পরবর্তী অনুদাত্ত স্বরটি স্বরিত হযে যায় [অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্ (পা. ৬ / ১ / ১৫৮), উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ (পা. ৮ / ৪ / ৬৩)]। এই প্রকার উদাত্তের নাম অজাত্য স্বরিত। যেমন–

'ইন্দ্রঃ', 'হোতা' ইত্যাদি।

এখানে ইন্দ্র ও হোতা শব্দ আদ্যুদাত্ত। অর্থাৎ উদাত্ত স্বরের পরবর্তী অনুদাত্ত স্বরটি স্বরিত হয়েছে তাই এরা অজাত্য স্বরিত।

উপসর্গের স্বর-নিয়ন্ত্রণ

বৈদিক পদসমূহের মধ্যে অন্যতম বিভাগ হলো উপসর্গ। এই উপসর্গ মূলত একধরনের নিপাত বা অব্যয়। উপসর্গ সম্পর্কে জানার আগে আমাদের নিপাত বা অব্যয় সম্পর্কে জানা কর্তব্য। পাণিনির *'অষ্টাধ্যায়ী'*-র 'চাদয়ো ঽসত্ত্বে' (পা. ১ / ৪ / ৫৭) থেকে 'অধিরীশ্বরে' (পা. ১ / ৪ / ৯৭) সূত্র পর্যন্ত যেসব শব্দ (চ–অধি) পাঠ করা হয়েছে সেগুলিকে নিপাত বলে। অন্যভাবে বলা যায় অদ্রব্যবাচী চ–প্রভৃতি অব্যয় এবং প্র–প্রভৃতি উপসর্গকে একত্রে নিপাত বলে। আবার, পাণিনির 'স্বরাদিনিপাতাব্যয়ম্' (পা. ১ / ১ / ৩৭) এবং 'চাদয়ো ঽসত্ত্বে' (পা. ১ / ৪ / ৫৭) সূত্রানুসারে অদ্রব্যবাচী বুঝালে স্বর্ (স্বঃ = সর্গ), অন্তর্, প্রাত্তর, পুনর্ প্রভৃতি কতগুলি শব্দ এবং নিপাতগুলি (চ-প্রভৃতি)-কে অব্যয় বলে। ফিট্সূত্র (প্রাতিপদিককে ফিট্ বলা হয়। তাই প্রাতিপ্রদিককে অবলম্বন করে যেসব সূত্র রচিত হয় তাকে ফিট্সূত্র।) অনুসারে এসব নিপাত বা অব্যয়ের স্বর-নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪২] নিম্নে নিপাত বা অব্যয় অর্থাৎ উপসর্গের দ্বারা স্বর-নিয়ন্ত্রণ তুলে ধরা হলো :

১. নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ (ফি. সূ. ৮০)।
নিপাত সমূহের আদিস্বর উদাত্ত হয়। যেমন–

স্বাহা
অচ্ছ
হি
তনা ইত্যাদি।

এখানে নিপাত স্বাহা, অচ্ছ, নি, তনা ইত্যাদির আদিস্বর যথাক্রমে আ, অ, ই, অ উদাত্ত।

২. উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্ (ফি. সূ. ৮১)।
'অভি' ভিন্ন অন্য সমস্ত উপসর্গের আদিস্বর উদাত্ত হয়। যেমন–

প্র
পরা
অনু ইত্যাদি।

এখানে অভি ভিন্ন উপসর্গ প্র, পরা, অনু ইত্যাদির আদিস্বর যথাক্রমে অ, অ, অ উদাত্ত।

উল্লেখ্য, 'এবাদীনামন্তঃ (ফি.সূ. ৮২) সূত্রানুসারে 'অভি' উপসর্গের শেষ স্বর উদাত্ত হয়।

ঋক্ সংহিতা থেকে দৃষ্টান্ত :

উপ : উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে
দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥ (ঋ.সং. ১ / ১ / ৭)
[–হে অগ্নি! আমরা দিনে দিনে দিনরাত মনের সাথে নমস্কার সম্পাদন করে তোমার সমীপে আসছি।]

এখানে 'উপ' উপসর্গের আদিস্বর 'উ' উদাত্ত এবং শেষ স্বর 'অ' স্বরিত ।

পরি : পরি পূষা পরস্তাৎ
হস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥ (ঋ.সং. ৬ / ৫৪ / ১০)
[–পুষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদের গোধনকে বিপথ গমন হতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন।]

এখানে 'পরি' উপসর্গের আদিস্বর 'অ' উদাত্ত এবং শেষ স্বর 'ই' স্বরিত ।

অভি / আ : অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে
সৃজামি সোম্যং মধু।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ (ঋ.সং. ১ / ১৯ / ৯)
[–হে অগ্নি! তোমার প্রথম পানার্থে সোম, মধু প্রদান করছি। হে অগ্নি! মরুৎগণের সাথে এসো।]

এখানে 'অভি' উপসর্গের শেষ স্বর 'ই' উদাত্ত এবং আদি স্বর 'অ' অনুদাত্ত।

৩. এবাদীনামন্তঃ (ফি.সূ. ৮২), পাঠান্তর : এবমাদীনামন্তঃ।

এব অথবা এবম্ প্রভৃতি কিছু অব্যয় পদের অন্ত (শেষ) স্বর উদাত্ত হয়। যেমন–

এব
এবম্
নূনম্ প্রভৃতি।

এখানে এব, এবম্, নূনম্ প্রভৃতি অব্যয়ের অন্তস্বর যথাক্রমে অ, অ, অ উদাত্ত।

৪. চাদয়োনুদাত্তাঃ (ফি.সূ. ৮৪)

চ, বা প্রভৃতি শব্দের অনুদাত্ত হয়। যেমন–

চ
বা
উ
ইব প্রভৃতি।

৫. ন্যঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ' (ফি.সূ. ৭৪)

'ন্যঙ্' ও 'স্বর' (অ-ই প্রভৃতি) শব্দ স্বরিত হয়।

ন্যঙ্ঙুত্তানঃ। ব্যচক্ষয়ৎস্বঃ।

এখানে য্-কার যুক্ত 'ন্য' এবং 'ব্য'-এর অ-কার স্বরিত।

তদ্রূপ,

কন্যেব (কন্যা + ইব) তুন্না । কৃ জগতী চ।

এখানে য্-কার ও ব্-কার যুক্ত 'ন্যে' এবং 'কৃ'-এর যথাক্রমে এ-কার ও অ-কার স্বরিত।

বেদের মন্ত্রে বা বাক্যে সকল উপসর্গের প্রয়োগ

বৈদিক ভাষায় আমরা উপসর্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখলাম। উপসর্গের অর্থের ক্ষেত্রে যাস্ক বলেছেন উপসর্গের একটি বা প্রধান অর্থটি তো [তদ্ য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তৎ নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্ ॥ (নিরুক্ত, ১ / ৪ / ৭)] আছেই যা তিনি তাঁর নিজস্ব নিরুক্ত সূত্রসমূহে (১ / ৪ / ৮ – ১ / ৪ / ২২ পর্যন্ত ১৫টি নিরুক্ত সূত্রে) দেখিয়েছেন। আবার তিনি এও বলেছেন, উপসর্গের নানার্থ থাকলেও সেই অর্থকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে [এবমুচ্চাবচানর্থান্– প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥ (নিরুক্ত, ১ / ৪ / ২৩)]। আবার উপসর্গের অবস্থানের ক্ষেত্রে বেদে উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্বে যুক্ত অবস্থায় তো দেখা যায়ই। তাছাড়া ক্রিয়ার আগে, পরে, বিযুক্ত অবস্থায়, ব্যবধানে, প্রভৃতি অবস্থানে উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। উপসর্গের এরূপ অবস্থান দেখে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে পৃথক-পৃথক সূত্র [বৈদিকে– তে প্রাগ্ধাতোঃ (পা. ১ / ৪ / ৮০), ছন্দসি পরেঽপি (পা. ১ / ৪ / ৮১), ব্যবহিতাশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৮২) প্রভৃতি এবং লৌকিক ভাষায় (সংস্কৃত)– উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ / ৫৯), তে প্রাগ্ধাতোঃ

(পা. ১ / ৪ / ৮০) প্রভৃতি।] প্রদান করেছেন। উপসর্গের এসব বিষয় সত্যিই বৈদিক ব্যাকরণ জগতে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে বিস্ময় করে তোলে। এরূপ ব্যবহার নিঃসন্দেহে অন্য ভাষায় দুর্লভ। উপরে সূত্রের মাধ্যমে বৈদিক সব উপসর্গের (২০টি) ব্যবহার বেদের মন্ত্র অর্থাৎ বাক্যে আলোচনা সম্ভব হয়নি। তাই এক্ষেত্রে বৈদিক সব উপসর্গের (২০টি = স্বরাদি ১০টি + ব্যঞ্জনাদি ১০টি) বেদের মন্ত্রে অর্থাৎ বাক্যে নানার্থে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার প্রদর্শন করা হলো[৪৩] :

এক নজরে বৈদিক কুড়িটি উপসর্গের বেদের মন্ত্রে বা বাক্যে ব্যবহার–

ক) স্বরাদি উপসর্গ

১. অতি : শতং দাসাঁ অতি স্রজঃ (ঋ. সং. ৮ / ৫৬ / ৩)
–(অগ্নি) একশত দাস প্রদান করো।

২. অধি : মা পণির্ভূরস্মাদধি (ঋ. সং. ১ / ৩৩ / ৩)
–(ইন্দ্র) আমাদের নিকট থেকে অধিক মূল্য নিও না।

৩. অনু : যৎ পঞ্চ মানুষাঁ অনু (ঋ. সং. ৮ / ৯ / ২)
–যা (ধন) পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট।

৪. অপি : অয়মগ্নে ত্বে অপি যং যজ্ঞং চকৃমা বয়ম্ (ঋ. সং. ২ / ৫ / ৮)
–আমরা যে যজ্ঞ নির্বাহ করব, হে অগ্নি! তাও তোমারই।

৫. অপ : ইন্দ্রো গা আবৃণোদপ (ঋ. সং. ৮ / ৬৩ / ৩)
–ইন্দ্র গোসকল অপাবৃত (অনাবৃত) করেছিলেন।

৬. অব : বৃষ্টিমব দিব ইন্বতম্ (ঋ. সং. ৭ / ৬৪ / ২)
–(মিত্র ও বরুণ) আমাদের অন্তরিক্ষ হতে বৃষ্টি প্রেরণ করো।

৭. অভি : বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি (ঋ. সং. ১ / ৮৬ / ৫)
–সর্বশত্রু বিজয়ী মরুৎগণ।

৮. আ : আ তু ন ইন্দ্র (ঋ. সং. ১ / ১০ / ১১)
–হে ইন্দ্র ! শীঘ্র আমাদের নিকট এসো।

৯. উদ্ : উদশ্বিনা ঊহথুঃ শ্রমতায় কম্ (ঋ. সং. ১ / ১৮২ / ৭)
–হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা তাকে নিরাপদে উত্তোলন করে বিপুল কীর্তি লাভ করেছ।

১০. উপ : যা উপ সূর্যে (ঋ. সং. ১ / ২৩ / ১৭)
–যা (জল) সূর্যের সমীপে আছে।

খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ

১১. দুর্ : ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি (ঋ. সং. ১০ / ৯ / ৮)
–হে জলগণ ! যা কিছু দুষ্কৃত আমাদের আছে তা দূরীভূত বা অপসারিত করো।

১২. নির্ : নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ (ঋ. সং. ১ / ১১৫ / ৬)
–(সূর্য) আমাদের পাপ হতে মুক্ত করো।

১৩. নি : অপঃ নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ (ঋ. সং. ৫ / ৮৩ / ৬)
–(পর্জন্য) তুমি বারিবর্ষক ও আমাদের রক্ষক।

১৪. প্র : প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ (ঋ. সং. ১ / ১৫৪ / ২)
–গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।

১৫. পরা : আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতঃ (ঋ. সং. ১ / ৩৫ / ৩)
–দেব সবিতা ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী পথ দিয়ে গমন করেন।

১৬. পরি : পরি দ্যামন্যুদীয়তে (ঋ. সং. ১ / ৩০ / ১৯)
–(ইন্দ্র) আকাশের চারদিকে ভ্রমণ করছে।

১৭. প্রতি : ইন্দ্রং ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি (ঋগ্বেদ, ১ / ৫৫ / ১)
–পৃথিবীও মহত্ত্ব বিষয়ে ইন্দ্রের সমতুল্য হতে পারেনি।

১৮. বি : চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা (ঋ. সং. ৩ / ৬১ / ৭)
–উষা প্রভাস্বরূপ হয়ে নানা স্থানে আপনার শোভা বিকীর্ণ করলেন।

১৯. সু : দিবো নপাতা সুকৃতে শুচিব্রতা (ঋ. সং. ১ / ১৮২ / ১)
–তাঁরা (= অশ্বিদ্বয়) স্বর্গের নপ্তা এবং তাঁদের কর্ম শুচি।

২০. সম্ : মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভারব (ঋ. সং. ১ / ১১৫ / ৪)
–রাত সর্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

বৈদিক উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বৈদিক ভাষায় উপসর্গসমূহের লক্ষণ, সংখ্যা, অর্থ ও ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়। এদের অর্থ বিচারে বৈদিক আচার্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়েছিলেন। একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্য শাকটায়ন। অপর দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্য গার্গ্য। আচার্য শাকটায়ন ও তাঁর মতাবলম্বীরা বলেন উপসর্গসমূহের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই (ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ। / নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি ॥)। অন্যদিকে আচার্য গার্গ্য ও তাঁর মতাবলম্বীরা (বিশেষ করে নিরুক্তকার যাস্ক)

বলেন উপসর্গসমূহের একটি প্রধান অর্থ তো আছেই এর সাথে এদের আরো নানাপ্রকার অর্থ আছে (উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ।)। নিরুক্তকার যাস্ক গার্গ্যের অনুসৃত অভিমতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে ১৫টি সূত্রের মাধ্যমে উপসর্গের প্রত্যেকের প্রধান অর্থ প্রদর্শন করেছেন। সূত্রান্তে তিনি এদের নানা অর্থকেও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিতে বলেছেন (এবমুচ্চাবচানর্থান্– প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥)। আবার, এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরা ক্রিয়ার পূর্বে ও পরে সংযুক্ত, বিযুক্ত, ব্যবধানে প্রভৃতি অবস্থানে বসতে পারে। এদের এরূপ অর্থান্তর ও ব্যবহারের কারণে বৈদিক শব্দভাণ্ডার ঋদ্ধ হয়েছে। বৈদিক উপসর্গের এসব বিষয় আজকের আমরা যারা ব্যাকরণ পাঠক ও জিজ্ঞাসু তারা চিন্তাও করতে পারিনা। এমনকি এরা 'ধাতুর পূর্বে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়'–এই একটি মাত্র নির্দিষ্ট বৈদিক নিয়ম পরবর্তী ভাষার ব্যাকরণে (সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি) প্রবেশ করে ঐসব ভাষার শব্দগঠনে পথ দেখিয়েছে এবং তাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, বৈদিক উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৪
খ) ডক্টর কৃষ্ণপদ গোস্বামী, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ.২৬

২. Max Muller, *Friedrich : Collected Works*, New Impression, Vol. 10 (The Homes of the Aryans), 1898, Page, 90

৩. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮৪

৪. ক) H.H. Wilson and Bhasya of Sayanacarya, *ṚGVEDA SAṀHITĀ*, Vol. 1-4, Parimal Publications, Delhi, 2002, Page, 579
খ) রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত,*ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৬২
[উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বা বাক্য এই দুই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে]

৫. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬১

৬. ড. রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকতা, ১৪০৩, পৃ. ৫৩০

৭. ঐ, পৃ. ৫৩২

৮. ঐ, পৃ. ৫৩৮

৯. ঐ, পৃ. ৬০৮

১০. ঐ, পৃ. ৬০৮

১১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট

১২. ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১৩

১৩. ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৫-৫৬

১৪. ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

১৫. ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৬. অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, *বৈদিক ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৭৬

১৭. পতঞ্জলি, মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিকম্), সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ,কলিকাতা, ১৪০৭, পৃ. ২০

১৮. তদেব, পৃ. ৪৭

১৯. তদেব, পৃ. ১৫

২০. ক) ভট্টোজিদীক্ষিত, *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (বৈদিকপ্রকরণ)*, শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, দ্বিতীয় প্রকাশ,কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১-১২ (ভূমিকা)
খ) অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *শৌনক-বিরচিত ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য*, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২১-২২ (ভূমিকা)

[উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে পাণিনির সমস্ত সূত্র : (ক) ডা. রমাশঙ্কর মিশ্র সম্পাদিত, *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ২০১৭ থেকে নেওয়া হয়েছে]

২১. পতঞ্জলি, মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিকম্), সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত সম্পাদিত, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২৪–১২৫

২২. ঐ, পৃ. ১২৪-১২৬ + পৃ. ১০ (ভূমিকা)

২৩. অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

২৪. যাস্ক, *নিরুক্তম্*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২৫. ক) ভট্টোজিদীক্ষিত, *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (বৈদিকপ্রকরণ)*, শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, প্রথম প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ (ভূমিকা)

খ) ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *বেদ-সংকলন (২য়)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৬. ক) A.A. MACDONELL, *VEDIC GRAMMAR* , Mentioned before, page. 414-424

খ) A.A. Macdonell, *A Vedic Grammar For Students*, , Mentioned before, page. 208-211

২৭. যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ.৬৪–৬৫

২৮. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

২৯. যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৩০. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

৩১. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

৩২. যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩৩. ক) যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০–৭৪

খ) যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯–৭৫

গ) যাস্ক, *নিরুক্তম্*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯–৭৪

৩৪. যাস্ক, *নিরুক্ত*, অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩৫. ক) Dr. Bhabani Prasad Bhattacharya Edited by, *VEDIC GRAMMAR*, Previously stated, page. 76-78

খ) গৌরী ধর্মপাল, *বেদের ভাষা ও ছন্দ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮৮–৯০

৩৬. নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, Revised Enlarge Edition, 2019, Kolkata পৃ. ২৪

৩৭. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বৈদিক ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, কোলকাতা, ১৪২৪ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৫–৩৮

৩৮. গৌরী ধর্মপাল, *বেদের ভাষা ও ছন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০–৭৭

৩৯. তদেব, পৃ. ১৯৭–২০৮

৪০. তদেব, পৃ. ৯১–৯৩

৪১. তদেব, পৃ. ২১৩

৪২. ক) অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫–২৬৬

খ) অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, *বৈদিক ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত , পৃ. ২২০–২২৩

৪৩. ক) H.H. Wilson and Bhasya of Sayanacarya*, ṚGVEDA SAṀHITĀ*, Vol. 1-4, Mentioned before, page. (The collected sentences from several pages of different hymns)

খ) রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. (বিভিন্ন সূক্ত থেকে বিভিন্ন পৃষ্ঠার সংকলিত বাক্য)

দ্বিতীয় অধ্যায় : সংস্কৃত উপসর্গ

ক. সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ

সংস্কৃত ভাষা ও তার কাল

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশসমূহের অন্যতম ভাষাবংশ হলো ইন্দো-ইউরোপীয় (ভারত-ইউরোপীয় বা আর্য) ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আবার অন্যতম প্রাচীন শাখা ইন্দো-ইরানীয় (ভারত-ইরানীয়) শাখা। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্যতম প্রাচীন শাখা 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' (Old Indian Aryan, আনুমানিক ১৫০০–৬০০ খ্রি. পূ. / ১২০০–৮০০ খ্রি. পূ. পর্যন্ত) শাখার 'কথ্যরূপ' থেকে 'সংস্কৃত ভাষা'-র জন্ম। প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা বৈদিক ভাষার কতদিন পরে প্রথম সংস্কৃত ভাষা চালু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই সংস্কৃত ভাষার কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে–

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল। যথা– ১) বৈদিক (সাহিত্যিক বা সাধু), নির্দশন : ঋগ্বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা। ২) লৌকিক (নবীনতর), নিদর্শন : রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানসহ তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা। এই শেষোক্ত ভাষার ভদ্র এবং পাণিনি (খ্রি. পূ. পঞ্চম–ষষ্ঠ শতক) অনুশাসিত রূপই আমাদের পরিচিত সংস্কৃত। তাই সংস্কৃত হলো বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হতে লেখ্য ভাষার আবির্ভাব। এ আবির্ভাব অন্ত্য বৈদিক স্তরের রচনা উপনিষদের ভাষার কাছাকাছি। মোট কথা সেকালে সংস্কৃত বলে বৈদিক হতে ভিন্নতর ভাষা বুঝাত না। সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বৈদিক ভাষার রচনা কালই সংস্কৃত ভাষার রচনা কাল। যেমন–

১. জার্মান পণ্ডিত Maxmuller (ম্যাক্সমুলার) বলেছেন, খ্রি. পূ. ১০০০ শতকের পূর্বেই ঋগ্বেদ রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।
২. জার্মান মনীষী Jacobi (জ্যাকোবি)-র মতে প্রাচীন সংহিতার রচনাকাল খ্রি. পূ. ৪৫০০ শতক।
৩. Winternitz (উইন্টারনিজ) বলেছেন, খ্রি. পূ. ২০০০ বা ২৫০০ বৎসর পূর্বে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খ্রি. পূ. ৭৫০–৫০০ বৎসরে বৈদিক সাহিত্যের স্তর সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

৪. Macdonell (ম্যাকডোনেল) Maxmuller (ম্যাক্সমুলার)-এর মত স্বীকার করেন। তবে তাঁর মতে বেদের প্রাচীনতম অংশের কাল খ্রি. পূ. ১৩০০ শতক।

৫. Keith (কীথ)-এর মতে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের রচনাকাল খ্রি. পূ. ১২০০ শতক।

প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে–

প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সরাসরি সংস্কৃত ভাষার কাল নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করেছেন। যেমন–

১. ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*Origin and Development of the Bengali Language*' গ্রন্থে বলেন– প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার (বৈদিক উপভাষাসমূহ– সংস্কৃত প্রভৃতি) আনুমানিক কাল ১২০০ খ্রি. পূ.।

২. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর '*বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে বলেন– প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কাল ১২০০–৮০০ খ্রি. পূ.। আর আদিম প্রাকৃত তথা সংস্কৃত ভাষার কাল ৮০০–৫০০ খ্রি. পূ.।

৩. সুকুমার সেন তাঁর '*ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে বলেন– আনুমানিক খ্রি. পূ. পঞ্চম শতকে বা তার কিছুকাল পরে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি নিজের বিজ্ঞতা, শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে বৈদিক ভাষার বাহুল্য ও জটিলতা পরিহার করে তাকে সুসংস্কৃত ও মার্জিত করে একটি নতুন রূপ দেন। বৈদিক ভাষার এই নতুন রূপের নাম সংস্কৃত ভাষা।

৪. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*' গ্রন্থে বলেন– আনুমানিক প্রায় ১৫০০ বছরের ব্যবধানে বৈদিক ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে রূপ গ্রহণ করেছিল, তারই বিশুদ্ধ রূপ সংস্কৃত ভাষা।

৫. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর '*সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থে বলেন– বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগের রচনা সাহিত্যসম্ভার– ব্রাহ্মণ জাতীয় গ্রন্থাবলি, বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য বা বেদাঙ্গ জাতীয় রচনা। এগুলি সংকলনের সময় ৮০০–৩০০ খ্রি. পূ.।

৬. ড. বিশ্বরূপ সাহা তাঁর '*বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*' গ্রন্থে বলেন– বিশ্বভাষায় সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার থেকে আনুমানিক ১৫০০–১৩০০ খ্রি. পূ.-এর মধ্যে কোন এক সময়ে উদ্ভূত হয়েছে।

তবে 'সংস্কৃত' ও 'ভাষা' শব্দ দুটির ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের বেদ ও বেদপরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাতে হয়। 'ভাষা' (ভাষ্যতে ইতি = √ভাষ্ + অ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = ভাষা) শব্দের 'বাক্' অর্থে প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ঋগ্বেদে। অন্যদিকে 'ভাষা' শব্দের হুবহু প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর কয়েকটি সূত্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ক) ঋগ্বেদ

১. চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥[১]
ঋক্ সংহিতা (ঋ. সং.) ১ / ১৬৪ / ৪৫

অর্থাৎ বাক্ (= ভাষা) চার প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা (পুরোহিত) তা জানেন। এর মধ্যে তিনটি গূঢ়, ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ (= ভাষা) মনুষ্যেরা বলেন।

২. সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥[২]
ঋ. সং. ১০ / ৭১ / ২

অর্থাৎ চালনীর দ্বারা সক্তুকে (শস্য / ছাতু) যেমন পরিষ্কার (আবর্জনামুক্ত) করা হয়, তেমনি বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত বাক্ (= ভাষা) প্রস্তুত করেন। এ বাকে বা ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব স্বীকার করে। এঁদের বাকে (= বাণীতে বা ভাষায়) মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী বিশেষভাবে বিরাজ করেন।

খ) অষ্টাধ্যায়ী

ক) ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, (পা. ৩ / ২ / ১০৮)।
খ) প্রথমায়াশ্চ দ্বিবচনে ভাষায়াম্ (পা. ৭ / ২ / ৮৮)।
গ) পূর্বং তু ভাষায়াম্ (পা. ৮ / ২ / ৯৮)।[৩]

এই দৃষ্টান্তদ্বয় (ক, খ) থেকে ধারণা করা হয়, বাক্ বা ভাষা-ই বেদপূর্ব অকৃতবাক্ (যে ভাষা বলা হয়নি) থেকে উদ্ভব হয়েছে। আর পরবর্তী সময়ে তা ঋষিদের দ্বারা প্রথম সংস্কারপ্রাপ্ত হয়ে কৃতবাক্ অর্থাৎ বৈদিক ভাষা বা ছন্দস্ (পাণিনি কর্তৃক নাম) নামে অভিহিত হয়। আবার, 'সংস্কৃত'[৪] (সম্-√কৃ + ক্ত = সংস্কৃত) শব্দটি ঋগ্বেদে ভাষা ভিন্ন অন্য অর্থে অর্থাৎ বিশেষণ অর্থে (পবিত্র, সুন্দর, সংস্কার) এবং বেদ পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য বাল্মীকির রামায়ণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভবে 'ভাষা' অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ক) ঋগ্বেদ

১. ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো
গমিষ্ঠন্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ।
দিবাভিপিত্বে২ বসাগমিষ্ঠা
প্রত্যবর্তি দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা ॥[৫]
ঋ. সং. ৫ / ৭৬ / ২

অর্থাৎ হে অশ্বিদ্বয় (সূর্যপত্নী সংজ্ঞার গর্ভজাত যমজ সন্তানদ্বয়) ! তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের (পবিত্র যজ্ঞের) হিংসা করো না, কিন্তু অতিশীঘ্র যজ্ঞ সমীপে আগমন পূর্বক স্তুতিভাজন হও। যাতে অন্নাভাব না হয়, সেজন্য দিনের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে (একত্র, সংযোগ) এসো এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করতে তৎপর হও।

২. ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে
ন সংস্কৃতত্রমুপ যান্তি তা অভি।
ঊরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু
গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ ॥[৬]
ঋ. সং. ৬ / ২৮ / ৪

অর্থাৎ রেণু (ধূলি) সকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাদের (গোগণ) নিকট উপস্থিত না হয়। তারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি অর্থাৎ বলিদানাদি সংস্কার (= সংস্কৃত) প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

খ) রামায়ণ

১. যদি বাচং প্রদাস্যামি
দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং
সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥[৭]
সুন্দর কাণ্ড (সু. কা.) / স্বর্গ / শ্লোক সংখ্যা, ৩০ / ১৮

২. অবশ্যমেব বক্তব্যং
মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা
নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥[৮]
সু. কা. ৩০ / ১৯

অর্থাৎ যদি আমি (হনুমান) দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ) ন্যায় সংস্কৃতে (সংস্কৃত ভাষায়) কথা বলি, তাহলে আমাকে রাবণ মনে করে সীতা ভীতা হবেন। সুতরাং অর্থবান্ মানুষবাক্য (প্রাকৃতজনের ভাষা, প্রচলিত ভাষা) বলা আবশ্যক। অন্যথায় আমি এ অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হব না।

গ) কুমারসম্ভব

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তদ্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপুতেন বরং বরেণ্যং মুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন ॥[৯]
কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৭ / ৯০

অর্থাৎ সরস্বতী সেই দম্পতির (শিব ও উমা) স্তব করলেন দ্বিবিধ শব্দ গঠিত ভাষায়– বরেণ্য বর শিবকে সংস্কারপূত সংস্কৃত ভাষায়, উমাকে শ্রুতিমধুর প্রাকৃতে।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে বলতে পারি পাণিনি সংস্কৃত ভাষার মধ্যমণি হলেও 'সংস্কৃত' এই অভিধা কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেননি। ধারণা করা হয় তিনি বেদের থেকেই উক্ত শব্দটি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কৃতবাক্ বা ভাষা-র (পরবর্তী নাম সংস্কৃত ভাষা) বিশেষণ অর্থে প্রথম ব্যবহার করে কৃতবাক্ বা ভাষাকে দ্বিতীয় বার সংস্কার করেন।

এবার দেখা যাক কীভাবে বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে সংস্কৃত ভাষার জন্ম হল। আমরা জানি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ভাষার পরিবর্তন হয়। সংস্কৃত ভাষাও এই পরিবর্তনের স্বাক্ষরবাহী। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশীয় বা উদীচ্য-প্রতীচ্য (North-Western; আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, কাশ্মীর এবং রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে উদীচ্য-প্রতীচ্য। এখানেই আর্যদের প্রথম বাসস্থান)[১০] অঞ্চলে বসবাসরত প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের (আ. ১২০০–৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ব্যবহৃত ভাষাই বৈদিক ভাষা। এ ভাষার সাহিত্য মূলত ধর্মমূলক। দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদ প্রভৃতি। আমরা জানি প্রাথমিক অবস্থায় আর্যদের কাছে লিখন পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল। শ্রুতি পরম্পরায় তাঁদের সাহিত্যচর্চা হতো। এ কারণে বেদের এক নাম শ্রুতি। এই ধর্মমূলক সাহিত্যের জন্য বহুকাল ধরে একটি শিষ্টসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক ভাষা চালু ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যাবৎ এই ভাষা ভারতবর্ষের বিস্তৃত স্থানে বিশেষ করে প্রাচ্য অঞ্চলগুলিতে (Eastern; কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ, কামরূপ, অঙ্গ প্রভৃতি। আর্যরা উদীচ্য-প্রতীচ্য অতিক্রম করে যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হলো ততই এসব অঞ্চলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল)[১১] ও আর্যাবর্তের মধ্যদেশীয় (Midland; কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি। বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব যেখানেই হোক না কেন কুরু-পাঞ্চালে তা একটি সুষ্ঠু রূপ পেয়েছিল। কুরু-পাঞ্চাল ভাষা ও সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। পাণিনি-আদর্শ সংস্কৃত প্রকৃতপক্ষে মধ্যদেশের ভাষার পরিশীলিত রূপ।[১২] বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করায় এবং জলবায়ু প্রভৃতির কারণে অনার্য (ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধারক বৈদিক আর্যরা ভারতে প্রবেশের আগে এখানে প্রাচীন কিছু জাতি যেমন নিগ্রিটো, প্রোটো, এ্যাস্ট্রোলয়েড, আর্মেনয়েড মঙ্গলয়েড, এ্যালপাইন বাস করত। এরাও অনেকে বহিরাগত। এই অনার্যভাষীদের আর্য ভাষাভাষীরা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত বলে এদেরকে দাস, দস্যু, অনার্য প্রভৃতি বলেছে। এই অনার্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রধানদের কিছু নামও বেদে পাওয়া যায়– চুমুরী, পিপ্রু, বর্চিন, সম্বর, ধুনি, কীকট, অজ ইত্যাদি। এইসব অনার্য ভাষা ও উপাসনা পদ্ধতি আর্যদের থেকে পৃথক ছিল। ফলে অনার্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যদের সংগ্রাম ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। আর তখনই আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিতে অনার্য শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে)[১৩] শব্দের ও অশুদ্ধতার প্রবেশ ঘটতে থাকায় বৈদিক ভাষা ক্রমশ বিকৃত হতে থাকে। ভাষার এই বিকৃতি লক্ষ করে পুরোহিত সম্প্রদায়ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। পূর্বতন সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং বৈদিক ভাষার পূত অবয়ব বজায় রাখার পবিত্র দায়িত্ববোধে পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম–৬ষ্ঠ শতক) প্রমুখ বৈয়াকরণেরা

তাই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। কেবল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা নয়, আঞ্চলিক বিভেদ ও বৈচিত্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও ভাষার স্থির আদর্শ সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' এ প্রচেষ্টার সফল স্বাক্ষর। বলা বাহুল্য তাঁর স্বীকৃত সাধু বা শিষ্ট ভাষাই আজকের 'সংস্কৃত ভাষা'। প্রাচীন বিদ্বজ্জন সংস্কৃতকে দেবভাষা, সুরভারতী, গীর্বাণবাণী নামে প্রশংসা করেছেন। পাণিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম (উদীচ্য-প্রতীচ্য) ভারতের অধিবাসী। তাই তিনি তাঁর মাতৃভাষা ও মধ্যদেশে প্রচলিত শিষ্ট সাধু আর্য ভাষাকে বিধি-নিয়মের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত, সংস্কৃত এবং ত্রুটিমুক্ত করলেন। তাঁর এই ত্রুটিমুক্ত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা নামে অভিহিত হয়।[১৪] ড. সুকুমার সেন সংস্কৃত ভাষার গঠনগত উৎস নির্ণয় করে বলেন– It (Classical Sanskrit) is a literary language based on the speech of the educated man (`sista') of midland (Madhyadesa). At the same time contains features which really belonged to the dialect of North-West (Udichya), the mother-tongue of Panini, the condifier of Classical Sanskrit.[১৫]

সংস্কৃত ভাষার উৎস গ্রাফে প্রর্দশন করা হলো :

এক নজরে সংস্কৃত ভাষার উৎস

পাণিনিপূর্ব ও সমসময়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপের অঞ্চল ও উপভাষাসমূহ–

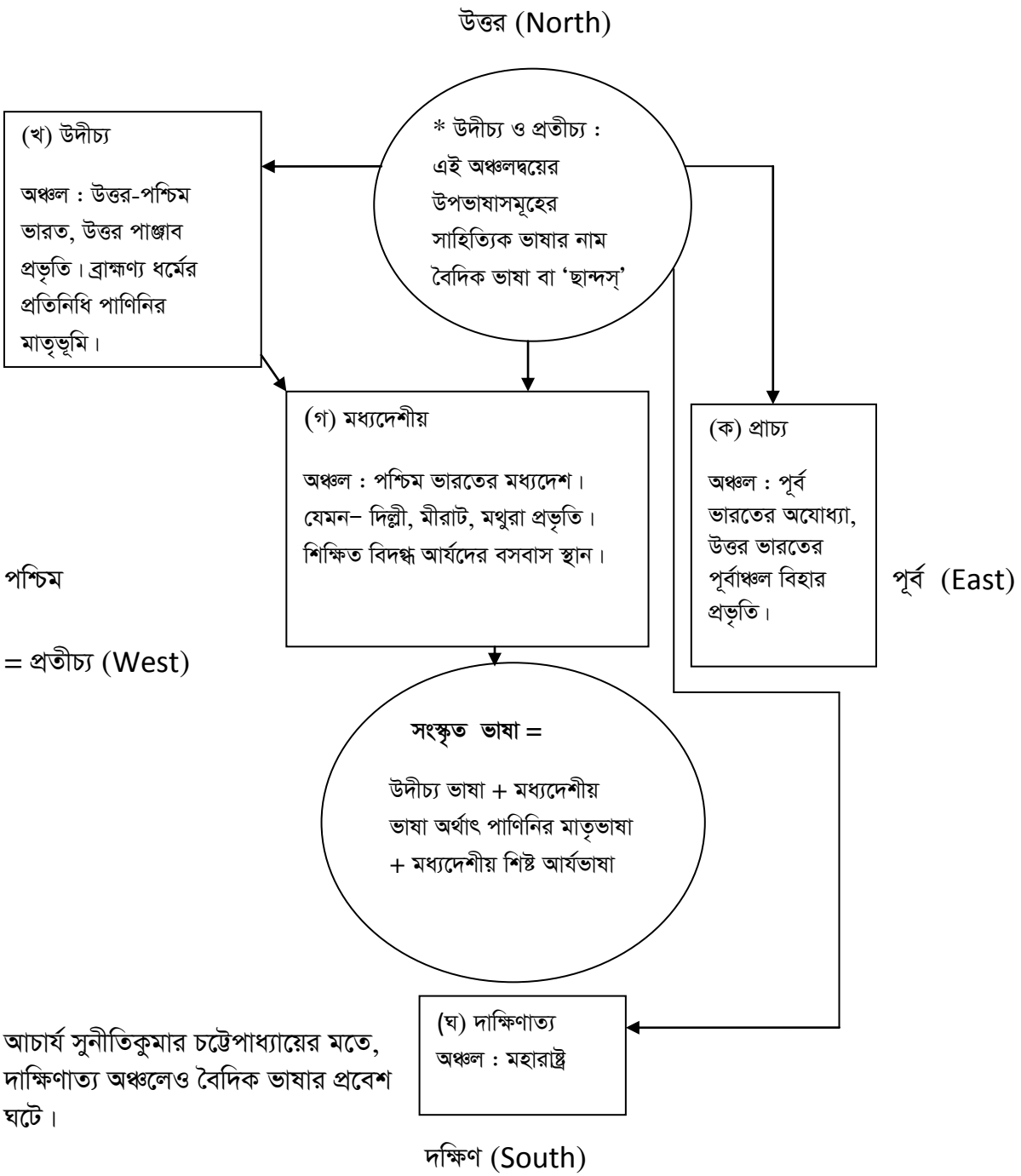

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেও বৈদিক ভাষার প্রবেশ ঘটে।

[উদীচ্য = উত্তরদিকস্থ, প্রতীচ্য = পশ্চিম দেশীয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য, প্রাচ্য = পূর্বদেশীয় অর্থাৎ পূর্বদিকে স্থিত]

সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্বাচীন বৈদিকমন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভাষায় সংস্কৃতের জন্মলগ্ন পরিস্ফুট। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে অর্বাচীন বৈদিকভাষার লক্ষণ স্পষ্ট এবং সূত্রসাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতের শৈশবাবস্থা লক্ষণীয়।[১৬] তবে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণগুলির কথা উল্লেখ করতে পারি। কারণ এ সাহিত্যগুলিতে সংস্কৃত ভাষার আদি রূপটি ফুটে উঠেছে। তবে এক কথায় আমরা বলতে পারি পাণিনি বৈদিক ভাষার কৌলিন্য রক্ষার জন্য ভাষা ব্যবহারের বহু নিয়ম-কানুন তৈরি করে দিলেন। তিনি ভাষা ব্যবহারের বহু নিয়ম বা সূত্র (৩৯৯৬ বা ৩৯৮৩টি) রচনা করে তাকে সংস্কার করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে সে ভাষার নাম হল 'সংস্কৃত ভাষা' সংক্ষেপে 'সংস্কৃত'। সম্-√কৃ + ক্ত = সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃত নামটির অর্থ যাকে সংস্কার করা হয়েছে। তাই 'সংস্কৃত' শব্দটিকে যদি ভাষা-র বিশেষণ ধরা হয়, তাহলে 'সংস্কৃত ভাষা' বলতে ভাষার পরিশীলিত রূপকেই বুঝায়। যেমন– অগ্‌গি (প্রাকৃত) নয় অগ্নি (বৈদিক বা সংস্কৃত), ইসি (প্রাকৃত) নয় ঋষি (বৈদিক বা সংস্কৃত), গেহ (প্রাকৃত) নয় গৃহ (বৈদিক বা সংস্কৃত) প্রভৃতি।

নিম্নে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী মনীষীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে কতিপয় প্রশংসাবোধক মন্তব্য তুলে ধরা হলো:

ক) বিদেশী মনীষীদের মন্তব্য–

১. সংস্কৃতই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা।[১৭]

–ম্যাক্স মুলার (জার্মানি)

২. Sanskrit is more perfect than Greek, more copious than Latine and more exquisitely refined than either.[১৮]

–স্যার উইলিয়াম জোন্স (ইউরোপ)

খ) দেশী বা ভারতীয় মনীষীদের মন্তব্য–

১. ভারতীয়াস্তু সংস্কৃতং বিনা অসংস্কৃতা এব।[১৯]

–মহাত্মা গান্ধী (ভারতের জাতির জনক)

২. আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সাহসী হইবে না।[২০]

–স্বামী বিবেকান্দ

৩. If I were aksed what is the greatest treasure which India possess and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly- it is the Sanskrit Language and Literature and all that it contains. [২১]

–জওহরলাল নেহেরু

৪. Sanskrit is the language of Indian culture and inspiration, the language in which all per past greatness, her rich thought and her spiritual aspirations are enshrined….. for many centuries in the past Sanskrit provided the principal basis of the unity of India….. (Therfore) our whole culture, literature and life would remain incomplete so long as our scholars, our thinkers and our educationists remain ignorant of Sanskrit.[২২]

–ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি)

সংস্কৃত ভাষার কুলজী

পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে। এই আদি উৎসগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ বলা হয়। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই ভাষাবংশের বিভাগ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর '*সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় তিন হাজার ভাষাকে আনুমানিক ২৫ / ২৬টি পরিবারে ভাগ করেন।[২৩] অন্যদিকে ড. রামেশ্বর শ' তাঁর '*সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে কয়েকটি প্রধান ভাষাবংশে ভাগ করেন।[২৪]–

১. ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European / Aryan)
২. সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic)
৩. বান্টু (Bantu)
৪. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian)
৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turko-Mongol-Manchu)
৬. ককেশীয় (Caucasian)
৭. দ্রাবিড় (Dravidian)
৮. অস্ট্রিক্ (Austric)
৯. ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese)
১০. উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean)
১১. এসকিমো (Esquimo)
১২. আমেরিকান আদিম ভাষাবর্গ (American Indian Languages)

ড. রামেশ্বর শ' বলেন উল্লিখিত প্রধান ভাগগুলি ছাড়াও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে আরো কিছু ভাষাবংশ রয়েছে। যেমন– কোরীয়-জাপানী (Korean and Japanese), আইবেরীয়-বাস্ক (Ibero-Basque), আন্দামানী (Andamanese), পাপুয়ান্ (Papuan) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত ভাষাবংশগুলির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ অন্যতম। এই ভাষাবংশ থেকে আবার দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়।[২৫] –

শতম্ (Satam) : ১. ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian)
২. বালতো-স্লাবিক্ (Balto-Slavic)
৩. আলবেনীয় (Albanian)
৪. আর্মেনীয় (Armenian)

কেন্তুম্ (Centum) : ৫. কেলতিক্ (Celtic)
৬. ইতালিক্ (Italic)
৭. জার্মানিক্ (Germanic)
৮. গ্রীক্ (Greek)
৯. হিত্তীয় / হিট্টি (Hittite)
১০. তোখারীয় (Tokharian)

এই দশটি শাখাকে আবার দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়।[২৬]–

১. শতম্ / সতম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক (k) ধ্বনি শিসধ্বনিতে (শ্ ষ্ স্) অর্থাৎ শ্-কার অথবা স্-কারে পরিণত হয়েছে]
২. কেন্তুম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক (k) ধ্বনি]

উপর্যুক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন শাখাগুলির প্রথম চারটি শতম্ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট ছয়টি কেন্তুম্ গুচ্ছের অন্তর্গত। শতম্ গুচ্ছের ইন্দো-ইরানীয় প্রাচীন শাখাটি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত।[২৭]–

১. ইরানীয় আর্য (Iranian Aryan)
২. দরদীয় (Dardic)
৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indian Aryan)

এই তিনটি শাখার 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' শাখাটি দুভাগে বিভক্ত।[২৮]–

১. কথ্যরূপ
২. সাহিত্যিক রূপ

উক্ত কথ্যরূপ থেকেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম।

‘সংস্কৃত ভাষার কুলজী’ ছকে প্রদর্শিত হলো :

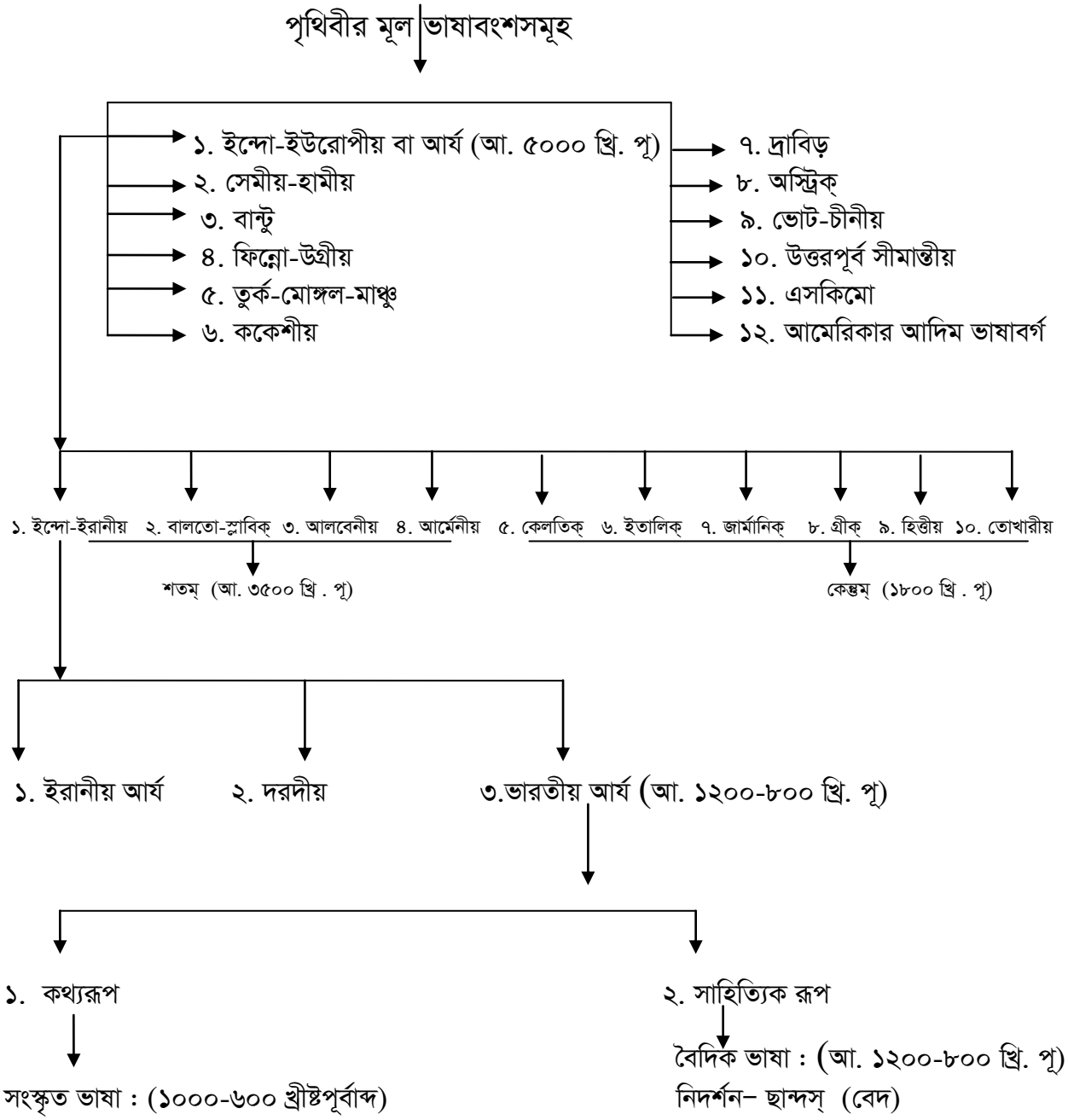

নিদর্শন– রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণসমূহ। পরবর্তীতে অশ্বঘোষ থেকে শুরু করে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখ কবিও নাট্যকারের রচনায় সংস্কৃত ভাষার নির্দশন পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, প্রদত্ত ছকে ব্যবহৃত ‘কাল’ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতানুসারে।[২৯]

সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত ভাষা মূলত বিদ্বজ্জনদের অনুশীলিত সর্বভারতের সাধারণ স্বীকৃত ভাষা। এ ভাষা কেবল ধর্মীয় বৃত্তে বা বাতাবরণে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। সাধারণত বৈদিক ভাষাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে সংস্কৃত কিন্তু মত ও পথ নির্বিশেষে সকল উচ্চকোটি মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ ভাষারূপে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম রচনা নিঃসন্দেহে রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণসমূহ। পরবর্তী সময়ে ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখ কবি ও নাট্যকারের রচনায় সংস্কৃত ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

উক্ত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত লেখকদের রচনার মধ্যে আমরা যে সংস্কৃত ভাষার পরিচয় পাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মিত ব্যবহার। মনে করা হয় প্রাক্ পাণিনি যুগের মনীষিগণ (আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, স্ফোটায়ন প্রমুখ) ও পাণিনি পরবর্তী যুগের মনীষিগণের (কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ) হাতে সংস্কৃত ভাষা একটি সুপরিকল্পিত নিয়ম মেনে চলে, যা আজও বহমান। এই ভাষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বিকল্পরূপের ব্যবহার সাধারণত দেখা যায় না। যেমন– সংস্কৃত শব্দরূপের ক্ষেত্রে অ-কারান্ত 'নর' শব্দের প্রথমার দ্বিবচন, বহুবচন; দ্বিতীয়ার দ্বিবচন; তৃতীয়ার একবচন, বহুবচন; ষষ্ঠীর বহুবচন; সম্বোধনের বহুবচনে শুধু একটি রূপ (নরৌ, নরাঃ; নরৌ; নরেণ, নরৈঃ; নরাণাম্; নরাঃ) দেখা যায়। তদ্রূপ সংস্কৃত ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও একই ধাতুর একটি গণে একটি রূপ হতে দেখা যায়। যেমন– কৃ ধাতু– করোতি; ভূ ধাতু– ভবতি ইত্যাদি। এরূপ নির্দিষ্ট রূপ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। আমরা জানি, সংস্কৃত ভাষা বৈদিক (Vedic) ও লৌকিক (Classical) ভেদে দুপ্রকার। লোকসমাজে যা ব্যবহার করা যায় না তা হচ্ছে বৈদিক। এ কারণে–

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥[৩০]

ঋ. সং. ১ / ১ / ১

[বঙ্গানুবাদ : যজ্ঞের পুরোহিত, হোতা নামক ঋত্বিক রত্নের শ্রেষ্ঠ ধারক অগ্নিদেবকে (আমি) স্তুতি করি।]

প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র যেভাবে ঋগ্বেদে পাঠ করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই তার ব্যবহার হবে, অন্যভাবে হবে না। অপরদিকে লোকসমাজে যা ব্যবহার করা যায় তা হচ্ছে সংস্কৃত। এই কারণে লৌকিক সংস্কৃতের পরিবর্তন করা যায়। যেমন–

নরঃ চক্ষুষা বিহগং পশ্যতি।[৩১] (মানুষটি চোখ দিয়ে একটি পাখি দেখছে।)

সংস্কৃতে উক্ত বাক্যটির বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা যায়–

চক্ষুষা বিহগং পশ্যতি নরঃ।
বিহগং পশ্যতি নরঃ চক্ষুষা।
পশ্যতি নরঃ বিহগং চক্ষুষা।

এরূপ যেভাবেই পরিবর্তন করা হোক না কেন 'মানুষটি চোখ দিয়ে একটি পাখি দেখছে'– এই অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। সংস্কৃতে প্রতিটি শব্দের বিভক্তি সুনির্দিষ্টতার জন্যই এরূপ হয়।[৩২] এই বৈশিষ্ট্য দেখে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ সংস্কৃতকে সমবায়ী শ্রেণীর সমন্বয়ী নামে অভিহিত করেছেন। এটি সত্যিই সংস্কৃত ভাষার একটি অসাধারণ রূপ। একারণে অন্যান্য বিভক্ত্যন্ত ভাষা– পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আবেস্তা, প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, গথিক প্রভৃতির মধ্যে সংস্কৃতকে অন্যতম বলা হয়েছে।[৩৩]

সংস্কৃত ব্যাকরণ

বৈদিক সাহিত্যের ষট্ বা ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম বেদাঙ্গ ব্যাকরণ। শব্দশাস্ত্রকারগণ বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। ব্যাকরণ বলতে ব্যাপকভাবে শব্দশাস্ত্রকেই বোঝানো হয়।[৩৪] শাকল্য কর্তৃক সম্পাদিত পদপাঠবিভক্ত বেদমন্ত্রেই প্রথম 'ব্যাকরণ' এর বিধান প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহেও ব্যাকরণ চর্চার প্রমাণ আছে। যাস্কের নিরুক্তে প্রথম 'ব্যাকরণ' ও ' বৈয়াকরণ' শব্দ দুটির ব্যবহার পাওয়া যায়।[৩৫] বৈদিক ব্যাকরণ যেমন বৈদিক ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধি-বিধান বা নিয়মের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে, তদ্রূপ সংস্কৃত ব্যাকরণও সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধি-বিধানের বা নিয়মের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। এই নিয়ম শৃঙ্খলাকেই সাধারণ ভাষায় 'ব্যাকরণ' বলে। এক কথায় বলা যায় ভাষা প্রয়োগের কলাকৌশল শিক্ষাদান করাই ব্যাকরণের কাজ। সুতরাং ব্যাকরণ বলতে আমরা একটি শাস্ত্রকে বুঝি, যা দ্বারা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে পারা যায়।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় সংস্কৃত ব্যাকরণ। তাই যে শাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সূত্রের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, উচ্চারণবিধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ, বাক্যগঠন, কারক-বিভক্তি, সমাস প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই সংস্কৃত ব্যাকরণ। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাণিনির *'অষ্টাধ্যায়ী'*। পাণিনি তাঁর গ্রন্থে ব্যাকরণের প্রতিটি বিষয় সূত্রের মাধ্যমে অল্প কথায় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধকতাহীন ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাই উক্ত হয়–

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥[৩৬]

একারণে পাণিনির '*অষ্টাধ্যায়ী*' হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত প্রথম হস্তগত সংস্কৃত ব্যাকরণ। তবে পাণিনির পূর্বেও অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল। যেমন– মাহেশ ব্যাকরণ, ঐন্দ্র ব্যাকরণ প্রভৃতি। স্বয়ং পাণিনি তাঁর '*অষ্টাধ্যায়ী*' গ্রন্থে সূত্রের মধ্যে দশ জন পূর্বাচার্যের (কাশ্যপ, শাকটায়ন, সেনক, আপিশলি, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্মণ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকল্য ও গার্গ্য) নাম উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

১. তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য (পা. ১ / ২ / ২৫)।
২. লঙঃ শাকটায়নস্যৈব (পা. ৩ / ৪ / ১১১)।
৩. গিরেশ্চ সেনকস্য (পা. ৫ / ৪ / ১১২)।
৪. বা সুপ্যাপিশলেঃ (পা. ৬ / ১ / ৯২)।
৫. অবঙ্ স্ফোটায়নস্য (পা. ৬ / ১ / ১২৩)।
৬. ঈঁ৩ চাক্রবর্মণস্য (পা. ৬ / ১ / ১৩০)। [৩ = প্লুত স্বর নির্দেশক]
৭. ইকোঽহ্রস্বোঽ ঙ্যো গালবস্য (পা. ৬ / ৩ / ৬১)।
৮. ঋতো ভারদ্বাজস্য (পা. ৭ / ২ / ৬৩)।
৯. লোপঃ শাকল্যস্য (পা. ৮ / ৩ / ১৯)।
১০. ওতো গার্গ্যস্য (পা. ৮ / ৩ / ২০)।[৩৭]

সূত্রে উল্লিখিত পূর্বাচার্যদের গ্রন্থের অধিকাংশই লুপ্ত। তবে মাহেশাদি ব্যাকরণ আকারে প্রকারে অতি বিশাল ছিল। কথিত আছে–

সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে
তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে
কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ ॥[৩৮]

অর্থাৎ মাহেশ্বর ব্যাকরণ যদি সমুদ্রতুল্য হয়, বৃহস্পতি ব্যাকরণ আধ কলসী জল, ঐন্দ্র ব্যাকরণ তার শতভাগের একভাগ এবং পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ কুশের ডগায় জলবিন্দু পরিমাণ মাত্র (মোটামুটি ৪০০০ সূত্র মাত্র !)।

উক্ত হস্তগত পাণিনির ব্যাকরণ পরবর্তী কালে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির হাতে এসে আরো সুসংগঠিত হয়। যেমন– কাত্যায়ন তাঁর রচিত বার্ত্তিক দ্বারা পাণিনির ব্যাকরণকে সুসংগঠিত করেন–

উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু বার্ত্তিকম্।[৩৯]

অর্থাৎ উক্ত, অনুক্ত, ও দুরুক্ত বিষয়ের চিন্তা যাতে প্রবর্তিত হয়, তাকে বার্ত্তিক বলে। পতঞ্জলি তাঁর রচিত মহাভাষ্য দ্বারা পাণিনির ব্যাকরণকে আরো সুসংগঠিত করেন–

সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥[৪০]

অর্থাৎ সূত্রানুসারী বাক্য এবং স্বরচিত পদের দ্বারা ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করেন, তাকে ভাষ্য বলে।

অতঃপর এই তিন মুনির লিখিত ব্যাকরণ একত্রে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' বা 'পূর্ণাঙ্গ অষ্টাধ্যায়ী' নামে অভিহিত হয়। ত্রিমুনি-পরবর্তী আরো অসংখ্য সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণের কথা জানা যায়। সেসব ব্যাকরণবিদদের মধ্যে ভট্টোজিদীক্ষিতের ব্যাকরণ *'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকৌমুদী' (সংক্ষেপে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী')* অন্যতম। কেননা তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ৩৯৯৬ বা ৩৯৮৩টি সূত্রের (পাণিনি সূত্রসংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য আছে) মধ্যে ৩৪০৪ বা ৩৩৯১টি সূত্রকে সংস্কৃত পদসাধন এবং ৫৯২টি সূত্রকে বৈদিক পদসাধন হিসেবে ব্যবহার করে আধুনিককালে বহুল ব্যবহৃত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' নামে একটি অপূর্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের উপহার দিয়েছেন। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন এভাবে– ব্যাক্রিয়তে যেনেতি = বি-আ + √কৃ + ল্যুট্ (অনট্) = ব্যাকরণম্।[৪১] কৃ ধাতুর অর্থ করা, কিন্তু বি-আ-পূর্বক কৃ ধাতুর অর্থ ব্যাকৃত করা, অর্থাৎ বিশেষরূপে বা সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা। ব্যাকরণ শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ভিত্তি করে বলা হয়েছে– ব্যাক্রিয়তে যেনেতি ব্যাকরণম্। অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যাকৃত বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাই 'ব্যাকরণ'। নিম্নে বিভিন্ন গ্রন্থ ও মনীষী কর্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণের লক্ষণ ও প্রশংসা সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

ক) গ্রন্থ ও মনীষী কর্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণের লক্ষণ

১. মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর *'মহাভাষ্যে'* ব্যাকরণের সংজ্ঞায় বলেছেন–

ব্যাক্রিয়তে২ নেনেতি ব্যাকরণম্।[৪২] (*মহাভাষ্য*-৬২)

অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যাকৃত হয় বা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

২. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস'* গ্রন্থের তথ্যনির্দেশে ব্যাকরণের অনুরূপ সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন–

ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি-বিভাগেন শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্।[৪৩]

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করে (বিশ্লেষণের দ্বারা) সাধু (শুদ্ধ) শব্দের উপদেশ (অনুশাসন) করা হয়, সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ।

খ) গ্রন্থ ও মনীষী কর্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রশংসা

১. *'পাণিনীয়-শিক্ষা'*-য় ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখস্বরূপ বলা হয়েছে–

শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥[৪৪] (শ্লোক -৪২)

অর্থাৎ ব্যাকরণ বেদপুরুষের মুখ।

২. ক) মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্য*' (মুখবন্ধ–পস্পশাহ্নিক) গ্রন্থে ব্যাকরণকে শব্দানুশাসন বলে উল্লেখ করেছেন–

অথ শব্দানুশাসনম্ ।[৪৫] (*মহাভাষ্য* -১)

অর্থাৎ এখন বা তারপর শব্দানুশাসন (বা ব্যাকরণ) নামক শাস্ত্র আরম্ভ হচ্ছে।

খ) মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর '*মহাভাষ্যে*' সকল বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকে প্রধান বলে স্বীকার করে বলেছেন–

প্রধানঞ্চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্ ।
প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ।[৪৬] (*মহাভাষ্য*-৬)

অর্থাৎ ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান।

৩. ভট্টোজিদীক্ষিত তাঁর '*সিদ্ধান্তকৌমুদী*'-র ভূমিকাতে বলেছেন–

বিবিধ-প্রকারেণাক্রিয়ন্তে শব্দা অনেনতি ব্যাকরণম্ ।[৪৭]

অর্থাৎ শব্দের প্রকৃতি বিভাজনপূর্বক শব্দের অর্থের জ্ঞানের উপলব্ধি যে শাস্ত্রের দ্বারা হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

৪. মহাবৈয়াকরণ আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর '*বাক্যপদীয় (ব্রহ্মকাণ্ড)*' গ্রন্থের একাধিক স্থানে ব্যাকরণবিদ্যাকে মোক্ষলাভের অন্যতম পন্থারূপে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ক) তদ্ দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্ ।
পবিত্রং সর্ববিদ্যানামধিবিদ্যং প্রকাশতে ॥[৪৮] (কারিকা– ১/১৪)

অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপায়ভূত, যাবতীয় বাঙ্মলের (বাক্যের অশুদ্ধির) চিকিৎসাস্বরূপ, সকল বিদ্যার মধ্যে পবিত্রতম, সেই ব্যাকরণ সর্ববিধ বিদ্যাতেই (প্রমাণরূপে) প্রকাশ পায়।

খ) ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপানপর্বণাম্ ।
ইয়ং সা মোক্ষমাণামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ ॥[৪৯] (কারিকা– ১/১৬)

অর্থাৎ এই ব্যাকরণ (মোক্ষরূপ) সিদ্ধিলাভের উপায়ভূত যে সকল সোপান (বা ভূমি)-তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রথম পদস্থান বা পর্ববিভাগ। মুমুক্ষুগণের নিকট ইহা অকুটিল রাজমার্গস্বরূপ।

উল্লেখ্য, শুধু শব্দতত্ত্ববিদগণই নন, প্রাচীন ভারতের আলংকারিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য বিখ্যাত বিদ্যাস্থানের (গ্রন্থের) আচার্যগণও ব্যাকরণশাস্ত্রকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং প্রশংসা করতেন। তারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

৫. ক) আলংকারিক ভামহ তাঁর '*কাব্যালংকার*'-এ বৈয়াকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সম্বন্ধে বলেছেন–

শ্রদ্ধেয়ং জগতি মতং হি পাণিনীয়ম্ ।[৫০] (৬/৬৩)

খ) আলংকারিক রাজশেখর তাঁর *'কাব্যমীমাংসা'*-য় বলেছেন–

শব্দবিদ্যেব বিদ্যানাং মধ্যে জজ্বাল রুক্মিণী।[৫১]

গ) আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর *'ধ্বন্যালোকবৃত্তি'*-তে বলেছেন–

প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্।[৫২] (১ /১৩)

এ আলোচনা থেকে বলা যায় প্রথাগত ব্যাকরণ বা Traditional Grammar-এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো ভাষায় ব্যবহৃত সাধু শব্দগুলিকে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা এবং ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে শেখা। অন্যভাবে বলা যায় যে, ব্যাকরণে পদের বা শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শুদ্ধরূপটিকেই আয়ত্ত করতে হবে। এ কারণে ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক। ভাষায় শিষ্টজন-প্রযুক্ত সাধুশব্দের দিকে দৃষ্টি রেখেই বৈয়াকরণগণ সূত্রনির্মাণ করেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁদের গ্রন্থে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে বলেন–

রক্ষোঽাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।[৫৩]

অর্থাৎ রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ– এই পাঁচটি ব্যাকরণ পাঠের মুখ্য প্রয়োজন।

তবে পতঞ্জলি এই মুখ্য প্রয়োজনের বাইরে কিছু গৌণ প্রয়োজনের (তেঽসুরাঃ, দুষ্টঃ শব্দঃ প্রভৃতি) কথা তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন।

প্রত্যেক ব্যাকরণের মতো সংস্কৃত ব্যাকরণেরও ৪টি আলোচ্য বিষয়। যথা–

১. বর্ণবিচার (বর্ণের ভেদ, উচ্চারণ ও বানান প্রভৃতির আলোচনা)
২. শব্দবিচার (শব্দের ভেদ, রূপপরিবর্তন প্রভৃতির আলোচনা)
৩. বাক্যবিচার (বাক্যগঠন, বাক্যভেদ ও বাক্যবিশ্লেষণ প্রভৃতির আলোচনা)
৪. অর্থবিচার (শব্দের অর্থ-বিচার আলোচনা)

আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি শব্দবিচারের অন্তর্ভুক্ত।

সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে ব্যাকরণ রচনার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব) আলোচনার পূর্বে কতগুলি প্রয়োজনীয় পরিভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এ পরিভাষাগুলো ভালোভাবে বুঝে নিলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সহজ হয়। আলোচ্য অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

তবে প্রথম অধ্যায়ে (বৈদিক উপসর্গ) যেসব পরিভাষা আলোচনা করা হয়েছে সেসব এ আলোচ্য অধ্যায়েও প্রয়োজন। কিন্তু পুনরুক্তি বদভ্যাস বলে এ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পরিভাষাসমূহ আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণত প্রকৃতি (ধাতু, প্রাতিপদিক), প্রত্যয় (বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয়, ধাত্ববয়ব), পদ, আগম ও আদেশ, গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, লঘু ও গুরু, নিপাত, অব্যয়, উপসর্গ, গতি, ইৎ, সবর্ণ, টি, উপধা, বিভাষা, প্রগৃহ্য প্রভৃতি পরিভাষা আছে। নিম্নে এসব বিষয় বা পরিভাষা[৫৪] সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হলো :

১. প্রকৃতি (Base) : মূল শব্দকে (ক্রিয়াবাচক, বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক) প্রকৃতি বলে। যেমন–

ক্রিয়াবাচক : ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

বস্তুবাচক : সূর্য, সূর্য + সুপ্ = সূর্যঃ
তরু, তরু + সুপ্ = তরুঃ
জল, জল + সুপ্ = জলম্ ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর, সুন্দর (ত্রি.)
মন্দ, মন্দ (ত্রি.)
পুরাণ, পুরাণ (ত্রি.) ইত্যাদি।

প্রকৃতি দুপ্রকার। যথা–

ক. ধাতু (Verbal root) : ভূবাদয়ো ধাতবঃ (পা. ১ / ৩ / ১)।

ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.) : ক্রিয়াবাচিনো ভ্বাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

ভূপ্রভৃতয়ো বাসদৃশ্য যে তে ধাতুসংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। ভূ (হওয়া) প্রভৃতি বা (প্রবাহিত হওয়া) সদৃশ যে শব্দস্বরূপ তাদের ধাতু বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়–ক্রিয়াবাচক ভূ (হওয়া) প্রভৃতি প্রকৃতির ধাতু সংজ্ঞা হয়। যেমন–

ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ দেখা) ইত্যাদি।

খ. প্রাতিপদিক (Nominal base) : অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (পা. ১ / ২ / ৪৫)।

প্রতিপদং গৃহ্যতি যৎ তৎ প্রাতিপদিকম্। প্রত্যেকটি পদ সিদ্ধির জন্য বিভক্তি প্রয়োগের পূর্বের মূল শব্দটি প্রাতিপদিক। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট বিভক্তিহীন শব্দকে (বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক) প্রাতিপদিক বলে। যেমন–

বস্তুবাচক : সূর্য, সূর্য + সুপ্ = সূর্যঃ
তরু, তরু + সুপ্ = তরুঃ
জল, জল + সুপ্ = জলম্ ইত্যাদি।

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর, সুন্দর (ত্রি.)
মন্দ, মন্দ (ত্রি.)
পুরাণ, পুরাণ (ত্রি.) ইত্যাদি।

২. প্রত্যয় (Suffix) : প্রত্যয় ঃ (পা.৩ / ১ / ১)। , পরশ্চ (পা.৩ / ১ / ২)। [প্রকৃতেঃ পরঃ প্রত্যয়ো বেদিতব্যঃ।]

প্রকৃতির (ধাতু ও প্রাতিপদিক) উত্তর যা যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন–

বিভক্তি : √ভূ-লট্-তি = ভবতি (হয়)
কৃৎ প্রত্যয়: √গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)
তদ্ধিত প্রত্যয় : দশরথ + ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (দশরথস্য অপত্যং পুমান্)
[রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভারত ও শত্রুঘ্ন]
স্ত্রী প্রত্যয় : দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী (স্ত্রীদেবতা)
ধাত্ববয়ব : √পঠ্ + ণিচ্ = পাঠি + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)
√পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিষতি (পড়তে চায়)
√পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (পুনঃ পুনঃ পাঠ করা)

এখানে তি, তব্য, ইঞ্, ঙীপ্, ণিচ্ ও তে প্রকৃতির পরে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি প্রত্যয়।
প্রত্যয় পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. বিভক্তি (Suffixes) : বিভক্তিশ্চ [পাণিনি (পা.) ১ / ৪ / ১০৪]।

সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। যার দ্বারা সংখ্যা ও কারক বোঝায় তাকে বিভক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর তিঙ্ (তি, তস্ প্রভৃতি) ও প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু ,ঔ প্রভৃতি) যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। যেমন–

তিঙ্ : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)
সুপ্ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (মানুষটি) ইত্যাদি।

এখানে তি, সু (ঃ) যথাক্রমে ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি বিভক্তি।

খ. কৃৎপ্রত্যয় (Primary Suffixes) : ক) ধাতোঃ (পা. ৩ / ১ / ৯১)।
খ) কৃদতিঙ্ (পা.৩ / ১ / ৯৩)।

ধাতুর উত্তর তব্য প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাদের কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন–

√কৃ + তব্য = কর্তব্য, কর্তব্য + সুপ্ = কর্তব্যঃ (করা উচিত, করবে) ইত্যাদি।

এখানে ধাতুর উত্তর তব্য প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অতএব এটি কৃৎপ্রত্যয়।

গ. তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Suffixes) : তদ্ধিতাঃ (পা.৪ / ১ / ৬৭)।

তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যো) হিতাঃ প্রত্যায়াঃ উচ্যন্তে। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ঠ অনুসারে প্রযুক্ত হয় তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। অন্যভাবে বলা যায়– প্রাতিপদিকের উত্তর যেসব প্রত্যয় হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন–

রাবণ + ষ্ণি = রাবণি, রাবণি + সুপ্ = রাবণিঃ (রাবণের পুত্র) ইত্যাদি।

এখানে প্রাতিপদিকের উত্তর ষ্ণি প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অতএব এটি তদ্ধিত প্রত্যয়।

ঘ. স্ত্রী-প্রত্যয় (Feminine Suffixes) : স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪ / ১ / ৩)।

স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে। যেমন–

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল)
নদ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = নদী, নদী + সুপ্ = নদী ইত্যাদি।

এখানে শব্দের উত্তর টাপ্, ঙীপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি স্ত্রী-প্রত্যয়।

ঙ. ধাত্ববয়ব (Parts of root) : যেসব প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব স্বরূপ সেসব প্রত্যয় হচ্ছে ধাত্ববয়ব। অন্যভাবে বলা যায়– ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন–

ধাতু : √বদ্ + ণিচ্ = বাদি + লট্-তি = বাদয়তি (বলানো)
√বদ্ + সন্ + লট্-তি = বিবদিষতি (বলতে চায়)
√বদ্ + যঙ্ + লট্-তে = বাবদ্যতে (বার বার বলা)

প্রাতিপদিক : আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + কাম্য + লট্-তি = পুত্রকাম্যতি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)
আত্মনঃ ধনমিচ্ছতি = ধন + কাম্য + লট্-তি = ধনকাম্যতি (নিজের জন্য ধন কামনা করে)
আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + ক্যচ্ + লট্-তি = পুত্রীয়তি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)
আত্মনঃ ধনমিচ্ছতি = ধন + ক্যচ্ + লট্-তি = ধনীয়তি (নিজের জন্য ধন চায়)

এখানে ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি ধাত্ববয়ব।

৩. পদ (Inflected Word) : সুপ্তিঙন্তং পদম্ (পা. ১ / ৪ / ১৪)।
সুপ্ প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন–

সুপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (মানুষটি)
মুনি + টা = মুনিনা (মুনি কর্তৃক) ইত্যাদি।

তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)
√গম্ + লট্-অন্তি = গচ্ছন্তি (যায় বা যাচ্ছে) ইত্যাদি।

এখানে নরঃ, মুনিনা, ভবতি ও গচ্ছন্তি ইত্যাদি সুপ্ ও তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ। অতএব এগুলি পদ।

৪. আগম (Augment) : প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োরনুপঘাতী আগমঃ।

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণের উপস্থিতিকে আগম বলে। যেমন–

প্রকৃতি : বন + পতি = বনস্পতি [স্]
বাচ + পতি = বাচস্পতি [স্]

প্রত্যয় : বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান [শানচ্ = আন > মান]

এখানে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণ স্ ও ম্ এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অতএব এগুলি আগম।

৫. আদেশ (Substitution) : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যে রূপ পরিবর্তন ঘটে, তাকে আদেশ বলে। যেমন–

প্রকৃতি : অস্ > ভূ [অস্তের্ভূঃ (পা. ২ / ৪ / ৫২)।]
স্থা > তিষ্ঠ্ ইত্যাদি।

প্রত্যয় : অন্ > উস্
টা > ইন [টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ (পা. ৭ / ১ / ১২)] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, আগম বন্ধুর মতো এসে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটিয়ে উভয়ের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে। আর আদেশ শত্রুর মতো এসে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ করে। তাই বলা হয়–

'মিত্রবদাগমঃ শত্রুবদাদেশঃ'।

৬. গুণ : অদেঙ্ গুণঃ (পা. ১ / ১ / ২)।
দী. : অদেঙ্ চ গুণসংজ্ঞ স্যাৎ।

অ-কার, এ-কার এবং ও-কার গুণ সংজ্ঞপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– গুণ হচ্ছে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম। যেখানে–

ই ঈ > এ
উ ঊ > ও
ঋ ৠ > অর্ [উরণ্ রপরঃ (পা. ১ / ১ / ৫১)।; ঋ ৠ ঌ > অণ্ (অ ই উ) > র্ বা ল্ আসবে।]
ঌ > অল্ হয়। যেমন–
দেব + ইন্দ্রঃ (সুপ্) = দেবেন্দ্রঃ
মহা + ঈশঃ (সুপ্) = মহেশঃ
সূর্য + উদয়ঃ (সুপ্) = সূর্যোদয়ঃ
গঙ্গা + ঊর্মিঃ (সুপ্) = গঙ্গোর্মিঃ
দেব + ঋষিঃ (সুপ্) = দেবর্ষিঃ (দেব + অর্ ষিঃ)
তব + ঌকারঃ (সুপ্) = তবল্কারঃ [ঌ > ল্]

উল্লেখ্য, সন্ধি ও কৃৎপ্রত্যয়যোগের ক্ষেত্রে গুণ বিধানের প্রয়োজন হয়।

৭. বৃদ্ধি : বৃদ্ধিরাদৈচ্ (পা. ১ / ১ / ১)।

দী. : আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞ স্যাৎ।

আ-কার, ঐ-কার এবং ঔ-কার বৃদ্ধি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– বৃদ্ধিও স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম। যেখানে–

অ > আ

ই ঈ এ > ঐ

উ ঊ ও > ঔ

ঋ ৠ > আর্

ঌ > আল্ হয়। যেমন–

শরীর + ঠক = শারীরিক (ত্রি / বি-ণ)
বিধি + অণ্ = বৈধ (ত্রি. / বি-ণ)
উদার + যঞ্ = ঔদার্য, ঔদার্য + সুপ্ = ঔদার্যম্
শীত + ঋতঃ (সুপ্) = শীতার্তঃ (শীত + আর্ তঃ)
হোতৃ + ঌকারঃ (সুপ্) = হোতৄকারঃ পক্ষে হোত্ঌঌকারঃ [হোতৃ = পুরোহিত, ঋগ্বেদজ্ঞ]

লক্ষণীয় যে, হোত্ঌঌকারঃ–এর ক্ষেত্রে 'ঋতি সবর্ণে ঋ বা (বার্ত্তিক), ঌতি সবর্ণে ঌ বা (বার্ত্তিক)' –এই বার্ত্তিক সূত্রদ্বয় দ্বারা একবার ঋ-কার (ৃ) এবং একবার ঌ-কার হতে পারে। যেমন– হোতৃ + কার = হোতৃকারঃ, হোত্ঌকারঃ।

উল্লেখ্য, সন্ধি ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বিধানের প্রয়োজন হয়।

৮. সম্প্রসারণ (Expansion) : ইগ্যণঃ সম্প্রসারণম্ (পা. ১ / ১ / ৪৫)।

য্ ব্ র্ ল্ স্থানে ই উ ঋ ঌ হলে সম্প্রসারণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়– সম্প্রসারণ হচ্ছে অন্তঃস্থবর্ণের (য্ ব্ র্ ল্) পরিবর্তন। যেখানে–

য্ > ই
ব্ > উ
র্ > ঋ
ল্ > ঌ হয়। যেমন–

যজ্ > ইয়াজ [যজ্ + ন = যজ্ঞ (ইয়াজ্ঞ)]
বচ্ > উবাচ [√বচ্ + লিট্-অ (নল্) = উবাচ]
জগ্রহ > জগৃহঃ ইত্যাদি।

এখানে যজ্ এর য্ > ই, বচ্ এর ব্ > উ এবং জগ্রহ এর র (্র) > ঋ (ৃ) অন্তঃস্থবর্ণের পরিবর্তন হয়েছে। অতএব এগুলি সম্প্রসারণ।

উল্লেখ্য, 'ইগ্‌ষণঃ সম্প্রসারণম্' (পা. ১ / ১ / ৪৫) সূত্রটি (য্ ব্ র্ ল্ > ই উ ঋ ঌ) 'ইকো যণচি' (পা. ৬ / ১ / ৭৭) সূত্রের (ই উ ঋ ঌ > য্ ব্ র্ ল) বিপরীত সূত্র।

৯. লঘু (Short) :হ্রস্বং লঘু (পা. ১ / ৪ / ১০)।
হ্রস্বস্বরকে লঘু বলা হয়। যেমন-

অ ই উ ঋ ঌ

উল্লেখ্য, স্বরধ্বনির লঘু স্বর পাঁচটি।
লক্ষণীয় যে,হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণও লঘু হয়। যেমন–

ক (ক্ + অ), খি (খ্ + ই) ইত্যাদি।

১০. গুরু. (Long) দীর্ঘং চ (পা. ১ / ৪ / ১২)। সংযোগে গুরুঃ (পা. ১ / ৪ / ১১)।
দীর্ঘস্বরকে গুরু বলে। এছাড়া সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ হ্রস্ব হলেও গুরু হয়। যেমন–

আ ঈ ঊ ঋ্ এ ঐ ও ঔ
এবং শিক্ষা [শ্ + ই + (ক্ + ষ্) + আ]

এখানে উক্ত আটটি দীর্ঘস্বর (আ প্রভৃতি) গুরু এবং শিক্ষা শব্দের সংযুক্তবর্ণের (ক্ + ষ) পূর্ববর্ণ 'ই' লঘু হওয়া সত্ত্বেও গুরু।

গুরুবর্ণ সম্পর্কে গঙ্গাদাসের *'ছন্দমঞ্জরী'*-তে উক্ত হয়–

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগো ঽপি বা ॥ (*ছন্দমঞ্জরী*, ১/১১)

অর্থাৎ

ক. অনুস্বারযুক্ত বর্ণ গুরু (সানুস্বারশ্চ) : অং, কং প্রভৃতি।
খ. সমস্ত দীর্ঘস্বর ও দীর্ঘস্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গুরু (দীর্ঘশ্চ) : আ, ঈ, ঊ, ঋ্, এ, ঐ, ও, ঔ ; কা প্রভৃতি।
গ. বিসর্গযুক্ত বর্ণ গুরু (বিসর্গী) : অঃ, কঃ প্রভৃতি।
ঘ. সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু (বর্ণসংযোগপূর্বশ্চ)। যেমন–

কশ্চিৎ [(ক্ + অ) + (শ্ + চ্) + ই + ৎ]

এখানে কশ্চিৎ শব্দের লঘুবর্ণ 'ক' সংযুক্তবর্ণের (শ্ + চ্) পূর্ববর্ণ বিধায় গুরু।

ঙ. পাদের বা চরণের শেষে অবস্থিত লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু (পাদান্তগো ঽপি বা)। যেমন–

রেমে শ্রীকৃষ্ণে ণ ॥ (রে মে শ্রী কৃ ষ্ণে ণ ॥)

এখানে চরণটির শেষ লঘুবর্ণ 'ণ' বিকল্পে গুরু হয়েছে।

১১. নিপাত (Indeclinables) : প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৬)। চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭)। প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।

প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৬) সূত্রের পরবর্তী চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭) থেকে অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭) সূত্র পর্যন্ত যেসব শব্দ (চ–অধি) পাঠ করা হয়েছে সেগুলিকে নিপাত বলে। অথবা অদ্রব্যবাচী চ-প্রভৃতি অব্যয় এবং প্র-প্রভৃতি উপসর্গকে একত্রে নিপাত বলে। যেমন–

চ, মিথ্যা, মা, ন প্রভৃতি অব্যয় : হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ। (ভারবি, কিরাতার্জুনীয়ম্)
(হিতকর অথচ মনোহর বাক্য দুর্লভ।)
মিথ্যা মা বদ। (মিথ্যা কথা বলো না।)
ন বসন্ত্যেকত্র সর্বে গুণাঃ। (ভারবি, কিরাতার্জুনীয়ম্)
(সমস্ত গুণ একত্র বাস করে না।)

প্র, অপি, প্রতি প্রভৃতি উপসর্গ : রামঃ পিতরৌ প্রণম্য বনং গতঃ।
(রাম পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বনে গেল।)
অপি কুশলী ভবান্ ? (আপনি কেমন আছেন ?)
কালানুরূপং প্রতিবিধানম্। (প্রতিবিধান সময় বুঝেই করণীয়।) ইত্যাদি।

[নিপাত = চ-প্রভৃতি অব্যয় + প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ, উপসর্গ = প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাত, গতি = প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাত + অব্যয় (অলম্, অন্তর প্রভৃতি) + ঘ্নি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ]

১২. অব্যয় (Indeclinables) : স্বরাদিনিপাতব্যয়ম্ (পা. ১/ ১ / ৩৭)। চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭)। স্বরাদি নির্দিষ্ট শব্দ (স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্ প্রভৃতি) এবং নিপাতকে (চ, বা প্রভৃতি) অব্যয় বলে। যেমন–

স্বর্ (স্বঃ = স্বর্গ), অন্তর্ (অন্তঃ), প্রাতর্ (প্রাতঃ), পুনর্ (পুনঃ) প্রভৃতি শব্দ :
স মহাত্মা স্বর্গতঃ। [তিনি (সেই মহাত্মা) স্বর্গে গিয়েছেন।]
অন্তঃ আগাচ্ছামি বা ? (ভিতরে আসব ?)
স প্রাতঃ ভ্রমণং করোতি। (সে সকালে ভ্রমণ করে।)
স পুনঃ আগচ্ছতি। (সে আবার আসে।) ইত্যাদি।

চ, এব প্রভৃতি শব্দ : ত্বাং মাং চ অন্তরা প্রভেদো নাস্তি।
(তোমার এবং আমার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।)
বিদ্যা এব ধনম্। (বিদ্যাই ধন।)
অহো অপূর্বং দৃশ্যম্। (বাঃ চমৎকার দৃশ্য।) ইত্যাদি।

১৩. উপসর্গ (Prepossitional Prefixes, উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ = উপসর্গ) : প্রাদয়ঃ (পা. ১/৪/৫৮) ।, উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা.১/৪/৫৯) ।, তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা.১/৪/৮০) ।

প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ হলে তারা উপসর্গ সংজ্ঞা হয়। অন্যভবে বলা যায়– 'উপসৃজতি বিবিধান্ অর্থান্ ইতি উপসর্গঃ।' অর্থাৎ যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে তারই নাম উপসর্গ। যেমন–

রম্-ধাতুর অর্থ = খেলা করা
কিন্তু,
আ-√রম্ + লট্-তি = আরমতি (আরাম / বিশ্রাম করে)
বি-√রম্ + লট্-তি = বিরমতি (বিরত হয়)
পরি-√রম্ + লট্-তি = পরিরমতি (আনন্দিত হয়)
উপ-√রম্+ লট্-তি = উপরমতি (নিবৃত্ত বা বিরত হয়)

উল্লেখ্য, অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় যেহেতু উপসর্গ সেহেতু এটি পরবর্তী সময়ে আলোচিত হবে বলে এক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হলো।

১৪. গতি : গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬০) ।, কুগতিপ্রাদয়ঃ (পা. ২ / ২ / ১৮) ।, তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা. ১ / ৪ / ৮০) ।

ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্র, পরা প্রভৃতিকে গতি বলে। যেমন–

প্র-√নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য, প্রণত্য
পরা-√জি + লট্-তে = পরাজয়তে

লক্ষণীয় যে, উপসর্গসংজ্ঞা কেবল প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতের হয়। কিন্তু গতি সংজ্ঞা প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গসহ অলম্, অন্তর্, পুরস্, অস্তম্ প্রভৃতি অব্যয়, ঢ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হলে 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন–

অলম্-√কৃ + ল্যপ্ = অলংকৃত্য
বাক্য : বণিক্ কন্যাম্ অলংকৃত্য গতঃ। (ব্যবসায়ী কন্যাকে ভূষিত করে মারা গেল।)

অন্তর্-√হন্ + ল্যপ্ = অন্তর্হত্য
বাক্য : খলঃ অন্তর্হত্য স্থিতঃ। (দুর্জন নিজেকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞা করে।)

পুরস্-√ কৃ + ল্যপ্ = পুরস্কৃত্য
বাক্য : পার্থঃ শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য যুযুধে। (অর্জুন শিখণ্ডিকে পুরস্কৃত করে যুদ্ধে গেল।)

অস্তম্-√ গম্ + ল্যপ্ = অস্তংগত্য
বাক্য : সূর্যঃ অস্তংগত্য পৃথিবীং তমসাচ্ছন্নং করোতি। (সূর্য অস্ত গিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।)

ঢ্বি-প্রত্যয় : দুর্ + ঢ্বি-√কৃ + ল্যপ্ = দূরীকৃত্য (দূর করে)
ঊরি + ঢ্বি-√কৃ + ল্যপ্ = ঊরীকৃত্য (স্বীকার করে)
ডাচ্-প্রত্যয় : পটৎ + ডাচ্ + √কৃ + ল্যপ্ = পটপটাকৃত্য (পটৎ শব্দ)

১৫. ইৎ (Indicatory letter) : উপদেশেঽ জনুনাসিক ইৎ (পা. ১ / ৩ / ২)। লশকৃতদ্ধিতে (পা. ১ / ৩ / ৮)।
[কস্মৈচিৎ কার্যয়োচ্চার্যমাণো বর্ণ ইৎসংজ্ঞো ভবতি। [√ই + ক্বিপ্ = ইৎ]

ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ কার্যের জন্য প্রাতিপদিক, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, আগম. আদেশ প্রভৃতির অঙ্গরূপে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে ইৎ বলে। সংক্ষেপে বলা যায়– কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কার্যকালে থাকে না, তার নাম ইৎ। যেমন–

বি-আ + √কৃ + ল্যুট্ (অনট্) = ব্যাকরণ
দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী
বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান (আন > মান) ইত্যাদি।

এখানে অনট্, ঙীপ্, শানচ্ প্রত্যয়ের যথাক্রমে 'ট', 'ঙ ও প্' এবং 'শ্ ও চ' বিশেষ উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কিন্তু কার্যকালে অনুপস্থিত। অতএব এগুলি ইৎ বর্ণ।

১৬. লোপ (Missing) : তস্য লোপঃ (পা. ১ / ৩ / ৯)। অদর্শনং লোপঃ (পা. ১ / ১ / ৬০)।
ইৎ ও লোপ পর্যায় শব্দ নয়। যার ইৎ সংজ্ঞা হয় উক্ত সূত্রদ্বয় অনুসারে তার লোপ সংজ্ঞা হয়। যেমন–

অণ্-এর ণ্-কার ইৎ সংজ্ঞক হলে লোপ হয়।

১৭. সবর্ণ (Homogenous letters) : তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (পা. ১ / ১ / ৯)।
যে সকল বর্ণের উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণ প্রণালী একই (সমান) তারা পরস্পর সবর্ণ। যেমন–

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে সবর্ণ : অ বর্ণ = অ, আ
ই বর্ণ = ই, ঈ
উ বর্ণ = উ, ঊ
ঋ বর্ণ = ঋ, ৠ, ঌ [ঋ-ঌ-বর্ণয়োঃ সবর্ণং বাচ্যম্, বার্ত্তিক (বা.)।]

ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে সবর্ণ : ক-বর্গীয় বর্ণ = ক খ গ ঘ ঙ
প-বর্গীয় বর্ণ = প ফ ব ভ ম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সবর্ণ হতে পারে না। এজন্য পাণিনি সূত্র করেছেন–

নাজ্ঝলৌ (পা. ১ / ১ / ১০)। [নাজ্ঝলৌ = ন + অচ্ + হলৌ] [চ্ = জ্, হ = ঝ]

১৮. টি : অচোঽন্ত্যাদি টি (পা. ১ / ১ / ৬৪)।
শব্দের অন্ত স্বরবর্ণ অথবা অন্ত স্বরবর্ণ থেকে শুরু করে পরবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে টি বলে। যেমন–

কুল = ক্ + উ + ল্ + অ
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + অ + স্
পতৎ = প্ + অ + ত্ + অ + ৎ

এখানে কুল শব্দের অন্ত স্বর 'অ', মনস্ শব্দের অন্ত স্বর থেকে পরবর্তী বর্ণ 'অ ও স' এবং পতৎ শব্দের অন্ত স্বর থেকে পরবর্তী বর্ণ 'অ ও ৎ' অংশগুলি টি।

উল্লেখ্য, সন্ধির ক্ষেত্রে শব্দের এই 'টি' অংশের লোপ হয়। যেমন–

কুল + অটা = কুলটা
মনস্ + ঈষা = মনীষা
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

১৯. উপধা (Penultimate) : অলোঽন্ত্যাৎপূর্ব উপধা (পা. ১ / ১ / ৬৫)।
শব্দের অন্তবর্ণের পূর্ব বর্ণটিকে উপধা বলে। যেমন–

সম্রাজ্ = স্ + অ + ম্ + র্ + আ + জ্
রাজন্ = র্ + আ + জ্ + অ + ন্
বণিজ্ = ব্ + অ + ণ্ + ই + জ্ ইত্যাদি।

এখানে সম্রাজ্, রাজন্, বণিজ্ ইত্যাদি শব্দের অন্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ যথাক্রমে 'আ', 'অ' এবং 'ই' উপধা।

২০. বিভাষা (An option in grammar) : ন বেতি বিভাষা (পা. ১ / ১ / ৪৪)।

'ন' অর্থাৎ নিষেধ এবং 'বা' অর্থাৎ বিকল্প– এ দুয়ের অর্থ মিলিত হলে বিভাষা সংজ্ঞা হয়। কেবল বিকল্প অর্থ নয়। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়– হতে পারে, নাও হতে পারে, অথবা যেকোনোটি হতে পারে এরূপ বিধান বুঝালে, তাকে বিভাষা বলে। বিভাষা তিন প্রকার। যথা–

ক) প্রাপ্তবিভাষা
খ) অপ্রাপ্ত বিভাষা ও
গ) উভয়ত্র বিভাষা

উল্লেখ্য যে, পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে বিভাষা-কে 'বা' অব্যয় এবং 'অন্যতরস্যাম্ ' এই কথার দ্বারা নিদের্শ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

১. হৃক্রোরন্যতরস্যাম্ (পা. ১ / ৪ / ৫৩)।

হৃ ও কৃ ধাতুর ক্ষেত্রে অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে প্রযোজ্যকর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন–

অণিজন্ত	ণিজন্ত
ভৃত্যঃ কটং হরতি।	স ভৃত্যং ভৃত্যেন বা কটং হারয়তি।
ভৃত্যঃ কটং করোতি।	স ভৃত্যং ভৃত্যেন বা কটং কারয়তি।

২১. প্রগৃহ্য (Admissible) : ঈদুদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্ (পা. ১ / ১ / ১১)। অদসো মাৎ (পা. ১ / ১ / ১২)। নিপাত একাজনাঙ্ (পা. ১ / ১ / ১৪)। ওৎ (পা. ১ / ১ / ১৫)

দ্বিবচন নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত ও এ-কারান্ত পদ, অদস্ শব্দ জাত অমী (প্রথমার বহুবচন) ও অমূ (দ্বিতীয়ার দ্বিবচন), একস্বর নিপাত এবং ও-কারান্ত নিপাতকে প্রগৃহ্য বলে। যেমন–

দ্বিবচন নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত পদ – মুনী
দ্বিবচন নিষ্পন্ন ঊ-কারান্ত পদ – সাধূ
দ্বিবচন নিষ্পন্ন এ-কারান্ত পদ – লতে

অদস্ শব্দ জাত পদ – অমী (প্রথমার বহুবচন)
অমূ (দ্বিতীয়ার দ্বিবচন)

একস্বর নিপাত – অ ই উ
ও-কারান্ত নিপাত – অহো (বাঃ)

উল্লেখ্য যে, এই প্রগৃহ্য সংজ্ঞক পদের সাথে পরবর্তী স্বরবর্ণের সন্ধি হয় না। যেমন–

লতে + এতে = লতে এতে
অমী + অশ্বা = অমী অশ্বা ইত্যাদি।

২২. উপসর্জন (Subtraction) : প্রথমানির্দিষ্টং সমাস উপসর্জনম্ (পা. ১ / ২ / ৪৩)। একবিভক্তি চাপূর্বনিপাতে (পা. ১ / ২ / ৪৪)

সাধারণত সমাসের পূর্বপদ এবং দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত প্রাদিতৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসের পরপদকে উপসর্জন বলা হয়। যেমন–

সাধারণ সমাস : রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)
কৃষ্ণস্য সমীপম্ = উপকৃষ্ণম্ (অব্যয়ীভাব)

দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত প্রাদিতৎপুরুষ : উৎক্রান্তঃ বেলাম্ = উদ্বেলঃ
অতিক্রান্তঃ বাল্যম্ = অতিবাল্যঃ
অভিগতঃ মুখম্ = অভিমুখঃ

এখানে প্রথমক্ষেত্রে রাজপুরুষঃ ও উপকৃষ্ণম্ পদদ্বয়ের 'রাজ' ও 'উপ' উপসর্জন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উদ্বেলঃ,অতিবাল্যঃ, অভিমুখঃ পদত্রয়ের যথাক্রমে 'বেলঃ', 'বাল্যঃ', 'মুখঃ' উপসর্জন।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণেও চারটি মৌলিক বিষয় আছে। যথা–

১. ধ্বনি (Sound)
২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence)
৪. অর্থ (Meaning)

ব্যাকরণের যেসব ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়গুলি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও
৪. অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

ব্যাকরণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে একেক ভাষা অপর ভাষা থেকে পৃথক ভাষা নামে অভিহিত (বৈদিক, সংস্কৃত প্রভৃতি)। এদের মৌলিকত্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে পরস্পরের ওপর প্রভাবও বিদ্যমান। যেমন সংস্কৃতের ওপর বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের প্রভাব রয়েছে। অর্থাৎ বৈদিক ভাষা দ্বারা সংস্কৃত ভাষা অনেক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব হচ্ছে ব্যাকরণের দেহবিষয়ক আলোচনার একটি অন্যতম অংশ। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। শব্দের এ রূপ নিয়ে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাই শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব। শব্দতত্ত্বে ভাষার শব্দগঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও শব্দতত্ত্বে সংস্কৃত ভাষার যাবতীয় শব্দগঠন আলোচনা করা হয়। সংস্কৃত শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় এ শব্দতত্ত্বের একটি অন্যতম বিষয় উপসর্গ। সংস্কৃত ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গের শব্দগঠন, ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়। মূলকথা হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। একারণে উপসর্গকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

গ) সংস্কৃত উপসর্গ

সংস্কৃত ভাষায় যেসব প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় সেসবের মধ্যে উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন অন্যতম। এ ভাষায়ও উপসর্গের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। এ ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার বৈদিক ভাষা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। পাণিনি সংস্কৃত পদসমূহকে প্রধানত দুপ্রকার এবং পরবর্তী সময়ে আরেক প্রকার পদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর *'অষ্টাধ্যায়ী'* গ্রন্থে উক্ত হয়–

সুপ্তিঙন্তং পদম্ (পা. ১ / ৪ / ১৪)।
অব্যয়াদাপ্সুপঃ (পা. ২ / ৪ / ৮২)।

অর্থাৎ উক্ত সূত্রদ্বয় থেকে বলা যায় সুবন্ত, তিঙন্ত ও অব্যয় (উপসর্গ প্রভৃতি) এই ত্রিবিধ পদ সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান।

বিভাগটি ছকে প্রদর্শন করা হলো :

পাণিনি মতে

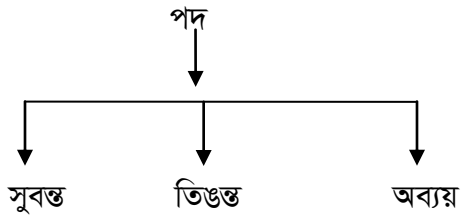

সংস্কৃত অব্যয়

সংস্কৃত উপসর্গ সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের সংস্কৃত অব্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ন ব্যয় = অব্যয়। যে সকল শব্দের কোনো অবস্থাতেই ব্যয় বা রূপান্তর (= পরিবর্তন) হয় না অর্থাৎ যে শব্দ তিন লিঙ্গ, তিন বচন ও সকল বিভক্তিতেই একরূপ থাকে তাকে অব্যয় বলে। এ সম্পর্কে উক্ত হয়–

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্ ॥[৫৫] *(গোপথব্রাহ্মণ* ১ / ১/ ২৬, *মহাভাষ্য* ১ / ৯৬ / ১৬-১৭)

অব্যয়ের উত্তর সকল বিভক্তিরই লোপ হয়। কেবল প্রয়োগ করলে অন্তঃস্থিত র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়। যেমন–

প্রাতর্ > প্রাতঃ = প্রাতঃ যজতে। (সকালে যজ্ঞ করে।)
উচ্চৈস্ > উচ্চৈঃ = শিশুঃ উচ্চৈঃ ক্রন্দতি। (শিশুটি উচ্চস্বরে কাঁদে।) ইত্যাদি।

পাণিনির প্রাগ্রীশ্বরানিপাতাঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৬) সূত্রের পরবর্তী চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭) থেকে অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭) সূত্র পর্যন্ত যেসব শব্দ (চ–অধি) পাঠ করা হয়েছে সেগুলিকে নিপাত বলে। অথবা অদ্রব্যবাচী চ-প্রভৃতি অব্যয় এবং প্র-প্রভৃতি উপসর্গকে একত্রে নিপাত বলে। এই নিপাত শব্দকেই অব্যয় বলা হয়েছে–

স্বরাদিনিপাতব্যয়ম্ (পা. ১/ ১ / ৩৭)।

অর্থাৎ স্বর্ (Haven) প্রভৃতি শব্দ এবং নিপাত শব্দকে অব্যয় বলে। যেমন–

স্বরাদি শব্দ : স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্, উচ্চৈস্ প্রভৃতি।
চাদি নিপাত : চ, বা, প্র, পরা প্রভৃতি।

এদের মধ্যে স্বরাদি শব্দ অর্থের বাচক এবং চাদি নিপাত অর্থের দ্যোতক। তাই উক্ত হয়–

স্বরাদয়ো বাচকাঃ চাদয়ো দ্যোতকা ইত্যনয়োর্ভেদঃ।[৫৬]

এ আলোচনা থেকে বলা যায় অব্যয় দুপ্রকার। যথা–

১. স্বরাদি শব্দ
২. চাদি নিপাত

এদের আরো কিছু উপবিভাগ রয়েছে। নিম্নে বিভাগটি ছকে প্রদর্শন করা হলো :

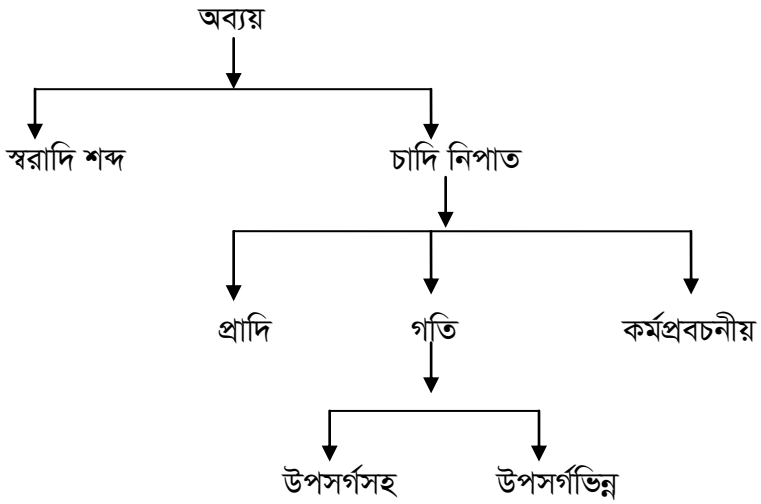

নিপাত : নিয়মেন পাতয়ন্তি স্বার্থমন্যাস্মিন্।[৫৭]
নিয়মপূর্বক এ শব্দের আবির্ভাব হয় বলে এর নাম নিপাত।

পাণিনি নিপাত বুঝাতে 'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' (পা.১ / ৪ / ৫৬) সূত্রের পরবর্তী 'চাদয়োঽ সত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭) সূত্র থেকে 'অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭) সূত্র পর্যন্ত উল্লিখিত শব্দগুলিকে (চ–অধি) নিপাত বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে–

১. চাদয়োঽ সত্ত্বে (পা. ১ / ৪ / ৫৭)।
২. প্রাদয়োঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।
৩. উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ / ৫৯)।
৪. গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬০)।
৫. কর্মপ্রবচনীয়াঃ (পা. ১ / ৪ / ৮৩)। প্রভৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

প্রাদি : প্রাদয়ঃ (পা. ১/৪/৫৮)।, উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা.১/৪/৫৯)।, তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা.১/৪/৮০)।
প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ হলে তারা প্রাদি সংজ্ঞা হয়। যেমন–

ক্রম্-ধাতুর অর্থ = হাঁটা
কিন্তু,
আ-√ক্রম্ + লট্-তে = আক্রমতে (উঠে বা উঠছে)
বি-√ক্রম্ + লট্-তে = বিক্রমতে (চলে বা চলছে)
প্র-√ক্রম্ + লট্-তে = প্রক্রমতে (আরম্ভ করে বা করছে)
উপ-√ক্রম্+ লট্-তে = উপক্রমতে (আরম্ভ করে বা করছে)

উল্লেখ্য, অভিসন্দর্ভের বিষয় উপসর্গ বিধায় এদের সম্পর্কে পরে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

গতি : গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬০)।, কুগতিপ্রদয়ঃ (পা. ২ / ২ / ১৮)।, তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা. ১ / ৪ / ৮০)। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্র, পরা প্রভৃতিকে গতি বলে। যেমন–

প্র-√নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য, প্রণত্য
পরা-√জি + লট্-তি = পরাজয়তি

লক্ষণীয় যে, উপসর্গ সংজ্ঞা কেবল প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতের হয়। কিন্তু গতি সংজ্ঞা প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গসহ অন্য বহু অব্যয়ের অর্থাৎ অলম্, অন্তর্, পুরস্, অস্তম্ প্রভৃতি অব্যয়েরও গতিসংজ্ঞা হয়। যেমন–

অলম্-√কৃ + ল্যপ্ = অলংকৃত্য
বাক্য : বণিক্ কন্যাম্ অলংকৃত্য গতঃ। (ব্যবসায়ী কন্যাকে ভূষিত করে মারা গেল।)

অন্তর্-√হন্ + ল্যপ্ = অন্তর্হত্য
বাক্য : খলঃ অন্তর্হত্য স্থিতঃ। (দুর্জন নিজেকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞা করে।)

পুরস্-√কৃ + ল্যপ্ = পুরস্কৃত্য
বাক্য : পার্থঃ শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য যুযুধে। (অর্জুন শিখণ্ডিকে পুরস্কৃত করে যুদ্ধে গেল।)

অস্তম্-√গম্ + ল্যপ্ = অস্তংগত্য
বাক্য : সূর্যঃ অস্তংগত্য পৃথিবীং তমসাচ্ছন্নং করোতি। (সূর্য অস্ত গিয়ে পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।)

কর্মপ্রবচনীয় : কর্মপ্রবচনীয়াঃ (পা. ১ / ৪/ ৮৩)।
কর্ম প্রোক্তবন্তঃ = কর্মন্-প্র-√বচ্ + অনীয়র্ (ভূতে কর্তরি বহুলাৎ অনীয়র্) = কর্মপ্রবচনীয়। এখানে 'কর্ম' বলতে 'ক্রিয়া' বুঝায়। সাধারণত ভবিষ্যৎকালে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে তব্য, অনীয়র্ > অনীয় প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। কিন্তু এখানে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (পা.৩ / ৩ / ১১৩) সূত্রানুসারে অতীতকালে এবং কর্তৃবাচ্যে অনীয়র্ > অনীয় প্রত্যয় হয়েছে। সুতরাং 'কর্মপ্রবচনীয়' শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে– যারা পূর্বে কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করত, কিন্তু সম্প্রতি কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করে না, কেবল ক্রিয়ানিরূপিত সম্বন্ধ-বিশেষের দ্যোতনা করে নাম শব্দের বিভক্তির নিয়ন্ত্রণ করে– তারাই কর্মপ্রবচনীয়। কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হলে গতি এবং উপসর্গ সংজ্ঞার নিষেধ হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্মপ্রবচনীয়গুলি প্রথমে নিপাত, তারপর উপসর্গ, গতি প্রভৃতি সংজ্ঞা এবং অতঃপর কর্মপ্রবচনীয় (অনু, উপ, প্রতি, পরি, অভি, সু, অতি, অপি, অপ, আঙ্, অধি এই ১১টি) [নিপাত > উপসর্গ > গতি > কর্মপ্রবচনীয়] সংজ্ঞা হয়। এদের অব্যয়ত্ব সিদ্ধ আছে, কিন্তু এদের 'গতি' ও উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। ভর্তৃহরি তাঁর '*বাক্যপদীয়*' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে কর্মপ্রবচনীয়গুলি নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত–এই চার প্রকার পদের অতিরিক্ত পঞ্চম পদ। তিনি বলেন–

ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ ॥[৫৮]

কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চমী কিংবা সপ্তমীও হয়ে থাকে। যেমন–

দ্বিতীয়া বিভক্তি : জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। (ঠিক জপের পরে বৃষ্টি হলো।)
পঞ্চমী বিভক্তি : অপ হরে সংসারঃ। (হরি হতে সংসার।)
সপ্তমী বিভক্তি : উপ পরার্ধে হরেঃ গুণাঃ। (হরির গুণ পরার্ধের বা সর্বোচ্চ চরম সংখ্যার অধিক।)

পরে যথাস্থানে এদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, পাণিনি অব্যয় বলতে নিপাত, উপসর্গ, গতি, কর্মপ্রবচনীয় এবং অনেক শব্দ যার বিভিন্ন বিভক্তিতে প্রয়োগ নেই, সেসব শব্দ বুঝিয়েছেন। তাছাড়া অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন এবং কিছু কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত শব্দও বুঝিয়েছেন।

সংস্কৃত উপসর্গের সংজ্ঞা

পাণিনি উপসর্গের কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি। কিন্তু এর ব্যুৎপত্তির মধ্যেই সংজ্ঞা নিহিত আছে। উপসর্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ = উপসর্গঃ।[৫৯] সৃজ্ ধাতুর অর্থ সৃষ্টি করা। কিন্তু উপ-পূর্বক সৃজ্ ধাতুর অর্থ ধাতুর বিশেষভাবে অর্থভেদ সৃষ্টি করা। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বলা যায় যে, 'উপসৃজতি বিবিধান্ অর্থান্ ইতি উপসর্গঃ।' যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে তারই নাম উপসর্গ। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব অব্যয় ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্য (অর্থের বিচিত্রতা) সৃষ্টি করে সেসব অব্যয়কে সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন– প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ–

[উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ]

'কৃ'-ধাতু = কার্য বা কাজ করা
কিন্তু, আ-√কৃ + লট্-তি = আকরোতি (আকৃতি করে)
বি-√কৃ + লট্-তি = বিকরোতি (স্খলন করে)
উপ-√কৃ + লট্-তি = উপকরোতি (উপকার করে)
প্র-√কৃ + লট-তি্ = প্রকরোতি (প্রভেদ করে)
সম্-√কৃ + লট্-তি = সংস্করোতি (সংস্কার করে)

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্ প্রভৃতি অব্যয় 'কৃ'-ধাতুর (কার্য বা কাজ করা) পূর্বে যুক্ত হয়ে বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করেছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা

সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী যা বলেছেন তা তুলে ধরা হলো :

১. পাণিনি তাঁর *'অষ্টাধ্যায়ী'* গ্রন্থে উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সূত্রটি উল্লেখ করেছেন–

প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় প্রাদি হলো প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ বা নিপাত।

২. ভট্টোজিদীক্ষিত তাঁর *'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী'* গ্রন্থে উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে বলেছেন–

প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গাসংজ্ঞা গতিসংজ্ঞাশ্চ স্যুঃ।

অর্থাৎ প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উদ্, অভি, প্রতি, পরি, উপ– ২২টি অব্যয় ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে উপসর্গ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

৩. *'সুপদ্ম'* ব্যাকরণে লৌকিক সংস্কৃতে আরেকটি করিকার মাধ্যমে ২০টি উপসর্গ উল্লিখিত হয়েছে–

প্র-পরাপ-সমন্বব-নির্দুরভি-ব্যধি-সূদতি-নি-প্রতি-পর্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা ॥[৬০]

অর্থাৎ কারিকায় কবি কর্তৃক প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ বা নিপাত কথিত হয়।

উল্লেখ্য, প্র প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ যখন পৃথকভবে কিংবা ক্রিয়াপদ ব্যতীত অন্য পদের (নাম প্রভৃতি) সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন এদের নিপাত বলে। আর যখন এরা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তাদের উপসর্গ বলে। এ বিষয়ে *'সুপদ্ম'* ব্যাকরণে উক্ত হয়েছে–

প্রাদ্যুপসর্গঃ প্রাগ্‌ধাতোঃ। (১ / ১ / ২৭)

উপর্যুক্ত বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক কথিত বিশটি বা বাইশটি উপসর্গকে নিম্নোক্তভাবে অ-কারাদিক্রমে সাজিয়ে সহজে মনে রাখা যায়।

স্বরাদি উপসর্গ (১০টি)	ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০ টি + ২ টি)
১. অতি	১১. দুর্ = ২১. দুস্ (দুঃ)
২. অধি	১২. নির্ = ২২. নিস্ (নিঃ)
৩. অনু	১৩. নি
৪. অপি	১৪. প্র
৫. অপ	১৫. পরা
৬. অব	১৬. পরি
৭. অভি	১৭. প্রতি
৮. আ	১৮. বি
৯. উদ্ = উৎ	১৯. সু
১০. উপ	২০. সম্

উল্লেখ্য, শ্লোকে বা কারিকায় 'উৎ' উপসর্গটি পাণিনীয়ে 'উদ্' রূপে ব্যবহৃত হয়। আর দুর্ ও নির্ উপসর্গ দুটির রূপান্তর দুস্ ও নিস্ হতে পারে। এদের পরিণতি যথাক্রমে 'দুঃ' ও 'নিঃ'। দুর্ ও নির্ উপসর্গ দুটির রূপান্তর দুস্ ও নিস্-কে পাণিনি পৃথক উপসর্গ স্বীকার করে উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা ধরেছেন ২০টি নয় ২২টি।[৬১]

সুতরাং সংস্কৃত উপসর্গ = স্বরাদি উপসর্গ (১০টি) + ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০ টি + ২ টি) = ২২টি

সংস্কৃত উপসর্গের শ্রেণী

সংস্কৃত ভাষায়ও দুই শ্রেণির উপসর্গ আছে।[৬২] যথা-

১. ক্রিয়াবাচক উপসর্গ (Adverbial Preposition) ও
২. নামবাচক উপসর্গ (Nominal Preposition)

ক্রিয়াবাচক উপসর্গ : যেসব উপসর্গের স্বভাব ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় সেগুলিকে ক্রিয়াবাচক উপসর্গ বলে। যেমন–

অতি (দূরে), অনু (পরে), অধি (দিকে), প্রতি (বিপরীত) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ :

বালকঃ বৃদ্ধমপি গুণেন অতিক্রামতি। (বালক বৃদ্ধকে গুণে অতিক্রম করে।)
প্রতীক্ষস্ব ক্ষণম্ অত্র। (এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।) ইত্যাদি।

নামবাচক উপসর্গ : যেসব উপসর্গ (ক্রিয়ার উপসর্গগুলিই) সংশ্লিষ্ট নামের অনুক্ত কারক-বিভক্তি (সম্প্রদান বাদে) নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে নামবাচক উপসর্গ বলে। যেমন–

প্রতি, অনু, আ ইত্যাদি।

এগুলি কারক-নিয়ামক হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। উক্ত তিনটি উপসর্গের মধ্যে 'প্রতি' ও 'অনু' অনুসর্গ হিসেবে (অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়) এবং 'আ' উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাক্যে প্রয়োগ :
ক্রিয়াবিচ্ছিন্ন উপসর্গ / কর্মপ্রবচনীয় : দরিদ্রং প্রতি দয়াং কুরু। (দরিদ্রের প্রতি দয়া করো।)
জপম্ অনু নিশম্য প্রাবর্ষৎ মেঘঃ। (জপ শুনিবামাত্রই মেঘ বর্ষণ শুরু করলো।)
উপসর্গ : আ সমুদ্রাৎ। (সমুদ্র হতে)

সংস্কৃত উপসর্গের কাজ

উপসর্গ নানাবিধ কাজ করে থাকে। যেমন, ধাতুর অর্থে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, ধাতুর একই অর্থ ঠিক রাখতে পারে, ধাতুর অর্থে বিশেষত্ব আনয়ন করতে পারে ও অনর্থক প্রযুক্ত হতে পারে। এভাবে দেখা যায় যে উপসর্গের কাজ চারটি–

১. ধাত্বর্থের পরিবর্তন
২. ধাত্বর্থের অনুবর্তন
৩. ধাত্বর্থের বিশেষীকরণ ও
৪. পাদপূরণের জন্য নিরর্থকভাবে প্রয়োগ

নিম্নে কয়েকটি কারিকার মাধ্যমে উপসর্গের কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তুলে ধরা হলো :

কারিকা– ১. উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ ॥[৬৩]

উপসর্গ ধাতুর অর্থকে বলপূর্বক অর্থাৎ জোর করে অন্যদিকে নিয়ে যায়। যেমন– হৃ-ধাতুটির সাধারণ অর্থ হরণ বা চুরি করা। কিন্তু প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গ হৃ-ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে উক্ত অর্থকে (হরণ বা চুরি করা) জোর করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দিকে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

[উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ]

'হৃ'- ধাতু = হরণ বা চুরি করা
কিন্তু,
আ-√হৃ + লট্-তি = আহরতি (আহার করে)
বি-√হৃ + লট্-তি = বিহরতি (বিহার করে)
উপ-√হৃ + লট্-তি = উপহরতি (উপহার দেয়)
প্র-√হৃ + লট-তি্ = প্রহরতি (প্রহার করে)
সম্-√হৃ + লট্-তি = সংহরতি (সংহার করে)

এ প্রসঙ্গে একটি সংস্কৃত গাথা উল্লেখ্য–

আপূর্ব সর্বজন্তূনাং বিপূর্বমহতামপি।
প্রপূর্বসাপরাধনাং কেবলং যুবতিপ্রিয়ঃ ॥[৬৪]

অর্থাৎ আহার– সকল প্রাণী চায়। বিহার– মহতেরাও চায়, প্রহার– অপরাধকারী পায়। হার– যুবতীরা চায়।

কারিকা– ২. ক্বচিদর্থে প্রাদিযোগে হ্যকর্মণোঽ পি ধাতবঃ।
সকর্মণো প্রজায়ন্তে সতাং সঙ্গাজ্জনা ইব ॥[৬৫]

প্রাদি (প্র, পরা প্রভৃতি) উপসর্গের যোগে অকর্মক ধাতুও সকর্মক হয়ে যায়। যেমন সাধু-সঙ্গের প্রভাবে কর্মে বিমুখ ব্যক্তিও সকর্মক অর্থাৎ কর্মঠ হয়ে ওঠে। যেমন–

ভূ (√ভূ + লট্-তি = ভবতি) ধাতু অকর্মক : বৃষ্টিঃ ভবতি। (বৃষ্টি হয়।)
কিন্তু, অনু, পরা-ভূ (অনু, পরা-√ভূ + লট্-তি = অনুভবতি, পরাভবতি) ধাতু সকর্মক :
পাপী দুখম্ অনুভবতি। (পাপী দুঃখ ভোগ করে।)
রাজা শত্রূন্ পরাভবতি। (রাজা শত্রুকে পরাজিত করে।)

কারিকা– ৩. ক) ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমেবানুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা ॥[৬৬]

খ) ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমনুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্যো২ নর্থকো২ ন্যঃ প্রযুজ্যতে ॥[৬৭]

প্রথম কারিকায় (৩/ক) উপসর্গ কখনো কখনো ধাতুর অর্থকে বাধা দেয়, ধাতুর অর্থকেই অনুসরণ করে ও ধাতুর অর্থে কিছু কিছু বিশেষত্ব আনে– এরূপ তিনটি কাজ করে থাকে। দ্বিতীয় কারিকায় (৩/খ) প্রথম কারিকায় উক্ত তিনটি কাজের অতিরিক্ত উপসর্গ কখনো আবার অনর্থক প্রযুক্ত হয়। যেমন–

ধাতুর অর্থে বাধা : √যা + লট্-তি = যাতি (যায়)
আ-√যা + লট্-তি = আয়াতি (আসে)

বাক্যে প্রয়োগ : স যাতি। (সে যায়।)
স আয়াতি। (সে আসে।)

ধাতুর অর্থকে অনুসরণ : √বস্ + লট্-তি = বসতি (বাস করে)
উপ, অনু, অধি, আ-√বস্ + লট্-তি = উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি, আবসতি (বাস করে)

বাক্যে প্রয়োগ : স গ্রামে বসতি। (সে গ্রামে বাস করে।)
স গ্রামং উপবসতি অনুবসতি অধিবসতি আবসতি বা। (সে গ্রামে বাস করে।)

ধাতুর অর্থে বিশেষত্ব : √নম্ + লট্-তি = নমতি (নত হয়, নমস্কার করে)
প্র-√নম্ + লট্-তি = প্রণমতি (বিশেষভাবে নত হয়, প্রণাম করে)

বাক্যে প্রয়োগ : স মাতরং নমতি। (সে মাকে নমস্কার করে।)
স মাতরং প্রণমতি। (সে মাকে বিশেষভাবে প্রণাম করে।)

অনর্থক প্রযুক্ত : √গম্ + লঙ্-দ্ = অগচ্ছৎ (গেল)
অনু-√গম্ + লঙ্-দ্ = অন্বগচ্ছৎ (গেল)

বাক্যে প্রয়োগ : স গৃহম্ অগচ্ছৎ অন্বগচ্ছৎ বা। (সে বাড়ি গেল।)

উপসর্গের অর্থ বিচার

প্রথম অধ্যায়ে বৈদিক ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে কি নেই তা নিয়ে বৈদিক আচার্যদের (শাকটায়ন, গার্গ্য প্রমুখ) মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এ অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যমণি পাণিনি অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে কি নেই সম্পর্কে স্পষ্টত কোনো মত দেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, আসলে ধাতুর মধ্যেই বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা আছে, উপসর্গ সেইসব ভাবপ্রকাশে উপলক্ষ মাত্র। এ হিসেবে মনে হয় তিনি শাকটায়নের মতানুসারী। পরবর্তী সময়ে তাঁর ব্যাকরণাধ্যায়িগণ (পাণিনি ব্যাকরণাধ্যায়িগণ) উপসর্গের বাচকত্ব (নিজস্ব অর্থ) স্বীকার করেন না কিন্তু দ্যোতকত্ব (অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা) স্বীকার করেন। অর্থাৎ এঁদের মতে সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গগুলি ধাতুর অনেক অর্থই বিশেষভাবে প্রকাশ করে কিন্তু তার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এঁরাও অনেকটা বৈদিকের শাকটায়নের মতানুসারী। উপসর্গের অর্থ সম্পর্কে শাকটায়ন, গার্গ্য, যাস্ক, পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণদের সুস্পষ্ট কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরা হলো :

উপসর্গের অর্থ সম্পর্কে একটি সাধারণ মন্তব্য–

উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ।[৬৮]

অর্থাৎ উপসর্গগুলি অপ্রকাশিত পদার্থের প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু এদের নিজস্ব অর্থ নাই।

এ মন্তব্য থেকে অনেকে বলেন–

অনেকার্থা হি ধাতবঃ। / ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ।[৬৯]

অর্থাৎ ধাতুর নিজেরই বহু অর্থ আছে।

উল্লেখ্য, উপসর্গসমূহ ধাতুর অন্তর্নিহিত ঐ সকল অর্থ দ্যোতিত (প্রকাশিত) করে।

উপসর্গের অর্থ সম্পর্কে ভট্টোজিদীক্ষিত বলেছেন–

উপসর্গস্তুর্থবিশেষস্যদ্যোতকাঃ।[৭০]

অর্থাৎ উপসর্গগুলি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতক।

যেমন অন্ধকার ঘরে থাকা জিনিস আলোর দ্বারা প্রকাশিত (দ্যোতিত) হয়, তেমনি ধাতুর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকা অর্থবিশেষ উপসর্গের দ্বারা প্রকাশিত (দ্যোতিত) হয়। অর্থাৎ উপসর্গগুলি পদার্থের দ্যোতক, বাচক নয়।

বিষয়টি চিত্রে প্রদর্শিত হলো[৭১] :

চিত্র– ১ : বহু জিনিস থাকা অন্ধকার গৃহে প্রজ্জ্বলিত আলো

এখানে

ধাতু = অন্ধকার গৃহে থাকা বহু জিনিস
উপসর্গ = প্রজ্জ্বলিত আলো

সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি মাঘ তাঁর '*শিশুপালবধম্*' মহাকাব্যে উপসর্গের অর্থ সম্পর্কে বলেন–

সন্তমেব চিরমপ্রকৃতত্বাদপ্রকাশিতমাদিদ্যুতদঙ্গে।
বিভ্রমে মধুমদঃ প্রমদানাং ধাতুলীনমুপসর্গ ইবার্থম্ ॥[৭২] (শিশু. ১০/ ১৫)

অর্থাৎ সমস্ত অর্থই ধাতুর মধ্যে লীন থাকে। প্রাদি (প্র, পরা প্রভৃতি) উপসর্গ সেই সব অর্থকে প্রকাশ করে। সেইরকম নানাবিধ বিলাস রমণীদের অঙ্গে চিরকালই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রকাশক না থাকায় তা প্রকাশিত হচ্ছিল না। মদ্যপানের মত্ততা সেই বিলাসকে প্রকাশ করল। যেমন–

'নম্'-ধাতু = নমস্কার করা (ধাতুর অন্তর্নিহিত অর্থ)
√নম্ + লট্-তি = নমতি (নমস্কার করে)
কিন্তু প্র-√নম্ + লট্-তি = প্রণমতি (বিশেষভাবে নমস্কার করে)

বাক্যে প্রয়োগ : স গুরুং / আচার্যং প্রণমতি। (সে গুরুকে বা আচার্যকে বিশেষভাবে নমস্কার করে।)

উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থবৈচিত্র্যের নির্দশন

পূর্বেই বলা হয়েছে উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থভেদ হয়। অর্থাৎ উপসর্গ ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এটি ধাতুর মূল অর্থের কয়েক রকম পরিবর্তন করতে পারে– ধাতুর অর্থে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, ধাতুর একই অর্থ ঠিক রাখতে পারে, ধাতুর অর্থে বিশেষত্ব আনয়ন করতে পারে ও অনর্থক প্রযুক্ত হতে পারে। নিম্নে সকল উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থভেদ প্রদর্শন করা হলো[৭৩] :

উপসর্গের নাম	মূলধাতু	মূল ধাতুর অর্থ	উপসর্গযুক্ত ধাতু	পরিবর্তিত অর্থ
১. অতি	ক্রম্	হাঁটা	অতি-√ক্রম্ + লট্-তি = অতিক্রামতি	অতিক্রম করে
২. অধি	আস্	বসা	অধি-√আস্ + লট্-তে = অধ্যাস্তে	অধিষ্ঠান করে, বাস করে
৩. অনু	কৃ	করা	অনু-√কৃ + লট্-তি = অনুকরোতি	অনুকরণ করে
৪. অপি	ধা	ঢাকা	অপি-√ধা + তব্য = পিধাতব্য	ঢাকা উচিত
৫. অপ	ঈক্ষ্	দেখা	অপ-√ ঈক্ষ্ + লট্-তে = অপেক্ষতে	অপেক্ষা করে
৬. অব	আপ্	পাওয়া	অব-√আপ্ + লট্-তি = অবাপ্নোতি	লাভ করে
৭. অভি	অস্	থাকা, হওয়া	অভি-√অস্ + লট্-তি = অভ্যস্যতি	অভ্যাস করে
৮. আ	কৃষ্	আর্কষণ করা	আঙ্ = আ-√কৃষ্+ লট্-তি = আকর্ষতি	আকর্ষণ করে
৯. উদ্	ই	যাওয়া	উদ্-√ই + লট্-তি = উদেতি	উদিত হয়
১০. উপ	ক্রম্	শুরু করা	উপ-√ক্রম্+ লট্-তে = উপক্রমতে	শুরু করে
১১. দুর্	স্থা	থাকা	দুঃ-√স্থা + ড = দুঃস্থ	দরিদ্র
১২. দুর্ = দুস্	তৃ	পার হওয়া	দুস্-√তৃ + ঘঞ্ = দুস্তর	পার হওয়া কঠিন
১৩. নির্	নী	নেওয়া	নির্-√নী + লট্-তি = নির্ণয়তি	নির্ণয় করে
১৪. নির্ = নিস্	তৃ	পার হওয়া	নিস্-√তৃ + ঘঞ্ = নিস্তার	নিস্তার পাওয়া
১৫. নি	ক্ষিপ্	নিক্ষেপ করা	নি-√ক্ষিপ্ + লট্-তি = নিক্ষিপতি	নিক্ষেপ করে
১৬. প্র	হৃ	হরণ করা	প্র-√হৃ + ঘঞ্ = প্রহার	আঘাত করা
১৭. পরা	অয়	পলায়ন করা	পরা-√অয় + লট্-তে = পলায়তে	পলায়ন করে
১৮. পরি	ঈক্ষ্	দেখা	পরি-√ঈক্ষ্+ লট্-তে = পরীক্ষতে	পরীক্ষা করে
১৯. প্রতি	ঈক্ষ্	প্রতিক্ষা করা	প্রতি-√ঈক্ষ্ + লোট্-স্ব = প্রতীক্ষস্ব	প্রতীক্ষা করো
২০.বি	কৃ	করা	বি-√কৃ + লট্-তে = বিকুর্বতে	ইচ্ছামত কাজ করে
২১. সু	স্থা	থাকা	সু-√স্থা + ড = সুস্থঃ	নীরোগ, সুখী
২২. সম্	গম্	যাওয়া	সম্-√গম্ + লট্-তে = সঙ্গচ্ছতে	মিলিত হয়

সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম

সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার বৈদিক ভাষার উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এ ভাষায় বৈদিক উপসর্গ ব্যবহারের কেবল একটি নিয়ম প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত নিয়মটি এসেছে। তবে এ ভাষায় ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে কিছু বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করেছে। পাণিনি বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে উপসর্গ ব্যবহারের সেই বৈচিত্র্যগুলি তুলে ধরেছেন। সংস্কৃতে উপসর্গের ব্যবহারকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়–

ক) ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে
খ) ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে
গ) লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে
ঘ) নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে নির্দিষ্ট উপসর্গ
ঙ) উপসর্গ (= কর্মপ্রবচনীয়) বিভক্তির কারণ / পদের বিভক্তি নির্ধারণে উপসর্গ (= কর্মপ্রবচনীয়)
চ) অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে রূপান্তর
ছ) পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তর

নিম্নে সংস্কৃতে উপসর্গ ব্যবহারের নিয়মসমূহ তুলে ধরা হলো :

ক) ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে [উপসর্গ + ধাতু + বিভক্তি]

১. উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ / ৫৯)।
উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

প্র-√আপ্ + লট্-তি = প্রাপ্নোতি (পায়)
পরা-√অয় + লট্-তে = পলায়তে (পলায়ন করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : গুণী সম্মানং প্রাপ্নোতি। (গুণী সম্মান পায়।)
তস্করঃ ভয়েন পলায়তে। (চোর ভয়ে পলাল।)

এখানে, প্র, পরা উপসর্গ ক্রিয়া আপ্ ও অয়্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২. তে প্রাগ্ধাতোঃ (পা. ১ / ৪/ ৮০)।
তারা (তে = উপসর্গগুলি) ধাতুর পূর্বে বসে। যেমন–

অনু-√কৃ + লট্-তি = অনুকরোতি (অনুকরণ করে)
সম্-√স্থা + লট্-তে = সন্তিষ্ঠতে (বিশ্বাস করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : শিশুঃ মাতরম্ অনুকরোতি। (শিশু মাকে অনুকরণ করে।)
ন কো২ পি দরিদ্রস্য বাক্যে সন্তিষ্ঠতে। (কেউ দরিদ্রের বাক্যে বিশ্বাস করে না।)

এখানে, অনু, সম্ উপসর্গ কৃ, স্থা-ধাতুর পূর্বে বসেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য উপসর্গও সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর পূর্বে বসে।

৩. প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (পা. ৮ / ১ / ৬)।

কখনো কখনো প্র, সম্, উপ এবং উদ্– এই চারটি উপসর্গ নিরর্থকভাবে নিছক পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–

প্রপ্রপূজ্য মহাদেবং সংসং যম্য মনঃ সদা।
উপোপহায় সংসর্গমুদুদ্গতঃ স তাপসঃ॥

এখানে প্র, সম্, উপ এবং উদ্ কেবল পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সন্ধিতে ধাতু ও উপসর্গের কাজ আগে করতে হয়। কেননা ধাতু ও উপসর্গের কাজ অন্তরঙ্গ। তাই এ সম্পর্কে একটি ন্যায় উক্ত হয়–

ধাতূপসর্গয়োঃ কার্যমন্তরঙ্গম্।[৭৪]

দৃষ্টান্ত : শিব + আ + ইহি = শিব + এহি = শিবৈহি ['ওমাঙোশ্চ' (পা.৬ / ১ / ৯৫) সূত্রানুসারে]
[√ই + লোট্-হি = ইহি, আ-√ই + লোট্-হি = এহি]

এখানে, উপসর্গ 'আ' এবং ধাতু 'ইহি'-এর মধ্যে প্রথমে কার্য সাধন হয়েছে।

খ) ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে [উপসর্গ + ধাতু + ক্ত্বাচ্ / ল্যপ্ প্রত্যয়]

১. সমাসেঽ নঞ্পূর্বে ক্তো ল্যপ্ (পা. ৭ / ১ / ৩৭)।

পূর্বে অব্যয় থাকলে অথবা নঞ্-তৎপুরুষ (অনঞ্ = ন নঞ্ অর্থাৎ নঞ্ ভিন্ন অব্যয়) ব্যতীত সমাসের ক্ষেত্রে ক্ত্বাচ্ এর স্থানে ল্যপ্ হয়। যেমন–

ধাতু + ক্ত্বাচ্ : √নম্ + ক্ত্বাচ্ = নত্বা (নত হয়ে)
নঞ্ + ধাতু + ক্ত্বাচ্ : নঞ্ + √কৃ + ক্ত্বাচ্ = অকৃত্বা (না করে) [নঞ্ = ন = অ]

কিন্তু,

উপসর্গ + ধাতু + ল্যপ : প্র-√নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য প্রণত্য বা (প্রণাম করে) [প্রণত্বা নয়] ইত্যাদি।
বাক্যে প্রয়োগ : স মাতরং প্রণম্য প্রণত্য বা ঢাকাম্ অগচ্ছৎ। (সে মাকে প্রণাম করে ঢাকা গেল।)

এখানে, প্র উপসর্গ নম্-ধাতুর পূর্বে যুক্ত হওয়ায় ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় না হয়ে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়েছে।

সকল উপসর্গযুক্ত ল্যপ্ প্রত্যয়ের অতিরিক্ত উদাহরণ :

ক) স্বরাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১. অতি-√ক্রম্ + ল্যপ্ = অতিক্রম্য (অতিক্রম করে)
২. অধি-√ই + ল্যপ্ = অধীত্য (অধ্যয়ন করে)
৩. অনু-√ইষ্+ ল্যপ্ = অন্বিষ্য (অন্বেষণ করে)
৪. অপি-√ধা + ল্যপ্ = অপিধায় / পিধায় (আবৃত করে)
৫. অপ-√কৃ + ল্যপ্ = অপকৃত্য (অপকার করে)

৬. অব-√রুধ্ + ল্যপ্ = অবরুধ্য (অবরুদ্ধ করে)

৭. অভি-√জ্ঞা + ল্যপ্ = অভিজ্ঞায় (চিনতে পেরে)

৮. আ-√লোচ্ + ল্যপ্ = আলোচ্য (আলোচনা করে)

৯. উদ্-√লিখ্ + ল্যপ্ = উল্লিখ্য (উল্লেখ করে)

১০. উপ-√গম্ + ল্যপ্ = উপগম্য, উপগত্য (নিকটে গিয়ে)

খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১১. দুর্ = দুস্ > দুর্-দ্বি√কৃ + ল্যপ্ = দূরিকৃত্য (দূর করে)

১২. নির্ = নিস্ > নির্-√চি + ল্যপ্ = নিশ্চিত্য (নিশ্চিত হয়ে)

১৩. নি-√হন্ + ল্যপ্ = নিহত্য (হত্যা করে)

১৪. প্র-√নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য, প্রণত্য (প্রণাম করে)

১৫. পরা-√কৃ + ল্যপ্ = পরাকৃত্য (প্রত্যাখ্যান করে)

১৬. পরি-√ঈক্ষ্ + ল্যপ্ = পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করে)

১৭. প্রতি-√স্থা + ল্যপ্ = প্রতিষ্ঠায় (প্রতিষ্ঠা করে)

১৮. বি-√বৃ + ল্যপ্ = বিবৃত্য (বর্ণনা করে)

১৯. সু-√কৃ + ল্যপ্ = সুকৃত্য (পুণ্য করে)

২০. সম্-√ক্ষিপ্ + ল্যপ্ = সংক্ষিপ্য (সংক্ষেপ করে)

গ) লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে [উপসর্গ + ধাতু + লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত 'অ']

১. লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ (পা. ৬ / ৪ / ৭১), আদ্যন্তৌ টকিতৌ (পা. ১ / ১ / ৪৬)।

লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ (প্রথম দুটি অতীত, তৃতীয়টি অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়) বিভক্তিতে ধাতুর পূর্বে যে অ-কারের আগম হয়, তা উপসর্গের পরে বসবে, পূর্বে বসালে ভুল হবে।[৭৫] যেমন–

গম্ ধাতু লঙ্ এর ১ম. পু. ১ব. : √গম্ + লঙ্-দ্ = অগচ্ছৎ (গেল)

কিন্তু অনু-√গম্ + লঙ্-দ্ = অনু + অগচ্ছৎ = অন্বগচ্ছৎ (গেল) [অ অনুগচ্ছৎ নয়]

এরূপ প্রাবিশৎ, প্রাণমৎ, আগচ্ছৎ ইত্যাদি।

ভূ ধাতু লুঙ্ এর ১ম. পু. ১ব. : √ভূ + লুঙ্-দ্ = অভূৎ (হলো)

কিন্তু অনু-√ভূ + লুঙ্-দ্ = অনু + অভূৎ = অন্বভূৎ (হলো) [অ অনুভূৎ নয়] ইত্যাদি।

ভূ ধাতু লৃঙ্ এর ১ম. পু. ১ব. : √ভূ + লৃঙ্-স্যৎ = অভবিষ্যৎ (হবে)

কিন্তু অনু-√ভূ + লৃঙ্-স্যৎ = অনু + অভবিষ্যৎ = অন্বভবিষ্যৎ (হবে) [অ অনুভবিষ্যৎ নয়] ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : স গৃহম্ অগচ্ছৎ অন্বগচ্ছৎ বা। (সে বাড়ি গেল।)
প্রমা একাম্ শিক্ষিকাম্ অভবিষ্যৎ অন্বভবিষ্যৎ বা। (প্রমা একজন শিক্ষিকা হবে।)

এখানে, লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত ধাতুর যে অ-কার আগম হয়েছে তা অনু উপসর্গের পরে বসেছে।

ঘ) নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে নির্দিষ্ট উপসর্গ [নির্দিষ্ট উপসর্গ + নির্দিষ্ট ধাতু + বিভক্তি]

১. কতগুলি ধাতুর পূর্বে প্রায়ই কতগুলি নির্দিষ্ট উপসর্গ ব্যবহৃত হয়।[৭৬] যেমন–

আ-√রভ্ + লট্-তে = আরভতে (শুরু করে)
আ-√চক্ষ্ + লট্-তে = আচক্ষে (বলে)
আ-√শন্স্ + লট্-তে = আশংসতে (ইচ্ছা করে)
আ-√দৃ + লট্-তে = আদ্রিয়তে (সম্মান করে)
আ-√চম্ + লট্-তে = আচমতে (খায়)
উদ্-√ডী + লট্-তে = উড্ডীয়তে (ওড়ে)
অধি-√ই + লট্-তে = অধীতে (পড়ে)
পরা-√অয় + লট্-তে = পলায়তে (পলায়ন করে) [র = ল]

বাক্যে প্রয়োগ : স কার্যম্ আরভতে। (সে কাজটি শুরু করে।)
বিহগঃ আকাশম্ উড্ডীয়তে। (পাখি আকাশে ওড়ে।)
স শাস্ত্রম্ অধীতে। (সে শাস্ত্র পড়ে।)

এখানে আ প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঙ) উপসর্গ (= কর্মপ্রবচনীয়) বিভক্তির কারণ / পদের বিভক্তি নির্ধারণে উপসর্গ (= কর্মপ্রবচনীয়)

পাণিনির 'কর্মপ্রবচনীয়াঃ' (পা. ১ / ৪ / ৮৩) সূত্রানুসারে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত ক্রিয়াযোগহীন কর্মপ্রবচনীয়গুলি হলো– অনু, উপ, প্রতি, পরি, অভি, সু, অতি, অপি, অপ, আঙ্, অধি এই ১১টি নিপাত। এগুলি আকৃতিতে উপসর্গের মতো হলেও এরা উপসর্গ নয়, গতিও নয়, স্বাধীন নিপাত, তথা অব্যয়। ঋতে, আরাৎ ইত্যাদি অব্যয়ের [অন্যারাদিতরর্তেদিক্শব্দাঞ্চুত্তরপদাজাহিযুক্তে (পা. ২ / ৩ / ২৯)] মতো এরাও সন্নিহিত পদের বিভক্তির কারণ হয়। 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া' (পা. ২ / ৩ / ৮) সূত্রানুসারে কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।[৭৭] তবে সংস্কৃতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চমী কিংবা সপ্তমীও হয়ে থাকে।[৭৮] নিম্নে কর্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হওয়ার ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হলো :

[কর্মপ্রবচনীয় + দ্বিতীয়া / পঞ্চমী / সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদ সৃষ্টি]

কর্মপ্রবচনীয় যোগে দ্বিতীয়া

১. কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া (পা. ২/৩/৮)।

কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–

জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। (ঠিক জপের পরে বৃষ্টি হলো।)

২. অনুর্লক্ষণে (পা. ১ / ৪ / ৮৪)।

কার্য কারণসম্বন্ধ দ্যোতনা করে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

জপম্ অনুনিশম্য মেঘঃ প্রাবর্ষৎ। (জপ শুনিবামাত্রই মেঘ বর্ষণ করলো।)

[নিশম্য = নি-√শম্ + ল্যপ্, প্রাবর্ষৎ = প্র-√বর্ষ্ + লঙ্-দ্]

এখানে, 'অনু' নিশম্য ক্রিয়ার সাথে যুক্ত। অতএব অনু কর্মপ্রবচনীয় নয় অর্থাৎ উপসর্গ বা গতি।
কিন্তু,

জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ মেঘঃ। (জপের পর মেঘ বর্ষণ হয়েছে।)

এখানে, 'অনু' নিশম্য ক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন। অতএব 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়।

৩. তৃতীয়ার্থে (পা. ১ / ৪ / ৮৫)।

তৃতীয়া অর্থাৎ সহার্থে তৃতীয়া দ্যোতনা করে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

নদীম্ অনু অবসিতা সেনা। (সৈন্যবাহিনী নদীর সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ নদী পর্যন্ত অবস্থিত।)

[অবসিতা = অব-√সি (বন্ধন করা) + ক্ত]

এখানে, 'অনু' অবসিতা ক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন। অতএব 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়।

৪. হীনে (পা. ১ / ৪ / ৮৬)।

হীনার্থে অর্থাৎ অপকর্ষ দ্যোতনা করলে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

অনু হরিং সুরা। (দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন বা ছোট।)

এখানে, 'অনু' ক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন। অতএব 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়।

৫. উপো২ ধিকে (পা. ১ / ৪ / ৮৭)।

অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং হীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট অর্থ দ্যোতনা করলে 'উপ' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

উৎকৃষ্ট : উপ পরার্ধে হরেঃ গুণাঃ। (হরির গুণ পরার্ধের অধিক।)

[হরির গুণ পরার্ধ (সর্বাধিক অর্থাৎ চরম সংখ্যা) অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ সংখ্যাতীত।]

হীন : উপ হরিং সুরা। (দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন বা ছোট।)

উল্লেখ্য, আধিক্যার্থে 'উপ' যোগে সপ্তমী হয়।

৬. লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (পা. ১ / ৪ / ৯০)।
লক্ষণ, ইত্থংভূতখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা–এই চতুর্বিধ অর্থে প্রতি, 'পরি' ও 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

লক্ষণে : বৃক্ষং প্রতি (পরি, অনু) বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। (বৃক্ষকে লক্ষ করে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে।)

ইত্থংভূতখ্যান : বিষ্ণুং প্রতি (পরি, অনু) ভক্তঃ। (ভক্ত বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত।)

ভাগ : হরিং প্রতি (পরি, অনু) লক্ষ্মীঃ। (লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়েছিলেন।)
বীপ্সা : বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি (পরি, অনু) সিঞ্চতি। (বৃক্ষে বৃক্ষে অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষে সেচন করছে।)

৭. অভিরভাগে (পা. ১ / ৪ / ৯১)।
ভাগ (অংশ) ব্যতীত লক্ষণ, ইত্থংভূতখ্যান ও বীপ্সা অর্থে 'অভি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

লক্ষণে : বৃক্ষং অভি বিদ্যুৎ বিদ্যোততে। (বৃক্ষকে লক্ষ করে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে।)
ইত্থংভূতখ্যান : মাতরম্ অভি শিশুঃ। (শিশু মায়ের প্রতি অনুরক্ত।)
বীপ্সা : বৃক্ষং বৃক্ষং অভি সিঞ্চতি। (বৃক্ষে বৃক্ষে অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষে সেচন করছে।)

৮. অধিপরী অনর্থকৌ (পা. ১ / ৪ / ৯৩)।
নিরর্থক 'অধি' ও 'পরি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

[আ-√গম্ + লট্-তি = আগচ্ছতি : স আগচ্ছতি। (সে এসেছে)]
কুতঃ অধ্যাগচ্ছাতি। (কোথা থেকে এসেছ।)
কুতঃ পর্যাগচ্ছতি। (কোথা থেকে এসেছ।)

এখানে উদাহরণদ্বয়ে 'অধ্যাগচ্ছতি' ও 'পর্যাগচ্ছতি' পদদ্বয়ের অর্থ (এসেছে) আর 'আগচ্ছতি' (এসেছে) পদের ঠিক সেই একই অর্থ। তাই 'অধি' এবং 'পরি' উপসর্গদ্বয় এক্ষেত্রে নিরর্থক কর্মপ্রবচনীয়ের কাজ করছে।

৯. সুঃ পূজায়াম্ (পা. ১ / ৪ / ৯৪)।
পূজা অর্থাৎ প্রশংসা বোঝালে 'সু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–
সু সিক্তম্। (সুন্দর সেচন)
সু স্তুতম্। (সুন্দর স্তব)
ত্বয়া সু সিক্তং সু স্তুতং চ ময়া। (তুমি সুন্দর সেচন করবে এবং আমি সুন্দর স্তব করব।)

১০. অতিরতিক্রমণে চ (পা. ১ / ৪ / ৯৫)।
প্রশংসা ও অতিক্রম বুঝালে 'অতি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ। (কৃষ্ণ দেবতাদের উপরে। / গুণে কৃষ্ণ দেবতাগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।)
ত্বয়া বৃক্ষম্ অতি সিক্তম্। (তুমি বৃক্ষকে মাত্রাতিরিক্ত সেচন করবে।)

১১. অপিঃ পদার্থ-সংভাবনান্ত্ববসর্গগর্হাসমুচ্চয়েষু। (পা. ১ / ৪ / ৯৬)।
পদার্থ (অপ্রযুক্ত পদের অর্থে), সম্ভাবনা, অন্ত্ববসর্গ (স্বেচ্ছাচারাণুমতি), গর্হা (নিন্দা) এবং সমুচ্চয়–এই পাঁচটি অর্থ প্রকাশ করলে 'অপি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

পদার্থ (অপ্রযুক্ত পদের অর্থে) : সর্পিষঃ অপি স্যাৎ। (ঘিয়ের ছিটেফোঁটা থাকতে পারে।)

সম্ভাবনা : অপি স্তুয়াৎ বিষ্ণুম্। (সে বিষ্ণুর স্তুতি করবে।)

অন্ববসর্গ (স্বেচ্ছাচারাণুমতি) : অপি স্তুহি। (স্তুতি করতেও পার, ইচ্ছা না হলে নাও করতে পার।)

গর্হা (নিন্দা) : ধিক্ দেবদত্তম্, অপি স্তুয়াদ্ বৃষলম্। (দেবদত্তকে ধিক্, সে বৃষলের অর্থাৎ শূদ্রের স্তুতি করছে।)

সমুচ্চয় : অপি সিঞ্চ, অপি স্তুহি। (সেচন এবং স্তব দুটিই করতে পার।)

কর্মপ্রবচনীয় যোগে পঞ্চমী

১. অপপরী বর্জনে (পা. ১ / ৪ / ৮৮)।

বর্জন (পরিহার) অর্থে 'অপ' ও 'পরি' কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং এদের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

অপ হরেঃ সংসারঃ। (হরিকে বর্জন করেই সংসার।)
পরি হরেঃ সংসারঃ। (হরিকে বর্জন করেই সংসার।)

২. আঙ্ মর্যাদাবচনে (পা. ১ / ৪ / ৮৯)।

মর্যাদা ও বচন (অভিবিধি) অর্থে 'আঙ্' কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং তার যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

মর্যাদা : আ মুক্তেঃ সংসারঃ। (মুক্তি পর্যন্ত সংসার অর্থাৎ মুক্তি হলে সংসার থাকে না।)
অভিবিধি : আ সকলাৎ ব্রহ্ম। (সকলকে নিয়েই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।)

৩. পঞ্চম্যপাঙ্ পরিভিঃ (পা. ২ / ৩ / ১০)।

অপ, আঙ্ এবং পরি-এই তিনটি কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

অপ : অপ হরেঃ সংসারঃ। (হরিকে বর্জন করেই সংসার।)
আঙ্ : আ মুক্তেঃ সংসারঃ। (মুক্তি পর্যন্ত সংসার অর্থাৎ মুক্তি হলে সংসার থাকে না।)
পরি : পরি হরেঃ সংসারঃ। (হরিকে বর্জন করেই সংসার।)

৪. প্রতিঃ প্রতিনিধি-প্রতিদানয়োঃ (পা. ১ / ৪ / ৯২)।, প্রতিনিধি-প্রতিদানে চ যস্মাৎ (পা. ২ / ৩ / ১১)।

প্রতিনিধি ও প্রতিদান বোঝালে 'প্রতি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। এসব ক্ষেত্রে যার প্রতিনিধি ও প্রতিদান বোঝায় তার উত্তর 'প্রতি' যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

প্রতিনিধি : প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি। (কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের প্রতিনিধি।)
প্রতিদান : স তিলেভ্যঃ প্রতি মাষান্ যচ্ছতি। (সে তিলের বিনিময়ে মাষকলাই দেয়।)

কর্মপ্রবচনীয় যোগে সপ্তমী

১. অধিরীশ্বরে (পা. ১ / ৪ / ৯৭)।

স্ব (নিজ)-স্বামিভাব সম্বন্ধ বোঝালে 'অধি' কর্মপ্রবচনীয় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ক) যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী (পা. ২ / ৩ / ৯)।

অধিকার্থ ও স্ব-স্বামিভাব বোঝালে 'অধি' কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং এর যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন–

অধিকার্থ : উপ পরার্ধে হরেঃ গুণাঃ। (হরির গুণ পরার্ধের বা সর্বোচ্চ চরম সংখ্যার অধিক।)

স্ব-স্বামিভাব : অধি ভুবি রামঃ। (রাম পৃথিবীর অধীশ্বর।)

অধি রামে ভূঃ। (পৃথিবী রামের অধীন।)

২. বিভাষা কৃঞি (পা. ১ / ৪ / ৯৮)।

কৃ-ধাতুর যোগে 'প্রভু' অর্থে 'অধি' বিকল্পে কর্মপ্রবচনীয় হয়। যেমন–

যৎ অত্র মাম্ অধি করিষ্যতি। (যেহেতু তিনি এখানে আমাকে নিযুক্ত করবেন।)

চ) অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে রূপান্তর [উপসর্গ + অকর্মক ধাতু = সকর্মক ধাতু]

প্রাদি (প্র, পরা প্রভৃতি) উপসর্গের যোগে অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়।[৭৯] দৃষ্টান্তস্বরূপ :

১. অধি-শীঙ্-স্থাসাং কর্ম (পা. ১ / ৪ / ৪৬)।

শী, স্থা এবং আস্ ধাতু অকর্মক। উক্ত সূত্রে 'আধারো২ধিকরণম্' (পা. ১ / ৪ / ৪৫) সূত্রানুসারে যে 'আধার' অনুবৃত্ত হয় তাতে 'অধি' এই উপসর্গ পূর্বক উক্ত ধাতুগুলির যোগে কর্ম অর্থাৎ সকর্মক হয়। যেমন–

শী, স্থা ও আস্ (√শী + লট্-তে = শেতে, √স্থা + লট্-তি = তিষ্ঠতি, √আস্ + লট্-তে = আস্তে) ধাতু অকর্মক :

শিশুঃ শয্যায়াং শেতে, তিষ্ঠতি, আস্তে। (শিশু বিছানায় শয়ন করে, থাকে, বসে।)

কিন্তু,

অধি-শী, স্থা ও আস্ (অধি-√শী, √স্থা, √আস্, + লট্-তে, তি, তে = অধিশেতে, অধিতিষ্ঠতি, অধ্যাস্তে) ধাতু সমর্কক :

শিশুঃ শয্যাম্ অধিশেতে, অধিতিষ্ঠতি, অধ্যাস্তে। (শিশু বিছানায় শয়ন করে, থাকে, বসে।)

২. অভিনিবিশশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৪৭)।

বিশ্ ধাতু অকর্মক। উক্ত সূত্রে 'আধারো২ধিকরণম্' (পা. ১ / ৪ / ৪৫) এবং 'অধি-শীঙ্ স্থাসাং কর্ম' (পা. ১ / ৪ / ৪৬) সূত্রদ্বয় অনুসারে 'আধার' ও 'কর্ম' অধিকার করা হয়েছে। এতে 'অভি-নি' এই উপসর্গদ্বয় পূর্বক বিশ্ ধাতু যোগে কর্ম অর্থাৎ সকর্মক হয়। যেমন–

বিশ্ (√বিশ্ + লট্-তি = বিশতি) ধাতু অকর্মক : স বিশতি। (সে প্রবেশ করছে।)

কিন্তু,

অভি-নি-বিশ্ (অভি-নি-√বিশ্ + লট্-তে = অভিবিবিশতে) ধাতু সকর্মক :

সাধুঃ সন্মার্গম্ অভিনিবিশতে। (সাধু উত্তম পথ সাগ্রহে অনুসরণ করছে।)

৩. উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ (পা. ১ / ৪ / ৪৮)। অভৃক্ত্যর্থস্য ন (বার্ত্তিক)।

বস্ ধাতু অকর্মক। উক্ত সূত্রে 'আধারো২ধিকরণম্' (পা. ১ / ৪ / ৪৫) এবং 'অধি-শীঙ্ স্থাসাং কর্ম' (পা. ১ / ৪ / ৪৬) সূত্রদ্বয় অনুসারে 'আধার' ও 'কর্ম' অনুবৃত্ত হচ্ছে। এতে উপবাস (না খেয়ে থাকা) অর্থ বোঝালে এবং না বোঝালে উপ, অনু, অধি ও আ উপসর্গপূর্বক বস্-ধাতু যোগে যথাক্রমে কর্ম (সকর্মক) ও অকর্মক (অধিকরণই) হয়। যেমন–

বস্ (√বস্ + লট্-তি = বসতি) ধাতু অকর্মক : সিংহ বনে বসতি। (সিংহ বনে বাস করে।)

কিন্তু,

উপ, অনু, অধি ও আ-বস্ (উপ, অনু, অধি ও আ-√বস্ + লট্-তি = উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি ও আবসতি) ধাতু সকর্মক :

মুনিঃ বনম্ উপবসতি অনুবসতি অধিবসতি আবসতি বা। (মুনি বনে বাস করছে।)
মুনিঃ বনে উপবসতি অনুবসতি অধিবসতি আবসতি বা। (মুনি বনে না খেয়ে বাস করছে।)

৪. ক্বচিদর্থে প্রাদিযোগে হ্যকর্মনো২ পি ধাতবঃ।
সকর্মণো প্রজায়ন্তে সতাং সঙ্গাজ্জনা ইব ॥[৮০]

উপসর্গযোগে কখনও কখনও অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়। যেমন সাধু-সঙ্গের প্রভাবে কর্মে বিমুখ ব্যক্তিও সকর্মক অর্থাৎ কর্মঠ হয়ে ওঠে। যেমন–

ভূ (√ভূ + লট্-তি = ভবতি) ধাতু অকর্মক : বৃষ্টিঃ ভবতি। (বৃষ্টি হয়।)

কিন্তু,

অনু, পরা-ভূ (অনু, পরা-√ভূ + লট্-তি = অনুভবতি, পরাভবতি) ধাতু সকর্মক :

সাধুঃ সুখম্ অনুভবতি। (সাধু সুখ ভোগ করে।)
সৈন্যঃ শত্রূন্ পরাভবতি। (সৈন্য শত্রুকে পরাজিত করে।)

পৎ (√পৎ + লট্-তি = পততি) ধাতু অকর্মক : বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। (গাছ থেকে পাতা পড়ে।)

কিন্তু,

উৎ-পৎ (উৎ-√পৎ + লট্-তি = উৎপততি) ধাতু সকর্মক : পক্ষী আকাশম্ উৎপততি। (পাখি আকাশে ওড়ে।)

ছ) পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তর

[উপসর্গ + পরস্মৈপদী ধাতু = আত্মনেপদী ধাতু, উপসর্গ + আত্মনেপদী ধাতু = পরস্মৈপদী ধাতু ও উপসর্গ + উভয়পদী ধাতু = আত্মনেপদী ধাতু বা পরস্মৈপদী ধাতু]

সংস্কৃতে ধাতু তিন প্রকার– ১. পরস্মৈপদী ২. আত্মনেপদী ৩. উভয়পদী। পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কেবল পরস্মৈপদের বিভক্তি, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কেবল আত্মনেপদের বিভক্তি এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ উভয় বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন–

পরস্মৈপদী ধাতু : √স্থা + লট্-তি = তিষ্ঠতি (থাকে)
আত্মনেপদী ধাতু : √রম্ + লট্-তে = রমতে (খেলা করে)
উভয়পদী ধাতু : √বহ্ + লট্-তি / তে = বহতি / বহতে (বহন করে)
√কৃ + লট্-তি / তে = করোতি / কুরুতে (করে)

কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে এমন কতগুলি নিয়ম আছে, যার দ্বারা অর্থ বিশেষে ও কোনো উপসর্গের যোগে পরস্মৈপদী ধাতু আত্মনেপদী হয়, আত্মনেপদী ধাতু পরস্মৈপদী হয় এবং উভয়পদী ধাতু কেবল আত্মনেপদে বা কেবল পরস্মৈপদে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে এরূপ পরিবর্তন হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ধাতুর ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো[৮১] :

১. সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ (পা. ১ / ৩ / ২২)।

স্থা ধাতু পরস্মৈপদী। যেমন–

√স্থা + লট্-তি = তিষ্ঠতি (একজন থাকে)
√স্থা + লট্-তস্ = তিষ্ঠতঃ (দুইজন থাকে)
√স্থা + লট্-অন্তি = তিষ্ঠন্তি (অনেকে থাকে) ইত্যাদি।

কিন্তু সম্, অব, প্র এবং বি-পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

উপসর্গ + পরস্মৈপদী ধাতু = আত্মনেপদী ধাতু :

সম্-√স্থা + লট্-তে = সন্তিষ্ঠতে (একজন সাথে থাকে)
সম্-√স্থা + লট্-আতে = সন্তিষ্ঠেতে (দুইজন সাথে থাকে)
সম্-√স্থা + লট্-অন্তে= সন্তিষ্ঠন্তে (অনেকে সাথে থাকে) ইত্যাদি।

অব-√স্থা + লট্-তে = অবতিষ্ঠতে (একজন অবস্থান করে)
অব-√স্থা + লট্-আতে = অবতিষ্ঠেতে (দুইজন অবস্থান করে)
অব-√স্থা + লট্-অন্তে = অবতিষ্ঠন্তে (অনেকে অবস্থান করে) ইত্যাদি।

প্র-√স্থা + লট্-তে = প্রতিষ্ঠতে (একজন রওনা করে)
প্র-√স্থা + লট্-আতে = প্রতিষ্ঠেতে (দুইজন রওনা করে)
প্র-√স্থা + লট্-অন্তে = প্রতিষ্ঠন্তে (অনেকে রওনা করে) ইত্যাদি।
বি-√স্থা + লট্-তে = বিতিষ্ঠতে (একজন দূরে থাকে)
বি-√স্থা + লট্-আতে = বিতিষ্ঠেতে (দুজন দূরে থাকে)
বি-√স্থা + লট্-অন্তে = বিতিষ্ঠন্তে (অনেকে দূরে থাকে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : সা তেন সহ সন্তিষ্ঠতে। (সে তার সাথে থাকে।)
অলসঃ সদা গৃহে অবতিষ্ঠতে। (অলস ব্যক্তি সব সময় গৃহে অবস্থান করে।)
অদ্য স গৃহাৎ প্রতিষ্ঠতে। (আজ সে গৃহ থেকে রওনা করছে।)
মম বন্ধুঃ মৎ বিতিষ্ঠতে। (আমার বন্ধু আমার নিকট থেকে দূরে থাকে।)

২. অকর্মকাচ্চ (পা. ১ / ৩ / ৩৫)।

কৃ ধাতু উভয়পদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √কৃ + লট্-তি = করোতি (একজন করে)

√কৃ + লট্-তস্ = কুরুতঃ (দুজন করে)

√কৃ + লট্-অন্তি = কুর্বন্তি (অনেকে করে) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : √কৃ + লট্-তে = কুরুতে (একজন করে)

√কৃ + লট্-আতে = কুর্বাতে (দুজন করে)

√কৃ + লট্-অন্তে = কুর্বতে (অনেকে করে) ইত্যাদি।

কিন্তু অকর্মক বি-পূর্বক কৃ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

বি-√কৃ + লট্-তে = বিকুরুতে (একজন চেষ্টা করে)

বি-√কৃ + লট্-আতে = বিকুর্বাতে (দুজন চেষ্টা করে)

বি-√কৃ + লট্-অন্তে = বিকুর্বতে (অনেকে চেষ্টা করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : বায়ুঃ বিকুরুতে। (বায়ু বিশেষভাবে অবস্থান করে।)

ছাত্রাঃ বিকুর্বতে। (ছাত্ররা যথেষ্ট চেষ্টা করছে।)

৩. কর্তৃস্থে চাশরীরে কর্মণি (পা. ১ / ৩ / ৩৭)।

নী ধাতু উভয়পদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √নী + লট্-তি = নয়তি (একজন নেয়)

√কৃ + লট্-তস্ = নয়তঃ (দুজন নেয়)

√কৃ + লট্-অন্তি = নয়ন্তি (অনেকে নেয়) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : √নী + লট্-তে = নীয়তে (একজন নেয়)

√নী + লট্-আতে = নীয়েতে (দুজন নেয়)

√নী + লট্-অন্তে = নীয়ন্তে (অনেকে নেয়) ইত্যাদি।

কিন্তু কর্ম যদি কর্তার মধ্যে বর্তমান থাকে এবং অশরীর বস্তু হয় তবে বি-পূর্বক নী ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

বি-√নী + লট্-তে = বিনয়তে (একজন দমন / সংবরণ করে)

বি-√নী + লট্-আতে = বিনয়েতে (দুজন দমন / সংবরণ করে)

বি-√নী + লট্-অন্তে = বিনয়ন্তে (অনেকে দমন / সংবরণ করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : জ্ঞানী ক্রোধং বিনয়তে। (জ্ঞানী ক্রোধ দমন করে।)

সাধুঃ ক্রোধং বিনয়তে। (সাধু নিজ শরীরে স্থিত ক্রোধ সংবরণ করছে)

উল্লেখ্য, কর্ম যদি কর্তার মধ্যে বর্তমান না থাকে তাহলে বি-পূর্বক নী ধাতু আত্মনেপদী হয় না, পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

বি-√নী + লট্-তি = বিনয়তি (একজন দমন / সংবরণ করে)

বি-√নী + লট্-তস্ =বিনয়তঃ (দুজন দমন / সংবরণ করে)

বি-√নী + লট্-অন্তি = বিনয়ন্তি (অনেকে দমন / সংবরণ করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : পিতা পুত্রস্য ক্রোধং বিনয়তি। (পিতা পুত্রের ক্রোধ শান্ত করছে।)

স্বসা ভ্রাতুঃ ক্রোধং বিনয়তি। (বোন ভাইয়ের ক্রোধ দমন / সংবরণ করছে।)

৪. বেঃ পাদবিহরণে (পা. ১ / ৩ / ৪১)।

ক্রম্ ধাতু উভয়পদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √ক্রম্ + লট্-তি = ক্রমতি (একজন চলে)

√ক্রম্ + লট্-তস্ = ক্রমতঃ (দুজন চলে)

√ক্রম্ + লট্-অন্তি = ক্রমন্তি (অনেকে চলে) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : √ক্রম্ + লট্-তে = ক্রমতে (একজন চলে)

√ক্রম্ + লট্-আতে = ক্রমেতে (দুজন চলে)

√ক্রম্ + লট্-অন্তে = ক্রমন্তে (অনেকে চলে) ইত্যাদি।

কিন্তু পাদবিহরণ (পাদবিক্ষেপ) অর্থে বি-পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

বি-√ক্রম্ + লট্-তে = বিক্রমতে (একজন বিচরণ করে)

বি-√ক্রম্ + লট্-আতে = বিক্রমেতে (দুজন বিচরণ করে)

বি-√ক্রম্ + লট্-অন্তে = বিক্রমন্তে (অনেকে বিচরণ করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : মানসঃ প্রত্যহং প্রাতঃ বিক্রমতে। (মানস প্রতিদিন সকালে বিচরণ করে বা হাঁটে।)

অশ্বঃ দ্রুতং বিক্রমতে। (ঘোড়াটি দ্রুতবেগে দৌড়ায়।)

উল্লেখ্য, পাদবিহরণ (পাদবিক্ষেপ) ভিন্ন অন্য অর্থে বি-পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয় না, পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

বি-√ক্রম্ + লট্-তি = বিক্রামতি (একজন বিক্রম প্রকাশ করে)

বি-√ক্রম্ + লট্-তস্ = বিক্রামতঃ (দুজন বিক্রম প্রকাশ করে)

বি-√ক্রম্ + লট্-অন্তি = বিক্রামন্তি (অনেকে বিক্রম প্রকাশ করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : রাজা বিক্রামতি। (রাজা বিক্রম প্রকাশ করছে।)

সন্ধিঃ বিক্রামতি। (সন্ধি ভেঙ্গে যাচ্ছে।)

৫. সংপ্রতিভ্যামনাধ্যানে (পা. ১ / ৩ / ৪৬)।

জ্ঞা ধাতু উভয়পদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √জ্ঞা + লট্-তি = জানাতি (একজন জানে)

√জ্ঞা + লট্-তস্ = জানীতঃ (দুজন জানে)

√জ্ঞা + লট্-অন্তি = জানন্তি (অনেকে জানে) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : √জ্ঞা + লট্-তে = জানীতে (একজন জানে)

√জ্ঞা + লট্-আতে = জানাতে (দুজন জানে)

√জ্ঞা + লট্-অন্তে = জানতে (অনেকে জানে) ইত্যাদি।

কিন্তু অনাধ্যান অর্থাৎ স্মরণ করা ভিন্ন অন্য অর্থে সম্ ও প্রতি-পূর্বক জ্ঞা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

আত্মনেপদী রূপ : সম্-√জ্ঞা + লট্-তে = সংজানীতে (একজন অনুসন্ধান করে)

সম্-√জ্ঞা + লট্-আতে = সংজানাতে (দুজন অনুসন্ধান করে)

সম্-√জ্ঞা + লট্-অন্তে = সংজানতে (অনেকে অনুসন্ধান করে) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : প্রতি-√জ্ঞা + লট্-তে = প্রতিজানীতে (একজন অঙ্গীকার করে)

প্রতি্-√জ্ঞা + লট্-আতে = প্রতিজানাতে (দুজন অঙ্গীকার করে)

প্রতি-√জ্ঞা + লট্-অন্তে = প্রতিজানতে (অনেকে অঙ্গীকার করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : পুত্রঃ পিতরং সংজানীতে। (পুত্র পিতাকে অনুসন্ধান করছে।)

পিতা কন্যাং দাতুং প্রতিজানীতে। (পিতা কন্যা দেওয়ার অঙ্গীকার করছেন।)

উল্লেখ্য, স্মরণ অর্থে আত্মনেপদী হয় না, পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : সম্-√জ্ঞা + লট্-তি = সংজানাতি (একজন স্মরণ করে)

সম্-√জ্ঞা + লট্-তস্ =সংজানীতঃ (দুজন স্মরণ করে)

সম্-√জ্ঞা + লট্-অন্তি = সংজানন্তি (অনেকে স্মরণ করে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : স প্রিয়াং সংজানাতি। (সে প্রিয়াকে স্মরণ করছে।)

প্রবাসী পুত্রঃ পিতরৌ সংজানাতি। (বিদেশি ছেলে পিতা-মাতাকে স্মরণ করছে।)

৬. অনোরকর্ম্মকাৎ (পা. ১ / ৩ / ৪৯)।

বদ্ ধাতু পরস্মৈপদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √বদ্ + লট্-তি = বদতি (একজন বলে)

√বদ্ + লট্-তস্ = বদতঃ (দুজন বলে)

√বদ্ + লট্-অন্তি = বদন্তি (অনেকে বলে) ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষ কর্তা হলে অকর্মক অনু-পূর্বক বদ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

আত্মনেপদী রূপ : অনু-√বদ্ + লট্-তে = অনুবদতে (একজন বলে)
অনু-√বদ্ + লট্-আতে = অনুবদেতে (দুজন বলে)
অনু-√বদ্ + লট্-অন্তে = অনুবদন্তে (অনেকে বলে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : স রামায়ণস্য (রামায়ণবৎ বদতি) অনুবদতে (তুল্যং বদতি)। (সে রামায়ণের ন্যায় বলছে।)
কৃষ্ণঃ রামস্য অনুবদতে। (রাম যেরূপ বলছে, কৃষ্ণও সেইরূপ বলছে।)

উল্লেখ্য, সকর্মক হলে আত্মনেপদী হয় না, পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : অনু-√বদ্ + লট্-তি = অনুবদতি (একজন বলে)
অনু-√বদ্ + লট্-তস্ = অনুবদতঃ (দুজন বলে)
অনু-√বদ্ + লট্-অন্তি = অনুবদন্তি (অনেকে বলে) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : রামঃ উক্তম্ অনুবদতি। (রাম পূর্বে যা বলছিল পুনরায় তা বলছে।)

আবার, মানুষ কর্তা না হলেও আত্মনেপদী হয় না, পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

বীণা অনুবদতি। (বীণাটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে অনুচ্চ শব্দ অনুকরণ করে।)

৭. প্রাদ্বহঃ (পা. ১ / ৩ / ৮১)।
বহ্ ধাতু (বহন করা) উভয়পদী। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : √বহ্ + লট্-তি = বহতি (একজন বহন করে)
√বহ্ + লট্-তস্ = বহতঃ (দুজন বহন করে)
√বহ্ + লট্-অন্তি = বহন্তি (অনেকে বহন করে) ইত্যাদি।

আত্মনেপদী রূপ : √বহ্ + লট্-তে = বহতে (একজন বহন করে)
√বহ্ + লট্-আতে = বহেতে (দুজন বহন করে)
√বহ্ + লট্-অন্তে = বহন্তে (অনেকে বহন করে) ইত্যাদি।

কিন্তু প্র-পূর্বক বহ্ (প্রবাহিত হওয়া, বওয়া) ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : প্র-√বহ্ + লট্-তি = প্রবহতি (একটি প্রবাহিত হয়)
প্র-√বহ্ + লট্-তস্ = প্রবহতঃ (দুটি প্রবাহিত হয়)
প্র-√বহ্ + লট্-অন্তি = প্রবহন্তি (অনেক প্রবাহিত হয়) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : গ্রামং নিকষা নদী প্রবহতি। (গ্রামের নিকট দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে।)
পদ্মা প্রবহতি। (পদ্মা নদী প্রবাহিত হচ্ছে।)

উল্লেখ্য,'পরের্মৃষঃ' (পা. ১/ ৩ / ৪) সূত্রানুসারে যোগবিভাগ কল্পনা করে পরি উপসর্গের যোগেও বহ্ ধাতু (পরিবাহিত হওয়া, বওয়া) পরস্মৈপদী হতে পারে। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : পরি-√বহ্ + লট্-তি = পরিবহতি (একটি পরিবাহিত হয়)
পরি-√বহ্ + লট্-তস্ = পরিবহতঃ (দুটি পরিবাহিত হয়)
পরি-√বহ্ + লট্-অন্তি = পরিবহন্তি (অনেক পরিবাহিত হয়) ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ : অশ্বঃ রথং পরিবহতি। (অশ্ব রথ পরিবাহিত করে।)
তবে অন্যান্য উপসর্গযোগে পরস্মৈপদী হয় না। যেমন–

আত্মনেপদী রূপ : আ-√বহ্ + লট্-তে = আবহতে (একজন বহন করে)
আ-√বহ্ + লট্-আতে = আবহেতে (দুজন বহন করে)
আ-√বহ্ + লট্-অন্তে = আবহন্তে (অনেকে বহন করে) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'প্রবহমান' শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'প্রবহমান' শব্দটি 'প্রাদ্বহঃ' সূত্রানুসারে ভুল। কেননা আত্মনেপদী স্থলে শানচ্ (আন > মান) প্রত্যয় হয়। বহ্ ধাতু স্বরিতেৎ। ফল কর্তৃগামী হলে আত্মনেপদী হওয়ার কথা। বর্তমান সূত্রে তার নিষেধ হলো।

৮. ব্যাঙ্পরিভ্যো রমঃ (পা.১ / ৩ / ৮৩)।
রম্ ধাতু (খেলা করা) আত্মনেপদী। যেমন–

আত্মনেপদী রূপ : √রম্ + লট্-তে = রমতে (একজন খেলা করে)
√রম্ + লট্-আতে = রমেতে (দুজন খেলা করে)
√রম্ + লট্-অন্তে = রমন্তে (অনেকে খেলা করে) ইত্যাদি।

কিন্তু বি, আঙ্ এবং পরি-পূর্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

পরস্মৈপদী রূপ : বি-√রম্ + লট্-তি = বিরমতি (একজন বিরত হয়)
বি-√রম্ + লট্-তস্ = বিরমতঃ (দুজন বিরত হয়)
বি-√রম্ + লট্-অন্তি = বিরমন্তি (অনেকে বিরত হয়)

পরস্মৈপদী রূপ : আঙ্-√রম্ + লট্-তি = আরমতি (একজন বিশ্রাম / আরাম করে)
আঙ্-√রম্ + লট্-তস্ = আরমতঃ (দুজন বিশ্রাম / আরাম করে)
আঙ্-√রম্ + লট্-অন্তি = আরমন্তি (অনেকে বিশ্রাম / আরাম করে)

পরস্মৈপদী রূপ : পরি-√রম্ + লট্-তি = পরিরমতি (একজন আনন্দিত হয়)
পরি-√রম্ + লট্-তস্ = পরিরমতঃ (দুজন আনন্দিত হয়)
পরি-√রম্ + লট্-অন্তি = পরিরমন্তি (অনেকে আনন্দিত হয়)

বাক্যে প্রয়োগ : ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ / পাঠাৎ বিরমতি। (ছাত্র অধ্যয়ন / পাঠ থেকে বিরত হচ্ছে।)
মানসঃ গৃহে আরমতি। (মানস গৃহে বিশ্রাম / আরাম করছে।)
শিশুঃ ক্রীড়ায়াং পরিরমতি। (শিশু খেলায় আনন্দিত হয়।)

উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

প্র-প্রভৃতি নিপাত একদিকে যেমন উপসর্গের কাজ করে অন্যদিকে তেমনি গতিরও কাজ করে। এ নিপাতকে উপসর্গ ও গতি সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য এদের মাধ্যমে যেসব কার্য সাধিত হয় সেগুলি হলো[৮২]:

ক) উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ
খ) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়
গ) গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ
ঘ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

ক) উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ

প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতকে উপসর্গ সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে উপসর্গ দ্বারা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ অন্যতম। নিম্নে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

'স্থা'-ধাতু = থাকা
কিন্তু সম্-√স্থা + লট্-তে = সন্তিষ্ঠতে (সাথে থাকা)
অব-√স্থা + লট্-তে = অবতিষ্ঠতে (অপেক্ষা করা)
প্র-√স্থা + লট্-তে = প্রতিষ্ঠতে (রওনা দেওয়া)
বি-√স্থা + লট্-তে = বিতিষ্ঠতে (দূরে থাকা) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, পূর্বে উপসর্গের সাথে ধাতুর যত ব্যবহার দেখানো হয়েছে তা থেকেও ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লাভ করা হয়েছে।

খ) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতকে উপসর্গ সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় অন্যতম। সাধারণত উভয় প্রকার বিধানে উপসর্গের এ ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় দেখা যায়।[৮৩]

দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ণত্ব-বিধান

১. উপসর্গাদসমাসেঽ পি ণোপদেশস্য (পা. ৮ / ৪ / ১৪)।, নশেঃ যান্তস্য (পা. ৮ / ৪ / ৩৬)।
সমাস কিংবা অসমাস সর্বত্রই উপসর্গস্থ ণত্বের নিমিত্তের পর ন্-কারাদি ধাতুর ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

প্র : প্র-√নম্ + ঘঞ্ = প্রণামঃ (নমস্কার, প্রণতি)

পরি : পরি-√নী + অচ্ = পরিণয়ঃ (বিবাহ)

নির্ : নির্ +√নী + অচ্ = নির্ণয়ঃ (নিশ্চয়, সিদ্ধান্ত) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নশ্ ধাতুর শ্ > ষ্ হলে তখন উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর নশ্ ধাতুর ন্ > ণ্ হয় না। যেমন–

প্র : প্র-√নশ্ + ক্ত = প্রনষ্টঃ (সম্যকভাবে নাশপ্রাপ্ত)

পরি : পরি-√নশ্ +ক্ত = পরিনষ্টঃ (চারদিকে নাশপ্রাপ্ত)

নির্ : নির্-√নশ্ + ক্ত = নির্নষ্টঃ (নাশপ্রাপ্ত নয়) ইত্যাদি।

এখানে প্র, পরি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ণত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

২. কৃত্যচঃ (পা. ৮ / ৪ / ২৯)।, নির্বিঘ্নস্যোপসংখ্যানম্ (বা.)।
উপসর্গস্থ ণত্বের নিমিত্ত পূর্বে থাকলে তার পরবর্তী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত স্বরবর্ণপূর্বক কৃৎ-প্রত্যয়ের ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

প্র : প্র-√মা + অনট্ = প্রমাণম্ (নিশ্চয়)

পরি : পরি-√মা + অনট্ = পরিমাণম্ (মাপ) ইত্যাদি।

কিন্তু উপসর্গস্থ ণত্বের নিমিত্ত পূর্বে থাকলে তার পরবর্তী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণপূর্বক কৃৎ-প্রত্যয়ের ন্ > ণ্ হয় না। যেমন–

প্র : প্র-√মসজ্ + ক্ত = প্রমগ্নঃ (সম্যকভাবে বিভোর)

নির্ : নির্-√হন্ + ক্ত = নির্বিঘ্নঃ (বিঘ্নশূন্য)

উল্লেখ্য, ভয়শোকাদির দ্বারা কাতর বোঝালে ণত্ব হয়। যেমন–

নির্ : নির্-√বিদ্ + ক্ত = নির্বিণ্নঃ (দুঃখিত, হতাশ, দরিদ্র)

এখানে প্র-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ণত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

৩. ণের্বিভাষা (পা. ৮ / ৪ / ৩০)।
ণিজন্ত ধাতুর পরবর্তী কৃৎ-প্রত্যয়ের ন্ > বিকল্পে ণ্ হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'কৃত্যচঃ' (পা. ৮ / ৪ / ২৯) সূত্রটি বিকল্পে প্রযুক্ত হয়। যেমন–

প্র : প্র-√বাহি + অনট্ = প্রবাহণম্, প্রবাহনম্

প্র-√যাপি + অনট্ = প্রযাপণম্, প্রযাপনম্ ইত্যাদি।

এখানে প্র-প্রভৃতি উপসর্গ বিকল্পে ণত্ব-বিধান নির্ণয় করছে।

৪. ষাৎ পদান্তাৎ (পা. ৮ / ৪ / ৩৫)।

পদান্তস্থিত মূর্ধন্য ষ্-কারের পরবর্তী ন্ > ণ্ হয় না। যেমন–

নির্ : নির্-√পা + অনট্ = নিষ্পানম্ (পানহীন)

দুর্ : দুর্-√পা + অনট্ = দুষ্পানম্ (খারাপ পান) ইত্যাদি।

এখানে নির্, দুর্ প্রভৃতি উপসর্গ ণত্ব-বিধান নিষেধ নির্ণয় করছে।

ষত্ব-বিধান

১. উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যতি-স্তৌতিস্তোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্ (পা. ৮ / ৩ / ৬৫)।, ষ্টুনা ষ্টুঃ (পা. ৮ / ৪ / ৪১)।, লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ (পা. ১ / ৪ / ৯০)।

ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পরবর্তী সু প্রভৃতি এগারটি ধাতুর (সু, সূ, সো, স্তু, স্তুভ্, স্থা, সেনি, সিধ্, সিচ্, সঞ্জ্, স্বঞ্জ্) স্ > ষ্ হয়। যেমন–

ইকারান্ত উপসর্গ : প্রতি-√স্থা + অনট্ = প্রতিষ্ঠানম্ (সংস্থার গৃহ)

উকারান্ত উপসর্গ : অনু-√স্থা + অনট্ = অনুষ্ঠানম্ (আরম্ভ, সম্পাদন) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, দুঃ, সু উপসর্গ প্রতিরূপক নিন্দা ও স্তুতিরূপ অব্যয় বলে নিম্নলিখিত শব্দে ষত্ব হয় না। যেমন–

দুস্ : দুস্-√স্থা + অ = দুঃস্থঃ, দুস্থঃ (দরিদ্র, দুরবস্থাপন্ন)

সু : সু-√স্থা + অ = সুস্থঃ (নীরোগ, সুখী, সুস্থির)

লক্ষণীয় যে, অনু, নির্ উপসর্গ না হয়ে কর্মপ্রবচনীয় হলে ষত্ব হয় না। যেমন–

অনু : অনু-√সিঞ্চ্ + লট্-তি = অনুসিঞ্চতি (সেচন করছে) [বৃক্ষং বৃক্ষম্ অনু সিঞ্চতি।]

নির্ : নির্-√সিচ্ + অক = নিঃসেচকঃ [নির্ সেচকো গ্রামঃ।]

এখানে ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

২. সুবিনির্দুর্ভ্যঃ সুপিসুতিসমাঃ। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী*, পৃ. ৫৫)

সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরবর্তী স্বপ্-ধাতুর স্থানে জাত সুপ্ > ষুপ্ হয়। যেমন–

সু : সু-√ স্বপ্ + ক্ত = সুষুপ্তঃ (গভীর নিদ্রিত)

বি : বি-√ স্বপ্ + ক্ত = বিষুপ্তঃ (খারাপ ঘুম)

নির্ : নির্-√ স্বপ্ + ক্ত = নিঃষুপ্তঃ (গভীর নিদ্রামগ্ন)

দুর্ : দুর্-√ স্বপ্ + ক্ত = দুঃষুপ্তঃ (খারাপ ঘুম)

উল্লেখ্য, আলোচ্য সূত্রানুসারে নিম্নলিখিত শব্দদ্বয়ও সিদ্ধ হয়। যেমন–

সু : সু-√সম্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = সুষমা (পরম শোভা)

বি : বি-√ সম্ + অনট্ = বিষমম্ (অসমান)

এখানে সু-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় তা নির্ণয় করছে।

৩. পরিনিবিভ্যঃ সেব-সিত-সয়-সিবু-সহ-সুট্-স্তু-স্বঞ্জাম্ (পা. ৮ / ৩ / ৭০)।
পরি-প্রভৃতি উপসর্গপূর্বক কৃ-ধাতুর সুট্ আগমের স্ > ষ্ হয়। যেমন–

পরি : পরি- (সুট্) + √কৃ + ঘঞ্ = পরিষ্কারঃ (শোধন)

পরি- (সুট্) + √কৃ + লট্-তি = পরিষ্করোতি (শোধন করছে)

এখানে পরি-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় তা নির্ণয় করছে।

গ) গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গসহ অলম্, পুরস্ আবিস্, অন্তম্, তিরস্, নমস্ প্রভৃতি অব্যয়, ঢ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর সাথে যুক্ত হলে তা 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাই প্র-প্রভৃতি নিপাতকে গতি সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। সাধারণত প্রত্যেক প্রকার সন্ধিতে গতির এ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৮৪] দৃষ্টান্তস্বরূপ–

স্বরসন্ধি

১. অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (পা. ৬ / ১ / ১০১)।

অক্ (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ)-এর পরে সবর্ণ থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘস্বর হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : ই / ঈ + ই / ঈ = ঈ, উ / ঊ + উ / ঊ = ঊ, ঋ / ৠ / ঌ + ঋ / ৠ / ঌ = ৠ হয়।]

ই + ই = ঈ

অতি : অতি + ইব = অতীব

প্রতি : প্রতি + ইতি = প্রতীতি

অধি : অধি + ইনঃ = অধীনঃ

ই + ঈ = ঈ

অধি + ঈশ্বরঃ = অধীশ্বরঃ

পরি : পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা

উ + উ = ঊ

সু : সু + উক্তঃ = সূক্তঃ

সু + উক্তিঃ = সূক্তিঃ

এখানে অতি, প্রতি, অধি, পরি, সু প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. আদ্‌গুণঃ (পা. ৬ / ১ / ৮৭)।

অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ থাকলে উভয় মিলে গুণ হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : অ / আ + ই / ঈ = এ, অ / আ + উ / ঊ = ও, অ / আ + ঋ = অর্, অ / আ + ঌ = অল্ হয়।]

অ + ঈ = এ

অপ : অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা ইত্যাদি।

এখানে অপ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. ইকো যণচি (পা. ৬ / ১ / ৭৭)।

ইক্ (ই উ ঋ ঌ)-এর পরে অসবর্ণ অচ্ (স্বরবর্ণ) থাকলে ইক্ (ই উ ঋ ঌ) > যণ্ (য্ ব্ র্ ল্) হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : ই / ঈ + ভিন্ন স্বর (অ / আ; উ / ঊ; এ / ঐ) = য ফলা (্য); উ / ঊ + ভিন্নস্বর (অ / আ; ই / ঈ; এ / ঐ) = ব-ফলা (ব্); ঋ / ৠ + ভিন্ন স্বর (অ / আ; উ / ঊ; এ / ঐ) = র্; ঌ + ভিন্ন স্বর (অ / আ) = ল্ হয়।]

ই : প্রতি + অয়ঃ = প্রত্যয়ঃ

প্রতি + একঃ = প্রত্যেকঃ

প্রতি + উপকারঃ = প্রত্যুপকারঃ

নি + ঊনতম্ = ন্যূনতম্

উ : অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ

অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্

সু + আগতম্ =স্বাগতম্ ইত্যাদি।

এখানে প্রতি, নি, অনু, সু প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. প্রাদুহোঢোঢ্যেষ্যেষু (বা.)।

প্র-উপসর্গের পর ঊহ, ঊঢ়, ঊঢ়ি, এষ, এষ্য থাকলে উভয় মিলে বৃদ্ধি হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : অ + ঈ = এ > ঐ (ৈ); অ + ঊ = ও > ঔ (ৌ)]

প্র : প্র + ঊহঃ = প্রৌহঃ [ঊ > ঔ]

প্র + ঊঢ়ঃ = প্রৌঢ়ঃ

প্র + ঊঢ়িঃ = প্রৌঢ়িঃ

প্র + এষঃ = প্রৈষঃ [এ > ঐ]

প্র + এষ্যঃ = প্রৈষ্যঃ

উল্লেখ্য, উক্ত বার্ত্তিকটি 'আদ্ গুণঃ' (পা. ৬ / ১ / ৮৭) সূত্রের বাধক। কিন্তু 'এঙি পররূপম্' (পা. ৬ / ১ / ৯৪)। সূত্র বাধিত হয়েছে।

এখানে 'প্র' গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১. ছে চ (পা. ৬ / ১ / ৭৩)।

হ্রস্বস্বরের (অ ই উ ঋ ঌ) পর ছ্-কার থাকলে হ্রস্বস্বর > চ্ (তুক = ত্ > চ্) হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : স্বরধ্বনি + ছ = স্বরধ্বনি > চ্ হয়।]

অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ

পরি + ছেদঃ = পরিচ্ছেদঃ

বি + ছেদঃ = বিচ্ছেদঃ

অনু + ছেদঃ = অনুচ্ছেদঃ ইত্যাদি।

এখানে অব-প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ (৮ / ৪ / ৪০)।, ষ্টুনা ষ্টুঃ (পা. ৭ / ৪ / ৪১)।, তোর্লি (পা. ৮ / ৪ / ৬০)।, ঝয়ো হোঽন্যত রস্যাম্ (পা. ৮ / ৪ / ৬২)।

প্রতীকী নিয়ম : ত্ / দ্ + চ্ / ছ্; জ্ / ঝ্; শ্ ; ড্; হ্; ল্ = ত্ / দ্ > চ্; জ্; চ এবং শ্ > ছ্; ড্; দ্ এবং হ্ > ধ্; ল হয়।

[ত্ / দ্ + জ্, শ্, ড্, ল্, হ্, = ত্ / দ্ > জ্; চ্ এবং শ্ > ছ্; ড; ল্; দ্ এবং হ্ > ধ্ হয়।] যেমন–

উদ্ : উদ্ + জ্বলঃ = উজ্জ্বলঃ
উদ্ + শৃঙ্খলঃ = উচ্ছৃঙ্খলঃ
উদ্ + ডীনঃ = উড্ডীনঃ
উদ্ + লাসঃ = উল্লাসঃ
উদ্ + হৃতিঃ = উদ্ধৃতিঃ ইত্যাদি।

এখানে উদ্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য (পা. ৮ / ৪ / ৬১)।, খরি চ (পা. ৮ / ৪ / ৫৫)।, ঝরো ঝরি সবর্ণে (পা. ৮ / ৪ / ৫৬)।

প্রতীকী নিয়ম : দ্ / ধ্, + ক চ ট ত প; খ ছ ঠ থ ফ বা স্ = দ্ / ধ্ > ক্ চ্ ট্ ত্ প্ হয়।

[উদ্ উপসর্গের পরবর্তী স্থা ও স্তম্ভ্-ধাতুর স-কারের বিকল্পে লোপ হয়। স্মরণীয়, লোপ না হলে স্ > থ্ হয়।] যেমন–

উদ্ : উদ্ + স্থানম্ = উত্থানম্ (পক্ষে উৎথ্থানম্) [দ্ + স্ = দ্ > ত্ হয়]
উদ্ + স্থাপনম্ = উত্থাপনম্ (পক্ষে উৎথ্থাপনম্)
উদ্ + স্তম্ভনম্ = উত্তম্ভনম্ (পক্ষে উৎথ্তম্ভনম্)

এখানে উদ্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. মো২ নুসারঃ (পা. ৮ / ৩ / ২৩) ।, মো রাজি সমঃ ক্বৌ (পা. ৮ / ৩ / ২৫)।

প্রতীকী নিয়ম : ম্ + অন্তস্থধ্বনি বা উষ্মধ্বনি = ম্ > ং হয়। যেমন–

সম্ : সম্ + যমঃ = সংযমঃ
সম্ + লাপঃ = সংলাপঃ
সম্ + সারঃ = সংসারঃ
সম্ + শয়ঃ = সংশয়ঃ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজ্ ধাতু পরে (√রাজ্ + ক্বিপ্ = রাট্) থাকলে সম্ এর ম > ং হয় না। যেমন–

সম্ + রাট্ = সম্রাট্ (রাজা)

এখানে সম্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৫. মো২ নুসারঃ (পা. ৮ / ৩ / ২৩) ।, বা পদান্তস্য (পা. ৮ / ৪ / ৫৯)।
প্রতীকী নিয়ম : ম্ + বর্গীয় ধ্বনি (ক্ – ম্) = ম > ং বা সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

সম্ : সম্ + খ্যা = সংখ্যা / সঙ্খা
সম্ + গীতঃ = সংগীতঃ / সঙ্গীতঃ
সম্ + চয়ঃ = সঞ্চয়ঃ
সম্ + ন্যাসঃ = সন্ন্যাসঃ ইত্যাদি।

এখানে সম্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৬. সমঃ সুটি (পা. ৮ / ৩ /৫) ।, সংপরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে (পা. ৬/১/ ১১৭) ।, সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ (বা.)।

প্রতীকী নিয়ম : সম্ / পরি + কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ = সম্ এবং পরি–এর পর যথাক্রমে স্ ও ষ্ কারের আগম হয় এবং সম্-এর ম্ > ং হয়। যেমন–

সম্ : সম্-(সুট্) + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ
সম্-(সুট্) + কারঃ = সংস্কারঃ
সম্-(সুট্) + কৃতিঃ = সংস্কৃতিঃ

পরি : পরি-(সুট্) + কারঃ = পরিষ্কারঃ
পরি-(সুট্) + কৃতঃ = পরিষ্কৃতঃ ইত্যাদি।

এখানে সম্, পরি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিসর্গসন্ধি

১. বিসর্জনীয়স্য সঃ (পা. ৮ / ৩ / ৩৪)।, স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ (পা. ৬ / ৪ / ৪০)।, ষ্টুনা ষ্টুঃ (পা. ৮ / ৪ / ৪১)।
প্রতীকী নিয়ম : ঃ + চ / ছ; ট / ঠ; ত / থ = ঃ > যথাক্রমে শ্, ষ্ ও স্ হয়। যেমন–

নিঃ : নিঃ + চয়ঃ = নিশ্চয়ঃ
নিঃ + ঠুরঃ = নিষ্ঠুরঃ
নিঃ + তব্ধঃ / স্তব্ধঃ= নিস্তব্ধঃ / নিঃস্তব্ধঃ

দুঃ : দুঃ + তরঃ = দুস্তরঃ
দুঃ + সঃ = দুস্থ / দুঃস্থ (দরিদ্র) ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্), দুঃ (দুর্ / দুস্) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. নমস্পুসোগত্যোঃ (পা. ৮ / ৩ / ৫০)।
প্রতীকী নিয়ম : (অ / আ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > স্ হয়।
[নমস্ ও পুরস্ গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলে তাদের স্-জাত ঃ > স্ হবে, যদি ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকে।] যেমন–

নমঃ : নমঃ + কারঃ = নমস্কারঃ (প্রণাম)
নমঃ + করোতি = নমস্করোতি (প্রণাম করছে)

উল্লেখ্য, 'সাক্ষাৎপ্রভৃতীনি চ' (পা. ১ / ৪ / ৭৪) সূত্রানুসারে কৃ-ধাতুর যোগে নমস্ বিকল্পে গতিসংজ্ঞক হয়। অর্থাৎ গতি না হলে 'নমঃ কার' ও 'নমঃ করোতি' হবে।

পুরঃ : পুরঃ + কারঃ = পুরস্কারঃ (পারিতোষিক)
পুরঃ + করোতি = পুরস্করোতি (পারিতোষিক করছে) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, 'পরোঽব্যয়ম্ (পা. ১ / ৪ / ৬৭) সূত্রানুসারে পুরঃ অব্যয় গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'পুরঃ' যখন পুর্ (নগর অর্থে) শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়, তখন তা অব্যয় নয়। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেমন–

পুরঃ + প্রবেষ্টব্যাঃ = পুরঃ প্রবেষ্টব্যাঃ।

এখানে, নমঃ (নমস্) ও পুরঃ (পুরস্) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য (পা. ৮ / ৩ / ৪১)।
প্রতীকী নিয়ম : (ই / উ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > ষ্ হয়।
[নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ প্রভৃতি দু-কারান্ত ও উ-কারান্ত গতি শব্দের পরে ক্ খ্ প্ ফ্ থাকলে উক্ত ই ও উ-কারান্ত গতি শব্দের ঃ > ষ্ হয়।] যেমন–

নিঃ : নিঃ + কামঃ = নিষ্কামঃ
আবিঃ + কারঃ = আবিষ্কারঃ
বহিঃ + কৃতঃ = বহিষ্কৃতঃ

দুঃ : দুঃ + প্রাপ্য = দুষ্প্রাপ্য
দুঃ + করঃ = দুষ্করঃ ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্), দুঃ (দুর্ / দুস্) প্রভৃতি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত গতি শব্দ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. তিরসো২ নাতরস্যাম্ (পা. ৮ / ৩ / ৪২)

প্রতীকী নিয়ম : (অ / আ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > স্ হয়।

[তিরঃ গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলে উক্ত শব্দ জাত ঃ > বিকল্পে স্ হয়।] যেমন–

তিরঃ : তিরঃ + কারঃ = তিরস্কারঃ, তিরঃ কার (অবজ্ঞা)
তিরঃ + কর্তা = তিরস্কর্তা, তিরঃ কর্তা (অবজ্ঞাকারী)
তিরঃ + কৃতঃ = তিরস্কৃতঃ, তিরঃ কৃতঃ (অনাদৃত)

এখানে 'তিরঃ' গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

স্বাদিসন্ধি

১. সসজুষো রুঃ (পা. ৮ / ২ / ৬৬)।

প্রতীকী নিয়ম : অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ / ঃ (গতির ক্ষেত্রে) + অ আ; বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ; য্ র্ ল্ ব্ হ্ = ঃ > র্ / ´ (রেফ) হয়। যেমন–

দুঃ : দুঃ + অন্তঃ = দুরন্তঃ
দুঃ + নীতিঃ = দুর্নীতিঃ

নিঃ : নিঃ + আকারঃ = নিরাকারঃ
নিঃ + গত = নির্গতঃ
নিঃ + ভয়ঃ = নির্ভয়ঃ ইত্যাদি।

এখানে দুর্ / দুস্ (দুঃ), নির্ / নিস্ (নিঃ) গতি স্বাদিসন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. রোরি (পা. ৮ / ৩ / ১৪)।, ড্রলোপে পূর্বস্য দীর্ঘো২ণঃ (পা. ৬ / ৩ / ১১১)।

প্রতীকী নিয়ম : (ই / উ + ঃ) [গতির ক্ষেত্রে] + র = 'ঃ' লোপ এবং ই / উ দীর্ঘ হয় (ঈ / ঊ)। যেমন–

নিঃ : নিঃ + রবঃ = নীরবঃ
নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ
নিঃ + রসঃ = নীরসঃ ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্) গতি স্বাদিসন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

ঘ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

প্র-প্রভৃতি নিপাতকে গতি সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। সাধারণত অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ (গতি, প্রাদি) ও বহুব্রীহি সমাসে গতির এ সমাস-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৮৫]

দৃষ্টান্তস্বরূপ–

অব্যয়ীভাব সমাস

১. অব্যয়ং বিভক্তি-সমীপ-সমৃদ্ধি-ব্যৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতি-শব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদ্‌যথানুপূর্ব-যৌগপদ্য-সাদৃশ্য-সম্পত্তি-সাকল্যান্তবানেষু (পা. ২/১/৬)।, অব্যয়ীভাবশ্চ (পা. ২ /৪ /১৮), নব্যয়ীভাবাদতো২ম্ত্বপঞ্চম্যাঃ (২/৪/ ৮৩)।

আলোচ্য সূত্রানুসারে সমীপ (নিকটে), সমৃদ্ধি (সম্যক ঋদ্ধি), ব্যৃদ্ধি (ঋদ্ধিনাশ), অর্থাভাব (দ্রব্যাভাব), অত্যয় (ধ্বংস), অসম্প্রতি (অনৌচিত্য), পশ্চাৎ (পিছনে), যথা (যোগ্যতা, বীপ্সা), আনুপূর্ব (পৌর্বাপর্য) প্রভৃতি অর্থে উপসর্গ দ্বারা সমাস নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন–

বিভক্তি : গৃহে = অধিগৃহম্ (ঘরের মধ্যে)
আত্মনি = অধ্যাত্মম্ (আত্মার মধ্যে, আত্মবিষয়ে)

সমীপ : বনস্য সমীপম্ = উপবনম্ (বনের নিকটে)
গৃহস্য সমীপম্ = উপগৃহম্ (ঘরের নিকটে)

সমৃদ্ধি : মদ্রাণাং সমৃদ্ধি = সুমদ্রম্ (মদ্রদের ঋদ্ধি)

ব্যৃদ্ধি : যবানাং ব্যৃদ্ধিঃ = দুর্যবনম্ (যবনদের ঋদ্ধিনাশ)

অভাব : ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ = দুর্ভিক্ষম্ (আকাল, ভিক্ষার অভাব)
মক্ষিকানাম্ / মক্ষিকায়াঃ অভাবঃ = নির্মক্ষিকম্ (মক্ষিকার বা মাছির অভাব)

অত্যয় : শীতস্য অত্যয়ঃ = অতিশীতম্ (অত্যধিক শীত)

অসম্প্রতি : নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে = অতিনিদ্রম্ (অত্যধিক নিদ্রা)

পশ্চাৎ : গৃহস্য পশ্চাৎ = অনুগৃহম্ (ঘরের পিছনে)

যথা : রূপস্য যোগ্যম্ = অনুরূপম্ (যোগ্য)
দিনং দিনং / দিনে দিনে = প্রতিদিনম্ (প্রত্যহ, দিন দিন)

আনুপূর্ব : জ্যেষ্ঠম্ অনু / জেষ্ঠস্য আনুপূর্ব্যেণ = অনুজ্যেষ্ঠম্
বর্ণস্য / বর্ণানাম্ আনুপূর্ব্যেণ = অনুবর্ণম্

এখানে বিভক্তি, উপ-প্রভৃতি গতি বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ (পা. ৫ / ৪ / ১০৭)

অব্যয়ীভাব সমাসে শরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

শরদঃ সমীপম্ = উপশরদ্ + টচ্ > উপশরদম্ (শরৎকালের নিকট)
হিমবতঃ সমীপম্ = উপহিমবৎ + টচ্ > উপহিমবতম্ (বরফের নিকট)

এখানে 'উপ' গতিটি অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রতিপরসমনুভ্যো২ক্ষ্ণঃ (বা.)।

প্রতি, পর, সম্ ও অনু– এই চারটি উপসর্গের পর 'অক্ষি' শব্দের উত্তর সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

অক্ষ্ণোঃ আভিমুখ্যম্ = প্রত্যক্ষি + টচ্ > প্রত্যক্ষম্ (চোখের সামনে)
অক্ষ্ণোঃ পরম্ = পরোক্ষি + টচ্ > পরোক্ষম্ (চোখের বাহিরে)
অক্ষ্ণোঃ সামীপ্যম / যোগ্যম্ = সমক্ষি + টচ্ > সমক্ষম্ (প্রত্যেকের চোখের নিকটে)
অক্ষ্ণোঃ পশ্চাৎ = অন্বক্ষি + টচ্ > অন্বক্ষম্ (চোখের পিছনে)

এখানে প্রতি, পর, সম্ ও অনু গতি অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. অনশ্চ (পা. ৫ / ৪ / ১০৮)

অব্যয়ীভাব সমাসে অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

চর্মণঃ সমীপম্ = উপচর্মণ + টচ্ > উপচর্মম্ বা উপচর্ম (চর্মের নিকট)
আত্মনি ইতি = অধ্যাত্মন্ + টচ্ > অধ্যাত্মম্ বা অধ্যাত্ম (আত্মবিষয়ে)

এখানে 'উপ' গতি অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. নদী-পৌর্ণমাস্যাগ্রহায়নীভ্যঃ (পা. ৫ / ৪ / ১১০)।

অব্যয়ীভাব সমাসে নদী, পৌর্ণমাসী ও আগ্রহায়ণী– এই তিনটি শব্দ উত্তরপদ হলে বিকল্পে সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

নদ্যাঃ সমীপম্ = উপনদী + টচ্ > উপনদম্ বা উপনদি (নদীর নিকট)
পৌর্ণমাস্যাঃ সমীপম্ = উপপৌর্ণমাসী + টচ্ > উপপৌর্ণমাসম্ বা উপপৌর্ণমাসি (পূর্ণমাসের নিকট)
অগ্রহায়ন্যাঃ সমীপম্ = উপাগ্রহায়ণী + টচ্ > উপাগ্রহায়ণম্ বা উপাগ্রহায়ণি (অগ্রহায়ণ মাসের নিকট)

এখানে 'উপ' গতি অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

৫. গিরেশ্চ সেনকস্য (পা. ৫ / ৪ / ১১২)

অব্যয়ীভাব সমাসে 'গিরি' শব্দ উত্তরপদ হলে বিকল্পে সমাসান্ত টচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। যেমন–

গিরেঃ সমীপম্ = উপগিরি + টচ্ > উপগিরম্ বা উপগিরি (পর্বতের নিকট)

এখানেও 'উপ' গতিটি অভ্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

গতি-তৎপুরুষ

১. কুগতিপ্রাদয়ঃ (পা. ২ / ২ / ১৮)।

ক) গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬০)।
খ) উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (১ / ৪ / ৫৯)।, তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা. ১ / ৪ / ৮০)।
গ) সমাসেহ্নঞ্ পূর্বে ক্ত্বো ল্যাপ্ (পা. ৭ / ১ / ৩৭)।

প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ; অলম্, পুরস্ আবিস্, অস্তম্, তিরস্, নমস্ প্রভৃতি অব্যয় এবং চ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর সাথে যুক্ত হলে তা ‘গতি’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

ধাতুর সাথে গতি-র যে সমাস হয়, তাকে গতি-তৎপুরুষ সমাস বলে। সাধারণত গতির পরস্থিত ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় দিয়ে এই সমাসের উদাহরণ দেয়া হয়। কিন্তু সমাস হওয়ার ফলে ‘ক্ত্বাচ্’ এর স্থানে ল্যপ্ হয় (√জি + ক্ত্বাচ্ = জিত্বা > পরা-√জি + ল্যপ্ = পরাজিত্য)। স্মরণীয়, এই সমাস অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন–

প্র-প্রভৃতি উপসর্গ : প্র-√বিশ্ + ল্যপ্ = প্রবিশ্য (প্রবেশ করে)
নি-√পা + ল্যপ্ = নিপীয় (পান করে)

কিছু অব্যয় : অলম্-√কৃ + ল্যপ্ = অলংকৃত্য (ভূষিত করে)
পুরস্-√কৃ + ল্যপ্ = পুরস্কৃত্য (পুরস্কৃত করে)
আবিস্-√কৃ + ল্যপ্ = আবিষ্কৃত্য (আবিষ্কার করে)
অস্তম্-√কৃ + ল্যপ্ = অস্তংকৃত্য (অস্ত গিয়ে)
তিরস্-√কৃ + ল্যপ্ = তিরস্কৃত্য (তিরস্কার করে)
নমস্-√কৃ + ল্যপ্ = নমস্কৃত্য (নমস্কার করে)

চ্বি-প্রত্যয় : দুর্ + চ্বি-√কৃ + ল্যপ্ = দূরীকৃত্য (দূর করে)
ঊরি + চ্বি-√কৃ + ল্যপ্ = ঊরীকৃত্য (স্বীকার করে)
সৎ + চ্বি-√জি + ভূ + ল্যপ্ = সজ্জীভূয় (সজ্জিত হয়ে)
স্ব + চ্বি-√কৃ + ল্যপ্ = স্বীকৃত্য (স্বীকার করে)

ডাচ্-প্রত্যয় : পটৎ + ডাচ্ + √কৃ + ল্যপ্ = পটপটাকৃত্য (পটৎ শব্দ করে)

উল্লেখ্য, গতি হতে হলে ক্রিয়ার সঙ্গে থাকতে হবে এবং নিত্যই সমাস হবে।

এখানে গতি সমাসের নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রাদি-তৎপুরুষ

১. কুগতিপ্রাদয়ঃ (পা. ২ / ২ / ১৮)।

ক) প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮)।
খ) উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১ / ৪ / ৫৯), তে প্রাগ্ধাতোঃ (পা. ১ / ৪ / ৮০)।

প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে, তাকে উপসর্গ বলে। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে গতিও বলে। একারণে উপসর্গগুলির আরেকটি সংজ্ঞা হয় গতি।

সুবন্তপদের সাথে উপসর্গযুক্ত ক্রিয়াপদের যে সমাস হয়, তাকে প্রাদি-তৎপুরুষ সমাস বলে। স্মরণীয়, এ সমাসও অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস। যেমন–

আগতঃ আচার্যঃ = আচার্যঃ (বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর) [প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া (বা.)।]
উপগতঃ আচার্যঃ = উপাচার্যঃ (আচার্যের সহকারী)
প্রগতঃ আচার্যঃ = প্রাচার্যঃ (ভূতপূর্ব অধ্যাপক)
প্রগতঃ পিতামহঃ = প্রপিতামহঃ
সুগতঃ / শোভনঃ পুরুষঃ = সুপুরুষঃ
বিশ্লিষ্টা মাতা = বিমাতা
শোভনঃ রাজা = সুরাজা
দুষ্টঃ জনঃ = দুর্জনঃ
উদ্‌গতঃ বেলাম্ = উদ্বেলঃ [অত্যাদয় ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া (বা.)।]
অতিক্রান্তঃ বাল্যম্ = অতিবাল্যঃ
অতিক্রান্তঃ মালাম্ = অতিমালঃ

এখানে প্রাদি (উপসর্গযুক্ত ক্রিয়াপদ) সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

উল্লেখ্য, প্রাদি হতে হলে অবশ্যই সুবন্তের সঙ্গে থাকতে হবে এবং নিত্যই সমাস হবে।

বহুব্রীহি সমাস

১. গন্ধস্যেদুৎ-পূতি-সু-সুরভিভ্যঃ (পা. ৫ / ৪ / ১৩৫)।

বহুব্রীহি সমাসে উদ্, সু উপসর্গের পরবর্তী 'গন্ধ' শব্দের অন্তবর্ণ স্থানে ইৎ (ই) আদেশ হয়। যেমন–

উদ্ : উদ্‌গতঃ গন্ধঃ যস্য সঃ = উদ্‌গন্ধিঃ ()
সু : শোভনঃ গন্ধঃ যস্য সঃ = সুগন্ধিঃ (সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট)

এখানে উদ্ ও সু গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. সুহৃদ্-দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ (৫ / ৪ / ১৫০)।

বহুব্রীহি সমাসে যথাক্রমে মিত্রার্থে ও অমিত্রার্থে সু, দুর্ উপসর্গের পরবর্তী হৃদয় > নিপাতনে হৃদ্ আদেশ হয়। যেমন–

শোভনং (সু) হৃদয়ং যস্য সঃ = সুহৃদ্ (বন্ধু)
দুষ্টং (দুর্) হৃদয়ং যস্য সঃ = দুর্হৃদ্ (শত্রু)

এখানে সু ও দুর্ গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

ধাতুর পূর্বে সংস্কৃত সকল উপসর্গের ব্যবহার [সকল উপসর্গ + ধাতু]

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় (দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া) উপসর্গ কেবল ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ ধাতুর পূর্বে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সংস্কৃত ভাষার সকল উপসর্গের ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত অবস্থায় গঠন দেখানো হলো[৮৬] :

ক) স্বরাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১. অতি-√ক্রম্ + লট্-তি = অতিক্রামতি (অতিক্রম করে)

২. অধি- √আস্ + লট্-তে = অধ্যাস্তে (অধিষ্ঠান করে, বাস করে)

৩. অনু-√কৃ + লট্-তি = অনুকরোতি (অনুকরণ করে)

৪. অপি-√ধা + লোট্-হি = অপিধেহি / পিধেহি (ঢাকো)
অপি-√ধা + তব্য = অপিধাতব্য / পিধাতব্য (ঢাকা উচিত)
অপি-√ধা + ক্ত = অপিহিত / পিহিত (আগলে রেখেছিল)
[ভাগুরি বৈয়াকরণের মতে, ধাতুর পূর্বে যুক্ত 'অপি' উপসর্গের 'অ' বিকল্পে লোপ হয়।]

৫. অপ-√ঈক্ষ্ + লট্-তে = অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে)

৬. অব-√আপ্ + লট্-তি= অবাপ্নোতি (লাভ করে)
অব-√গাহ্ + ল্যপ্ = অবগাহ্য / বগাহ্য (অবগাহন করে)
[ভাগুরি বৈয়াকরণের মতে, ধাতুর পূর্বে যুক্ত 'অব' উপসর্গেরও 'অ' বিকল্পে লোপ হয়।]

৭. অভি-√অস্ + লট্-তি = অভ্যস্যতি (অভ্যাস করে)

৮. আঙ্ = আ-√কৃষ্+ লট্-তি = আকর্ষতি (আকর্ষণ করে)
আ-√বৃৎ+ লট্-তে = আবর্ততে (ঘোরে)

৯. উদ্-√চর্ + লট্-তি = উচ্চরতি (উপরে ওঠে)
উদ্-√ই + লট্-তি = উদেতি (উদিত হয়)

১০. উপ-√ই+ লট্-তি = উপৈতি (লাভ করে)
উপ-√ক্রম্ + লট্-তে = উপক্রমতে (শুরু করে)
উপ-√ঈক্ষ + লোট্-স্ব = উপেক্ষস্ব (উপেক্ষা করো)

খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১১. দুর্-জনঃ = দুর্জনঃ (খারাপ লোক)
দুঃ-√স্থা + ড = দুঃস্থ, দুস্থ (দরিদ্র)

১২. দুর্ = দুস্-√তৃ+ ঘঞ্ = দুস্তরঃ (যা পার হওয়া কঠিন)

১৩. নির্-√নী + লট্-তি = নির্ণয়তি (নির্ণয় করে)

১৪. নির্ = নিস্- √তৃ+ ঘঞ্ = নিস্তারঃ (নিস্তার পায়)

১৫. নি-√ক্ষিপ্ + লট্-তি = নিক্ষিপতি (নিক্ষেপ করে)

১৬. প্র-√আপ্ + লট্-তি = প্রাপ্নোতি (পায়)

১৭. পরা-√অয়্ + লট্-তে = পলায়তে (পলায়ন করে)

১৮. পরি-√ঈক্ষ + লট্-তে = পরীক্ষতে (পরীক্ষা করে)

১৯. প্রতি-√ঈক্ষ্ + লোট্-স্ব = প্রতীক্ষস্ব (প্রতীক্ষা করো)
প্রতি-√ই + লট্-তি = প্রত্যেতি (বিশ্বাস করে)

২০. বি-√কৃ + লট্-তে = বিকুর্বতে (ইচ্ছামত কাজ করে)
বি-√আপ্ + লট্-তি = ব্যাপ্নোতি (ছড়াইয়া পড়ে)

২১. সু-কবি = সুকবিঃ (ভালো কবি)
সু-√স্থা + ড = সুস্থ (নীরোগ, সুখী)

২২. সম্-√গম্ + লট্-তে = সঙ্গচ্ছতে (মিলিত হয়)

উল্লেখ্য, ভাগুরি বৈয়াকরণ অব্যয় সম্বন্ধে বলেন– 'অব' এবং 'অপি'– এই দুই উপসর্গের আদি অ-কারের বিকল্পে লোপ এবং হলন্ত শব্দের উত্তর টাপ্ যোগ হতে পারে। তাঁর উক্তিটি এরূপ–

বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপং চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা ॥[৮৭]

উদাহরণ :

অব : অব-√গাহ্ + ল্যপ্ = অবগাহ্য / বগাহ্য (অবগাহন করে)
√বদ্ + লঙ্-তাম্ = অবদতাম্ / বদতাম্ (বলেছিল)

অপি : অপি-√ধা + ক্ত = অপিহিত / পিহিত (আগলে রাখা)
অপি-√নহ্ + ক্ত = অপিনদ্ধ / পিনদ্ধ (পরিহিত)

হলন্ত (ব্যঞ্জনান্ত) : বাচ্ + টাপ্ = বাচা (বাক্য)
নিশ্ + টাপ্ = নিশা (রাত্রি)
দিশ্ + টাপ্ = দিশা (দিক)

অব, অপি উপসর্গযুক্ত শব্দের বিকল্প রূপের ব্যবহার–

হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারম্ পাতালমধিতিষ্ঠতি ॥ [কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ১ / ৮০]

[সে (সুরভি) এখন রাবণের দীর্ঘকালীন এক যজ্ঞের ঘৃত যোগ যার জন্যে পাতালে বাস করছে। সাপ আগলে আছে সেই পাতালের দ্বার।]

উক্ত শ্লোকাটিতে 'পিহিত' পদটি 'অপিহিত' পদেরই বিকল্প রূপ।

অস্ত্যুত্তরাস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নাগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ (কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ১/১)

[বঙ্গানুবাদ : উত্তর দিকে হিমালয় নামে দেবতাত্মা গিরিরাজ পৃথিবীর মানদণ্ডের মতো পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করে বর্তমান।]

উক্ত শ্লোকটিতে 'বগাহ্য' পদটি 'অবগাহ্য' পদেরই বিকল্প রূপ।

লক্ষণীয় যে, দুঃ (খারাপ বা দুঃসাধ্য) ও সু (উত্তম) উপসর্গ দুটি প্রায়ই নামপদের পূর্বে যুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে এ উপসর্গদ্বয় দ্বারা যুক্ত পদ বিশেষণ হয়। যেমন-

দুর্ / দুস্ = দুঃ-জনঃ = দুর্জনঃ (খারাপ লোক)
সু = সু-কবিঃ = সুকবিঃ (ভালো কবি)

সংস্কৃত ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

সংস্কৃত ভাষায় আমরা ধাতুর বিভিন্ন অর্থ পরিবর্তনে উপসর্গের ব্যবহার দেখলাম। উপসর্গের নিজেস্ব অর্থ না থাকলেও ধাতুর অর্থ পরিবর্তনে বিশেষ ক্ষমতা আছে। সংস্কৃত ভাষায় (দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া যেমন– অনু, প্রতি, পরি ব্যতীত) বেশিরভাগ উপসর্গকে ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। তবে 'দুঃ' ও 'সু' উপসর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। কেননা এদুটি অনেক সময় নাম বা প্রাতিপদিকের পূর্বেও বসে। উপসর্গের এ অবস্থা পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে সূত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। সংস্কৃত উপসর্গের এরূপ ব্যবহার অন্যান্য ভাষায়ও (বাংলা প্রভৃতি) প্রভাব ফেলে। ফলে সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহার পাণিনিপরবর্তী ব্যাকরণবিদদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপরে সূত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত সব উপসর্গের (২২টি) ব্যবহার সংস্কৃত ভাষার বাক্যে আলোচনা সম্ভব হয়নি। তাই এক্ষেত্রে সংস্কৃত সব উপসর্গের (২২টি = স্বরাদি ১০টি + ব্যঞ্জনাদি ১২টি) ব্যবহার সংস্কৃত ভাষার বাক্যে নানার্থে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো[৮৮] :

নানার্থে সকল উপসর্গের ব্যবহার

ক) স্বরাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১. অতিক্রামতি : বালকঃ বৃদ্ধমপি গুণেন অতিক্রামতি। (বালক বৃদ্ধকেও গুণে অতিক্রম করে।)

২. অধ্যাস্তে : বিষ্ণুঃ বৈকুণ্ঠম্ অধ্যাস্তে। (বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে বাস করেন।)

৩. অনুকরোতি : শিশুঃ বয়স্কম্ অনুকরোতি। (শিশু বড়কে অনুকরণ করে।)

৪. অপিধেহি / পিধেহি : অপিধেহি / পিধেহি দ্বারম্। (দরজা / দুয়ার ঢাকো।)

পিধাতব্য : পিধাতব্যং দ্বারম্। (দরজা / দুয়ার ঢাকা উচিত।)

পিধাতব্যৌ : গুরোঃ যত্র পরীবাদঃ তত্র কর্ণৌ পিধাতব্যৌ। (যেখানে গুরুর অভিযোগ সেখানে কান ঢাকা উচিত।)

৫. অপেক্ষতে : স মাম্ অপেক্ষতে। (সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।)

৬. অবাপ্নোতি : দীনঃ দুঃখম্ অবাপ্নোতি। (দীন দুঃখ লাভ করে।)

৭. অভ্যস্যতি : মুনিঃ বেদান্ অভ্যস্যতি। (মুনি বেদ অভ্যাস করে।)

৮. আকর্ষতি : গায়িকা লতা মধুবগীতৈঃ চিত্তম্ আকর্ষতি। (গায়িকা লতা মধুর গানে চিত্তকে আকর্ষণ করে।)

আবর্ততে : পৃথিবী সূর্যং পরিতঃ আবর্ততে। (পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।)

৯. উদেতি : সূর্যঃ পূর্বস্যাং দিশি উদেতি। (সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।)

১০. উপেক্ষস্ব : প্রভুকার্যং ন উপেক্ষস্ব। (প্রভুকার্য উপেক্ষা করো না।)

খ) ব্যঞ্জনাদি উপসর্গের ক্ষেত্রে–

১১. দুঃস্থঃ, দুস্থঃ / দুর্জনঃ : সঃ দুস্থঃ মানবঃ। (সে দরিদ্র মানুষ)

দুর্জনঃ পরিহর্তব্য। (দুর্জনকে পরিত্যাগ করা উচিত।)

১২. দুস্তরঃ : অস্যাঃ বিপদঃ দুস্তরঃ। (এ বিপদের পার হওয়া কঠিন।)

১৩. নির্ণয়তি : সঃ অস্য কারণং নির্ণয়তি। (সে এর কারণ নির্ণয় করছে।)

১৪. নিস্তারঃ : অস্যাঃ আপদঃ নিস্তাবঃ কুত্র। (এ আপদের নিস্তার কোথায়?)

১৫. নিক্ষিপতি : ব্যাধঃ বরাহং প্রতি শরং নিক্ষিপতি। (ব্যাধ শূকরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করছে।)

১৬. প্রাপ্নোতি : গুণী সম্মানং প্রাপ্নোতি। (গুণী সম্মান পায়।)

১৭. পলায়তে : তস্করঃ ভয়েন পলায়তে। (চোর ভয়ে পালাল।)

১৮. পরীক্ষতে : স্বর্ণকারঃ স্বর্ণং পরীক্ষতে। (স্বর্ণকার স্বর্ণ পরীক্ষা করে।)

১৯. প্রতীক্ষস্ব : প্রতীক্ষস্ব ক্ষণম্ অত্র। (এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো।)

প্রত্যেতি : ধূর্তস্য বচনে ন কো২ পি প্রত্যেতি। (ধূর্তের কথায় কেউ বিশ্বাস করে না।)

২০. ব্যাপ্নোতি : ধূমঃ বৈকুণ্ঠম্ ব্যাপ্নোতি। (ধোয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।)

২১. সুস্থঃ / সুকবিঃ : সঃ সুস্থঃ মানবঃ। (সে নীরোগ বা সুখী মানুষ।)

সুকবিঃ অপশব্দং ন প্রযুঙ্‌ক্তে। (ভালো কবি অপশব্দ ব্যবহার করেন না।)

২২. সঙ্গচ্ছতে : সাধুঃ সাধুনা সঙ্গচ্ছতে। (সাধু সাধুর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন।)

সংস্কৃত উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গসমূহের লক্ষণ, সংখ্যা, অর্থ ও ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনা দেখা যায়। এদের অর্থ বিচারে সংস্কৃত ভাষার মধ্যমণি পাণিনি নীরব ছিলেন। পাণিনির বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, আসলে ধাতুর মধ্যেই বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা আছে। পরবর্তী সময়ে তাঁর ব্যাকরণাধ্যায়িগণও উপসর্গের অর্থ স্বীকার করেন না। তাঁদের ভাষায় উপসর্গের দ্যোতকতা (অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা) আছে কিন্তু বাচকতা (নিজস্ব অর্থ) নেই (উপসর্গস্ত্বর্থবিশেষস্যদ্যোতকাঃ। অথবা, উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ।)। এরা কেবল ধাতুর মধ্যে লীন থাকা অর্থকে বলপূর্বক অর্থাৎ জোর করে অন্যদিকে নিয়ে যায় (উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে। / প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ ॥)। আর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদিক অপেক্ষা সংস্কৃতে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) একটি পরিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ ধাতুর পূর্বে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এদের এরূপ ধাতুর অর্থ অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহারের কারণে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ভাষা ও শব্দগত দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত উপসর্গের এসব বিষয় আজকের আমরা যারা ব্যাকরণ পাঠক ও জিজ্ঞাসু তারাও অনেক ক্ষেত্রে ঋদ্ধ হয়েছি। এরা 'ধাতুর পূর্বে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়'-এই নির্দিষ্ট নিয়ম যেমন বৈদিক থেকে সংস্কৃতে এসেছে তেমনি পরবর্তী ভাষার (বাংলা প্রভৃতি) ব্যাকরণেও প্রবেশ করে ঐসব ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, সংস্কৃত উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. H.H. Wilson and Bhāṣya of Sāyaṇācārya, *ṚGVEDA SAṀHITĀ*, Vol. 1-4, Parimal Publications, Delhi, 2002, Page, 433

২. রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, চতুর্থ মুর্দ্রণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫৩৯

৩. ডা. রমাশঙ্কর মিশ্র সম্পাদিত, *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ২০১৭, পৃ. ৪৪, ১৫১, ১৬৮

৪. ক) সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে (পা. ৬ / ১ / ১৩৭)।
খ) সংস্কৃতং ভক্ষাঃ (পা. ৪ / ২ / ১৬)।
গ) সংস্কৃতম্ (পা. ৪ / ৪ / ৩)।
ঘ) সমবায়ে চ (পা. ৬ / ১ / ১৩৮)।

৫. H.H. Wilson and Bhāṣya of Sāyaṇācārya, *ṚGVEDA SAṀHITĀ*, Vol. 1-4, op cit, page. 515

৬. তদেব, Page, 64

৭. বাল্মীকি, *রামায়ণম্ (সুন্দরকাণ্ড–৯)*, শ্রী অমরেশ্বর ঠাকুর কর্তৃক সংস্কারকৃত এবং পরিশোধিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৭৫৬

৮. প্রাগুক্ত

৯. ড. মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টচার্য / ড. রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ২য় খণ্ড (মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমারসম্ভব), ২য় প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩১৫ / ২৫৮

১০. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬১

১১. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা ২০০৫, পৃ. ৩ ও ৫ (ভূমিকা)

১২. তদেব

১৩. অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের সাধক*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১২ (প্রাক্‌কথন)

১৪. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

১৫. Sen, Dr. Sukamar : *History and pre-History* (University of Mysore, Extension Lecture, 1957), page. 15

১৬. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ (ভূমিকা)

১৭. আচার্য্য কমলাকান্ত, *দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু*, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, ২০০৪, পৃ. ৪

১৮. ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী ও অধ্যাপিকা ডক্টর আলপনা গোস্বামী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা*, নতুন সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১

১৯. আচার্য্য কমলাকান্ত, *দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২০. তদেব

২১. অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২২. প্রাগুক্ত

২৩. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১

২৪. ড. রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ৫৩০

২৫. তদেব, পৃ. ৫৩২

২৬. তদেব, পৃ. ৫৩৮
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৮
২৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. পরিশিষ্ট
৩০. ক) H.H. Wilson and Bhāṣya of Sāyaṇācārya*, ṚGVEDA SAṀHITĀ*, Vol. 1-4, op cit, page. 1
খ) রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৩১. ড. বিশ্বরূপ সাহা, *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬
৩২. সুপ্তিঙন্তং পদম্ (পা. ১ / ৪ / ১৪)।
৩৩. শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩৩
৩৪. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১
৩৫. তদেব
৩৬. ভট্টোজিদীক্ষিত, *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী*, কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল সেন সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২
৩৭. অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২
৩৮. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২ (উপক্রমণিকা)
৩৯. ভট্টোজিদীক্ষিত, *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী*, কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল সেন সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৪০. তদেব, পৃ. ১০
৪১. ক) ল্যুট্ চ (পা. ৩ / ৩ / ১১৫)।
খ) করণাধিকরণয়োশ্চ (পা. ৩ / ৩ / ১১৭)।
গ) যুবোরনাকৌ (পা.৭/১/১)।
[উল্লেখ্য, পাণিনির এই সূত্র ত্রয়ের মাধ্যমে ব্যাকরণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে]
৪২. পতঞ্জলি, *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)*, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম অনুবাদিত ও সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯২৫ শকাব্দ, পৃ. ২০৬
৪৩. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮
৪৪. অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, *বৈদিক ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৭৬
৪৫. পতঞ্জলি, *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য (পস্পাশাহ্নিক*), দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম অনুবাদিত ও সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১
৪৬. পতঞ্জলি, *মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)*, সঙ্ঘমিত্রা সেনগুপ্ত (দাশ গুপ্ত) সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৪০৭, পৃ. ২০
৪৭. ভট্টোজিদীক্ষিত, *সিদ্ধান্ত-কৌমুদী*, কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল সেন সম্পাদিত ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ (ভূমিকা)
৪৮. ভর্তৃহরি, *বাক্য-পদীয় ব্রহ্ম-কাণ্ড (প্রথম খণ্ড)*, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৪
৪৯. তদেব, পৃ. ৩৯
৫০. অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৫১. তদেব
৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. পতঞ্জলি, *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য (পস্পশাহ্নিক)*, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম অনুবাদিত ও সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৫৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী*, আশুতোষ দেব (সম্পাদিত), মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত), পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন (আদ্যন্ত সংশোধিত), দেব সাহিত্য কুটির (প্রা. লি.), কলিকাতা, ১৯৯৯, পৃ.৭-১২

৫৫. ড. বিশ্বরূপ সাহা, *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

৫৬. প্রাগুক্ত

৫৭. শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪১

৫৮. নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, Revised Enlarge Edition, 2019, Kolkata, পৃ. ২৭

৫৯. ভাবে (পা.৩ / ৩ / ১৮)।

৬০. ক) Ashoke kumar Bandyopadhyay, *পাণিনীয় Helps to the study of Sanskrit Grammar and Composition,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২২০

খ) Monier Willams, *A Practical Grammar of the Sanskrit Language*, First Indian edition, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1978, Page.322-323

৬১. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৬২. ক) A. A. Macdonel , *A Vedic Grammar for Student*, Reprint, Delhi, 2010, Page, 208-210

খ) শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১–১৫২

৬৩. Janakinath Sastri, *Helps to the study of Sanskrit,* Revised Edition, Calcutta, 1979, পৃ. ১৩৭

৬৪. Ashoke kumar Bandyopadhyay, *পাণিনীয় Helps to the study of Sanskrit Grammar and Composition,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৬৫. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫, ২১৪

৬৬. তদেব, পৃ. ১৮৫

৬৭. ডক্টর প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, *পাণিনীয়ম্ A higher Sanskrit Grammar and Composition,* পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ, ৩৫৭

৬৮. নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬৯. ক) শ্রীহৃষীকেশ দেবশর্মা, *Hints On Sanskrit Grammar andComposition,* চতুর্থ সংস্করণ, তালপুকুর, ১৯৫৬, পৃ, ১৩৪

খ) ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী ও অধ্যাপিকা ডক্টর আলপনা গোস্বামী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৭০. নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৭১. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

৭২. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৭৩. ক) Janakinath Sastri, *Helps to the study of Sanskrit*, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৭–১৪৬

খ) M. R Kale, *A Higher Sanskrit Grammar*, Reprint, Delhi, 1977, Page, 224-227

৭৪. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৭৫. Ashoke kumar Bandyopadhyay, *পাণিনীয় Helps to the study of Sanskrit Grammar and Composition,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৭৬. প্রাগুক্ত

৭৭. অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ভট্টোজী দীক্ষিত-কৃত বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী* (কারক-প্রকরণ), পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৫–৫৫

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮–১৪২ ও ২২৮–২৩১

৭৯. তদেব, পৃ. ৩৫–৩৯

৮০. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৮১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী*, আশুতোষ দেব (সম্পাদিত), মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সংশোধিত-পরিবর্ধিত) ও পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন (আদ্যন্ত সংশোধিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭–৩৮৭

৮২. ক) নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

খ) ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৮৩. ক) ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪–৮১

খ) ড. বিশ্বরূপ সাহা, *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*, প্রথম প্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২–৬৯

৮৪. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪, ৪১, ৪৭-৪৮, ৫১-৫৪, ৫৬, ৬০-৬১, ৬৩–৬৫, ৭১-৭২

৮৫. ক) ড. সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভট্টোজী দীক্ষিত-কৃত বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস-প্রকরণ)*, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৩৮, ৯৪–১০৪, ১০৬, ৩৮৫-৮৬, ৩৯৪-৯৫

খ) নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭–৫০৯

৮৬. সংস্কৃত সুবিখ্যাত ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে 'ধাতুর পূর্বে সকল উপসর্গের ব্যবহার' সম্পর্কিত উপসর্গযুক্ত শব্দের গঠন সংকলন করা হয়েছে।

৮৭. ক) ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

খ) নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, '*A Modern Sanskrit Grammar and Composition (পাণিণীয়ম্)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৮৮. সংস্কৃত সুবিখ্যাত ব্যাকরণবিদদের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে 'সংস্কৃত ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার' সম্পর্কিত বাক্যগুলো সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা উপসর্গ

ক. বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা ও তার কাল

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশের অন্যতম ভাষাবংশ হলো ইন্দো-ইউরোপীয় (ভারত-ইউরোপীয় বা আর্য) ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আবার অন্যতম প্রাচীন শাখা ইন্দো-ইরানীয় (ভারত-ইরানীয়) শাখা। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্যতম প্রাচীন শাখা ভারতীয় আর্য (Indo Aryan, আনুমানিক ১২০০–৮০০ খ্রি. পূ. / ১৫০০-৬০০ খ্রি. পূ.পর্যন্ত) শাখার তিনটি স্তর[১]– ১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo-Aryan) [নিদর্শন : বৈদিক-সংস্কৃত, কাল : খ্রি. পূ . দ্বাদশ / পঞ্চদশ হতে খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত] ২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan) [নিদর্শন : প্রাচীন = পালি, মধ্য = প্রাকৃত ও নব্য = অপভ্রংশ, কাল : খ্রি. পূ . ৬ষ্ঠ হতে খ্রিস্টীয় নবম / দশম শতাব্দী পর্যন্ত] ও ৩. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (New Indo-Aryan) [নিদর্শন : বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি; কাল : খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দী হতে আধুনিককাল পর্যন্ত]। এই তিনটি স্তরের অন্যতম স্তর 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা' থেকে বাংলা ভাষা'-র জন্ম। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ঠিক কতদিন পরে 'বাংলা ভাষা' চালু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তারপরও বাংলা ভাষার কাল নির্ণয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

১. ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*The Origin and Development of the Bengali Language*' গ্রন্থে বলেন প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভবকাল খ্রিস্টীয় ১১০০ শতক।

২. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর '*বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে বলেন বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী।

৩. সুকুমার সেন তাঁর '*ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে বলেন বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টীয় দশম শতক।

৪. হুমায়ুন আজাদ তাঁর '*লাল নীল দীপাবলি*' গ্রন্থে বলেন দশম শতকের মধ্যভাগে এসে প্রাকৃত ভাষার আরো বদলানো একটি রূপ থেকে বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয়।

বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ

বাংলা ভাষাকে কাল অনুসারে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।[২] যুগ তিনটি হচ্ছে :

১. প্রাচীন যুগ : ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ
২. মধ্যযুগ : ১৩৫০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ
৩. আধুনিক যুগ : ১৮০০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

জীবন্ত ভাষার ধর্মই হলো পরিবর্তনশীলতা। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। উক্ত তিন যুগেই বাংলা ভাষা এতখানি পৃথক রূপ লাভ করেছিল যে, প্রত্যেক যুগে রচিত ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থে তা আমরা দেখতে পাই। মূলত এই তিন যুগের সাহিত্যই বাংলা ভাষা। কিন্তু বিষয়বস্তুতে, রচনারীতিতে এ তিন যুগের সাহিত্য তিন রকম ছিল। বিশেষ করে প্রাচীনযুগে কাহ্নপাদ, শবরপাদ প্রমুখ; মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাস প্রমুখ ও আধুনিকযুগে উইলিয়াম কেরি (প্রথম গদ্য প্রণেতা), মাইকেল মধুসূদন দত্তসহ লেখকবৃন্দের ভাষা তুলনা করলেই দেখা যাবে বাংলা ভাষা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

প্রাচীন যুগ : এই যুগে পাওয়া যায় একটি মাত্র বই, যার নাম '*চর্যাপদ*'। এই চর্যাপদের ভাষার একটি নিদর্শন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী ॥[৩]

চর্যাগীতি– ২৮, শবর পাদ (রাগ– বলাড্ডি)

উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগের পর দেড়শ বছর (১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা ভাষায় কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। কালো, ফসলশূন্য এ সময়টিকে বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'।

মধ্যযুগ : অন্ধকার যুগের পর আসে মধ্যযুগ। এ যুগটি সুদীর্ঘ। এ যুগের প্রথম নিদর্শন '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*'। পরবর্তী সময়ে আরো অসংখ্য কাব্য– '*বৈষ্ণবপদাবলি*'; মঙ্গলকাব্য– '*মনসামঙ্গল*', '*চণ্ডীমঙ্গল*', '*অন্নদামঙ্গল*' প্রভৃতি রচিত হয়। '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*' কাব্যের ভাষার একটি নিদর্শন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

পাখি নহোঁ আর ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥[৪]

বড়ু চণ্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* : বংশীখণ্ড

উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগে গদ্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এ যুগদ্বয়ে ছিল শুধু কবিতা বা পদ্য।

আধুনিক যুগ : মধ্যযুগের অবসানে আসে আধুনিক যুগ। এইতো সেদিন, ১৮০০ অব্দে। এ যুগের সবচেয়ে বড় অবদান গদ্য। এর প্রথম লেখক উইলিয়াম কেরি। উইলিয়াম কেরির ভাষার (স্ত্রীলোকের কথোপকথন) একটি নিদর্শন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আসগো ঠাকুর ঝি নাতে যাই।
ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলেম।
তোরদের কি হইয়াছিল।
আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট
সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের
বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।[৫]

(সংক্ষেপিত)

আধুনিক যুগের খাসা পদ্যের লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তাঁর '*মেঘনাদবধ*' কাব্য থেকে আধুনিক বাংলা ভাষার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, – এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা ![৬] [পরঃ = বৈদিক উপসর্গ]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মেঘনাদবধ কাব্য* (৬ষ্ঠ সর্গ)

বাংলা ভাষার উৎস

বাংলা ভাষার উৎস গ্রাফে প্রদর্শিত হলো :

এক নজরে বাংলা ভাষার উৎস

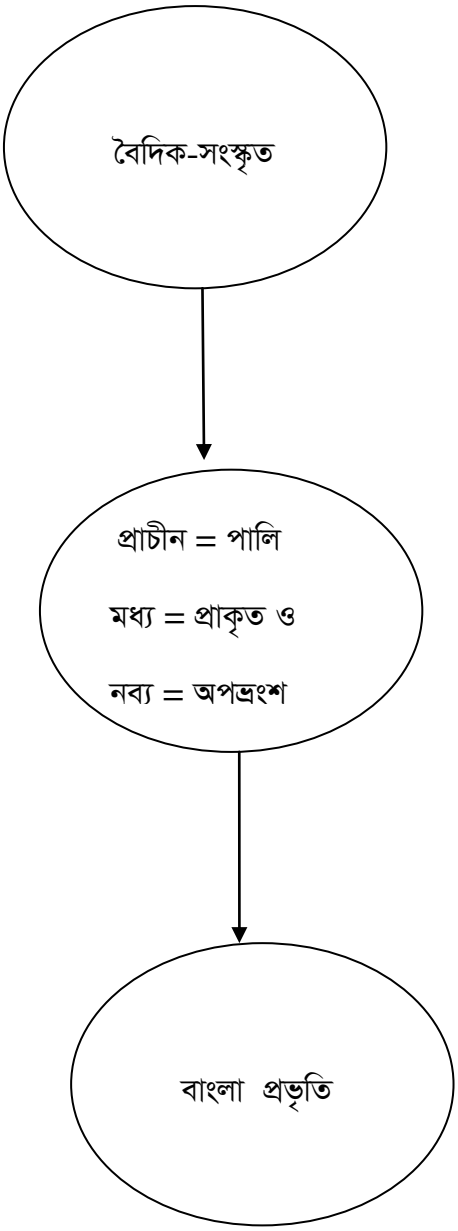

চিত্র : ১

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলা ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি বৈদিক-সংস্কৃত ভাষার ক্রমবদলের ফল। এ বদলের কিন্তু নিয়ম রয়েছে; খামখেয়ালে ভাষা বদলায় না। ভাষা মেনে চলে কতগুলি নিয়মকানুন। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা একদিন পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় 'পালি' নামক এক ভাষায়। পালি ভাষা ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়ে জন্ম নেয় 'প্রাকৃত ভাষা'। প্রাকৃত ভাষা আবার বদলাতে থাকে, অনেক দিন ধরে বদলায়। এ প্রাকৃত ভাষার রূপ বদলানো (= অপভ্রংশ) থেকে উদ্ভূত হয় আজকের বাংলা। বাংলা ভাষার ক্রমবদলের ধারাটি[৭] নিম্নরূপ–

বৈদিক-সংস্কৃত	প্রাকৃত-অপভ্রংশ	বাংলা
হস্ত	হত্থ, হাথ	হাত
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
বধূ	বহু	বউ
নৃত্য	নচ্চ	নাচ
কার্য	কজ্জ	কাজ
ভক্ত	ভত্ত	ভাত ইত্যাদি।

ভাষা ও বাংলা ভাষার সংজ্ঞা

বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে স্বনামধন্য কয়েকজন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে ভাষা ও বাংলা ভাষার সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

১. ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।'[৮]

২. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা।'

তিনি বাংলা ভাষার সংজ্ঞায় বলেন, 'বাঙ্গালা জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহার নাম বাঙালা ভাষা (Bengali Language)।'[৯]

৩. ড. সুকুমার সেন তাঁর '*ভাষার ইতিবৃত্ত*' গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।'[১০]

৪. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁদের '*বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*' গ্রন্থে ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হবে ভাষা।'[১১]

৫. প্রমথ চৌধুরী তাঁর '*কথার কথা*' প্রবন্ধে বলেন, 'বাংলা ভাষা কাকে বলে ? বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই নয় যে, যে-ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে-ভাষায় আমরা ভাবনা-চিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতরে নয়, বাঙালির মুখে।'[১২]

এ অংশে আমরা সহজ কথায় বলতে পারি, আমরা বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি তাকে বলা হয় বাংলা ভাষা। বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী (বাঙালী / বাঙালি) প্রভৃতি শব্দ বঙ্গ শব্দেরই রকমফের।

বাংলা ভাষার কুলজী

পৃথিবীর ভাষাগুলি কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে। এই আদি উৎসগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাবংশ বলা হয়। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে এই ভাষাবংশের বিভাগ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর '*সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় তিন হাজার ভাষাকে আনুমানিক ২৫ / ২৬টি পরিবারে ভাগ করেন।[১৩] অন্যদিকে ড. রামেশ্বর শ' তাঁর '*সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে কয়েকটি প্রধান ভাষাবংশে ভাগ করেন।[১৪]–

১. ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European / Aryan)

২. সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic)

৩. বান্টু (Bantu)

৪. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugrian)

৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (Turko-Mongol-Manchu)

৬. ককেশীয় (Caucasian)

৭. দ্রাবিড় (Dravidian)

৮. অস্ট্রিক্ (Austric)

৯. ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese)

১০. উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় (Hyperborean)

১১. এসকিমো (Esquimo)

১২. আমেরিকান আদিম ভাষাবর্গ (American Indian Languages)

ড. রামেশ্বর শ' বলেন উল্লিখিত প্রধান ভাগগুলি ছাড়াও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে আরো কিছু ভাষাবংশ রয়েছে। যেমন– কোরীয়-জাপানী (Korean and Japanese), আইবেরীয়-বাস্ক (Ibero-Basque), আন্দামানী (Andamanese), পাপুয়ান্ (Papuan) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত ভাষাবংশগুলির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ অন্যতম। এই ভাষাবংশ থেকে আবার দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়।[১৫]–

শতম্ (satam) : ১. ইন্দো-ইরানীয় (Indo- Iranian)
২. বালতো-স্লাবিক্ (Balto-Slavic)
৩. আলবেনীয় (Albanian)
৪. আর্মেনীয় (Armenian)

কেন্তুম্ (centum) : ৫. কেলতিক্ (Celtic)
৬. ইতালিক্ (Italic)
৭. জার্মানিক্ (Germanic)
৮. গ্রীক্ (Greek)
৯. হিত্তীয় / হিট্টি (Hittite)
১০. তোখারীয় (Tokharian)

এই দশটি শাখাকে আবার দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়।[১৬]–

৭. শতম্ / সতম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক (k) ধ্বনি শিসধ্বনিতে (শ্ ষ্ স্)
অর্থাৎ শ্-কার অথবা স্-কারে পরিণত হয়েছে]
২. কেন্তুম্ [মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ক (k) ধ্বনি]

উপর্যুক্ত ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন শাখাগুলির প্রথম চারটি সতম্ গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট ছয়টি কেন্তুম্ গুচ্ছের অন্তর্গত। সতম্ গুচ্ছের ইন্দো-ইরানীয় প্রাচীন শাখাটি আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত।[১৭]–

১. ইরানীয় আর্য (Iranian Aryan)
২. দরদীয় (Dardic)
৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indian Aryan)

এই তিনটি শাখার 'ভারতীয় আর্য' (Indo Aryan) শাখাটি তিনটি স্তরে বিভক্ত।[১৮]–

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য
২. মধ্য ভারতীয় আর্য
৩. নব্য ভারতীয় আর্য

উক্ত নব্য ভারতীয় আর্য থেকে 'বাংলা ভাষার' জন্ম।

'বাংলা ভাষার কুলজী' ছকে প্রদর্শিত হলো :

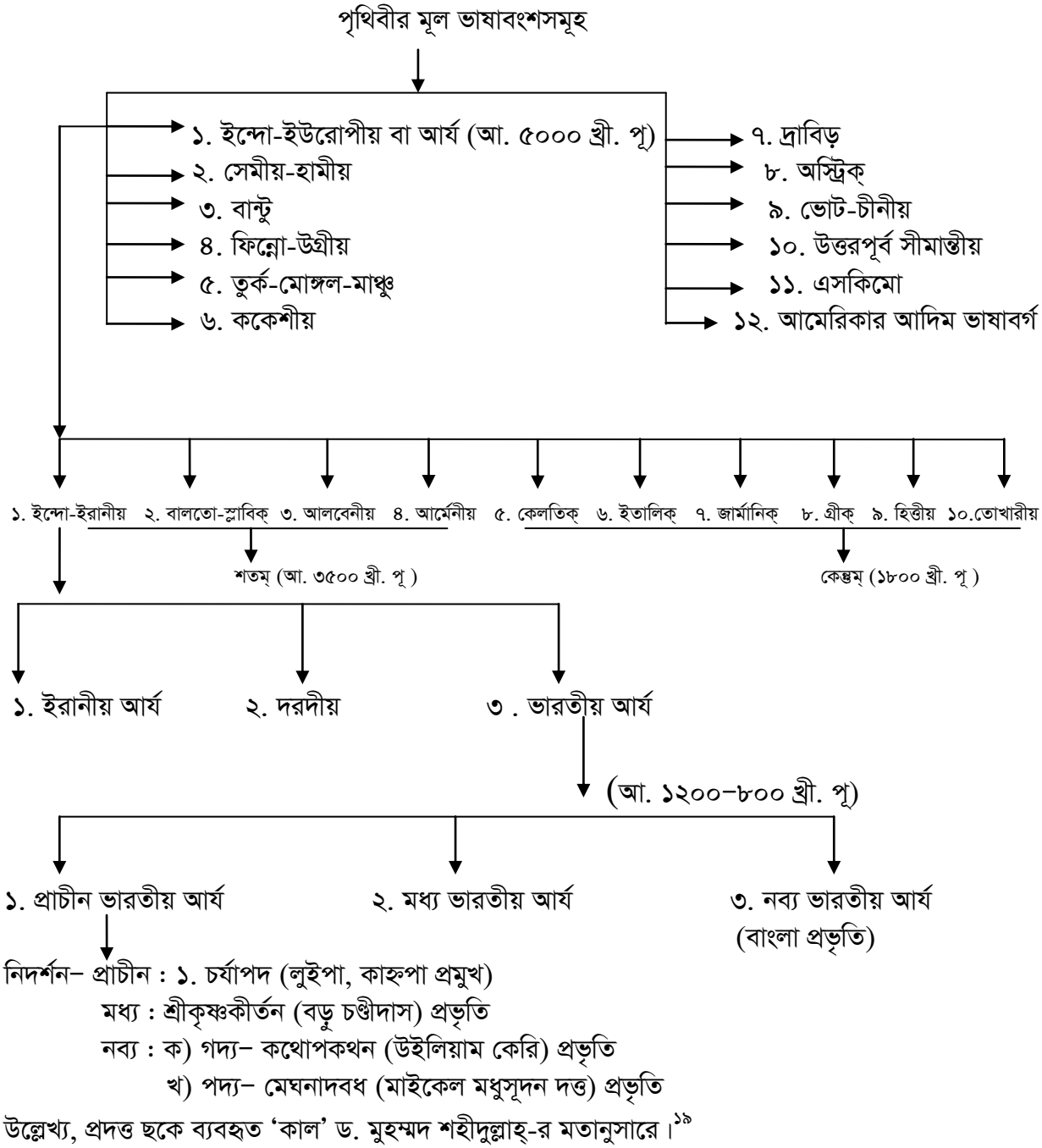

নিদর্শন– প্রাচীন : ১. চর্যাপদ (লুইপা, কাহ্নপা প্রমুখ)
মধ্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বড়ু চণ্ডীদাস) প্রভৃতি
নব্য : ক) গদ্য– কথোপকথন (উইলিয়াম কেরি) প্রভৃতি
খ) পদ্য– মেঘনাদবধ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) প্রভৃতি

উল্লেখ্য, প্রদত্ত ছকে ব্যবহৃত 'কাল' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতানুসারে।[১৯]

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষা মূলত অনুশীলিত সর্ব বাঙালিদের সাধারণ স্বীকৃত ভাষা। এ ভাষা আজ সকল বাঙালির হৃদয়ের ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছে। আমরা জানি, বাংলা ভাষার তিনটি যুগের মধ্যে প্রাচীন যুগের নিদর্শন–*'চর্যাপদ'*, মধ্যযুগের নিদর্শন– *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* প্রভৃতি এবং নব্য বা আধুনিক যুগের নিদর্শন– গদ্য ও পদ্য উভয়ই প্রভৃতি। পরবর্তী সময়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ লেখকের রচনায় বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

উক্ত বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে আমরা যে বাংলা ভাষার পরিচয় পাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রূপান্তরিত ব্যবহার। মনে করা হয় প্রাক্ বাংলা ভাষার মনীষিগণ (লুইপা, ভুসুকুপা, শবরপা, কুক্কুরপা প্রমুখ) এবং মধ্য বাংলা ভাষার মনীষিগণ (বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, আলাওল প্রমুখ) হতে এঁদের পরবর্তী অর্থাৎ নব্য বা আধুনিক যুগের মনীষিগণের (উইলিয়াম কেরি, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ) হাতে বাংলা ভাষা একটি সুপরিকল্পিত নিয়ম মেনে চলে, যা আজও বহমান। এ ভাষার দুটি রীতি একটি মৌখিক অন্যটি লৈখিক। উভয়েরই দুটি করে রূপ রয়েছে। অর্থাৎ মৌখিকের দুটি রূপ– একটি প্রমিত (= চলিত) অন্যটি আঞ্চলিক। লৈখিকেরও দুটি রীতি– একটি চলিত অন্যটি সাধু। উভয়ভেদে চলিত রূপ সাধারণ।

বাংলা ভাষার রূপসমূহের রেখাচিত্র প্রদর্শিত হলো[২০] :

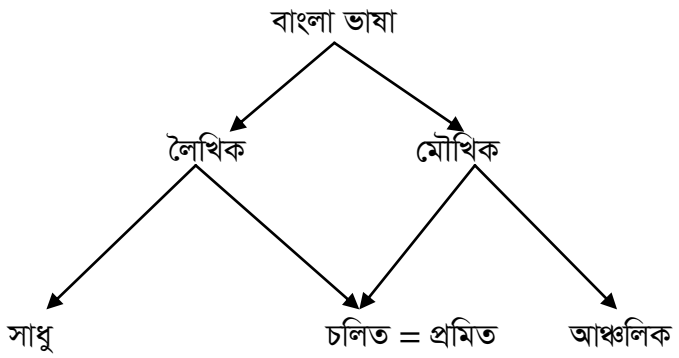

ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস তাঁর '*বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*' গ্রন্থে বলেন– এই রীতিসমূহের সাধু রীতিতে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সংখ্যা ৫৫% থেকে ৬০% এবং মৌখিক রীতিতে ৬৫% থেকে ৭০% ভাগ।[২১] বাংলা ভাষায় বাকি শব্দ হচ্ছে বাংলা ভাষার নিজস্ব (কোল, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মুণ্ডা প্রভৃতি) ও কিছু বিদেশী (আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগীজ প্রভৃতি) শব্দের মিশ্রণ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর '*ব্যাকরণ মঞ্জরী*' গ্রন্থে বলেন – রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ লেখকের ভাষায় শব্দের অনুপাত হলো তৎসম = ২৫ % + অর্ধতৎসম = ৫% + তদ্ভব = ৬০% + বিদেশী = ৮% + দেশী = ২% = ১০০% ।[২২]

ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার রয়েছে স্বকীয়তা। বৈদিক ও সংস্কৃত বাক্যতত্ত্বের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। কেননা বাংলা ভাষায় এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তি লুপ্ত হবার ফলে বাংলা অসমবায়ী শ্রেণিভুক্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বৈদিক ও সংস্কৃত সম্পূর্ণ প্রত্যয় ও বিভক্তি নির্ভর ভাষা। বৈদিক ও সংস্কৃতে বিভক্তিহীন কোনো শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা বিভক্তির দ্বারা উক্ত (বৈদিক-সংস্কৃত) ভাষাদ্বয়ের অর্থ নির্দিষ্ট হয়। বাংলা এরূপ নয়। বৈদিক ভাষা যতটা না ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ ব্যাকরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বাংলা ভাষা তা থেকে মুক্ত। বাংলা ভাষায় আমরা যে অনুকার শব্দ (জল-টল, ঘোড়া-টোরা, দেশ-টেশ প্রভৃতি) ও সহকারী ক্রিয়াপদ (বসে পড়, লিখে ফেল, খেয়ে ফেল প্রভৃতি) ব্যবহার করি তা মূলত আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর (দ্রাবিড় প্রভৃতি) ভাষার প্রভাবজাত। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈদিক ভাষার রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ভাষা স্বরপ্রধান। বৈদিকে স্বরের পার্থক্যের কারণে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটত। সংস্কৃত ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য লুপ্ত প্রায়। আর বাংলা ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই। বৈদিক ও সংস্কৃতে শব্দরূপের ক্ষেত্রে যেমন আমরা সুপ্ বিভক্তিতে বা শব্দ বিভক্তিতে বিভিন্ন পার্থক্য দেখি, বাংলায় তা দেখি না। ধাতুরূপের ক্ষেত্রে এ দুভাষায় পার্থক্য হয়। কিন্তু বাংলায় হয় না। বৈদিক ভাষা অর্থাৎ মন্ত্র বা বাক্য বেদে যেমন উচ্চারিত হয়েছে তেমনই উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি নির্দিষ্টতার কারণে বাক্য স্বাধীন মতো বলা যায়। আর বাংলা ভাষায় বিভক্তি অনির্দিষ্টতার কারণে বাক্য ইচ্ছা মতো বলা যায় না। তবে বাংলা ভাষায় সাধারণত 'কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া' –এই সূত্র বা নিয়ম অনুসরণ করে বাক্য বলা হয়ে থাকে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও কম নয়। যেমন–

মানুষটি একটি পাখি দেখছে। (কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া)
ব্যতিক্রম– সে গ্রামে যায়।
অথবা, সে যায় গ্রামে।
অথবা, গ্রামে যায় সে।

বাংলা ব্যাকরণ

বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণ যেমন উভয় ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধি-বিধান বা নিয়মের নিগড়ে উভয়কে শৃঙ্খলিত করে তদ্রূপ বাংলা ব্যাকরণও বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বিধি-বিধানের বা নিয়মের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করেছে। এই নিয়ম শৃঙ্খলাকেই 'ব্যাকরণ' বলে। এক কথায় বলা যায় ভাষা প্রয়োগের কলাকৌশল শিক্ষাদান করাই ব্যাকরণের কাজ। সুতরাং ব্যাকরণ বলতে আমরা একটি শাস্ত্রকে বুঝি, যা দ্বারা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে, লিখতে এবং বুঝতে পারা যায়।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা ব্যাকরণ। তাই যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলা শব্দের প্রয়োগ, উচ্চারণবিধি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ, বাক্যগঠন, কারক-বিভক্তি, সমাস প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই বাংলা ব্যাকরণ। ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' গ্রন্থে বলেছেন,

'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটি সবদিক দিয়ে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধ-রূপে ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়।'[২৩]

বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য প্রথম দিককার ব্যাকরণ গ্রন্থ হলো– পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউর '*ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেঙ্গল্লা*' (১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ, রোমান হরফ), ইংরেজ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হেলহেড বা হ্যালেডের '*এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ*' (১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ও রাজা রামমোহন রায়ের '*গৌড়ীয় ব্যাকরণ*' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম বাংলা ব্যাকরণ)।

এরপর বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ হলো–

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত '*বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত '*ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*' (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত '*ব্যাকরণ মঞ্জরী*' (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ)। এছাড়া রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের মতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণেরও চারটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে, যথা–

১. বর্ণবিচার (বর্ণের ভেদ, উচ্চারণ ও বানান প্রভৃতির আলোচনা)

২. শব্দবিচার (শব্দের ভেদ, রূপপরিবর্তন প্রভৃতির আলোচনা)

৩. বাক্যবিচার (বাক্যগঠন, বাক্যভেদ ও বাক্যবিশ্লেষণ প্রভৃতির আলোচনা) এবং

৪. অর্থবিচার (শব্দের অর্থ-বিচার আলোচনা)

আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি শব্দবিচারের অন্তর্ভুক্ত ।

বাংলা ব্যাকরণ রচনার পদ্ধতি

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ রচনায় যেমন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায়ও তেমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্যাকরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য মৌলিক বিষয় (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব) আলোচনার পূর্বে কতগুলি প্রয়োজনীয় পরিভাষা (সংক্ষেপার্থ সংকেত) সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এ পরিভাষাগুলি ভালোভাবে বুঝে নিলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য বৈয়াকরণেরা কতিপয় পারিভাষিক (পরিভাষা সম্বন্ধীয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো [২৪]:

১. প্রাতিপদিক (Word-Base) : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন–

বিভক্তিহীন নাম শব্দ : হাত
বই
কলম ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দ (Composed Words) : মৌলিক শব্দ (Root Words) ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই (বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি যুক্ত) সাধিত শব্দ বলে। যেমন–

হাতা (হাত + আ)
গড়মিল (মিলের অভাব)
দম্পতি (জায়া ও পতি) ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার। যথা–

ক) নাম শব্দ ও
খ) ক্রিয়া শব্দ

এ প্রত্যেকটি ভেদের আবার দুটি করে অংশ থাকে। যথা–

ক) প্রকৃতি (Root) ও
খ) প্রত্যয় (Affix / Suffix)

বিষয়টি রেখাচিত্রে প্রদর্শন করা হলো :

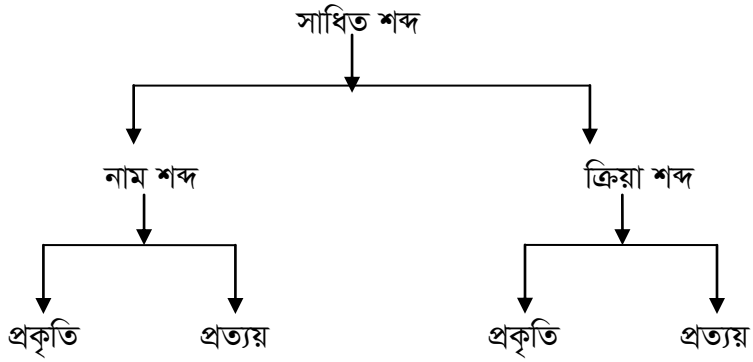

প্রকৃতি (Root) : কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। যেমন–

হাত
ফুল
চল্
লিখ্ ইত্যাদি।

প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা–

ক) নাম প্রকৃতি (Noun-Root) ও
খ) ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু (Verb-Root)

নাম প্রকৃতি (Noun-root) : সাধিত নাম শব্দের প্রথম অংশকে বলে নাম প্রকৃতি। যেমন–

হাত + ল = হাতল
ফুল + এল = ফুলেল ইত্যাদি।

এখানে সাধিত নাম শব্দ হাতল ও ফুলেল এর প্রথম অংশ 'হাত' ও 'ফুল' নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু (Verb-Root) : সাধিত ক্রিয়া শব্দের প্রথম অংশকে বলে ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন–

√চল্ + অন্ত = চলন্ত
√লিখ্ + ইত = লিখিত ইত্যাদি।

এখানে সাধিত ক্রিয়া শব্দ চলন্ত ও লিখিত এর প্রথম অংশ 'চল্' ও 'লিখ্' ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

প্রত্যয় (Affix / Suffix) : নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পর যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন–

হাত + আ = হাতা
মুখ + র = মুখর
√চল্ + অন = চলন
√বিদ্ + ইত = বিদিত ইত্যাদি।

এখানে নাম প্রকৃতি (হাত, মুখ) এবং ক্রিয়া প্রকৃতির (চল্, বিদ্) পর যথাক্রমে আ, র, অন ও ইত শব্দাংশ যুক্ত হয়েছে। এগুলি প্রত্যয়।

প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা–

ক) তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Affix) ও
খ) কৃৎ প্রত্যয় (Primary Affix)

তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary Affix) : নাম শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন–

শীত + ল = শীতল
ফুল + এল = ফুলেল ইত্যাদি।

এখানে নাম শব্দ শীত ও ফুল এর সঙ্গে 'ল' ও 'এল' যুক্ত হয়েছে। এগুলি তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় (Primary Affix) : ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন–

√ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত
√শিক্ষ্ + ইত = শিক্ষিত ইত্যাদি।

এখানে ধাতু ডুব্ ও শিক্ষ্ এর সাথে 'অন্ত' ও 'ইত' যুক্ত হয়েছে। এগুলি কৃৎ-প্রত্যয়।
উল্লেখ্য যে, তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ আর কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলে কৃদন্ত শব্দ।

উপসর্গ (Prefix) : যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দ শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলির অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন–

বাংলা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে : কাজ (কর্ম) > অ-কাজ = অকাজ (খারাপ কর্ম)
> সু-কাজ = সুকাজ (উত্তম কর্ম)
সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের পূর্বে : জয় (জয়ী হওয়া) > পরা-জয় = পরাজয় (হেরে যাওয়া)
দর্শন (দেখা) > পরি-দর্শন = পরিদর্শন (সম্যকরূপে দর্শন)
গমন (যাওয়া) > আ-গমন = আগমন (আসা)

এখানে পরা, পরি, আ অব্যয় শব্দগুলি জয়, দর্শন, গমন কৃদন্ত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সুতরাং পরা, পরি, আ এগুলি উপসর্গ।

বাংলা নাম শব্দের পূর্বে : ভাত (অন্ন) > হা-ভাত = হাভাত (ভাতের অভাব)
রাম (বড়) > অঘা-রাম = অঘারাম (মূর্খ)
সংস্কৃত নাম শব্দের পূর্বে : ফল (পরিণাম) > নিঃ-ফল = নিষ্ফল (বৃথা চেষ্টা)
কূল (তীর) > উপ-কূল = উপকূল (কূলের নিকট)

এখানে হা, অঘা, নিঃ, উপ অব্যয় শব্দগুলি ভাত, রাম, ফল, কূল নাম শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সুতরাং হা, অঘা, নিঃ, উপ এগুলি উপসর্গ।

উল্লেখ্য, অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় যেহেতু উপসর্গ সেহেতু এটি পরবর্তী সময়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হবে বলে এক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ করা হলো।

অনুসর্গ বা পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় (Post-Position) : বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন– বিনা, দিয়ে, সনে ইত্যাদি।

সূত্র : প্রাতিপদিক + অনুসর্গ

প্রয়োগ : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ? (প্রাতিপদিকের পর)

সূত্র : বিভক্তি– ক) কে + অনুসর্গ

খ) র + অনুসর্গ

তোমাকে দিয়ে আমার চলবেনা। (দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পর)

ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (৬ষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বুঝতে উল্লিখিত পরিভাষাগুলি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলি প্রথমে বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও চারটি মৌলিক বিষয় আছে, যথা– ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। এসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে একেক ভাষা অপর ভাষা থেকে পৃথক ভাষা নামে অভিহিত (বৈদিক, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি)। তবে এদের মৌলিকত্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে (অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ) পরস্পরের ওপর প্রভাবও বিদ্যমান। যেমন সংস্কৃতের ওপর বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের প্রভাব রয়েছে, তেমনি সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বাংলা ভাষা অনেক ঋদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ধ্বনিতত্ত্বে বাংলার ভাষার ধ্বনি বিচার, শব্দতত্ত্বে বা রূপতত্ত্বে বাংলা ভাষার শব্দের গঠন, বাক্যতত্ত্বে বাংলা ভাষার বাক্যগঠন এবং অর্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্বে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের দেহের আত্মবিষয়ক আলোচনা তথা বাংলা ভাষার শব্দের অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বাংলা ভাষায়ও শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব হচ্ছে ব্যাকরণের দেহবিষয়ক আলোচনার (ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব) একটি অন্যতম অংশ। শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ। শব্দের এ রূপ নিয়ে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাই শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব। শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বে ভাষার শব্দগঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলা ভাষায়ও শব্দতত্ত্বে বাংলা ভাষার যাবতীয় শব্দগঠন আলোচনা করা হয়। বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় এ শব্দতত্ত্বের একটি অন্যতম বিষয় উপসর্গ। বাংলা ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গের শব্দগঠন, ব্যবহার ও গুরুত্ব লক্ষণীয়। মূলকথা হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। একারণে উপসর্গকে অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলা উপসর্গ

বাংলা ভাষায় উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন অন্যতম। এ ভাষায় অনেক উপসর্গ আছে। বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত ২০টি উপসর্গ পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত ভাষায় এসেছে। সংস্কৃত ভাষা থেকে আবার হুবহু পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় এসেছে। আবার কিছু উপসর্গ (২০টির মতো ব্যবহৃত) এসেছে বিদেশী ভাষা (ইংরেজি, ফারসি, আরবি প্রভৃতি) থেকে। আর কিছু তো বাংলা ভাষার নিজস্ব উপসর্গ (২১টি)। প্রাচীন আর্যভাষা (বৈদিক ভাষা) ও তার পরবর্তী ভাষান্তরে (সংস্কৃত ভাষা) ধাতুর পূর্বে (অর্থাৎ ধাতু দিয়ে তৈরি শব্দের পূর্বে) উপসর্গ যোগ করে ধাতুর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক রূপ তৈরি করা হতো। পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় উপসর্গ শব্দ বা নামধাতুর পূর্বে ব্যবহার করা হয়। এ কারণে উপসর্গকে অনেকে আদ্য বা আদি প্রত্যয় বা পূর্ব প্রত্যয় বলে অভিহিত করেন।[২৫] ভাষাশাস্ত্রে বা ব্যাকরণে উপসর্গ ছাড়া যেসব শব্দ (আবিঃ, তিরঃ প্রভৃতি) উপসর্গের মতো শব্দের পূর্বে বসতো তাদেরকে বলা হতো গতি। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনিও উপসর্গকে গতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন। বর্তমানে বাংলা উপসর্গকে আধুনিক ভাষাপণ্ডিতগণ গতি নামে অভিহিত করেন।[২৬] বাংলা ভাষায় বৈয়াকরণেরা পদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[২৭] তিন ভাগের মধ্যে তাঁরা নিপাত (অব্যয়– উপসর্গ)-কে অন্যতম বলেছেন। বিভাগ তিনটি হলো :

১. সুবন্ত
২. তিঙন্ত
৩. নিপাত

সুবন্ত শ্রেণিতে পড়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম। তিঙন্ত শ্রেণিতে পড়ে সমাপিকা ক্রিয়া। আর নিপাত শ্রেণিতে পড়ে অব্যয় (প্র, পরা; দিবা, রাত্রি, অথবা প্রভৃতি)। সুবন্ত পদে 'সুপ্' অর্থাৎ কারকের বিভক্তি– (প্রথমা–সপ্তমী) যুক্ত হয়। তিঙন্ত পদে 'তিঙ্' অর্থাৎ কাল-ভাব-বাচ্য দ্যোতক বিভক্তি যুক্ত হয়। নিপাত পদে (প্র, পরা, উপ, সম্,

নি; দিবা, রাত্রি, অথবা প্রভৃতি) কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। ফলে এই শ্রেণির পদের কোন পরিবর্তন ঘটে না।[২৮] বিভাগটি নিম্নে ছকে প্রদর্শন করা হলো :

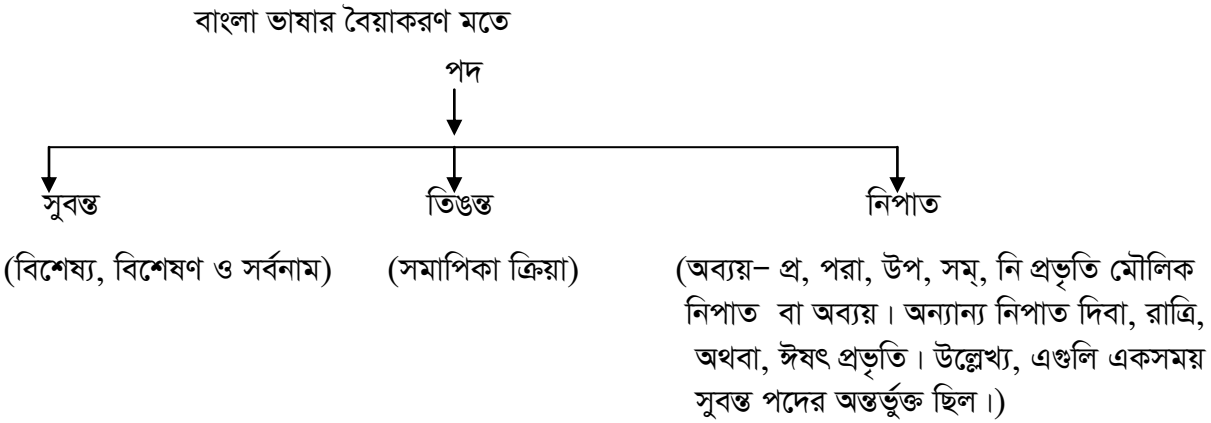

বাংলা অব্যয়

বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের বাংলা অব্যয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। সাধারণত নিপাত অর্থে অব্যয় শব্দকে বুঝানো হয়। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা নিপাতের মধ্যে উপসর্গ, গতি ও কর্মপ্রবচনীয়কেও ধরেছেন (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নিপাতসমূহের মধ্যে যেগুলি ক্রিয়ার সাথে যোগ হয় সেগুলি প্রাদি উপসর্গ। আর যেগুলি যোগ হয় না সেগুলি নিপাত। অন্যদিকে বাংলা বৈয়াকরণদের মতে উপসর্গ একধরণের অব্যয়সূচক শব্দাংশ যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলি অন্য শব্দের (কৃদন্ত বা নাম-শব্দ) পূর্বে বসে। যেমন–

কাজ (কার্য) = অ-কাজ = অকাজ (নিন্দনীয় কাজ)
কূল (তট,তীর) = প্রতি-কূল = প্রতিকূল (কূলের বিপরীত)
শার্ট (জামা) = হাফ-শার্ট = হাফশার্ট (ছোট জামা)

এখানে 'অ', প্রতি, হাফ উপসর্গগুলি অন্য শব্দের (কৃদন্ত বা নাম-শব্দ) পূর্বে বসেছে। অতএব এগুলি অব্যয়।

বাংলা বৈয়াকরণেরা অব্যয়কে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb)
২. পদান্বয়ী অব্যয় (Preposition)
৩. সংযোজক অব্যয় (Conjunction) এবং
৪. বিস্ময়সূচক শব্দ (Interjection)

উল্লেখ্য, উপসর্গগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ ও পদান্বয়ী অব্যয়ের অন্তর্গত।

বাংলা উপসর্গের সংজ্ঞা বা স্বরূপ

বাংলায় উপসর্গ কথাটির অর্থ উপসৃষ্টি (উপ-√সৃজ্ + ক্তি)।[২৯] অর্থাৎ উপসর্গযুক্ত বা উপসর্গসম্বন্ধ শব্দকে উপসৃষ্টি বলে। 'উপসর্গ' শব্দটির 'উপ'ও একটি উপসর্গ। 'উপ' কথাটির অর্থ উপরে বা সামনে বা পূর্বে, আর 'সর্গ' মানে সৃষ্টি বা ব্যবহার (উল্লেখ্য, 'সর্গ' মানে গ্রন্থাদির অধ্যায়ও হয়। তবে এক্ষেত্রে 'সর্গ' মানে সৃষ্টি বা ব্যবহার। আরেকটি 'স্বর্গ' মানে Heaven যেটা বানানে পার্থক্য)। সুতরাং সাধারণভবে উপসর্গ বলতে বুঝায় যা পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাই উপসর্গ। উপসর্গগুলি বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি। এরা এক ধরনের অব্যয়। নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করাই এদের প্রধান কাজ। এরা বাংলা ভাষায় কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে কৃদন্ত বা নামশব্দের অর্থের বিশিষ্টতা দান করে থাকে। এককথায় উপ অর্থাৎ অন্য পদের (কৃদন্ত বা নাম শব্দ) আগে বসে বলে এদের নাম উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় আধুনিক বাংলা ব্যাকরণবিদগণ (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. সুকুমার সেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আব্দুল হাই প্রমুখ) নানাভাবে উপসর্গকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে এঁরা উপসর্গের সংজ্ঞা সম্পর্কে যা বলেছেন তা তুলে ধরা হলো :

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে বলেছেন– 'সংস্কৃতে কতগুলো 'অব্যয়' আছে, যেমন ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থ পরিবর্তন ঘটায়, ধাতুর নোতুন অর্থের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত এরূপ অব্যয়কে বলা হয়েছে উপসর্গ।'[৩০]

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *'বাঙালা ব্যাকরণ'* গ্রন্থে বলেছেন– 'প্র, পরা প্রভৃতি কতগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ (Prefix) বলে।'[৩১]

৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর *'ব্যাকরণ মঞ্জরী'* গ্রন্থে বলেছেন– 'যে-সকল অব্যয়-শব্দ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে, ঐসকল অব্যয়-শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ (Prefixes) বলে।'[৩২]

৪. সুকুমার সেন তাঁর *'ভাষার ইতিবৃত্ত'* গ্রন্থে বলেছেন–'কোন শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য অপর একটি পদ অব্যবহিত পূর্বে সমাসবদ্ধ অথবা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সমাসবদ্ধ পূর্বগামী এমন পদকে সংস্কৃতে বলে উপসর্গ বা গতি (Preposition)। অন্যথা সংস্কৃত ব্যাকরণে বলে কর্মপ্রবচনীয়, ইংরেজিতে Preposition, বাঙ্গালায় উপসর্গ।'[৩৩]

উপর্যুক্ত আধুনিক বৈয়াকরণদের উপসর্গের সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যায় এভাবে–

যেসব অব্যয় কৃদন্ত ও নামবাচক শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে তাদের উপসর্গ বলে। যেমন–

কৃদন্ত শব্দের পূর্বে :

সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে–

√লপ্ (বলা) + ঘঞ্ (অ) = লাপ (কথন)

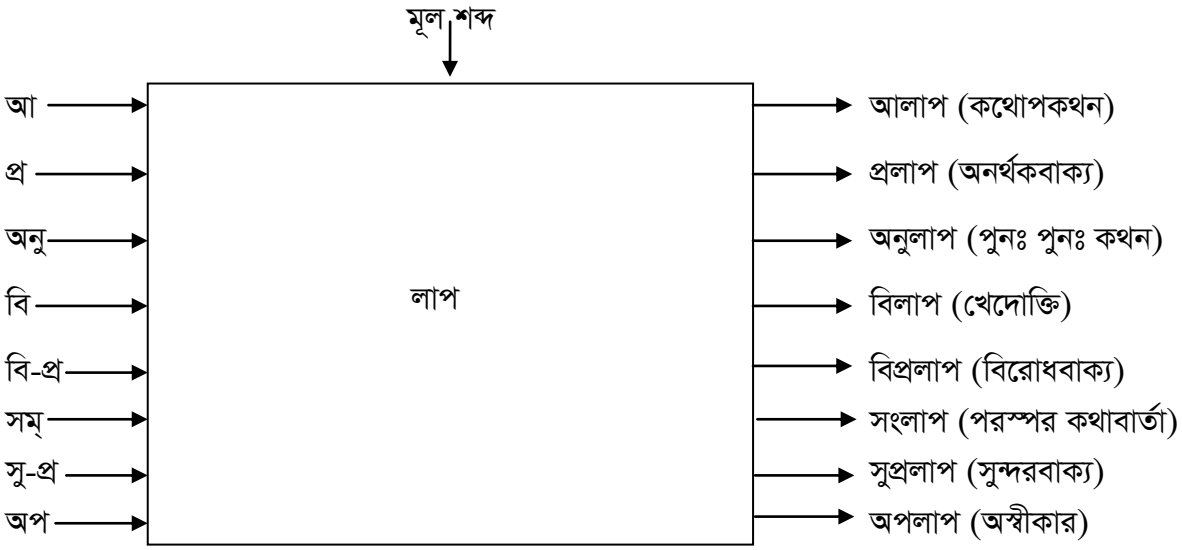

এখানে আ, প্র প্রভৃতি অব্যয় সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

অথবা,

√মা (পরিমাপ করা) + ল্যুট্ (অনট্) = মানম্ > মান (মাত্রা, সমান)

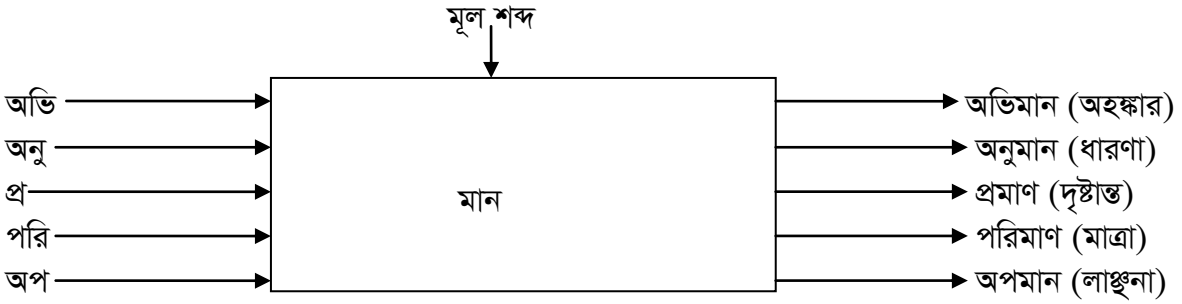

এখানে অভি, অনু প্রভৃতি অব্যয় সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

বাংলা উপসর্গের ক্ষেত্রে–

√কৃ (করা) + ঘ্যণ্ = কার্য > কজ্জ > কাজ (কর্ম)

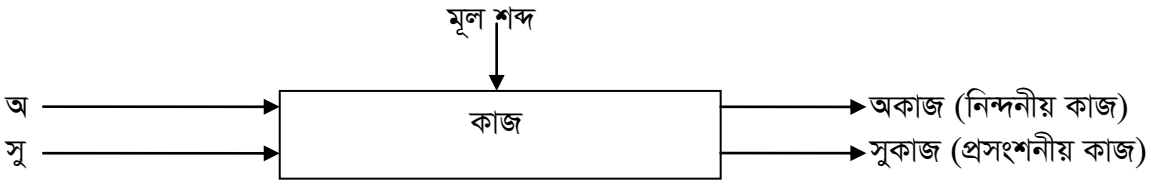

এখানে অ প্রভৃতি অব্যয় বাংলা কৃদন্ত শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

নাম-শব্দের পূর্বে :

সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে–

√কূল (তীর) + ক = কূল, কূল + সুপ্ = কূলম্ (সংস্কৃত রূপ) > কূল (বাংলা রূপ)

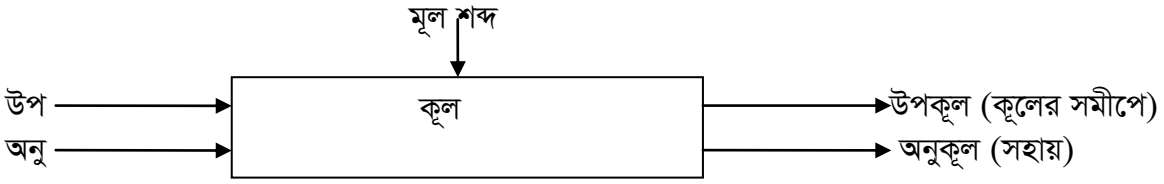

এখানে উপ প্রভৃতি অব্যয় সংস্কৃত নামশব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

বাংলা উপসর্গের ক্ষেত্রে

√ভজ্ (সেবা করা) + ক্ত = ভক্ত (ওদন, ভাত) > ভত্ত > ভাত (রাঁধাচাল)

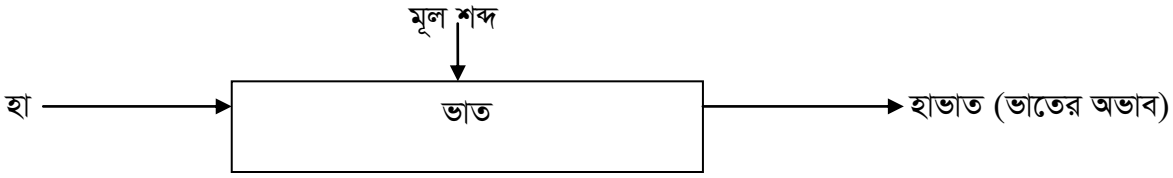

এখানে হা প্রভৃতি অব্যয় বাংলা নামশব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

বিদেশী উপসর্গের ক্ষেত্রে

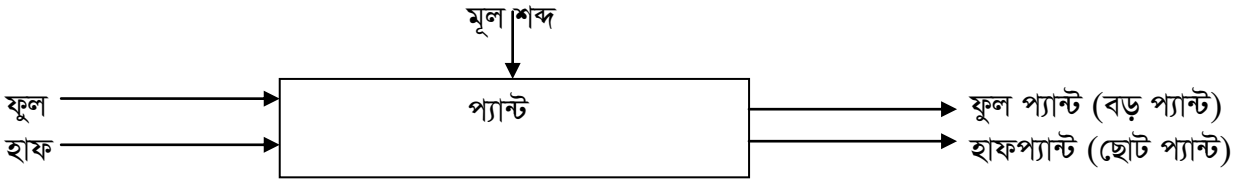

এখানে ফুল প্রভৃতি অব্যয় বিদেশী নামশব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। অতএব এগুলি উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় একটি শব্দের পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে ভিন্নার্থক নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নতুন নতুন অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি দেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'বাংলাভাষা– পরিচয়'* গ্রন্থে বলেছেন–

উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরি করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।[৩৪]

উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষায় কেবল ধাতুর পূর্বে যুক্ত নিপাতকেই উপসর্গ বলে। আর ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে প্র, পরা প্রভৃতিকে উপসর্গ না বলে নিপাত বলা হয়। অপরদিকে বাংলা ভাষায় কৃদন্ত বা নামবাচক শব্দের পূর্বে যুক্ত নিপাতকে উপসর্গ বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

সংস্কৃতে উপসর্গ / নিপাত বা অব্যয় : আ-√হৃ + ঘঞ্ = আহার
আ-সমুদ্র = আসমুদ্র

এখানে আহার ও আসমুদ্র শব্দদ্বয়ের 'আ' উভয় মূলত নিপাত বা অব্যয়। কিন্তু আহার শব্দের 'আ' ধাতুর (হৃ) পূর্বে যুক্ত হওয়ায় তা উপসর্গ। অন্যদিকে আসমুদ্র শব্দের 'আ' ধাতুর পূর্বে যুক্ত না হওয়ায় অর্থাৎ নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত হওয়ায় তা উপসর্গ নয়, শুদ্ধ নিপাত বা অব্যয়।

বাংলা উপসর্গ : আ-হার = আহার
আ-সমুদ্র = আসমুদ্র

এখানে আহার ও আসমুদ্র শব্দদ্বয়ের 'আ' কৃদন্ত বা নামবাচক শব্দের পূর্বে যুক্ত হওয়ায় উভয় উপসর্গ। কিন্তু 'আসমুদ্র'-এর ক্ষেত্রে দেখা গেল 'আ' সংস্কৃতে নিপাত বা অব্যয়। আর বাংলায় এটা উপসর্গ।

বাংলা উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা

পূর্বেই উক্ত হয়েছে বাংলা ভাষায় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার ২০টি উপসর্গ হুবহু এসেছে। কিছু উপসর্গ বিদেশী ভাষা (ইংরেজি, ফারসি, আরবি প্রভৃতি) থেকে এসেছে। আর কিছু উপসর্গ বাংলা ভাষার নিজস্ব উপসর্গ। এই হিসেবে উপসর্গের তিনটি ধারা।[৩৫] যেমন–

১. সংস্কৃত উপসর্গ (Sanskrit Prefix)
২. বাংলা উপসর্গ (Bengali Prefix)
৩. বিদেশী উপসর্গ (Foreign Prefix)

সংস্কৃত ধারাতে আছে কুড়িটি (২০) উপসর্গ, বাংলা ধারায় আছে ২১টি উপসর্গ এবং বিদেশী ধারার বাংলায় ব্যবহৃত উপসর্গ আছে ২০টি (ইংরেজি ৪টি, ফারসি ১০টি, আরবি ৪টি ও উর্দু-হিন্দি ২টি) । নিম্নে উপসর্গের ধারাটির রেখাচিত্র প্রদর্শন করা হলো :

বাংলা ভাষার উপসর্গের ধারা–

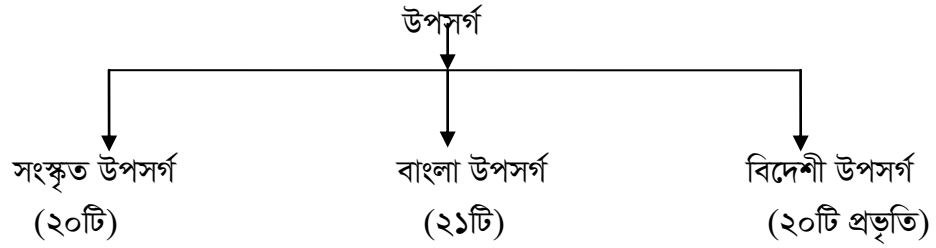

তিনটি ধারার উপসর্গকে নিম্নোক্তভাবে সাজিয়ে সহজে মনে রাখা যায়–

সংস্কৃত উপসর্গ (২০টি)

স্বরাদি উপসর্গ (১০টি)	ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০টি)
১. অতি	১১. দুর্
২. অধি	১২. নির্ (নিঃ)
৩. অনু	১৩. **নি**
৪. অপি	১৪. প্র
৫. অপ	১৫. পরা
৬. অব	১৬. পরি
৭. অভি	১৭. প্রতি
৮. **আ**	১৮. **বি**
৯. উদ্	১৯. **সু**
১০. উপ	২০. সম্

সুতরাং সংস্কৃত উপসর্গ =স্বরাদি উপসর্গ (১০টি) + ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১০ টি) = ২০টি।

উক্ত ২০টি উপসর্গকে মনে রাখবার জন্য কবি ছন্দে নিম্নোক্ত শ্লোকে গেঁথে দিয়েছেন–

প্র-পরাপ-সমন্বব-নির্দুরভি-
ব্যধি-সূদতি-নি-প্রতি-পর্যপয়ঃ।
উপ আঙিতি বিংশতিরেষ সখে
উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা ॥[৩৬]

উল্লেখ্য, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো একটি উপসর্গ সংযোজন করেছেন। সেটি হলো : অন্তর্ বা অন্তঃ।

লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গগুলি বাংলায় এসেছে। তাই সংস্কৃত উপসর্গগুলি সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে।

বাংলা উপসর্গ (২১টি)

স্বরাদি উপসর্গ (১০টি)	ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১১টি)
১. অ	১১. কদ্
২. অঘা	১২. কু
৩. অজ	১৩. **নি**
৪. অনা	১৪. পাতি
৫. **আ**	১৫. **বি**
৬. আড়	১৬. ভর
৭. আন	১৭. রাম
৮. আব	১৮. স
৯. ইতি	১৯. সা
১০. উন (উনা)	২০. **সু**
	২১. হা

সুতরাং বাংলা উপসর্গ = স্বরাদি উপসর্গ (১০টি) + ব্যঞ্জনাদি উপসর্গ (১১ টি) = ২১টি।

উল্লেখ্য, বাংলা উপসর্গ ও সংস্কৃত উপসর্গের দিকে তাকালে দেখা যায়– আ, নি, বি, সু এই ৪টি উপসর্গ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তবে এই ৪টি উপসর্গ উভয় ভাষাতে বর্তমান থাকলেও তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ তৎসম কৃদন্ত বা তৎসম নামশব্দের পূর্বে এবং বাংলা উপসর্গ বাংলা কৃদন্ত বা বাংলা নামশব্দের পূর্বে বসে।

বিদেশী উপসর্গ (২০টি)

ইংরেজি	ফারসি	আরবি	উর্দু-হিন্দি
১. ফুল	১. কার	১. আম	১. হর
২. হাফ	২. দর	২. খাস	২. হরেক
৩. হেড	৩. না	৩. লা	
৪. সাব	৪. নিম	৪. গর	
	৫. ফি		
	৬. বদ্		
	৭. বে		
	৮. বর		
	৯. ব		
	১০. কম		

সুতরাং বিদেশী উপসর্গ = ইংরেজি উপসর্গ (৪টি) + ফারসি উপসর্গ (১০টি) + আরবি উপসর্গ = ৪টি + উর্দু-হিন্দি উপসর্গ (২টি) = ২০টি

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় অনেক বিদেশী শব্দ আছে। বিদেশী শব্দের সঙ্গে বিদেশী উপসর্গগুলি বাংলায় এসেছে। তাই বিদেশী উপসর্গগুলি বিদেশী শব্দের পূর্বে বসে। সচরাচর যেসব বিদেশী উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় কেবল সেগুলিই উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা উপসর্গের কাজ

বাংলা ভাষায় উপসর্গ নানাবিধ কাজ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করে।[৪৪] পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ–

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন
৬. শব্দের অর্থের বিশিষ্টতা দান
৭. শব্দের বানানে পরিবর্তন

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। যেমন–

কৃদন্ত শব্দ :

√হৃ (চুরি বা হরণ করা) + ঘঞ্ = হার (গলার মালা, পরাজয়)

হার : প্র-হার (অলঙ্কার) = প্রহার (মারা)
উপ-হার (অলঙ্কার) = উপহার (উপঢৌকন)
আ-হার (অলঙ্কার) = আহার (খাওয়া) ইত্যাদি।

এখানে কৃদন্ত শব্দ হার শব্দের পূর্বে যথাক্রমে প্র, উপ, আ উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ প্রহার, উপহার ও আহার সৃষ্টি হয়েছে।

নাম-শব্দ :

প্র-ছায়া (প্রতিবিম্ব) = প্রচ্ছায়া (গ্রহণের সময় চন্দ্র বা পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া)
প্র-ভাত (আলোকিত, দীপ্ত) = প্রভাত (সকাল)

এখানে নাম-শব্দ ছায়া ও ভাত শব্দের পূর্বে প্র উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ প্রচ্ছায়া ও প্রভাত সৃষ্টি হয়েছে।

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন–

পুষ্টি (বর্ধন, বৃদ্ধি) > পরি-পুষ্টি = পরিপুষ্টি (সুপুষ্টি)

এখানে নাম-শব্দ পুষ্টি শব্দের পূর্বে পরি উপসর্গ যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করে। যেমন–

পূর্ণা (ভরা) > পরি-পূর্ণা = পরিপূর্ণা (সম্পূর্ণরূপে ভরা)
তাপ (দুঃখ) > পরি-তাপ = পরিতাপ (বিশেষ দুঃখ বা খেদ)

এখানে নাম-শব্দ পূর্ণা ও তাপ শব্দের পূর্বে পরি উপসর্গ যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ হয়েছে।

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন–

কাজ (কর্ম, কার্য) > অ-কাজ = অকাজ (নিন্দনীয় কাজ)
রাজি (সম্মত) > নিম-রাজি = নিমরাজি (প্রায় রাজি, আধা সম্মত)
হাজির (উপস্থিত) > গর-হাজির = গরহাজির (উপস্থিতির অভাব)

এখানে নাম-শব্দ কাজ, রাজি ও হাজির শব্দের পূর্বে অ, নিম ও গর উপসর্গ যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের সংকোচন হয়েছে।

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন–

কার (কার্য) > অপ-কার = অপকার (ক্ষতি করা)
কথা (কথনীয়, কথনযোগ্য) > উপ-কথা = উপকথা (উপখ্যান, রূপকথা)

এখানে কৃদন্ত বা নাম-শব্দ কার ও কথা শব্দের পূর্বে অপ ও উপ উপসর্গ যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

৬. শব্দের অর্থের বিশিষ্টতা প্রদান : উপসর্গ কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে উক্ত শব্দের অর্থের বিশিষ্টতা দান করে। যেমন–

বেল (ফলবিশেষ) > কদ-বেল = কদবেল (একটি ফলের নাম)

এখানে নাম-শব্দ বেল শব্দের পূর্বে কদ উপসর্গ যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলায় দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপসর্গ একা একা কিছুই করতে পারে না। কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে না বসলে এর কোনো মূল্যই নেই। তবে এগুলি অন্যের উপকার ও অপকার দুটিই করতে পারে। উপর্যুক্ত উদাহরণই তার প্রমাণ।

ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত : অতি-বড় বৃদ্ধ পতি। (অতি = অধিক)
প্রতি-ঘর গণিতে হইবে। (প্রতি = প্রত্যেক)

এখানে অতি ও প্রতি উপসর্গ সম্পূর্ণ একা বসে একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে।

৭. শব্দের বানানে পরিবর্তন : উপসর্গ যেহেতু শব্দ গঠন করে সেহেতু শব্দের বানানের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। এর প্রভাবে শব্দের বানানে কখন পরিবর্তন ঘটে কখন বা ঘটে না। যেমন–

সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গযুক্ত শব্দের বানানে পরিবর্তন :

সংস্কৃত : প্র-নম্ + ঘঞ্ = প্রণাম
সম্ + চয় = সঞ্চয়
উদ্ + নতি = উন্নতি

এখানে প্র, সম্ ও উদ্ উপসর্গগুলির প্রভাবে প্রণাম, সঞ্চয় ও উন্নতি শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটেছে।

বাংলা : কদ্ + আকার = কদাকার

এখানে কদ্ উপসর্গের প্রভাবে কদাকার শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ কদ্ শব্দের হস্ (্) চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে।

বিদেশী : বদ্ + নাম = বদনাম

এখানে বদ্ উপসর্গের প্রভাবে বদনাম শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ বদ্ শব্দের হস্ (্) চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে।

সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গযুক্ত শব্দের বানানে অপরিবর্তন :

সংস্কৃত : পরা + জয় = পরাজয়
উপ + কূল = উপকূল

এখানে পরা ও উপ উপসর্গের প্রভাবে পরাজয় ও উপকূল শব্দের বানানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বাংলা : অঘা + রাম = অঘারাম
রাম + ছাগল = রামছাগল

এখানে অঘা ও রাম উপসর্গের প্রভাবে অঘারাম ও রামছাগল শব্দের বানানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বিদেশী : হেড + মাস্টার = হেডমাস্টার
গর + মিল = গরমিল
কার + খানা = কারখানা

এখানে হেড, গর ও কার উপসর্গগুলির প্রভাবে হেডমাস্টার, গরমিল ও কারখানা শব্দের বানানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বাংলায় উপসর্গের অর্থবিচার

বাংলা ভাষার বৈয়াকরণেরা উপসর্গের অর্থ বিচারে অনেকটা মধ্যপন্থী। উপসর্গের অর্থ বিচারে সাধারণ মতবাদ হলো– 'উপসর্গের দ্যোতকতা আছে কিন্তু বাচকতা নেই।'[৩৭] উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উপসর্গগুলির কি নিজস্ব অর্থ আছে ? এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাচীন বৈয়াকরণেরা। আচার্য শাকটায়ন বলেন ধাতু-বিচ্ছিন্ন হলে উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ থাকে না (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।[৩৮] কিন্তু গার্গ্য, যাস্ক প্রমুখ বৈয়াকরণেরা বলেন, পৃথকভাবেও উপসর্গের অর্থ আছে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।[৩৯] সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের মধ্যমণি পাণিনি এ বিষয়ে স্পষ্টত কোনো মত দেননি, তবে তাঁর বিভিন্ন সূত্রবিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, আসলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা আছে, উপসর্গ সেইসব ভাবপ্রকাশক উপলক্ষ মাত্র।[৪০]তবে আধুনিক বাংলা বৈয়াকরণেরা বলেন– উপসর্গ অর্থের দ্যোতনা করতে পারে কিন্তু তার নিজস্ব অর্থ নেই। এই নিয়ে কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে তাঁরা বলেছেন 'দ্যোতকতা' আর 'বাচকতা' অনেকটা একই। যেমন–'প্র'-এর মধ্যে একটা প্রথম বা প্রকর্ষের অর্থ লক্ষ্য করা যায়। প্রভাত, প্রণাম ইত্যাদি অর্থে ঐ অর্থ ধরা পড়ে। এভাবে বাংলা ভাষায় উপসর্গের মোটামুটি অর্থ ও তা দিয়ে শব্দ গঠন করা হয়।[৪১] স্বনামধন্য ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'* ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *'বাঙ্গালা ব্যাকরণে'*, জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর *'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'* ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর *'ব্যাকরণ মঞ্জরী'*-তে ও ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর *'বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা'* গ্রন্থে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গের অর্থ আছে তা স্বীকার করেছেন।[৪২] বাংলা ভাষায় সংস্কৃত 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

অতি বাড় ভালো নয়। (অতি = বাড়াবাড়ি)
মাথা প্রতি এক টাকা চাঁদা। (প্রতি = প্রত্যেক)

এখানে অতি ও প্রতি উপসর্গ সম্পূর্ণ একা বসে একটি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। অতএব উদাহরণদ্বয় থেকে বলা যায় উপসর্গের অর্থ ছিল এবং আছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। আর যদি উপসর্গের অর্থ নাই থাকত তাহলে উপসর্গগুলির পৃথক পৃথক নামকরণ হতো না।

উল্লেখ্য, অতি ও প্রতি ব্যতীত অন্য কোনো উপসর্গের বাংলা ভাষায় স্বাধীন প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

তবে একটি কথা সংস্কৃত কোনো উপসর্গের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বলা যায় না। কারণ একই উপসর্গের নানা রকম অর্থ হতে পারে। নিম্নে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে উপসর্গের নাম ও অর্থ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে–

সংস্কৃত উপসর্গ (২১টি)

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	অতি	অতিরিক্ত
২	অধি	উপরে
৩	অনু	পরে
৪	অপি	ভিতরে, উপরে
৫	অপ	দূরে, মধ্য থেকে
৬	অব	নিম্নে বা নিম্নদিকে
৭	অভি	প্রতি-উপরে-দিকে
৮	আ	প্রতি-উপরে
৯	উদ্	উপরে, বাহিরে
১০	উপ	দিকে, প্রতি
১১	অন্তর্ / অন্তঃ	মধ্যে, ভিতরে
১২	দুর্ (দুঃ)	মন্দ বা কু অর্থে
১৩	নির্ (নিঃ)	বহির্গত বা নাই
১৪	নি	নিম্নে, ভিতরে, মধ্যে
১৫	প্র	সম্মুখে, শ্রেষ্ঠ
১৬	পরা	দূরে, বাহিরে
১৭	পরি	চতুর্দিকে
১৮	প্রতি	বিপরীত ভাবে, বিরুদ্ধ
১৯	বি	বিশিষ্ট, বাহিরে
২০	সু	মঙ্গল, উৎকর্ষ
২১	সম্	সহিত

বাংলা উপসর্গ ২১টি

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	**অ**	**না, মন্দ**
২	অঘা	বোকা
৩	অজ	মন্দ
৪	**অনা**	**না, মন্দ**
৫	**আ**	**না, মন্দ**
৬	আড়	বক্র
৭	আন	না
৮	আব	অস্পষ্টতা
৯	ইতি	এ
১০	উন	কম
১১	কদ্	নিন্দিত
১২	**কু**	**নিন্দা**
১৩	**নি**	**না**
১৪	**পাতি**	**ক্ষুদ্র**
১৫	**বি**	**না, নিন্দা**
১৬	**ভর**	**পূর্ণ**
১৭	রাম	বড়
১৮	**স**	**সহিত**
১৯	সা	উৎকৃষ্ট
২০	**সু**	**প্রশস্য**
২১	**হা**	**হতার্থ, বিগতার্থ**

উল্লেখ্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উপর্যুক্ত ২১টি উপসর্গের মধ্যে **১১**টি বাংলা উপসর্গের নাম ও অর্থ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা বোল্ড টাইপে দাগাঙ্কিত। বাকি উপসর্গগুলির নাম ও অর্থ বাংলা ভাষার স্বনামধন্য ব্যাকরণবিদদের (মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ) গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

বিদেশী উপসর্গ (১২টি) [ইংরেজি, ফারসি ও আরবি]

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	সাব	অধীন
২	হেড	প্রধান
৩	ফুল	পূর্ণ
৪	হাফ	অর্ধ
৫	ডবল	দ্বিত্ব

১	দর	নিম্নস্থ, মধ্যস্থ
২	না	নঞর্থে, না অর্থে
৩	ফি	প্রত্যেক
৪	বদ্	নিন্দা, খারাপ
৫	বে	না, নিন্দনীয়
৬	হর	প্রত্যেক, সর্ব

১	লা	নয়
২	গর	না

উল্লেখ্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদেশী উপসর্গের মধ্যে ৪টি ইংরেজি, ৬টি ফারসি ও ২টি আরবি উপসর্গের নাম ও অর্থ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে–

সংস্কৃত উপসর্গ (২০টি)

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	অতি	অতিশয্য
২	অধি	আধিপত্য
৩	অনু	পশ্চাৎ
৪	অপি	সমুচ্চয়
৫	অপ	বৈপরীত্য
৬	অব	নিশ্চয়, অনাদর
৭	অভি	সর্বতোভাব
৮	আ	ঈষৎ, অবধি
৯	উদ্	ঊর্ধ্ব
১০	উপ	সামীপ্য
১১	দুর্ (দুঃ)	অভাব
১২	নির্ (নিঃ)	অভাব
১৩	নি	নিশ্চয়, নিষেধ
১৪	প্র	প্রকর্ষ
১৫	পরা	বৈপরীত্য
১৬	পরি	আতিশয্য
১৭	প্রতি	সাদৃশ্য, বীপ্সা
১৮	বি	বিশেষ, বৈপরীত্য
১৯	সু	উত্তম
২০	সম্	সম্যকরূপ

বাংলা উপসর্গ ২১টি

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	অ	নিন্দিত
২	অঘা	বোকা
৩	অজ	মন্দ
৪	**অনা**	**অভাব**
৫	**আ**	**অভাব**
৬	আড়	বক্র
৭	আন	না
৮	আব	অস্পষ্টতা
৯	ইতি	এ
১০	উন	কম
১১	কদ্	নিন্দিত
১২	কু	কুৎসিত
১৩	**নি**	**অভাব**
১৪	**পাতি**	**ছোট**
১৫	বি	ভিন্নতা
১৬	ভর	পূর্ণতা
১৭	**রাম**	**বড়**
১৮	স	সঙ্গে
১৯	সা	উৎকৃষ্ট
২০	সু	উত্তম
২১	**হা**	**অভাব**

উল্লেখ্য, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উপর্যুক্ত বাংলা ২১টি উপসর্গের মধ্যে ৬টি উপসর্গের নাম ও অর্থ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা বোল্ড টাইপে দাগাঙ্কিত। বাকি উপসর্গগুলির নাম ও অর্থ বাংলা ভাষার স্বনামধন্য ব্যাকরণবিদদের (মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ) গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

বিদেশী উপসর্গ (৬টি) [ফারসি, আরবি]

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	বে	বৈপরীত্য
২	ব	সহিত
৩	না	অভাব
৪	ফি	প্রত্যেক
১	গর	বৈপরীত্য
২	লা	অভাব

উল্লেখ্য, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিদেশী উপসর্গের মধ্যে ৪টি ফারসি ও ২টি আরবি উপসর্গের নাম ও অর্থ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র এ আলোচনা থেকে বলা যায় বাংলা ভাষায়ও উপসর্গের অর্থ আছে তা স্বীকার করা হয়েছে।

স্বনামধন্য লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'উপসর্গের অর্থ বিচার'[৪৩] প্রবন্ধে বঙ্গ-ভারতী এবং ইঙ্গ-ভারতী এই দুই ভাষা থেকে আগত ২০টি উপসর্গের মধ্যে ১৪টি উপসর্গের অর্থ বিচার নিয়ে কাজ করেছেন। বাকি ৬টি উপসর্গকে বিচারের দায় হতে অব্যাহতি বা নিষ্কৃতি দিয়েছেন। কেননা এদের মধ্যে জটিলতা কিছুই নেই। সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি উপসর্গের অর্থ বিচারে কোনো অভ্রান্ত মত সংস্থাপন করতে চেষ্টা করেননি। তিনি বলেছেন অপক্ষপাতী এবং অকপট যুক্তি ও বিচার আমাকে যে পথে চালিয়েছে আমি সেই পথে চলেছি। তাঁর উপসর্গের অর্থ বিচারের বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ	দৃষ্টান্ত / সাক্ষী
১	প্র	সম্মুখের দিকে	প্রশ্বাস
২	নি	ভিতরের দিকে	নিঃশ্বাস
৩	সং	কেন্দ্রাভিমুখিতা	সংগম
৪	বি	পার্শ্বপ্রবণতা	বিক্ষিপ্ত
৫	অপ	বিবর্জন, হেয়তা	অপগত, অপকর্ম
৬	পরি	চতুর্দিকে	পর্যায়
৭	অব	নীচের দিকে	অবতরণ
৮	প্রতি	দিক্ বৈপরীত্য	প্রতীচি, প্রত্যেক
৯	পরা	দূরত্ব, শত্রুতা	পরাজয়, পরাক্রম
১০	অভি	সম্যক দিকে	অভিধান
১১	নিঃ	বহিষ্কার , বিহীনতা	নিস্তেজ, নিঃসম্বল
১২	উপ	লঘীয়ান বিষয়	উপকূল, উপবেশন
১৩	আ	নিকটে আসা, পর্যন্ত, অবধি	আগমন, আসমুদ্র, আজন্ম
১৪	অধি	সীমা পর্যন্ত	অধিষ্ঠান

বঙ্গ-ভারতী এবং ইঙ্গ-ভারতী উপসর্গ (২০ > ৬ টি)

ক্রমিক নং	উপসর্গের নাম	উপসর্গের অর্থ
১	সু	ভাল
২	দুঃ	নিন্দনীয়, কষ্টজনক
৩	অনু	পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৪	উদ্	উপর দিকে
৫	অতি	বাড়াবাড়ি
২০	অপি	আবরণ

বাংলায় উপসর্গযোগে শব্দগঠন (সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী)

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম উপসর্গ। এই উপসর্গযোগে অসংখ্য নতুন শব্দ গঠিত হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধিশালী। নিম্নে সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গযোগে অন্তত একটি শব্দগঠন তুলে ধরা হলো।

বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় অনেক সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ আছে। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গগুলিও বাংলায় এসেছে। তাই সংস্কৃত উপসর্গের কথা আমাদের শিখতেই হবে। বাংলা ভাষায় উপসর্গযোগে শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রীতি বর্তমান। এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটলে ভাষায় গুরুচণ্ডালি দোষ জন্মে। এই রীতিকে মনে রাখলে বাংলা শব্দের উৎস ও পরিচয় নির্ধারণ সহজ হয়। মনে রাখতে হবে বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা কৃদন্ত বা নাম শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, তেমনি তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ তৎসম কৃদন্ত বা তৎসম নাম শব্দের আগে বসে শব্দগঠন করে। এক কথায় আমরা বলতে পারি যেসব সংস্কৃত অব্যয় কৃদন্ত (অর্থাৎ ধাতু দিয়ে তৈরি শব্দের পূর্বে) বা নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে কৃদন্ত বা নাম-শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, অর্থের বিশিষ্টতা দান করে এবং নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে সেসব অব্যয়কে সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ বলে।[৪৫] নিম্নে বাংলায় সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গগুলি কিভাবে কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে বসে শব্দগঠন ও অর্থ পরিবর্তন করে তা ছকে প্রদর্শন করা হলো :

[শব্দগঠন প্রক্রিয়া : সংস্কৃত উপসর্গ + সংস্কৃত শব্দ (কৃদন্ত বা নাম-শব্দ) = সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দ]

ক্রমিক নং	সংস্কৃত উপসর্গ	তৎসম শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	অতি	বৃষ্টি	অতিবৃষ্টি, অতিমানব
২	অধি	কার	অধিকার
৩	অনু	চর	অনুচর
৪	অপি	নিহিতি	অপিনিহিতি
৫	অপ	মান	অপমান
৬	অব	রোধ	অবরোধ
৭	অভি	নন্দন	অভিনন্দন
৮	আ	কণ্ঠ	আকণ্ঠ
৯	উদ্	জ্বল	উজ্জ্বল
১০	উপ	কার	উপকার
১১	দুর্ (দুঃ)	ভিক্ষ	দুর্ভিক্ষ, দুর্জন
১২	নির্ (নিঃ)	ধারণ	নির্ধারণ, নীরব
১৩	নি	কৃষ্ট	নিকৃষ্ট
১৪	প্র	গতি	প্রগতি
১৫	পরা	জয়	পরাজয়
১৬	পরি	ভাষা	পরিভাষা
১৭	প্রতি	জ্ঞা	প্রতিজ্ঞা, প্রতিমূর্তি
১৮	বি	নী	বিনয়
১৯	সু	কৃতি	সুকৃতি, সুনীল
২০	সম্	আবর্তন	সমাবর্তন

লক্ষণীয় যে, উদ্ (সংস্কৃত রূপ) = উৎ (বাংলা রূপ) এটি শব্দের পূর্বে বসলে কখন সন্ধি হয়, কখন সন্ধি হয় না। তবে সন্ধি হলে তা হয় ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মে (উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল)। আর সন্ধি না হলে সরাসরি যুক্ত হয় (উদ্ + গ্রীব = উদ্গ্রীব, উদ্ + ক্ষিপ্ত = উৎক্ষিপ্ত)। আবার দুর্ = দুঃ এবং নির্ = নিঃ –এই দুটি উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসলে সন্ধি হয়। আর এ সন্ধি হয় বিসর্গ সন্ধির নিয়মে (দুঃ + জন = দুর্জন, নিঃ + রব = নীরব)।

উল্লেখ্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে আরেকটি সংস্কৃত উপসর্গ রয়েছে, যার নাম অন্তর্ বা অন্তঃ (ভিতরে ইত্যাদি অর্থে)।[৪৬] এটিসহ সংস্কৃত উপসর্গ ২১টি। এটি যোগে গঠিত শব্দ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	সংস্কৃত উপসর্গ	তৎসম শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
		ধান	অন্তর্ধান
২১	অন্তর্ বা অন্তঃ	অঙ্গ	অন্তরঙ্গ
		ঈক্ষ	অন্তরীক্ষ

বাংলায় একাধিক সংস্কৃত উপসর্গযোগে শব্দগঠন

লক্ষণীয় যে, একটা শব্দের পূর্বে যে শুধু একটা উপসর্গ বসে তা নয়। অনেক সময় একের চেয়ে বেশিও বসে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের এরূপ একাধিক উপসর্গযোগে গঠিতশব্দ নিম্নরূপ[৪৭] :

দুটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ : প্রত্যাহার = প্রতি-আ + হার [√হৃ +ঘঞ্ (অ)]

উপসংহার = উপ-সম্ + হার [√ হৃ +ঘঞ্ (অ)]

ব্যাকরণ = বি-আ + করণ [√কৃ + অনট্]

অত্যুকৃষ্ট = অতি-উৎ + কৃষ্ট [√কৃ + ক্ত]

সুসংস্কৃত = সু-সম্ + কৃত [√কৃ + ক্ত]

প্রত্যুপকার = প্রতি-উপ + কার [√কৃ + ঘঞ্ (অ)]

তিনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ : দুরভিসন্ধি = দুর্-অভি-সম্ +ধি [√ধা + কি]

অপব্যবহার (ভুল ব্যবহার) = অপ-বি-অব + হার [√হৃ + ঘঞ্ (অ)]

চারটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ : সমভিব্যাহার (সঙ্গ, সাহচর্য) = সম্-অভি-বি-আ + হার [√ হৃ + ঘঞ্ (অ)]

বাংলা উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গগুলি শুধু দেশী বা বাংলা শব্দের পূর্বে বসে শব্দগঠন করে।[৪৮] এগুলি সংস্কৃতের মতো সর্বত্র ধাতুর সঙ্গে যুক্ত নয়। এগুলি সাধারণত বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে বসে। নিম্নে বাংলা উপসর্গগুলি কিভাবে বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বসে শব্দগঠন ও অর্থ পরিবর্তন করে তা ছকে প্রদর্শন করা হলো :

[শব্দগঠন প্রক্রিয়া : বাংলা উপসর্গ + বাংলা শব্দ (বিশেষ্য বা সর্বনাম) = বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দ]

ক্রমিক নং	বাংলা উপসর্গ	দেশী / বাংলা শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	অ	কাজ	অকাজ
২	অঘা	রাম	অঘারাম
৩	অজ	মূর্খ	অজমূর্খ
৪	অনা	দর	অনাদর
৫	আ	গাছা	আগাছা
৬	আড়	চোখে	আড়চোখে

৭	আন	মনা	আনমনা
৮	আব	ডাল	আবডাল
৯	ইতি	হাস	ইতিহাস
১০	উন (উনা)	পাঁজুরে, ভাত	উনপাঁজুরে, উনাভাত
১১	কদ্	বেল	কদবেল
১২	কু	কাজ	কুকাজ
১৩	নি	লাজ	নিলাজ
১৪	পাতি	কাক	পাতিকাক
১৫	বি	ভূঁই	বিভূঁই
১৬	ভর	পেট	ভরপেট
১৭	রাম	ছাগল	রামছাগল
১৮	স	রব	সরব
১৯	সা	জোয়ান	সাজোয়ান
২০	সু	কাজ	সুকাজ
২১	হা	ভাত	হাভাত

লক্ষণীয় যে, একটি উপসর্গ দ্বারা অনেক শব্দগঠন করা যায়। এক্ষেত্রে কেবল একটি উপসর্গ দ্বারা অন্তত একটি শব্দ গঠন করে দেখানো হলো। তার মানে উপসর্গ দ্বারা যে অনেক শব্দ গঠন করা যায় সেটা দেখানোই মূল লক্ষ্য।

বাংলায় বিদেশী উপসর্গযোগে শব্দগঠন

বাংলা ভাষায় অনেক বিদেশী শব্দ আছে। বিদেশী শব্দের সঙ্গে বিদেশী উপসর্গগুলিও বাংলায় এসেছে। তাই বিদেশী উপসর্গের কথা আমাদের শিখতেই হবে। বাংলা ভাষায় বিদেশী উপসর্গের সংখ্যা কম নয়। এ উপসর্গগুলি মূলত ইংরজি, ফারসি, আরবি ও উর্দু-হিন্দি ভাষা থেকে এসেছে। তাই এগুলি বিদেশী শব্দের আগে বসে। সংস্কৃত উপসর্গগুলি বাংলায় সংস্কৃত কৃদন্ত বা সংস্কৃত নামশব্দের আগে বসে। আর বাংলা উপসর্গগুলি ধাতুর আগে না বসে বাংলা বিশেষ্য বা সর্বনামের (বা বাংলা কৃদন্ত / বাংলা নামশব্দের) আগে বসে। কিন্তু বিদেশী উপসর্গগুলি বাংলা উপসর্গের মতো বসে অর্থাৎ বিদেশী বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।[৪৯] নিম্নে বাংলায় বিদেশী উপসর্গগুলি কিভাবে বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে বসে শব্দগঠন ও অর্থ পরিবর্তন করে তা ছকে প্রদর্শন করা হলো :

[শব্দগঠন প্রক্রিয়া : বিদেশী উপসর্গ + বিদেশী শব্দ (বিশেষ্য বা সর্বনাম) = বিদেশী উপসর্গযুক্ত শব্দ]

ইংরেজি উপসর্গযোগে শব্দগঠন

ক্রমিক নং	বিদেশী উপসর্গ	ইংরেজি শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	ফুল	শার্ট	ফুলশার্ট
২	হাফ	প্যান্ট	হাফপ্যান্ট
৩	হেড	মাস্টার	হেডমাস্টার
৪	সাব	জজ	সাবজজ
৫	ডবল	মাসুল	ডবল মাসুল

ফারসি উপসর্গযোগে শব্দগঠন

ক্রমিক নং	ফারসি উপসর্গ	ফারসি শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	কার	খানা	কারখানা
২	দর	খাস্ত	দরখাস্ত
৩	না	রাজ	নারাজ
৪	নিম	রাজি	নিমরাজি
৫	ফি	সন	ফি-সন
৬	বদ	মেজাজ	বদমেজাজ
৭	বে	তার	বেতার
৮	বর	খেলাপ	বরখেলাপ
৯	ব	নাম	বনাম
১০	কম	পোক্ত	কমপোক্ত

আরবি উপসর্গযোগে শব্দগঠন

ক্রমিক নং	আরবি উপসর্গ	আরবি শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	আম	দরবার	আমদরবার
২	খাস	মহল	খাসমহল
৩	লা	পাত্তা	লাপাত্তা
৪	গর	মিল	গরমিল

উর্দু-হিন্দি উপসর্গযোগে শব্দগঠন

ক্রমিক নং	উর্দু-হিন্দি উপসর্গ	উর্দু-হিন্দি শব্দ	গঠিত নতুন শব্দ
১	হর	রোজ	হররোজ
২	হরেক	রকম	হরেকরকম

লক্ষণীয় যে, একটি উপসর্গ দ্বারা অনেক শব্দগঠন করা যায়। এক্ষেত্রে কেবল একটি উপসর্গ দ্বারা অন্তত একটি শব্দ গঠন করে দেখানো হলো। তার মানে উপসর্গ দ্বারা যে অনেক শব্দ গঠন করা যায় সেটা দেখানোই মূল লক্ষ্য।

বাংলায় উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম [সংস্কৃত, বাংলা, বিদেশী]

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গের ব্যবহার বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার উপসর্গ ব্যবহারের নিয়ম থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এ ভাষায় বৈদিক বা সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহারের কেবল একটি নিয়ম প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত নিয়মটি এসেছে। তবে সেক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটেছে। এ ভাষায় এটি ছাড়াও দু-একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা বৈয়াকরণেরা উপসর্গ ব্যবহারের সেই বৈচিত্র্যগুলি তুলে ধরেছেন। বাংলায় উপসর্গের ব্যবহারকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যায়–

ক) কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে
খ) নাম শব্দের অব্যবহিত পূর্বে
গ) স্বাতন্ত্র্য

নিম্নে বাংলায় উপসর্গ ব্যবহারের নিয়মসমূহ তুলে ধরা হলো :

ক) কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে [উপসর্গ + কৃদন্ত শব্দ]

বৈদিকে বা সংস্কৃতে উপসর্গ ব্যবহারের একটি অন্যতম নিয়ম হচ্ছে ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে বসা। কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ও বাংলা কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে–

পরি : পরি-নয় = পরিণয় (বিবাহ) ইত্যাদি। [$\sqrt{\text{নী}}$ + অচ্ = নয়]

বাংলা কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে–

অ : অ-কাজ = অকাজ (নিন্দনীয় কর্ম) ইত্যাদি। [$\sqrt{\text{কৃ}}$ + ঘ্যণ্ = কার্য > কজ্জ > কাজ]

এখানে 'পরি' ও 'অ' উপসর্গ সংস্কৃত ও বাংলা কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ) নাম শব্দের অব্যবহিত পূর্বে [উপসর্গ + নাম শব্দ]

বৈদিকে বা সংস্কৃতে উপসর্গ ব্যবহারের একটি অন্যতম নিয়ম নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে বসা। তবে উভয়ক্ষেত্রে উপসর্গ নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হলে তাকে উপসর্গ না বলে নিপাত বলা হয়। কিন্তু বাংলায় উপসর্গ সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হলে তাকে উপসর্গই বলা হয়। যেমন–

সংস্কৃত নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে–

প্রতি : প্রতি-কুল = প্রতিকূল (কূলের বিপরীত)

বাংলা নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে–

হা : হা-ভাত = হাভাত (ভাতের অভাব)

বিদেশী নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে–

হেড : হেড-মাস্টার = হেডমাস্টার (প্রধান শিক্ষক)

এখানে 'প্রতি', 'হা' ও 'হেড' উপসর্গ সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী নামশব্দের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) স্বাতন্ত্র্য [শুধু উপসর্গ]

বৈদিকে উপসর্গের অনেক স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বাংলায় এবং সংস্কৃতে উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই বললেই চলে। সংস্কৃতে উপসর্গের যেসব স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায় সেগুলি মূলত কর্মপ্রবচনীয়। আর বাংলায় মূলত সংস্কৃত 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায়। যেমন–

অতি বাড় ভালো নয়। (অতি = বাড়াবাড়ি)
মাথা প্রতি এক টাকা চাঁদা। (প্রতি = প্রত্যেক)

এখানে 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গ স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গের আরো কিছু বিশেষ ব্যবহার

বাংলায়ও প্র-প্রভৃতি সংস্কৃত নিপাত বা অব্যয় একদিকে যেমন উপসর্গের কাজ করে অন্যদিকে তেমনি গতিরও কাজ করে। এ নিপাত বা অব্যয়কে উপসর্গ ও গতি সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য এদের ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব কার্য সাধিত হয় সেগুলি হলো :

ক) উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়
খ) গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ
গ) গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

১. উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাতকে উপসর্গ সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় অন্যতম। সাধারণত উভয় প্রকার বিধানে উপসর্গের ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় দেখা যায়।[৫০]

দৃষ্টান্তস্বরূপ–

ণত্ব-বিধান

১. প্র, পরি, নির্ উপসর্গের পর নম্, নশ্, নী, অন্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

প্র : প্র-নাম = প্রণাম (প্রণাম) [√নম্ + ঘঞ্ = নাম]
প্র-আন = প্রাণ (জীবন) [√অন্ + ঘঞ্ = আন]
প্র-নাশ = প্রণাশ (নষ্ট) [√নশ্ + ঘঞ্ = নাশ]

পরি : পরি-নয় = পরিণয় (বিবাহ) [√নী + অচ্ = নয়]

নির্ : নির্-নয় = নির্ণয় (নিশ্চয়) [√নী + অচ্ = নয়]

উল্লেখ্য, নশ্ ধাতুর শ্ > ষ্ হলে তখন উপসর্গস্থ নিমিত্তের পর নশ্ ধাতুর ন্ > ণ্ হয় না। যেমন–

প্র : প্র-নাশ + ত = প্রনষ্ট (সম্যকভাবে নাশপ্রাপ্ত) [ক্ত = ত > ট]

পরি : পরি-নাশ + ত = পরিনষ্ট (চারদিকে নাশপ্রাপ্ত)

নির্ : নির্-নাশ + ত = নির্নষ্ট (নাশপ্রাপ্ত নয়) ইত্যাদি।

এখানে প্র, পরি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ণত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

২. উপসর্গস্থ ণত্বের নিমিত্ত পূর্বে থাকলে তার পরবর্তী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত স্বরবর্ণপূর্বক কৃৎ-প্রত্যয়ের ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

প্র : প্র-মান = প্রমাণ (নিশ্চয়) [√মা + অনট্ = মান]

পরি : পরি-মান = পরিমাণ (মাপ)

নির : নির-মান = নির্মাণ (প্রস্তুত করা)

কিন্তু উপসর্গস্থ ণত্বের নিমিত্ত পূর্বে থাকলে তার পরবর্তী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণপূবর্ক কৃৎ-প্রত্যয়ের ন্ > ণ্ হয় না। যেমন–

প্র : প্র-মগ্ন = প্রমগ্ন (সম্যকভাবে বিভোর) [√মসজ্ + ক্ত = মগ্ন]

পরি : পরি-মগ্ন = পরিমগ্ন

নির্ : নির্-বিঘ্ন = নির্বিঘ্ন (বিঘ্নশূন্য) [√হন্ + ক্ত = বিঘ্ন]

এখানে প্র-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ণত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

৩. প্র, পরা উপসর্গের পর অহ্ন (দিন) শব্দ থাকলে ন্ > ণ্ হয়। যেমন–

প্র : প্র-অহ্ন = প্রাহ্ণ (পূর্বাহ্ন) [অহন্ > অহ্ন]
পরা : পরা-অহ্ন = পরাহ্ণ (অপরাহ্ন)

এখানে প্র-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ণত্ব-বিধান হয় তা নির্ণয় করছে।

ষত্ব-বিধান

১. ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গের পরবর্তী কতগুলি ধাতুর স্ > ষ্ হয়। যেমন–

ইকারান্ত উপসর্গ : প্রতি-স্থান = প্রতিষ্ঠান (সংস্থার গৃহ) [√স্থা + অনট্ = স্থান]
অভি-সেক = অভিষেক (অবগাহন) [সিচ্ +ঘঞ্ = সেক]

উকারান্ত উপসর্গ : অনু-স্থান = অনুষ্ঠান (আরম্ভ, সম্পাদন) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, দুস্ (দুঃ), সু উপসর্গ প্রতিরূপক নিন্দা ও স্তুতিরূপ অব্যয় বলে নিম্নলিখিত শব্দে ষত্ব হয় না। যেমন–

দুস্ : দুস্-স্থ = দুঃস্থ (দরিদ্র, দুরবস্থাপন্ন) [√স্থা + অ = স্থ]
সু : সু-স্থ = সুস্থ (নীরোগ, সুখী, সুস্থির)

এখানে ইকারান্ত ও উকারান্ত উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় এবং হয় না তা নির্ণয় করছে।

২. সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরবর্তী স্বপ্-ধাতুর স্থানে জাত সুপ্ > ষুপ্ হয়। যেমন–

সু : সু-সুপ্ত = সুষুপ্ত (গভীর নিদ্রিত) [√স্বপ্ + ক্ত = সুপ্ত]
বি : বি-সুপ্ত = বিষুপ্ত (খারাপ ঘুম)
নির্ : নির্-সুপ্ত = নিঃষুপ্ত (গভীর নিদ্রামগ্ন)
দুর্ : দুর্-সুপ্ত = দুঃষুপ্ত (খারাপ ঘুম)

উল্লেখ্য, আলোচ্য নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত শব্দদ্বয়ও সিদ্ধ হয়। যেমন–

সু : সু-সমা = সুষমা (পরম শোভা) [√সম্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = সমা]
বি : বি-সম = বিষম (অসমান) [√ সম্ + ল্যুট্ (অনট্) = সম]

এখানে সু-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় তা নির্ণয় করছে।

৩. পরি-প্রভৃতি উপসর্গপূর্বক কৃ-ধাতুর সুট্ আগমের স্ > ষ্ হয়। যেমন–

পরি : পরি-(সুট্) কার = পরিষ্কার (শোধন) [√কৃ + ঘঞ্ = কার]

এখানে পরি-প্রভৃতি উপসর্গ কোথায় ষত্ব-বিধান হয় তা নির্ণয় করছে।

২. গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গসহ অলম্, পুরস্ আবিস্, অন্তম্, তিরস্, নমস্ প্রভৃতি অব্যয়, ক্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর সাথে যুক্ত হলে তা 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে আধুনিক ভাষাপণ্ডিতগণ উপসর্গকে গতি নামে অভিহিত করেছেন। তাই প্র-প্রভৃতি নিপাতকে গতি সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। সাধারণত প্রত্যেক প্রকার সন্ধিতে গতির এ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৫১] দৃষ্টান্তস্বরূপ–

স্বরসন্ধি

১. অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ– এর পরে সবর্ণ থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘস্বর হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : অ / আ + অ / আ = আ, ই / ঈ + ই / ঈ = ঈ, উ / ঊ + উ / ঊ = ঊ, ঋ / ৠ + ঋ / ৠ = ৠ, ঋ + ঌ = ৠ / ঌঌ হয়।]

ই + ই = ঈ

অতি : অতি + ইব = অতীব

প্রতি : প্রতি + ইতি = প্রতীতি

অধি : অধি + ইন = অধীন

ই + ঈ = ঈ

অধি : অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর

পরি : পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা

উ + উ = ঊ

সু : সু + উক্ত = সূক্ত

সু + উক্তি = সূক্তি ইত্যাদি।

এখানে অতি, প্রতি, অধি, পরি, সু প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ থাকলে উভয় মিলে গুণ হয়। যেমন–

[প্রতীকী নিয়ম : অ / আ + ই / ঈ = এ, অ / আ + উ / ঊ = ও, অ / আ + ঋ = অর্, অ / আ + ঌ = অল্ হয়।] [বৃদ্ধির নিয়মে অ / আ + ঋত = আর্]

অ + ঈ = এ

অপ : অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা ইত্যাদি।

এখানে অপ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. প্রতীকী নিয়ম : ই / ঈ + ভিন্ন স্বর (অ / আ; উ / ঊ; এ / ঐ) = য ফলা (্য); উ / ঊ + ভিন্নস্বর (অ / আ; ই / ঈ; এ / ঐ) = ব-ফলা (ব্); ঋ / ৠ + ভিন্ন স্বর (অ / আ; উ / ঊ; এ / ঐ) = র্; ঌ + ভিন্ন স্বর (অ / আ) = ল্ হয়। যেমন–

ই : প্রতি + অয় = প্রত্যয়

প্রতি + এক = প্রত্যেক

প্রতি + উপকারঃ = প্রত্যুপকার

নি + ঊনতম্ = ন্যূনতম্

উ : অনু + অয় = অন্বয়

অনু + এষণ = অন্বেষণ

সু + আগত =স্বাগত ইত্যাদি।

এখানে প্রতি, নি, অনু, সু প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. প্র-উপসর্গের পর ঊহ, ঊঢ়, ঊঢ়ি, এষ, এষ্য থাকলে উভয় মিলে বৃদ্ধি হয়। যেমন–

[অ + ঈ = এ > ঐ (ৈ); অ + ঊ = ও > ঔ (ৌ)]

প্র : প্র + ঊহ = প্রৌহ [ঊ > ঔ]
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়
প্র + ঊঢ়ি = প্রৌঢ়ি
প্র + এষ = প্রৈষ [এ > ঐ]
প্র + এষ্য = প্রৈষ্য

এখানে 'প্র' গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

১. হ্রস্বস্বরের (অ ই উ ঋ ঌ) পর ছ-কার থাকলে হ্রস্বস্বর > চ্ (তুক = ত্ > চ্) হয়। যেমন–
[প্রতীকী নিয়ম : স্বরধ্বনি + ছ = স্বরধ্বনি > চ্ হয়।]

অব + ছেদ = অবচ্ছেদ
পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ
বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

এখানে অব-প্রভৃতি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রয় করছে।

২. প্রতীকী নিয়ম : ত্ / দ্ + চ্ / ছ্; জ্ / ঝ্; শ্ ; ড্; হ্; ল্ = ত্ / দ্ > চ্; জ্; চ এবং শ্ > ছ্; ড্; দ্ এবং হ্ > ধ্; ল হয়। যেমন–
[ত্ / দ্ + জ্, শ্, ড্, ল্, হ্, = ত্ / দ্ > জ্; চ্ এবং শ্ > ছ্; ড; ল্; দ্ এবং হ্ > ধ্ হয়।]

উদ্ : উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল
উদ্ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল
উদ্ + ডীন = উড্ডীন
উদ্ + লাস = উল্লাস
উদ্ + হৃতি = উদ্ধৃতি ইত্যাদি।

এখানে উদ্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. প্রতীকী নিয়ম : দ্ / ধ্, + ক চ ট ত প; খ ছ ঠ থ ফ বা স্ = দ্ / ধ্ > ক্ চ্ ট্ ত্ প্ হয়। যেমন–
[উদ্ উপসর্গের পরবর্তী স্থা ও স্তম্ভ্-ধাতুর স-কারের বিকল্পে লোপ হয়। স্মরণীয়, লোপ না হলে স্ > থ্ হয়।]

উদ্ : উদ্ + স্থান = উত্থান (পক্ষে উৎথ্থান) [দ্ + স্ = দ্ > ত্ হয়]
উদ্ + স্থাপন = উত্থাপন (পক্ষে উৎথ্থাপন)
উদ্ + স্তম্ভন = উত্তম্ভন (পক্ষে উৎথ্তম্ভন)

এখানে উদ্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. প্রতীকী নিয়ম : ম্ + অন্তস্থধ্বনি বা উষ্মধ্বনি = ম্ > ং হয়। যেমন–

সম্ : সম্ + যম = সংযম
সম্ + লাপ = সংলাপ
সম্ + সার = সংসার
সম্ + শয় = সংশয় ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজ্ ধাতু পরে (√রাজ্ + ক্বিপ্ = রাট্) থাকলে সম্ এর ম্ > ং হয় না। যেমন–

সম্ + রাট্ = সম্রাট্ > সম্রাট (রাজা)

এখানে সম্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৫. প্রতীকী নিয়ম : ম্ + বর্গীয় ধ্বনি (ক্ – ম্) = ম্ > ং বা সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

সম্ : সম্ + খ্যা = সংখ্যা / সঙ্খ্যা
সম্ + গীত = সংগীত / সঙ্গীত
সম্ + চয় = সঞ্চয়
সম্ + ন্যাস = সন্ন্যাস ইত্যাদি।

এখানে সম্ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৬. প্রতীকী নিয়ম : সম্ / পরি + কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ = সম্ এবং পরি–এর পর যথাক্রমে স্ ও ষ্ কারের আগম হয় এবং সম্-এর ম্ > ং হয়। যেমন–

সম্ : সম্-(সুট্) + কৃত = সংস্কৃত
সম্-(সুট্) + কার = সংস্কার
সম্-(সুট্) + কৃতি = সংস্কৃতি

পরি : পরি-(সুট্) + কার = পরিষ্কার
পরি-(সুট্) + কৃত = পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

এখানে সম্, পরি গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

বিসর্গসন্ধি

১. প্রতীকী নিয়ম : ঃ + চ / ছ; ট / ঠ; ত / থ = ঃ > যথাক্রমে শ্, ষ্ ও স্ হয়। যেমন–

নিঃ : নিঃ + চয় = নিশ্চয়
নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর
নিঃ + তব্ধ / স্তব্ধ= নিস্তব্ধ / নিঃস্তব্ধ

দুঃ : দুঃ + তর = দুস্তর
দুঃ + স = দুস্থ / দুঃস্থ (দরিদ্র) ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্), দুঃ (দুর্ / দুস্) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

২. প্রতীকী নিয়ম : (অ / আ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > স্ হয়। যেমন–
[নমস্ ও পুরস্ গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলে তাদের স্-জাত ঃ > স্ হবে, যদি ক্ খ্ প্ ফ্ পরে থাকে।]

নমঃ : নমঃ + কার = নমস্কার (প্রণাম)
পুরঃ : পুরঃ + কার = পুরস্কার (পারিতোষিক) ইত্যাদি।

এখানে, নমঃ (নমস্) ও পুরঃ (পুরস্) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. প্রতীকী নিয়ম : (ই / উ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > ষ্ হয়। যেমন–
[নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ প্রভৃতি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত গতি শব্দের পরে ক্ খ্ প্ ফ্ থাকলে উক্ত ই ও উ-কারান্ত গতি শব্দের ঃ > ষ্ হয়।]

নিঃ : নিঃ + কাম = নিষ্কাম
আবিঃ + কার = আবিষ্কার
বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত
দুঃ : দুঃ + প্রাপ্য = দুষ্প্রাপ্য
দুঃ + কর = দুষ্কর ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্), দুঃ (দুর্ / দুস্) প্রভৃতি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত গতি শব্দ সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. প্রতীকী নিয়ম : (অ / আ + ঃ) + ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ / ক্ খ্ প্ ফ্ = যথাক্রমে ঃ > স্ হয়। যেমন–
[তিরঃ গতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হলে উক্ত শব্দ জাত ঃ > বিকল্পে স্ হয়।]

তিরঃ : তিরঃ + কার = তিরস্কার, তিরঃ কার (অবজ্ঞা)
তিরঃ + কর্তা = তিরস্কর্তা, তিরঃ কর্তা (অবজ্ঞাকারী)
তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত, তিরঃ কৃত (অনাদৃত) ইত্যাদি।

এখানে 'তিরঃ' গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রয় করছে।

৫. প্রতীকী নিয়ম : অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ / ঃ (গতির ক্ষেত্রে) + অ আ; বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ; য্ র্ ল্ ব্ হ্ = ঃ > র্ / ´ (রেফ) হয়। যেমন–

দুঃ : দুঃ + অন্ত = দুরন্ত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি

নিঃ : নিঃ + আকার =নিরাকার
নিঃ + গত = নির্গত
নিঃ + ভয় = নির্ভয় ইত্যাদি।

এখানে দুর্ / দুস্ (দুঃ), নির্ / নিস্ (নিঃ) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৬. প্রতীকী নিয়ম : (ই / উ + ঃ) [গতির ক্ষেত্রে] + র = 'ঃ' লোপ এবং ই / উ দীর্ঘ হয় (ঈ / ঊ)। যেমন–

নিঃ : নিঃ + রব = নীরব
নিঃ + রোগ = নীরোগ
নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

এখানে নিঃ (নির্ / নিস্) গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

প্র-প্রভৃতি নিপাতকে গতি সংজ্ঞা করার জন্য যেসব মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। সাধারণত অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ (গতি, প্রাদি) ও বহুব্রীহি সমাসে গতির এ সমাস-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।[৫২] দৃষ্টান্তস্বরূপ–

অব্যয়ীভাব সমাস

১. অব্যয় শব্দ (গতির ক্ষেত্রে) পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন–

কূলের সমীপে = উপকূল (কূলের নিকট)

এখানে উপকূল শব্দে 'উপ' অব্যয় (গতি) পূর্বে বসে সমাস হয়েছে এবং এর অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাসের যথার্থ উদাহরণ।

উল্লেখ্য, সামীপ্য (উপ), বীপ্সা (প্রতি, অনু), অভাব (নির্ = নিঃ), পর্যন্ত (আ), সাদৃশ্য (উপ), অতিক্রান্ত (উদ্), বিরোধ (প্রতি), পশ্চাৎ (অনু), ঈষৎ (আ), পূর্ণ বা সমগ্র (পরি বা সম্), দূরবর্তী (প্র, পর), প্রতিনিধি (প্রতি), প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতি) প্রভৃতি অর্থে উল্লিখিত গতি দ্বারা সমাস নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন–

সামীপ্য : বনের সমীপে = উপবন (বনের নিকট)
শরদের সমীপে = উপশরদ (শরৎকালের নিকট)
চর্মের সমীপে = উপচর্ম (চর্মের নিকট)
নদীর সমীপে = উপনদী (নদীর নিকট)
গিরির সমীপে = উপগিরি (পর্বতের নিকট)

বীপ্সা : দিন দিন = প্রতিদিন (প্রত্যহ, দিন দিন)
ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে
জনে জনে = প্রতিজন

অনু : জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ = অনুজ্যেষ্ঠ
বর্ণ বর্ণ = অনুবর্ণ
ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ

অভাব : ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ (আকাল, ভিক্ষার অভাব)
মক্ষিকার অভাব = নির্মক্ষিক (মক্ষিকার বা মাছির অভাব)
আমিষের অভাব = নিরামিষ
বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন

পর্যন্ত : সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র
কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ

সাদৃশ্য : শহরের সদৃশ = উপশহর
দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ

অতিক্রান্ত : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল

বিরোধ : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ
বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল

পশ্চাৎ : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন
পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন
গৃহের পশ্চাৎ = অনুগৃহ (ঘরের পিছনে)

ঈষৎ : ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম
ঈষৎ নত = আনত

পূর্ণ বা সমগ্র : পূর্ণ পূর্ণ = পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ

দূরবর্তী : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ
পিতামহের পূর্বে = প্রপিতামহ

প্রতিনিধি : ছায়া ছায়া = প্রতিচ্ছায়া
বিম্ব বিম্ব = প্রতিবিম্ব

প্রতিদ্বন্দ্বী : পক্ষ পক্ষ = প্রতিপক্ষ
উত্তর উত্তর = প্রত্যুত্তর

এখানে উপ-প্রভৃতি গতি বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস নিয়ন্ত্রণ করছে।

নঞ্-তৎপুরুষ

পূর্বপদে নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয় (অ, অন্, নি প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ্-তৎপুরুষ সমাস বলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'না' অর্থে শব্দের আদিতে নঞ্-তৎপুরুষ সমাসে অ, অন্ প্রভৃতি যে অব্যয় বসে তা মূলত উপসর্গধর্মী। যেমন–

অ : ন (নঞ্) ধর্ম = অধর্ম
ন (নঞ্) কাল = অকাল

এখানে অ প্রভৃতি গতি নঞ্ অর্থে সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে। স্মরণীয়, এই 'অ' উপসর্গের 'অ' নয়। এটি নঞ্-এর 'অ'।

অন্ : ন (নঞ্) উচিত = অনুচিত
ন (নঞ্) উদার = অনুদার

নি, নির্ : নেই (নঞ্) অক্ষর = নিরক্ষর
নেই (নঞ্) ভুল = নির্ভুল

এখানে অনু, নির্ গতি নঞ্ অর্থে সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

গতি-তৎপুরুষ

সংস্কৃত ভাষায় প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ; অলম্, পুরস্ আবিস্, অন্তম্, তিরস্, নমস্ প্রভৃতি অব্যয় এবং ঙ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতুর সাথে যুক্ত হলে তা 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ধাতুর সাথে গতি-র যে সমাস হয়, তাকে গতি-তৎপুরুষ সমাস বলে।

লক্ষণীয় যে, বাংলায় কেবল অলম্, পুরস্ আবিস্, তিরস্, নমস্, বহিস্, পরিস্, অহম্, প্রভৃতি অব্যয় দেখা যায়। এই অব্যয়গুলি উপসর্গ না হলেও ব্যবহারে উপসর্গের অনুরূপ বলে কৃদন্ত পদের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের পরিভাষায় এগুলিকে গতি বলে। যেমন–

অলম্ > অলং-কার = অলঙ্কার [√কৃ + ঘঞ্ = কার]
পুরস্ > পুরঃ-কার = পুরস্কার
আবিস্ > আবিঃ-কার = আবিষ্কার
তিরস্ > তিরঃ-কার = তিরস্কার
নমস্ > নমঃ-কার = নমস্কার

বহিস্ > বহিঃ-কার = বহিষ্কার

পরিস্ > পরিঃ-কার = পরিষ্কার

অহম্ > অহং-কার = অহংকার ইত্যাদি।

এখানে উল্লিখিত গতি অব্যয়গুলি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

উল্লেখ্য, গতি হতে হলে কৃদন্ত পদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং নিত্যই সমাস হবে।

প্রাদি-তৎপুরুষ

সংস্কৃত ভাষায় প্র-প্রভৃতি ২০টি নিপাত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে, তাকে উপসর্গ বলে। তবে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে গতিও বলে। একারণে উপসর্গগুলির আরেকটি সংজ্ঞা হয় গতি। সুবন্তপদের সাথে উপসর্গযুক্ত ক্রিয়াপদের যে সমাস হয়, তাকে প্রাদি-তৎপুরুষ সমাস বলে।

লক্ষণীয় যে, বাংলায় পূর্বপদে প্র-প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে থেকে যে সমাস হয় তাকে প্রাদি-তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন–

কৃদন্ত পদ :

প্র : প্র-গতি = প্রগতি [√গম্ + ক্তি = গতি]

প্র-ভাত = প্রভাত [√ভা + ক্ত = ভাত]

প্র-বচন = প্রবচন [√বচ্ + অনট্ = বচন]

পরি : পরি-ভ্রমণ = পরিভ্রমণ [√ভ্রম্ + অনট্ = ভ্রমণ]

অনু : অনু-তাপ = অনুতাপ ইত্যাদি। [√তপ্ + ঘঞ্ = তাপ]

নাম পদ :

আ-আচার্য = আচার্য (বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর) [আ-√চর + ঘ্যণ্ = আচার্য]

উপ-আচার্য = উপাচার্য (আচার্যের সহকারী)

প্র-আচার্য = প্রাচার্য (ভূতপূর্ব অধ্যাপক)

প্র-পিতামহ = প্রপিতামহ

সু-পুরুষ = সুপুরুষ

বি-মাতা = বিমাতা

সু-রাজা = সুরাজা

দুঃ-জন = দুর্জন

উদ্-বেলা = উদ্বেল [বেলাকে উৎক্রান্ত]

অতি-বাল্য = অতিবাল্য [বাল্যকে অতিক্রান্ত]

এখানে উল্লিখিত প্রাদি অব্যয়গুলি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

উল্লেখ্য, প্রাদি হতে হলে অবশ্যই কৃদন্ত বা নামপদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং নিত্যই সমাস হবে।

বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাসের সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। তাই যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–

উদ্ : উদগত বাহু যার = উদ্বাহু

সু : সুন্দর গন্ধ যার = সুগন্ধি
সুন্দর হৃদয় যার = সুহৃদ
সুন্দর শ্রী যার = সুশ্রী
সুন্দর বর্ণ যার = সুবর্ণ

দুর্ : দুষ্ট (দুর্) হৃদয় যার = দুর্হৃদ

সম্ : সমান বয়সী যে = সমবয়সী

বি : গত প্রাণ যার = বিগতপ্রাণ
গত যৌবন যার = বিগতযৌবন ইত্যাদি।

এখানে উদ্, সু, দুর্, সম্, বি গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

লক্ষণীয়, একটি উপসর্গ দ্বারা অনেক শব্দ গঠন করা যায়। এক্ষেত্রে একটি উপসর্গ দ্বারা এক বা একাধিক শব্দ গঠন করে দেখানো হলো। তার মানে উপসর্গ দ্বারা যে অনেক শব্দগঠন করা যায় সেটা দেখানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়, গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ এবং গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি মূলত সংস্কৃত থেকেই বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। প্রবেশের ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঘটেছে শুধু শব্দের বিভক্তির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তি জাত শব্দের প্রথমার একবচনের বিভক্তি পরিত্যক্ত রূপটিই বাংলা ব্যাকরণের মূল শব্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

সংস্কৃত	বাংলা
প্র : প্র-√নম্ + ঘঞ্ = প্রণাম + সুপ্ = প্রণামঃ (নমস্কার, প্রণতি)	প্র : প্র-নাম = প্রণাম (প্রণতি) [√নম্ + ঘঞ্ = নাম]
অধি : অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর + সুপ্ = অধীশ্বরঃ	অধি : অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
সমীপ : বনস্য সমীপম্ = উপবন + সুপ্ = উপবনম্ (বনের নিকট)	সামীপ্য (উপ) : বনের সমীপে = উপবন (বনের নিকট)

এখানে প্রণামঃ, অধীশ্বরঃ, উপবনম্ (সংস্কৃত রূপ) > প্রণাম, অধীশ্বর, উপবন (বাংলা রূপ) এসেছে।

বাংলা ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

ক) বাংলা ভাষার বাক্যে সকল সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

উপর্যুক্ত সংস্কৃত উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ বাংলা ভাষার বাক্যে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হলো।[৫৩]

১. অতি > অতিবৃষ্টি : অতিবৃষ্টির ফলে দেশবাসী এবার বন্যার আশঙ্কা করছে।

উল্লেখ্য, বাংলায় 'অতি' উপসর্গটি বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বিশেষ্য রূপে– কোন কিছুর অতি ভালো নয়।

বিশেষণ রূপে– তার অতি বাড় বেড়েছে।

২. অধি > অধিকার : শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার।

৩. অনু > অনুচর : হোসেন অনুচর ছিলেন।

৪. অপি > অপিনিহিতি : অপিনিহিতি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি সূত্র।

৫. অপ > অপমান : অপমানে কেন আজি ত্যাজিলা পরাণ।

৬. অব > অবরোধ : বিরোধীদল সরকার পতনে অবরোধ ডেকেছে।

৭. অভি > অভিনন্দন : তোমাকে অভিনন্দন।

৮. আ > আকণ্ঠ : তুমি আকণ্ঠ ভোজন করেছ।

৯. উদ্ > উজ্জ্বল : আমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

১০. উপ > উপকার : তাঁর উপকারই আমার উপহার।

১১. দুর্ > দুর্ভিক্ষ : দুর্ভিক্ষ অনেক কষ্টদায়ক।

১২. নির্ > নির্ধারণ : তিনি কাজটি নির্ধারণ করেছেন।

১৩. নি > নিকৃষ্ট : নিকৃষ্ট মানুষকে কেউ পছন্দ করে না।

১৪. প্র > প্রগতি : প্রগতির দিকে প্রচারেই প্রসার।

১৫. পরা > পরাজয় : পরাজয়ে ডরে না বীর।

১৬. পরি > পরিভাষা : সুভাষণই পরিভাষা।

১৭. প্রতি > প্রতিজ্ঞা : এটি আমার শেষ প্রতিজ্ঞা।

১৮. বি > বিনয় : বিনয় বিজয় আনে।

১৯. সু > সুকৃতি : তিনি সুকৃতি বয়ে এনেছেন।

২০. সম্ > সমাবর্তন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২১. অন্তর্ / অন্তঃ > অন্তরঙ্গ : তার সাথে আমার সম্পর্ক অন্তরঙ্গ।

বিশেষ ক্ষেত্রে–

১. একাধিক তৎসম উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার :

বাংলা ভাষায় একাধিক বাংলা ও বিদেশী উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। অর্থাৎ খাঁটি বাংলা ও বিদেশী উপসর্গ কিন্তু একই শব্দে একটির বেশি ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এ ভাষায় একাধিক তৎসম উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৫৪] যেমন–

ব্যাকরণ : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান জরুরি।
অপব্যবহার : সময়ের অপব্যবহার করা উচিত নয়।
দুরভিসন্ধি : তার দুরভিসন্ধি রয়েছে।
সমভিব্যাহার : আমি তার সমভিব্যাহার (সঙ্গ, সাহচর্য) কামনা করি।

২. তৎসম অব্যয়ের উপসর্গরূপে ব্যবহার :

পূর্বেই উক্ত হয়েছে বাংলা ভাষায় তৎসম কতগুলি অব্যয় দেখা যায়। এ অব্যয়গুলি উপসর্গ না হলেও উপসর্গের অনুরূপ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এ ধরনের অব্যয়যুক্ত শব্দকে গতিশব্দ বলে। এদের ব্যবহারও বাংলা ভাষায় পরিলক্ষিত হয়।[৫৫] যেমন–

আবিষ্কার : জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম রেডিও আবিষ্কার করেছেন।
জগদীশ চন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আছে প্রথম আবিষ্কার করেছেন।
পরিষ্কার : পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিধান করো।
নমস্কার : গুরুজনকে নমস্কার করো।

৩. তৎসম উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার :

বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু এ ভাষায় 'অতি' ও 'প্রতি' তৎসম উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায়।[৫৬] যেমন–

অতি বড় বৃদ্ধ পতি।
মাথা প্রতি এক টাকা চাঁদা।

খ) বাংলা ভাষার বাক্যে সকল বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

উপর্যুক্ত বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ বাংলা ভাষার বাক্যে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হলো।[৫৭]

১. অ > অকাজ : অকাজে হাত দিয়ে লাভ নেই।

২. অঘা > অঘারাম : অঘারামের হাতে পড়ে কাজটাই নষ্ট হলো।

৩. অজ > অজমূর্খ : অজমূর্খের মতো কথা বলো না।

৪. অনা > অনাদর : শিশুটি অনাদরে বাস করছে।

৫. আ > আগাছা : আগাছা কোন কাজে লাগে না।

৬. আড় > আড়চোখ : আড়চোখে তাকিও না।

৭. আন > আনমনা : তোমাকে আজ আনমনা মনে হচ্ছে।

৮. আব > আবডাল : গাছের আবডালে বসে ডাকে বসন্তের কোকিল।

৯. ইতি > ইতিহাস : ইতিহাস কথা কয়।

১০. উন > উনভাত : উনাভাতে দুনা বল।

১১. কদ্ > কদবেল : সবাই কদবেল খেতে পছন্দ করে।

১২. কু > কাজ : কুকাজ করো না।

১৩. নি > নিলাজ : নিলাজ কুলটা ভূমি।

১৪. পাতি > পাতিকাক : পাতিকাক বাংলাদের পরিচিত পাখি।

১৫. বি > বিভূঁই : সে টাকার জন্য বিদেশে বিভূঁইয়ে পাড়ি দিয়েছে।

১৬. ভর > ভরপেট : ভরপেট খেয়ে মাঠে চললাম।

১৭. রাম > রামছাগল : লোকটি রামছাগল নিয়ে মাঠে চলেছে।

১৮. স > সরব : সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পাখিরা সরব হয়।

১৯. সা > সাজোয়ান : সেনাবাহিনী সাজোয়ানভাবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

২০. সু > সুকাজ : সুকাজ করলে সম্মান বাড়ে।

২১. হা > হাভাত : হাভাতে লোকটি মারা গেল।

গ) বাংলা ভাষায় বাক্যে সকল বিদেশী উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার

উপর্যুক্ত বিদেশী উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ বাংলা ভাষার বাক্যে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হলো।[৫৮]

ইংরেজি :

১. ফুল > ফুলশার্ট : মানস ফুলশার্ট পড়তে পছন্দ করে।

২. হাফ > হাফপ্যান্ট : শিশুটি হাফপ্যান্ট পড়ে স্কুলে যায়।

৩. হেড > হেডমাস্টার : বাবু নিরঞ্জন ঘটক আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন।

৪. সাব > সাবজজ : সাবজজ এজলাসে বসে পুলিশের জবানবন্দি নিচ্ছেন।

ফারসি :

১. কার > কারখানা : শ্রমিকেরা কারখানায় কাজ করে।

২. দর > দরখাস্ত : ছুটির জন্য দরখাস্ত লিখ।

৩. না > নারাজ : সে কাজ করতে নারাজ।

৪. নিম > নিমরাজি : এ বিষয়ে সে নিমরাজি।

৫. ফি > ফিসন : সবার ফিসন কর প্রদান করা উচিত।

৬. বদ > বদমেজাজ : লোকটি বদমেজাজী।

৭. বে > বেতার : সে বেতারে সংবাদ পাঠ করে।

৮. বর > বরখেলাপ : তার বরখেলাপ আর সহ্য হয় না।

৯. ব > বনাম : বাংলাদেশ বনাম ভারত ক্রিকেট খেলা হয়েছিল।

১০. কম > কমপোক্ত : কমপোক্ত জিনিস টেকসই নয়।

আরবি :

১. আম > আমদরবার : তারা আমদরবারে হাজির।

২. খাস > খাসমহল : নবাবদের খাসমহলে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকত।

৩. লা > লাপাত্তা : অমনোযোগী ছাত্ররা লাপাত্তা হয়ে যায়।

৪. গর > গরমিল : তোমাদের হিসাবে গরমিল দেখছি।

উর্দু-হিন্দি :

১. হর > হররোজ : তিনি হররোজ বাড়ি যান।
২. হরেক > হরেকরকম : ফেড়িওয়ালারা হরেকরকম মালামাল বিক্রি করে।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় এভাবে অসংখ্য উপসর্গযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধিশালী।

বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের বক্তব্য

বাংলা ভাষায় উপসর্গ শব্দ গঠনের অন্যতম উপায়। উপসর্গ ভিন্নার্থক নতুন নতুন শব্দ তৈরিসহ শব্দের অর্থের পূর্ণতা, সম্প্রসারণ, সংকোচন, পরিবর্তন, বিশিষ্টতা দান ও শব্দের বানানে পরিবর্তন প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এসব কাজের জন্য উপসর্গ কেবল প্রয়োজনীয় নয়, ভাষার পক্ষে অপরিহার্য। উপসর্গ সম্পর্কে বিশিষ্টজন বিভিন্ন মন্তব্য প্রদান করেন। যেমন–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর '*শব্দতত্ত্ব*' গ্রন্থের উপসর্গ-সমালোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে উপসর্গকে মাছের ছোট্ট পাখনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাখনার সাহায্যে যেমন মাছ ডানে, বায়ে, সামনে ও পিছনে বিশেষ গতি লাভ করে, তেমনি উপসর্গের সাহায্যেও কৃদন্ত পদ বা নামপদ গতি লাভ করে। পাণিনি যে উপসর্গ সম্পর্কে গতি সংজ্ঞাটি [প্রাদয়ঃ (পা. ১ / ৪ / ৫৮) / গতিশ্চ (পা. ১ / ৪ / ৬০)] ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে অর্থের এই গতিবদলের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়–

মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাত পায়েরই সামিল। তেমনই ইউরোপীয় আর্যভাষায় Prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখে এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষায় প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না।[৫৯]

উক্ত মন্তব্যটি চিত্রে প্রদর্শিত হলো[৬০] :

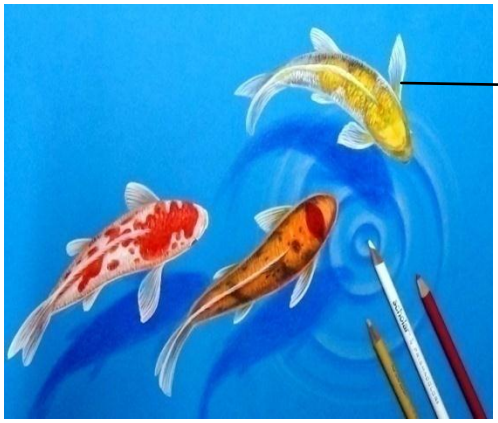

মাছের পাখনা = উপসর্গ

চিত্র - ১ : পুকুরের পানিতে মাছ

উক্ত মন্তব্যটির ব্যাকরণগত দৃষ্টান্ত :

√কৃ (করা) + ঘঞ্ (অ) = কার (কার্য)

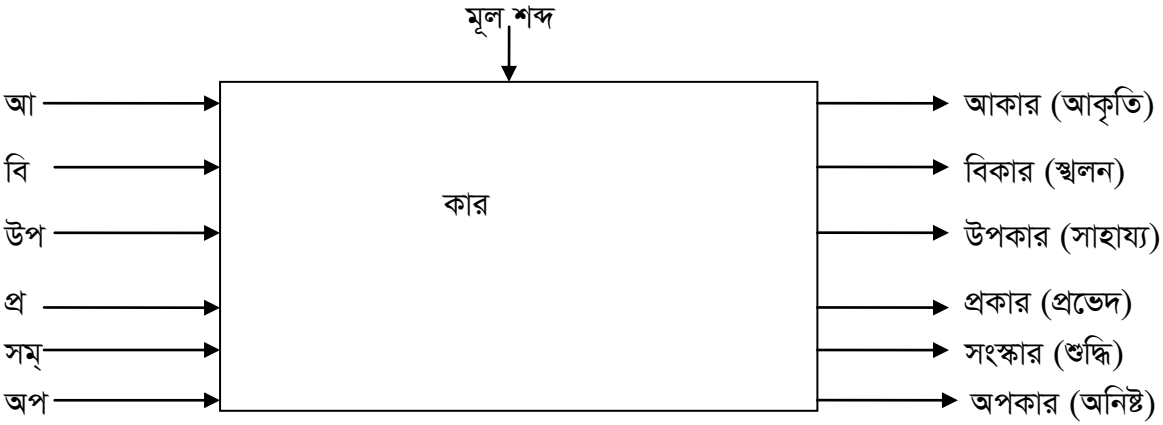

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্, অপ প্রভৃতি 'কার' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন শব্দগুলিতে মাছের ছোট পাখনার ন্যায় কাজ করছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর '*বাংলাভাষা– পরিচয়*' গ্রন্থে সংস্কৃত উপসর্গ সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য করেছেন–

সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে, যেগুলোর স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্‌ন্যাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেই রকম সিগ্‌ন্যাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নিচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চারদিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে 'আ' উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিকে; 'নির্' জুড়ে

দিলে হয় ‘নির্গত’, দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক; ‘অনু’ জুড়ে দিলে হয় ‘অনুগত’, দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক; তেমনি ‘সংগত’ ‘দুর্গত’ ‘অপগত’ প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো।[৬১]

উক্ত মন্তব্যটি চিত্রে প্রদর্শিত হলো[৬২] :

রেলের রাস্তায় বিভিন্ন রঙের বাতির সিগ্‌ন্যাল = উপসর্গ
চিত্র – ২ : রেল লাইনে চলমান রেলগাড়ি

উক্ত মন্তব্যটির ব্যাকরণগত দৃষ্টান্ত :

√গম্ (যাওয়া) + ক্ত (ত) = গত (গিয়েছিল)

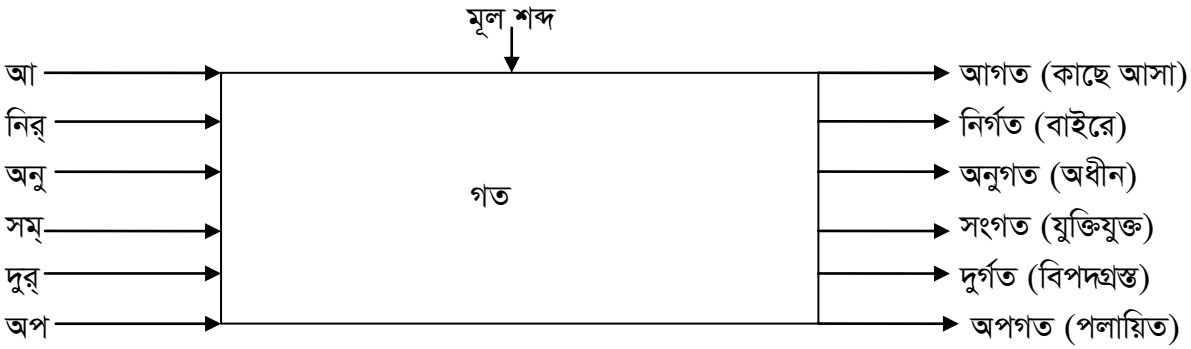

এখানে আ, নির্, অনু, সম্, দুর্, অপ প্রভৃতি ‘গত’ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন শব্দগুলিতে রেলের রাস্তায় বিভিন্ন রঙের বাতির সিগ্‌ন্যালের ন্যায় কাজ করছে।

উপসর্গের তেলেজমাতি (যাদু) সম্পর্কে যতীন সরকারের মন্তব্য–

রোগের বেলায় উপসর্গগুলো যে কাজ করে, শব্দের বেলায় ব্যাকরণের উপসর্গগুলোও প্রায় একই রকমের কাজ করে।[৬৩]

এ মন্তব্যটির ব্যাখ্যায় বলা হয়–

রোগের সঙ্গে নতুন উপসর্গ (মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ) জুটে অনেক সময় মূল রোগটিকে বদলে দিয়ে নতুন রোগই বানিয়ে ফেলে। যেমন– ডাক্তারকে গিয়ে তুমি বললে– আমার ভাইয়ের খুব জ্বর, দয়া করে আমাদের বাসায় চলুন। ডাক্তার বললেন, জ্বর তো বুঝলাম, সঙ্গে উপসর্গ কী আছে? তুমি হয়তো বললে, খুব গা কাঁপুনি আর ঘন-ঘন পিপাসা। ডাক্তার বললেন, হুঁ মনে হয় **ম্যালেরিয়া**। কিন্তু তুমি যদি বলতে, আজ সারাদিন যাবৎ জ্বর ছাড়ে না। পেটটাও খারাপ তাহলে পেটখারাপের কথা শুনেই ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বলতেন তোমার ভাইয়ের তো **টাইফয়েড** জ্বর হয়ে গেছে মনে হয়। আবার যদি বলতে আজ কয়েকদিন যাবৎ ওর জ্বর। বুকে খুব কফ জমে গেছে, ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, তাহলে কিন্তু ডাক্তার উদ্বিগ্ন হয়ে বলতেন, এ তো **নিউমোনিয়ার** কেস। তুমি একটু বস আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। এভাবেই যে সব ডাক্তার রোগ নির্ণয় করেন বা করতে পারেন, বলছি না। তবে রোগের সঙ্গে নতুন উপসর্গ যুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে অনেক ক্ষেত্রেই রোগের প্রকৃতি বদলে যায়, রোগটির নতুন নাম হয়ে যায়– এ কথা ঠিক।

নতুন উপসর্গ জুটে নতুন রোগ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে ব্যাকরণের কি সম্পর্ক আছে? আমি বললাম ঐ 'হার' শব্দের কথাই ধর না। 'হার' কাকে বলে বোঝ তো? 'হাড়'-এর কথা বলছি না কিন্তু। 'হার' হলো গলায় পরে যে গহনা, তার নাম। 'হার' অর্থ পরাজয়ও হয়। গলার মালাই হোক আর পরাজয়ই হোক যদি বলা হয়– আজকে ব্যাকরণ পড়ার পর সবাই থেকো এখানে। 'হার' এর আগে 'আ' লাগানো হবে তখন কী হবে বল তো? কি আর হবে? 'হার'-এর আগে 'আ' লাগানো মানে **'আহার'**। মানে খাওয়া। খাওয়ার কথা শুনলে তো আমরা খুশিই হব। তারপর যদি বলা হয় আহারের পর 'হার'-এর আগে 'বি' লাগানো হবে, তখন হবে **'বিহার'**। বিহারেও তো নিশ্চয়ই খুশি হবে। তারপর যদি বলা হয় 'হার'-এর আগে 'উপ' লাগানো হবে। তখন তো খুশির আর অন্তই থাকবেই না। আহার হল, বিহার হল, এরপর **উপহার** নিয়ে বাড়ি ফিরবে– এর চেয়ে খুশির ব্যাপার আর কী আছে? আচ্ছা এপর্যন্ত তো বেশ ভালই চলল। তারপর ধীরে-সুস্থে যেই বলা হল একটু অপেক্ষা করে যেও কিন্তু, 'হার'-এর আগে 'প্র লাগানো হবে তখন মুখের অবস্থা কেমন হবে বল তো? আহার, বিহার, উপহার– এরপর একেবারে **'প্রহার'**। তাতেও যদিবা কিছুটা বাঁচোয়া, কিন্তু শেষে যখন বলা হবে 'হার'-এর আগে 'সম্' লাগিয়ে করা হবে **'সংহার',** তখন? তখন আর কী? আহারে খুশি, সংহারে শেষ। তাই দেখ এক 'হার' শব্দই আগে উপসর্গ

নিয়ে কত রকমের বদলে গেল। এসব নতুন শব্দে 'হার'-এর মূল অর্থকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। শব্দকে, শব্দের অর্থকে বদলে দিয়ে নতুন শব্দ বানোনোই হল এদের (উপসর্গের) কাজ। রোগের উপসর্গগুলি রোগের সঙ্গে বসে যা করে, ব্যাকরণের উপসর্গগুলিও কি শব্দের সঙ্গে বসে তাই করে না? অতএব উপসর্গের তেলেজমাতি তো কম না!

উক্ত মন্তব্যটির ব্যাকরণগত দৃষ্টান্ত :

√হৃ (চুরি করা) + ঘঞ্ (অ) = হার (গহনা, পরাজয়)

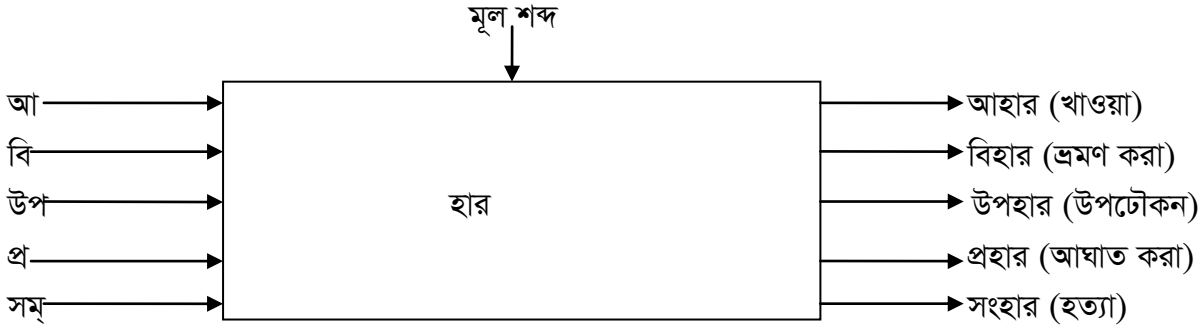

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্, প্রভৃতি 'হার' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন শব্দগুলিতে জ্বর রোগের বেলায় রোগের উপসর্গগুলি যেরূপ কাজ করে সেরূপ শব্দের বেলায় এগুলি প্রায় একই রকমে কাজ করছে।

বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে ড. খন্দকার শামীম আহমেদের মন্তব্য–

নদীতে চলমান একটি নৌকার পথ নির্দেশ করতে পানির নিচে থাকা হালটির ভূমিকা কতটুকু তা সবার জানা। গন্তব্যে পৌঁছাতে নৌকার তলায় ফুটো আছে কিনা, তা দেখা যেমন জরুরি, হালটির খোঁজ নেওয়া তেমনি জরুরী। বাংলা ভাষায় এমন কিছু অব্যয়রূপ উপসর্গ আছে যা শব্দের আগে বসে এই নৌকার হালের মতো কাজ করে। 'কাজ' (কর্ম) বললে অর্থের নদীতে সঠিক দিকনির্দেশ যতটা হয়; অকাজ (নিন্দনীয় কাজ), সুকাজ (ভালো কর্ম) বললে তার বেশি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'কাজ' শব্দের পূর্বে অ, সু উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'কাজ'-এর অর্থ বদলে দিয়েছে। এই অর্থের দিক বদলানো ক্ষমতাধর এই হালটির নাম উপসর্গ।[৬৪]

উক্ত মন্তব্যটি চিত্রে প্রদর্শিত হলো[৬৫] :

নৌকার হাল = উপসর্গ

চিত্র – ৩ : নদীতে চলমান নৌকা

উক্ত মন্তব্যটির ব্যাকরণগত দৃষ্টান্ত :

√কৃ + ঘ্যণ = কার্য > কজ্জ > কাজ

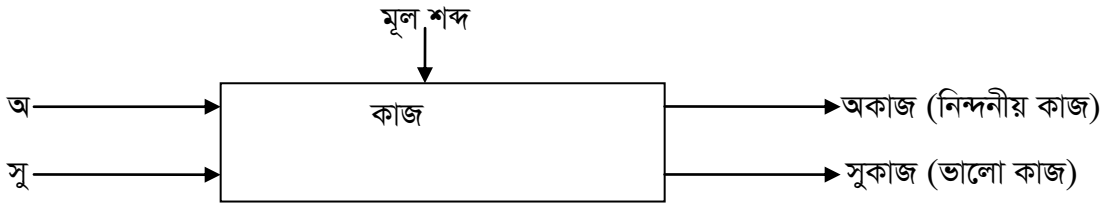

এখানে অ, সু প্রভৃতি 'কাজ' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সৃষ্ট নতুন শব্দদ্বয়ে নৌকার হালের ন্যায় কাজ করছে।

উল্লেখ্য, 'অকাজ' শব্দের 'অ' নঞ্ এর 'অ' নয় , উপসর্গের 'অ'।

বাংলা উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় উপসর্গসমূহের লক্ষণ, সংখ্যা, অর্থ ও ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈদিক ও সংস্কৃত থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্বেই উক্ত হয়েছে বাংলা ভাষার বৈয়াকরণেরা উপসর্গের অর্থ বিচারে অনেকটা মধ্যপন্থী। বিশেষ করে তাঁরা উপসর্গের অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে সম্পর্কিত বাক্যটির (উপসর্গস্তুর্থবিশেষস্যদ্যোতকাঃ। অথবা, উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ। > উপসর্গের দ্যোতকতা আছে কিন্তু বাচকতা নেই।) দ্যোতকতা আর বাচকতা সম্পর্কে বলেন, এ দুটি মূলত অনেকটা একই রকম। যেমন–'প্র'-এর মধ্যে একটা প্রথম বা প্রকর্ষের অর্থ লক্ষ্য করা যায়। প্রভাত, প্রণাম ইত্যাদি অর্থে ঐ অর্থ ধরা পড়ে। তদ্রূপ 'নত' বললে নতির ভাবটা যতটুকু প্রকাশ পায়, 'প্রণত' বললে নতির ভাবটা তার চেয়ে বেশি তা বুঝা যায়। স্মরণীয়, বাংলা ভাষার স্বনামধন্য

ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ বৈদিক ভাষার বৈয়াকরণ আচার্য গার্গ্য, যাস্ক প্রমুখের মতো উপসর্গের এক বা একাধিক অর্থ আছে এ কথা স্বীকার করেন। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক কালের বৈয়াকরণেরা এব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অর্থাৎ এঁরা বৈদিকের শাকটায়নের এবং সংস্কৃতে পাণিনি ব্যাকরণাধ্যায়িগণের মতানুসারী। আবার, উপসর্গের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরা কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত (বৈদিক ও সংস্কৃতে পার্থক্য আছে) হয়ে বসতে পারে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া)। এদের (উপসর্গের) এরূপ অর্থান্তর ও ব্যবহারের কারণে (পূর্বে উক্ত হয়েছে) বাংলা শব্দভাণ্ডার অনেক ঋদ্ধ হয়েছে। আমরা জানি, যেকোনো ভাষার সমৃদ্ধি নির্ভর করে শব্দভাণ্ডারের ওপর। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা যত বেশি ও বৈচিত্র্যময় সে ভাষা তত উন্নত। তাছাড়া ভাষাকে সবল ও সজীব রাখতে হলে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা যায়। উন্নত ভাষা তাই নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে। বাংলা ভাষাতেও এভাবে শব্দ গঠন করা হয়। এ ভাষার শব্দভাণ্ডার বিচিত্র উপায়ে গঠিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে 'উপসর্গ' দ্বারা শব্দ গঠন অন্যতম। আর একারণেই বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা অনেক। এ ভাষার নিজস্ব উপসর্গের বাইর থেকেও অন্য-ভাষা যেমন– সংস্কৃত ও বিদেশী (ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও উর্দু-হিন্দি) ভাষা থেকে উপসর্গের আগমন ঘটেছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো উপসর্গের ক্ষেত্রে 'বর্জন নয় বরং গ্রহণ'– এই নীতি অনুসরণ করে সে যুগ যুগ ধরে তার শব্দ ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করে চলেছে। বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বাঙ্গনে উপসর্গের ক্ষেত্রে তার উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান। বাংলা উপসর্গের এসব বিষয় আজকের আমরা যারা ব্যাকরণ পাঠক ও জিজ্ঞাসু তারা দিবালোকের মতো চোখে দেখতে পারি। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, বাংলা উপসর্গের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ

১. ক) ড. রামেশ্বর শ' *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ৫৪৪
খ) মাহবুবুল আলম, *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫১
২. হুমায়ুন আজাদ, *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১২–১৩
৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *চর্যাগীতিকা*, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৫ ও ১২৮
৪. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১১০–১১১
৫. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, অষ্টাদশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪০১
৬. জুলফিকার মতিন সম্পাদিত, *মেঘনাদবধ কাব্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ২০১৬, পৃ. ১৫১–১৫২
৭. ক) হুমায়ুন আজাদ, *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
খ) ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, *বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*, প্রথম প্রকাশ, গোপালগঞ্জ, ২০১৭, পৃ. ৮৬–৯৮
৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২
৯. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৩৮০, পৃ. ১৬
১০. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫
১১. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১
১২. প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, ভূমিকা : ড. অনীক মাহমুদ, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩০১-৩০২
১৩. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১
১৪. ড. রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০
১৫. তদেব, পৃ. ৫৩২
১৬. তদেব, পৃ. ৫৩৮
১৭. তদেব, পৃ. ৬০৮
১৮.ক) ড. রামেশ্বর শ' *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪
খ) ড. শুভ্রা বসু ঘোষ, *ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব*, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৬
১৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. পরিশিষ্ট
২০. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
২১. ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, *বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. উপক্রমণিকা
২৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২৪. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯–১১
২৫. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *বিদ্যাকোষ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা*, সংশোধিত সংস্করণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫৭
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

২৮. তদেব

২৯. প্রফেসর মাহবুবুল আলম, *ভাষা সৌরভ ব্যাকরণ ও রচনা*, অষ্টম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৬

৩০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, সর্বশেষ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১৩

৩১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঢাকা, ১৩৪২, পৃ. ১১৬

৩২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৩. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলাভাষা– পরিচয়*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৭

৩৫. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, *বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩৬. ক) জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪৫

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সরল ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩৮. জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩৯. ঐ

৪০. প্রাগুক্ত

৪১. তদেব

৪২. ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০–১৭৫

খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬–১১৮

গ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫–৭০

ঘ) ড. রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯–৮২

৪৩. হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, *বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড, বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন, ১৭৪৩–১৯৮৩)*, চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৮৪–৩৩০

৪৪. ক) মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

খ) প্রফেসর মাহবুবুল আলম, *ভাষা সৌরভ ব্যাকরণ ও রচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৪৫. ক) জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬–১৫২

খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫–৭০

৪৬. ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

খ) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, *বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৪৭. ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪৮. ক) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, *বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১–৭২

খ) মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯–৮০

৪৯. ক) জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯–৭০

গ) মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪–৮৫

৫০. ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫–৯৭

খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮–৩৯

৫১. তদেব, পৃ. ১০৪, ১০৬, ১০৯–১১৫ ও ২৭, ২৯, ৩২–৩৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪–১৮৬ ও ১২৯, ১৩৩

৫৩. বাংলা ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণবিদদের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে *'বাংলা ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার'* সম্পর্কিত বাক্যগুলো সংকলন করা হয়েছে।

৫৪. ক) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৫৫. ক) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

গ) জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৫৬. ক) ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৫৭. বাংলা ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণবিদদের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে *'বাংলা ভাষায় সকল উপসর্গযুক্ত শব্দের ব্যবহার'* সম্পর্কিত বাক্যগুলো সংকলন করা হয়েছে।

৫৮. তদেব

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শব্দতত্ত্ব*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৫২

৬০. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলাভাষা– পরিচয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৬২. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

৬৩. যতীন সরকার, *ব্যাকরণের ভয় অকারণ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৮৭–১৮৮

৬৪. ড. খন্দকার শামীম আহমেদ, *প্রত্যয়-উপসর্গ-অনুসর্গ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬১

৬৫. ইন্টারনেটের সহযোগিতায় প্রদর্শিত চিত্রটি নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : তুলনামূলক পর্যালোচনা

পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের মধ্যে অন্যতম ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য (Indo-European / Aryan) ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইরোপীয় ভাষাবংশের শতম্ গুচ্ছের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) শাখার অন্যতম শাখা প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan)। এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখার দুটি রূপের (একটি কথ্য অপরটি সাহিত্যিক) মধ্যে সাহিত্যিক রূপ থেকে এসেছে বৈদিক ভাষা। আর পরবর্তী কালে বৈদিক ভাষার নামান্তর সংস্কৃত ভাষা। আবার প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখার তিনটি স্তরের (প্রাচীন, মধ্য ও নব্য) মধ্যে অন্যতম স্তর নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan) ভাষা থেকে এসেছে বাংলা ভাষা। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনটি ভাষাই (বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan) শাখার কোনো না কোনো শাখা-প্রশাখার। তাই তিন ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা যেমন বৈদিক ভাষার রূপান্তর, তেমনি সংস্কৃত ব্যাকরণও বৈদিক ব্যাকরণের রূপান্তর। বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ব্যাকরণের সংস্কারকৃত রূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণের সংস্কারকৃত রূপ হলেও সংস্কৃত উপসর্গের নিয়মাবলি বৈদিক উপসর্গের নিয়মাবলি থেকে অনেক সরে এসেছে। সংস্কৃত ভাষা তথা সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কারের কারণে বৈদিক ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আর বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকণের অনুবর্তন। কেননা বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকানুন প্রযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। তবে বাংলা ভাষার কিছু নিজস্ব শব্দও আছে [যেমন–কুড়ি (কোল ভাষা), পেট (তামিল ভাষা), চুলা (মুণ্ডারী ভাষা) প্রভৃতি]। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে । একারণে বাংলা ভাষার রয়েছে এক বিশাল গ্রহণ ক্ষমতা, যা অন্য ভাষায় বিরল। তবে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা। বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এবং কালের বিবর্তনে (বা ভাষার দাবীতে) বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে এবং এখনও ঘটেছে। ক্রমেই বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব গতিপথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একারণে বাংলা উপসর্গ সংস্কৃত উপসর্গের অনুগামী হলেও বাংলা উপসর্গের নিয়মাবলি সংস্কৃত উপসর্গের নিয়মাবলি থেকে কিছুটা সরে এসেছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের মধ্যে অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বৈসাদৃশও পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহের আলোকে বর্তমান অভিসন্দর্ভে

বৈদিক উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ নামক প্রতিটি অধ্যায়ে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা উপসর্গ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উপসর্গের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

উপসর্গের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে

সাধারণত বৈদক ও সংস্কৃত ভাষার শব্দের প্রথমার একবচনের অদৃশ্যমান বা দৃশ্যমান বিভক্তি রূপটিই বাংলা ভাষার মূল শব্দ। উপসর্গের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রেও সেটা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার উপসর্গের ব্যুৎপত্তি থেকেই বাংলা ভাষায় 'উপসর্গ' শব্দটি এসেছে। যেমন– উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ (অ) = উপসর্গ + সুপ্ = উপসর্গঃ (বৈদিক ও সংস্কৃত রূপ) > উপসর্গ (বাংলা রূপ)। তাই উপসর্গ-এর ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে উক্ত তিন ভাষাতেই সাদৃশ্য রয়েছে। উল্লেখ্য, অদৃশ্যমান বিভক্তির ক্ষেত্রে বৈদিক ও সংস্কৃত গুণিন্ শব্দের প্রথমার একবচন গুণিন্ + সুপ্ = 'গুণী' যা বাংলারও রূপ (গুণী) প্রভৃতি।

উপসর্গের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গের লক্ষণ বা সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনো সূত্র প্রদান করা হয়নি। তবে বৈদিক ভাষায় নিরুক্তকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে উপসর্গের সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছু না বলে উপসর্গ বাচক (নিজস্ব অর্থ) না দ্যোতক (অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে) সে বিষয়ে কথা বলেছেন। তারপরও বৈদিক ভাষায় উপসর্গের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়– বৈদিক উপসর্গ এক ধরনের নিপাত বা অব্যয়। তাই যেসব নিপাত বা অব্যয় বৈদিক ভাষায় যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে উপসর্গ বলে। সংস্কৃত ভাষায় পাণিনিও উপসর্গের সংজ্ঞার সূত্র বা লক্ষণ প্রদান করেননি। এর ব্যুৎপত্তির মধ্যে তিনি সংজ্ঞা খুঁজেছেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বলা যায়– 'উপসৃজতি বিবিধান্ অর্থান্ ইতি উপসর্গঃ'। যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে তারই নাম উপসর্গ। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় উপসর্গের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে– যেসব অব্যয় কৃদন্ত বা নাম-শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে তাদের উপসর্গ বলে। তাই উপসর্গের লক্ষণ বা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উক্ত তিন ভাষাতে বৈসাদৃশ্যই বেশি দেখা যায়।

উপসর্গের উদাহরণের ক্ষেত্রে

তিন ভাষার উপসর্গের উদাহরণের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

বৈদিক

১. ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন

ইন্দ্র **আ** যাহি (ঋ. সং. ১ / ৩ / ৪)
–হে ইন্দ্র, এখানে এসো।

এখানে সংহিতাংশে আ উপসর্গ যাহি ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

২. ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত

যস্মান্ন ঋতে **বি**জয়ন্তে জনাসঃ (ঋ. সং. ২ / ১২ / ৯)
–যাঁকে (ইন্দ্র) ছাড়া লোকে বিজয়ী হয় না।

এখানে সংহিতাংশে বি উপসর্গ ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত।

৩. ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে বিযুক্ত

জয়েম **সং** যুধি স্পৃধঃ (ঋ. সং. ১ / ৮ / ৩)
–(ইন্দ্র) স্পর্ধিতদের পুরো জিতে নিব যুদ্ধে।

এখানে সংহিতাংশে সম্ উপসর্গ ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে বিযুক্ত।

৪. ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে সংযুক্ত

মা নো ঘোরেণ চরতা**ভি** ধৃষ্ণু। (ঋ. সং. ১০ / ৩৪/ ১৪)
–জোর করে ঘোর করো না হে অভিচার (দূতকার)।

এখানে সংহিতাংশে অভি উপসর্গ ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে সংযুক্ত।

৫. মন্ত্রের বা বাক্যের শুরুতে

উপ তাগ্নে দিবেদিবে (ঋ. সং. ১ / ১ / ৭)
–হে অগ্নি ! আমরা দিনেদিনে তোমার সমীপে এসেছি।

এখানে সংহিতাংশে উপ উপসর্গ মন্ত্রের বা বাক্যের শুরুতে বসেছে।

৬. মন্ত্রের বা বাক্যের শেষে

ইন্দ্রো গা আবৃণোদপ > ইন্দ্রো গা আবৃণোৎ **অপ** (ঋ. সং. ৮ / ৬৩ / ৩)
–ইন্দ্র গোসকল অপাবৃত (অনাবৃত বা খুলে দেয়া) করেছিলেন।

এখানে সংহিতাংশে অপ উপসর্গ মন্ত্রের বা বাক্যের শেষে বসেছে।

৭. পাদপূরণে

প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে (ঋ. সং. ৭ / ৮ / ৪)

–তিনি (অগ্নি) ভরতকর্তৃক প্রথিত হন।

এখানে সংহিতাংশে প্র উপসর্গ দুটির একটি পাদপূরণে বসেছে।

৮. ধাতুর অর্থে

যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎ (ঋ. সং. ১০ / ১৪২ / ৪)

–(অগ্নি) চড়াই উৎড়াই বেয়ে উচুঁ-নিচু সব পোড়াতে পোড়াতে যখন চলে।

[উদ্গত এব = উদ্ + বতি = উদ্বৎ, উদ্বতঃ (উদ্গত অর্থে)
নিগত এব = নি + বতি = নিবৎ, নিবতঃ (নির্গত অর্থে)]

এখানে সংহিতাংশে উদ্ ও নি উপসর্গ দুটি ধাতুর অর্থে বসেছে।

৯. ক্রিয়ার কাজ সাধন

যা উপ সূর্যে (ঋ. সং. ১ / ২৩ / ১৭)

–যা (জল) সূর্যের সমীপে আছে।

এখানে সংহিতাংশে 'উপ' উপসর্গ দ্বারা ক্রিয়ার কাজ সাধিত হয়েছে। যার অর্থ সমীপে আছে।

১০. বিভক্তির কারণ হিসেবে

অমূর্যা উপ সূর্যে (ঋ. সং. ১ / ২৩ / ১৭)

–এই যে সমস্ত জল সূর্যের সমীপে আছে।

এখানে সংহিতাংশে 'উপ' উপসর্গ বিভক্তির কারণ হিসেবে ব্যবহৃত, যার যোগে 'সূর্য' সপ্তমী হয়েছে।

১১. একই উপসর্গের পুনরাবৃত্তি

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বম্ (ঋ. সং. ১০ / ১৯১ / ২)

–তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ করো।

এখানে সংহিতাংশে সম্ একই উপসর্গের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

১২. উপসর্গের সমুচ্চয় বা সমবায়

সং চেদং বি চ পশ্যেম (ঋ. সং. ১০ / ১৫৮ / ৪) [সম্ ও বি]

–আমরা যেন সকল বস্তু সংগৃহীতরূপে বিশেষভাবে দর্শন করতে পারি ।

এখানে সংহিতাংশে সম্ এবং বি উপসর্গ সমুচ্চয় বা সমবায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩.উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

ণত্ব-বিধান

প্র : প্র-√নী + লট্-তি = প্র + নীতি = প্রণীতি

ষত্ব-বিধান

অনু : অনু-√স্তুভ্ = অনুষ্টুভ্ ['ষ্টুনা ষ্টুঃ' (পা. ৮ / ৪ / ৪১) সূত্রানুসারে ত্ > ট্]

এখানে প্র, অনু উপসর্গ ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় করছে।

১৪. উপসর্গ দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

স্বরসন্ধি

অভ্র আঁ অপঃ (ঋ. সং. ৫ / ৪৮ / ১)

–অন্তরীক্ষে মেঘ সকলের উপর বারিবর্ষণ করে।

[আঙ্ (আ) + অপ = আঁ অপ]

ব্যঞ্জনসন্ধি

উপ : উপচ্ছায়ামিব ঘৃণের (ঋ. সং. ৬ / ১৬ / ৩৮)

–(হে অগ্নি !) তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করছি।

[উপ + ছায়াম্ = উপচ্ছায়াম্]

বিসর্গসন্ধি

প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি (ঋ. সং. ১ / ১২৫ / ১)

–ভোরে এসে ভোরেই রত্ন দেন।

[প্রাতঃ + রত্নম্ = প্রাতা রত্নম্]

এখানে সংহিতাংশে আঙ্(আ), উপ, প্রাতঃ উপসর্গ বা নিপাত সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৫. গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

অব্যয়ীভাব সমাস

অনুকামম্ (ঋ. সং. ১ / ১৭ / ৩)

[কামস্য পশ্চাৎ / কামে কামে = অনুকামম্]

গতি-তৎপুরুষ

যা বিভাসি (ঋ. সং. ১ / ৯২ / ৮)

–(হে উষা !) যে-তুমি বিশেষভাবে দীপ্তি পাচ্ছ।

[বিভাসি (বি-√ভা+ লট্-সি = বিভাসি)]

প্রাদি-তৎপুরুষ

অতিরাত্রে (ঋ. সং. ৭ / ১০৩ / ৭)
–অতিরাত্র
[অতি : রাত্রিম্ অতিক্রান্তঃ = অতিরাত্র (রাত্র-ভর)]

বহুব্রীহি সমাস

বিব্রতা (ঋ. সং. ১ / ৬৩ / ২)
–বিবিধ ব্রত বা কর্ম যাদের।
[বিবিধং ব্রতং কর্ম দ্বয়ো = বিব্রতা]

এখানে সংহিতাংশে অনু, বি, অতি গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৬. গতি দ্বারা বৈদিক-স্বরের নিয়ন্ত্রণ

প্রধানবাক্য : মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি (ঋ. সং. ১ / ১৯ / ৮)
–হে অগ্নি ! মরুদ্গণের সঙ্গে এসো।
[√গম্ + লোট্-হি = গহি]
[উদাত্ত = আ]

অপ্রধানবাক্য : যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসঃ (ঋ. সং. ২ / ১২ / ৯)
–যাঁকে (ইন্দ্র) ছাড়া লোকে বিজয়ী হয় না।
[বি-√জি + লট্-অন্তে =বি-জয়ন্তে = বিজয়ন্তে]
[অনুদাত্ত = বি]

এখানে সংহিতাংশে আ, বি গতি স্বরের-নিয়ন্ত্রণ করছে।

সংস্কৃত

১. ধাতুর বিবিধ বা নানা অর্থে

'হৃ'- ধাতু = হরণ বা চুরি করা
কিন্তু,
আ-√হৃ + লট্-তি = আহরতি (আহার করে)
বি-√হৃ + লট্-তি = বিহরতি (বিহার বা ভ্রমণ করে)
উপ-√হৃ + লট্-তি = উপহরতি (উপহার দেয়)
প্র-√হৃ + লট-তি্ = প্রহরতি (প্রহার করে)
সম্-√হৃ + লট্-তি = সংহরতি (সংহার করে)

বাক্যে প্রয়োগ :
প্রমা আহরতি।
–প্রমা আহার করে।

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্ উপসর্গ ধাতুর বিবিধ বা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ধাতু বা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত

প্র-√আপ্+ লট্-তি = প্রাপ্নোতি (পায়)

বাক্যে প্রয়োগ :

গুণী সম্মানং প্রাপ্নোতি।

–গুণী সম্মান পায়।

এখানে প্র উপসর্গ ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৈদিক থেকে উপসর্গ ব্যবহারের এই একটি মাত্র নিয়মই সংস্কৃতে প্রবেশ করেছে।

৩. পাদপূরণে

প্রপ্রপূজ্য মহাদেবং সংসং যম্য মনঃ সদা।

–মনের সর্বদা পূজনীয় মহাদেবকে পরিবেশন করা উচিত।

এখানে প্র এবং সম্ উপসর্গ দুটির অতিরিক্ত একটি পাদপূরণে বসেছে।

৪. ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে

প্র-√নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য প্রণত্য বা

এখানে প্র উপসর্গ ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে বসেছে।

বাক্যে প্রয়োগ :

স মাতারং প্রণম্য প্রণত্য বা ঢাকাম্ অগচ্ছৎ।

–সে মাকে প্রমাণ করে ঢাকা গেল।

৫. লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে

অনু-√গম্ + লঙ্-দ্ = অনু-অগচ্ছৎ > অন্বগচ্ছৎ

অনু-√ভূ + লুঙ্-দ্ = অনু-অভূৎ > অন্বভূৎ

অনু-√ভূ + লৃঙ্-স্যৎ = অনু-অভবিষ্যৎ > অন্বভবিষ্যৎ

এখানে অনু উপসর্গটি বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে বসেছে।

বাক্যে প্রয়োগ :

স গৃহম্ অগচ্ছৎ অন্বগচ্ছৎ বা। [অনু উপসর্গটি এখানে অনর্থক প্রযুক্ত হয়েছে]

–সে বাড়ি গেল।

৬. নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে

আ-√রভ্ + লট্-তে = আরভতে

উদ্-√ডী + লট্-তে = উড্ডীয়তে

অধি-√ই + লট্-তে = অধীতে

পরা-√অয় + লট্-তে = পলায়তে [র = ল]

এখানে আ, উদ্, অধি, পরা উপসর্গ নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে হয়েছে।

বাক্যে প্রয়োগ :

স শাস্ত্রম্ অধীতে।

–সে শাস্ত্র পড়ে।

৭. পদের বিভক্তি নির্ধারণে

দ্বিতীয়া বিভক্তি : জপম্ অনু নিশম্য মেঘ প্রাবর্ষৎ।

–জপ শুনিবা মাত্রই মেঘ গর্জন করল।

পঞ্চমী বিভক্তি : অপ হরেঃ সংসারঃ।

–হরিকে বর্জন করেই সংসার।

সপ্তমী বিভক্তি : উপ পরার্ধে হরেঃ গুণাঃ।

–হরির গুণ সর্বোচ্চ চরম সংখ্যার (= পরার্ধ) অধিক।

এখানে অনু, অপ, উপ উপসর্গ বিভক্তির কারণ হিসেবে ব্যবহৃত, যাদের যোগে জপম্, হরে ও পরার্ধে যথাক্রমে দ্বিতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী হয়েছে।

৮. অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে রূপান্তরে

√শী, √স্থা, √আস্ + লট্-তে, তি, তে = শেতে, তিষ্ঠতি, আস্তে (অকর্মক)

বাক্যে প্রয়োগ : শিশুঃ শয্যায়াং শেতে, তিষ্ঠতি, আস্তে।

–শিশু বিছানায় ঘুমায়, থাকে, বসে।

কিন্তু অধি-√শী, √স্থা, √আস্ + লট্-তে, তি, তে = অধিশেতে, অধিতিষ্ঠতি, অধ্যাস্তে (সকর্মক)

বাক্যে প্রয়োগ :

শিশুঃ শয্যাম্ অধিশেতে, অধিতিষ্ঠতি, অধ্যাস্তে।

–শিশু বিছানায় ঘুমায়, থাকে, বসে।

এখানে অধি উপসর্গ শী, স্থা, আস্ অকর্মক ধাতুকে সর্কমকে রূপান্তর করেছে।

৯. পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তরে

পরস্মৈপদী > আত্মনেপদী :

√স্থা + লট্-তি = তিষ্ঠতি

কিন্তু সম্-√স্থা + লট্-তে = সন্তিষ্ঠতে

বাক্যে প্রয়োগ :

ন কোঽপি দরিদ্রস্য বাক্যে সন্তিষ্ঠতে।

–কেউ গরিবের কথায় সন্তুষ্ট হয় না।

আত্মনেপদী > পরস্মৈপদী :

√রম্ + লট্-তে = রমতে (খেলা করে)

কিন্তু বি-√রম্ + লট্-তি = বিরমতি

বাক্যে প্রয়োগ :

ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ / পাঠাৎ বিরমতি।
–ছাত্র অধ্যয়ন থেকে বিরত হচ্ছে।

উভয়পদী > আত্মনেপদী বা পরস্মৈপদী :

√কৃ + লট্-তি, তে = করোতি, কুরুতে
কিন্তু বি-√কৃ + লট্-তে = বিকুরুতে
√বহ্ + লট্-তি, তে = বহতি, বহতে
কিন্তু প্র-√বহ্ + লট্-তি = প্রবহতি

বাক্যে প্রয়োগ :

বায়ু বিকুরুতে।
–বায়ু বিশেষভাবে অবস্থান করে।
পদ্মা প্রবহতি।
–পদ্মা নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

এখানে সম্, বি, প্র উপসর্গ যথাক্রমে পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তর করেছে।

১০. উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

ণত্ব-বিধান

প্র : প্র-√নম্ + ঘঞ্ = প্রণামঃ (নমস্কার, প্রণতি)

ষত্ব-বিধান

প্রতি (ইকারান্ত উপসর্গ) : প্রতি-√স্থা + অনট্ = প্রতিষ্ঠানম্ (সংস্থার গৃহ)

এখানে প্র, প্রতি উপসর্গ ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় করছে।

১১. গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

স্বরসন্ধি

অতি : অতি + ইব = অতীব

ব্যঞ্জনসন্ধি

অব : অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ

বিসর্গসন্ধি

নিঃ : নিঃ + চয়ঃ = নিশ্চয়ঃ

স্বাদিসন্ধি

দুঃ : দুঃ + অন্তঃ = দুরন্তঃ

এখানে অতি, অব, নি, দুঃ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

১২. গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

অব্যয়ীভাব সমাস

সমীপ : বনস্য সমীপম্ = উপবনম্ (বনের নিকটে)

গতি-তৎপুরুষ

প্র-প্রভৃতি উপসর্গ : প্র-√বিশ্ + ল্যপ্ = প্রবিশ্য (প্রবেশ করে)

প্রাদি-তৎপুরুষ

আগতঃ আচার্যঃ = আচার্যঃ (বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর) [প্রাদয়ো গতাদ্যর্থে প্রথময়া (বা.)।]

বহুব্রীহি সমাস

শোভনং (সু) হৃদয়ং যস্য সঃ = সুহৃদ্ (বন্ধু)

এখানে উপ, প্র, আ, সু গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

বাংলা

১. কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত

সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে–

√হৃ (হরণ বা চুরি করা) + ঘঞ্ = হার (গলার মালা, পরাজয়)

আ-হার = আহার (খাওয়া)
বি-হার = বিহার (ভ্রমণ করা)
উপ-হার = উপহার (উপঢৌকন)
প্র-হার = প্রহার (আঘাত করা)
সম্-হার = সংহার (হত্যা)

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্ উপসর্গ কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত হয়েছে।
বাংলা উপসর্গের ক্ষেত্রে–

অ-কাজ = অকাজ
কু-কাজ = কুকাজ

বাক্যে প্রয়োগ :

মানস আহার করে।

কুকাজ করো না।

এখানে অ, কু উপসর্গ কৃদন্ত শব্দের অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত হয়েছে।

২. নাম শব্দের অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত

সংস্কৃত উপসর্গের ক্ষেত্রে–

প্র-ভাত = প্রভাত (সকাল)
উপ-কূল = উপকূল (কূলের সমীপে)

অনু-কূল = অনুকূল (সহায়)
আ-সমুদ্র = আসমুদ্র (সমুদ্র পর্যন্ত)
প্রতি-মূর্তি = প্রতিমূর্তি (মূর্তির সদৃশ)

বাংলা উপসর্গের ক্ষেত্রে–

হা-ভাত = হাভাত (ভাতের অভাব)
অঘা-রাম = অঘারাম
রাম-ছাগল = রামছাগল

বিদেশি উপসর্গের ক্ষেত্রে

ফুল-শার্ট = ফুলশার্ট
কার-খানা = কারখানা
গর-মিল = গরমিল
হর-রোজ = হররোজ

বাক্যে প্রয়োগ :

প্রভাতে সূর্য ওঠে।
১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে হাভাত হয়েছিল।
শ্রমিকেরা কারখানায় কাজ করে।

উল্লেখ্য, বৈদিক ও সংস্কৃতে উপসর্গ ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত হয় (বৈদিকে অনেক ব্যতিক্রমও আছে)। কিন্তু বাংলায় কৃদন্ত বা নাম-শব্দের অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত হয়। তাই বাংলায় উপসর্গ ব্যবহার উক্ত দুভাষা থেকে অনেকটা সরে এসেছে।

বিশেষ উদাহরণ

১. উপসর্গ দ্বারা ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয়

ণত্ব-বিধান : প্র-নাম = প্রণাম (প্রণাম) [$\sqrt{\text{নম্}}$ + ঘঞ্ = নাম]
ষত্ব-বিধান : প্রতি-স্থান = প্রতিষ্ঠান (সংস্থার গৃহ) [$\sqrt{\text{স্থা}}$ + অনট্ = স্থান]

এখানে প্র, প্রতি উপসর্গ ণত্ব ও ষত্ব-বিধান নির্ণয় করছে।

২. গতি দ্বারা সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ

স্বরসন্ধি
অতি : অতি + ইব = অতীব

ব্যঞ্জনসন্ধি
অব : অব + ছেদ = অবচ্ছেদ

বিসর্গসন্ধি
নিঃ : নিঃ + চয় = নিশ্চয়

এখানে অতি, অব, নিঃ গতি সন্ধি-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৩. গতি দ্বারা সমাস-নিয়ন্ত্রণ

অব্যয়ীভাব সমাস

সামীপ্য (উপ) : বনের সমীপে = উপবন (বনের নিকট)

নঞ্-তৎপুরুষ

অ : ন (নঞ্) ধর্ম = অধর্ম

অন্ : ন (নঞ্) উচিত = অনুচিত

লক্ষণীয় যে, 'না' অর্থে শব্দের আদিতে নঞ্-তৎপুরুষ সমাসে অ, অন্ প্রভৃতি যে অব্যয় বসে তা মূলত উপসর্গধর্মী।

গতি-তৎপুরুষ

আবিস্ > আবিঃ-কার = আবিষ্কার

উল্লেখ্য, বৈদিক এবং সংস্কৃতের গতি (ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ) থেকেই বাংলায় এ ধরনের তৎসম অব্যয় এসেছে।

প্রাদি-তৎপুরুষ

কৃদন্ত পদ

প্র : প্র গতি = প্রগতি [√গম্ + ক্তি = গতি]

নাম পদ

আ-আচার্য = আচার্য (বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর) [আ-√চর্ + ঘ্যণ্ = আচার্য]

বহুব্রীহি সমাস

সুন্দর হৃদয় যার = সুহৃদ

এখানে উপ, অ, আবিস্, প্র, আ গতি সমাস-নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪. বাংলায় সংস্কৃত উপসর্গ

অধি > অধি-কার = অধিকার : শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার।

এখানে অধি সংস্কৃত উপসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. একই শব্দে (তৎসম) একাধিকরূপে

অপ, বি, অব > অপ-বি-অব-√ হৃ + ঘঞ্ (অ) = অপব্যবহার : সময়ের অপব্যবহার করো না।

এখানে অপ, বি, অব একই শব্দে (তৎসম) একাধিকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. তৎসম অব্যয়ের উপসর্গরূপে

পরিস্ > পরিঃ-কার = পরিষ্কার : পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিধান করো।

এখানে পরিস্ তৎসম অব্যয়ের উপসর্গরূপে (গতিরূপে) ব্যবহার হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৈদিক এবং সংস্কৃতের গতি (ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ) থেকেই বাংলায় এ ধরনের তৎসম অব্যয় এসেছে।

৭. তৎসম উপসর্গের স্বতন্ত্ররূপে

অতি বড় বৃদ্ধ পতি।
দরিদ্রের প্রতি দয়া করো।

উল্লেখ্য, বৈদিকে নিপাত বা অব্যয়ের অনেক স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে। কিন্তু সংস্কৃতে বৈদিক থেকে সীমিত এবং বাংলায় সংস্কৃত থেকে আরো সীমিত ক্ষেত্রে নিপাত বা অব্যয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োগ দেখা যায়।

উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যার ক্ষেত্রে

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বৈদিক ভাষায় মহর্ষি শাকটায়ন, শৌনক প্রমুখ মনীষী উপসর্গের সংখ্যা ধরেছেন ২০টি (স্বরাদি ১০ + ব্যঞ্জনাদি ১০টি)। তবে ম্যাকডোনেলের মতে বৈদিক ভাষায় দুই শ্রেণির উপসর্গ আছে– ১. ক্রিয়াবাচক উপসর্গ ২. নামবাচক উপসর্গ। তাঁর মতে ক্রিয়াবাচক উপসর্গ ২২টি এবং নামবাচক উপসর্গ ৩১টি। সংস্কৃত ভাষায় পাণিনি বৈদিক ভাষার উক্ত ২০টি উপসর্গ ছাড়াও ২টি পৃথক উপসর্গের (দুস্, নিস্) কথা বলেছেন। তাই পাণিনির মতে সংস্কৃত উপসর্গ ২২টি। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মনীষী তিন শ্রেণির উপসর্গের কথা বলেছেন, যথা– ১. সংস্কৃত উপসর্গ ২. বাংলা উপসর্গ ৩. বিদেশী উপসর্গ। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গ ২০টি, (মতান্তর সুনীতির মতে, ২১টি ও শহীদুল্লাহ্র মতে, ২০টি), বাংলা ২১টি এবং বিদেশী উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় ২০টির মতো। সুতরাং তিন ভাষাতেই উপসর্গের প্রকারভেদ বা সংখ্যা সম্পর্কে বৈসাদৃশ্যই বেশি দেখা যায়।

উপসর্গের অর্থবিচারের ক্ষেত্রে

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গের অর্থবিচারের ক্ষেত্রেও মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। বৈদিক ভাষায় উপসর্গের অর্থ আছে কি নেই তা নিয়ে দুটি পক্ষ হয়েছিল। উপসর্গের অর্থ নেই দলে নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্য শাকটায়ন [ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ ॥ (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৩)]। উপসর্গের অর্থ আছে দলে নেতৃত্ব দিয়েছেন আচার্য গার্গ্য [উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ।(*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৫)]। নিরুক্তকার যাস্ক গার্গ্যের পক্ষ শক্তভাবে অবলম্বন করে প্রতিটি উপসর্গের অর্থ আছে তা সূত্র-উদাহরণ দ্বারা (প্রথম অধ্যায়ের উল্লিখিত) প্রমাণ করেছেন [তদ্ য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তৎ নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্ ॥ (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ৭); এবমুচ্চাবচানর্থান্– প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥ (*নিরুক্ত*, ১ / ৪ / ২৩)]। ফলে বৈদিক ভাষায় উপসর্গের অর্থ আছে পক্ষটি জয়ী হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের মধ্যমণি পাণিনি উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে কি?– এ বিষয়ে স্পষ্টত কোনো মত দেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন সূত্রবিশ্লেষণ থেকে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, আসলে ধাতুর মধ্যেই বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা আছে। উপসর্গ সেইসব ভাবপ্রকাশে উপলক্ষ মাত্র। তাই পাণিনি সহ

আধুনিক বৈয়াকরণগণ (পাণিনি ব্যাকরণাধ্যায়িগণ) অনেকটা শাকটায়নের মতানুসারী। অর্থাৎ তাঁদের মতে উপসর্গের কোনো অর্থ নেই; এরা দ্যোতমাত্র (কেবল অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে) [ভট্টোজী মতে, উপসর্গস্ত্বর্থবিশেষস্যদ্যোতকাঃ। অথবা, অন্যব্যাকরণে– 'উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ।]। ধাতুর নিজেরই বহু অর্থ আছে (অনেকার্থা হি ধাতবঃ।) উপসর্গসমূহ ধাতুর সেই অন্তর্নিহিত অর্থই দ্যোতিত বা প্রকাশ করে। অন্যদিকে বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ উপসর্গের অর্থবিচারে অনেকটা মধ্যপন্থী। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় উপসর্গের সাধারণ মতবাদটি এসেছে– উপসর্গাঃ পদার্থানাং দ্যোতকা ন তু বাচকাঃ। অর্থাৎ উপসর্গের দ্যোতকতা আছে কিন্তু বাচকতা নেই। তাই বাংলা বৈয়াকরণগণ এই নিয়ে কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলেছেন 'দ্যোতকতা আর বাচকতা' অনেকটা একই। তাছাড়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁদের ব্যাকরণগ্রন্থে উপসর্গের অর্থ আছে একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কিছু বাংলা ব্যাকরণবিদ তাঁদের ব্যাকরণে উপসর্গের অর্থ নেই একথাই স্বীকার করেন। সুতরাং তিন ভাষাতেই উপসর্গের অর্থবিচারে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

উপসর্গের কাজের ক্ষেত্রে

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গের কাজের ক্ষেত্রেও অনেক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদিকে কিছু উপসর্গ (২২টি) ক্রিয়াবাচক (Adverbial) হিসেবে কাজ করে। আর কিছু উপসর্গ (৩১টি) নামবাচক (Nominal) হিসেবে কাজ (প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত) করে। আর সংস্কৃত ভাষায়ও উপসর্গ নানাবিধ কাজ করে। যেমন– ধাত্বর্থের পরিবর্তন, অনুবর্তন, বিশেষীকরণ ও পাদপূরণের জন্য নিরর্থকভাবে প্রভৃতি কাজ (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত) করে থাকে। অপরদিকে বাংলা ভাষায়ও উপসর্গ নানাবিধ কাজ করে। যেমন– নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি, শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন, সম্প্রসারণ, সংকোচন, পরিবর্তন, বিশিষ্টতা দান, শব্দের বানানে পরিবর্তন প্রভৃতি কাজ (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত) করে থাকে। সুতরাং তিন ভাষাতেই উপসর্গের কাজের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই দেখা যায়।

উপসর্গের ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে

বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গের ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত)। এক্ষেত্রে শুধু ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলির নাম উল্লেখ করছি। বৈদিকে সাধারণত উপসর্গের ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত, ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে বিযুক্ত, ক্রিয়ার অব্যবহিত পরে সংযুক্ত, মন্ত্রের বা

বাক্যের শুরুতে, মন্ত্রের বা বাক্যের শেষে, পাদপূরণে, ধাতুর অর্থে, ক্রিয়ার কাজ সাধনে, বিভক্তির কারণ হিসেবে, একই উপসর্গের পুনরাবৃত্তিতে, উপসর্গের সমুচ্চয় বা সমবায়ে ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত)। আর সংস্কৃতে উপসর্গের ধাতুর বিবিধ বা নানা অর্থে, ধাতু বা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত, পাদপূরণে, ল্যপ্ প্রত্যয়ের সাথে, লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিজাত অ-এর পূর্বে, নির্দিষ্ট ধাতুর পূর্বে, পদের বিভক্তি নির্ধারণে, অকর্মক ধাতুকে সকর্মক ধাতুতে রূপান্তরে, পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর রূপান্তরে ইত্যাদি রূপে প্রয়োগ হতে দেখা যায় (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)। অন্যদিকে বাংলায় উপসর্গের কৃদন্ত, নাম ও বিদেশী শব্দের অব্যবহিত পূর্বে সংযুক্ত, একই শব্দে (তৎসম) একাধিকরূপে, তৎসম অব্যয়ের উপসর্গরূপে, তৎসম উপসর্গের স্বতন্ত্ররূপে ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)। সুতরাং তিন ভাষাতেই উপসর্গের ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

এভাবে বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় উপসর্গের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা উক্ত তিন ভাষার উপসর্গ পরস্পর পরস্পরকে কতটুকু দান করেছে এবং পরস্পর পরস্পররের কাছ থেকে কতটুকু গ্রহণ করেছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। যা আমাদের উক্ত তিন ভাষার উপসর্গ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার

একসময় শব্দবহুল বৈদিক ভাষা ব্যাকরণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছিল। তাই বৈদিক ভাষা তথা বৈদিক ব্যাকরণ রক্ষার্থে একে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণদের হাতে বৈদিক ভাষা তথা বৈদিক ব্যাকরণ সংস্কারিত হয়। তাই সর্বজনবিদিত যে, সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষারই রূপভেদমাত্র। অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণের পরিমার্জিত রূপ। অপরদিকে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবর্তন। অর্থাৎ এই ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকানুন প্রযুক্ত হয়েছে। বৈদিক ভাষার নিয়ন্ত্রণহীন বিকল্প শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত (=তৎসম) বা সংস্কৃত শব্দ থেকে পরিবর্তিত। তবে তার নিজস্ব শব্দের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার (আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ প্রভৃতি) শব্দও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং করছে। আজ বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রকৃতি এক নয়। তিন ভাষার ধ্বনি প্রকৃতি ও উচ্চারণ রীতির পার্থক্যের কারণে এরা আজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মতোই এ তিন ভাষাতেও ব্যাকরণের দৃশ্যমান চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ,বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি শব্দ-নির্ভর। তাই এটি ব্যাকরণের দৃশ্যমান মৌলিক বৈশিষ্ট্যের শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের অন্তর্গত। আর শব্দের গঠন ও অর্থান্তরের একটি প্রধান বিষয় উপসর্গ। আলোচ্য তিন ভাষাতেই উপসর্গ আছে।

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বৈদিক ভাষা ব্যাকরণের শিথিল (শ্লথ) নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের টেকসই বা সুগঠিত নিয়ম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা পদে পদে ব্যাকরণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। অন্যদিকে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও ক্রমেই সে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব গতিপথে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈদিক ভাষায় বৈদিক উপসর্গ ব্যবহারে যথেচ্ছ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহার সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গ (সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী) ব্যবহার তার ব্যাকরণের সীমানার মধ্যে আটকে না থেকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত গতিপথে এগিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং করছে। এ কারণে বাংলা উপসর্গও প্রাচীনকালের (বৈদিক-সংস্কৃতযুগ) প্রভাব তথা বৈদিক-সংস্কৃতের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে । দেশী, বিদেশী নানা শব্দের যোগ-বিয়োগে বাংলা ভাষায় উপসর্গযুক্ত শব্দের অনেক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত মেলে, যাদের ব্যাখ্যা করতে বৈদিক-সংস্কৃত উপসর্গের মডেল অপরাগ। বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গের প্রচুর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, যেগুলিতে বৈদিক-সংস্কৃতের নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। বৈদিক ভাষায়

উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠনের মূল ভিত্তি শুধু উপসর্গ। কেননা সেসময় উপসর্গ এককভাবেই অর্থ প্রকাশ করতে পারত। এই অর্থ প্রকাশ সে বাক্যের বা মন্ত্রের শুরুতে, মাঝে, শেষে প্রভৃতি অবস্থানে থেকেই করতে পারে। যেমন– উপ তাগ্নে দিবেদিবে। (ঋগ্বেদ, ১ / ১ / ৭; হে অগ্নি ! আমরা দিনেদিনে তোমার সমীপে এসেছি।), ইন্দ্র আ যাহি। (ঋগ্বেদ, ২ / ১২ / ৯ ; হে ইন্দ্র, এখানে এসো।), ইন্দ্রো গা আবৃণোৎ অপ। [ঋগ্বেদ, ৮ / ৬৩ / ৩; ইন্দ্র গোসকল অপাবৃত (অনাবৃত বা খুলে দেয়া) করেছিলেন।] ইত্যাদি। তবে উপসর্গ দ্বারা শব্দ গঠনের মূল ভিত্তি শুধু উপসর্গ না হয়েও 'উপসর্গ + ধাতু + প্রত্যয়' দ্বারা শব্দগঠনের নিদর্শনও এ ভাষায় কম নয়। এক্ষেত্রে উপসর্গ ধাতুর অর্থটিকে নানা অর্থে নানাভাবে বিশেষিত করে (এ নিয়মটিই পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতে প্রবেশ করে)। যেমন– যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসঃ। [ঋগ্বেদ, ২ / ১২ / ৯; যাঁকে (ইন্দ্র) ছাড়া লোকে বিজয়ী হয় না।], যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ। (ঋগ্বেদ, ১০ / ১৪ / ২; যে পথ দিয়ে গেছে মোদের পিতৃপুরুষ।) ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক ভাষার উপসর্গ ব্যবহারের একটি মাত্র নিয়ম প্রবেশ করেছে। সেটি হলো– 'উপসর্গ + ধাতু + প্রত্যয়'। এটিই হলো সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠনের মূল ভিত্তি। এক্ষেত্রেও উপসর্গ ধাতুর মূল অর্থটিকে নানা অর্থে বিশেষিত করে। যেমন–

'হৃ'-ধাতু = হরণ বা চুরি করা
কিন্তু,
আ-√হৃ + লট্-তি = আহরতি (আহার করে)
বি-√হৃ + লট্-তি = বিহরতি (বিহার বা ভ্রমণ করে)
উপ-হৃ + লট্-তি = উপহরতি (উপহার দেয়)
প্র-√হৃ + লট-তি্ = প্রহরতি (প্রহার করে)
সম্-√হৃ + লট্-তি = সংহরতি (সংহার করে)

এখানে আ প্রভৃতি উপসর্গ ধাতুর মূল অর্থকে নানা অর্থে বিশেষিত করছে।

তবে সংস্কৃত ভাষায় পদের বিভক্তি নির্ধারণে কখনো কখনো উপসর্গ পৃথক অবস্থায় বসে অর্থ প্রকাশ করে। তখন এরা কর্মপ্রবচনীয় নামে অভিহিত হয়। স্মরণীয়, এরা আকৃতিতে উপসর্গের মতো হলেও উপসর্গ নয়, গতিও নয়, স্বাধীন নিপাত, তথা অব্যয়। যেমন–

উপ পরার্ধে হরে গুণাঃ। (হরির গুণ সর্বোচ্চ চরম সংখ্যার অধিক।)

অন্যদিকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন উক্ত দুভাষা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এ ভাষায় উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠনের মূল ভিত্তি হলো– 'উপসর্গ + কৃদন্ত পদ' ও 'উপসর্গ + নামপদ'। এক্ষেত্রে উপসর্গ কৃদন্ত ও নামপদের অর্থকে বিশেষিত করে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

উপসর্গ + কৃদন্তপদ : প্র-হার = প্রহার (আঘাত করা)
অ-চেনা = অচেনা (চিনে না) ইত্যাদি।

উপসর্গ + নামপদ : প্র-ভাত = প্রভাত (সুন্দর সকাল)
হা-ভাত = হাভাত (ভাতের অভাব)
ফুল-শার্ট = ফুলশার্ট (বড় জামা) ইত্যাদি।

এখানে প্র, অ, হা, ফুল উপসর্গগুলি কৃদন্ত ও নামপদের পূর্বে যুক্ত হয়ে অর্থকে বিশেষিত করছে।

তবে বাংলা ভাষায়ও কখনো কখনো দুই-একটি তৎসম উপসর্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (এটি মূলত বৈদিক-সংস্কৃতের ক্রিয়াবিহীন কর্মপ্রবচনীয় রূপই)। যেমন–

অতি বড় বৃদ্ধ পতি ।
দরিদ্রের প্রতি দয়া করো।

উল্লেখ্য যে, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যেমন ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে তেমনি বৈদিক, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উপসর্গ, উপসর্গের অর্থ, উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন, উপসর্গের ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে।

উক্ত তিন ভাষার উপসর্গের মূল্যায়নে বলা যায়– বৈদিক ভাষার উপসর্গ স্বাধীন এবং পূর্ণশক্তিসম্পন্ন শব্দ। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও প্রধানবাক্যে তার ছত্রবাহী নয়। এ প্রধানবাক্যে উপসর্গের স্বাধীনতা দেখবার মতো। যেকোনো স্বাধীন অব্যয়ের মতো এর ব্যবহার। রীতিমতো অর্থ বলছে, প্রত্যয়গ্রহণ করছে, দ্বিরুক্ত হচ্ছে, পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সমুচ্চয় হচ্ছে, ক্রিয়ার আগে-পরে-ব্যবধানে বসছে। অপ্রধানবাক্যে সাধারণত এ স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে এরা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাস হয়ে জড়সড় অবস্থান করে। এ যেন বাপের বাড়ি ছেড়ে মেয়ে শশুরবাড়ি এলো। এ ভাষায় কর্মপ্রবচনীয়গুলি আরো স্বাধীন। ক্রিয়াবিহীন, সন্নিহিত পদের বিভক্তিরও কারণ। সর্বোপরি এই স্বাধীন উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয় বেদের ভাষাকে সজীব, সমৃদ্ধ ও বেগবান করছে। তাই বেদের উপসর্গ যদি হয় বনের পাখি, সংস্কৃত ও বাংলার উপসর্গ তাহলে খাঁচার পাখি। ক্রিয়ার বাসায় এরা বন্দী। আর কর্মপ্রবচনীয়গুলির চেহারাটা উপসর্গের মতো। কিন্তু বর্ণচোরা। বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে।

বৈদিক ভাষায় আচার্য শাকটায়ন উপসর্গের অর্থ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আচার্য গার্গ্য উপসর্গের অর্থ স্বীকার করেছেন। পরবর্তী সময়ে যাস্ক আচার্য গার্গ্যের মতকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। আর সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণবিদদের মধ্যমণি পাণিনি উপসর্গের অর্থ নেই বা আছে সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাকরণাধ্যায়িগণ আচার্য শাকটায়নপন্থী। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গার্গ্যপন্থী। কিন্তু এ ভাষার সাম্প্রতিক কালের বৈয়াকরণেরা উপসর্গের অর্থ নেই বা আছে কূটতর্কে না জড়িয়ে তাঁরা অনেকটা

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যপন্থী। আমি আচার্য গার্গ্য ও নিরুক্তকার যাস্কের 'উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে' সম্পর্কিত মতবাদকে যুক্তিযুক্ত, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত মনে করি এবং সমর্থন করি। এছাড়া আমি উপসর্গসহ এমনকি প্রত্যয়েরও অর্থ আছে এ কথা স্বীকার করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ (অ) = উপসর্গ, উপসর্গ + সুপ্ = উপসর্গঃ (বৈদিক ও সংস্কৃত রূপ) > উপসর্গ (বাংলা রূপ)
প্রতি-√ই + অচ্ (অ) = প্রত্যয়, প্রত্যয় + সুপ্ = প্রত্যয়ঃ (বৈদিক ও সংস্কৃত রূপ) > প্রত্যয় (বাংলা রূপ)

এখানে 'ঘঞ্' ও 'অচ্' প্রত্যয়ের যথাক্রমে 'ঘ্ ও ঞ্' এবং 'চ্' লোপ পেয়েছে। এই 'ঘ্ ও ঞ্' এবং 'চ্' বলে দিচ্ছে সৃজ্ ও ই-ধাতুর যথাক্রমে সৃজ্-ধাতুর আদি স্বরের গুণ ঋ > অর্ [অদেঙ্ গুণঃ (পা. ১ / ১ / ২)।] ও জ্ > গ্ [চজোঃ কু-ঘিণ্ণ্যতোঃ (পা. ৭ / ৩ / ৫২)।] এবং ই-ধাতুর স্থানে সন্ধিসূত্রে য্ = য় [ইকো যণচি (পা. ৬ / ১ / ৭৭)।] হবে। অতএব, এই উদাহরণদ্বয় থেকে প্রমাণিত প্রত্যয় নিরর্থক নয়। অর্থাৎ প্রত্যয়েরও অর্থ আছে। তদ্রূপ উপসর্গেরও অর্থ আছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ সেই তথ্য বা সূত্র আজ পাচ্ছি না। উপসর্গের সুনির্দিষ্ট অর্থ ছিল। এর দ্বারা যা খুশি তা হচ্ছে না। যেমন, 'উপ' বললে 'অনু' বুঝায় না। আবার 'অনু' বললে 'উপ' বুঝায় না। 'উপ'(নিকট প্রভৃতি)-এর একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং 'অনু'(পশ্চাৎ প্রভৃতি)-এর একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ : √দা + ল্যুট্ (অনট্) = দান, দান + সুপ্ = দানম্ (বৈদিক ও সংস্কৃত রূপ) > দান (বাংলা রূপ)-এর অর্থ 'বিতরণ'। কিন্তু প্রতি-√দা + ল্যুট্ (অনট্) = প্রতিদান, প্রতিদান + সুপ্ = প্রতিদানম্ (বৈদিক ও সংস্কৃত রূপ) > প্রতিদান (বাংলা রূপ)-এর অর্থ 'দানের বদলে দান'। উপসর্গ 'প্রতি' যুক্ত হওয়ায় সুনির্দিষ্ট অর্থ পরিবর্তন হয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি উপসর্গের অর্থ ছিল, আছে এবং থাকবে।

আমাদের তিন ভাষার উপসর্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান বৈয়াকরণদের কাউকে ছোট করে না দেখে সকলের বক্তব্যকে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কেননা তাঁরা সকলেই তিন ভাষার ব্যাকরণ জগতের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক। তাঁরা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্বমহিমায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁদের আলোচনার পথ ধরেই আজ আমরা তিন ভাষার উপসর্গ সম্পর্কিত আলোচনার যথাযথ জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি। হয়তো আজ আমারও সম্ভব হত না এ তিন ভাষার উপসর্গ সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা। অতীতে যেমন ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা হয়েছে, বর্তমানেও তেমনি আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই আমিও একজন ক্ষুদ্র গবেষক এই তিন ভাষার উপসর্গ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আজ আমার বক্তব্য হলো আধুনিকতার

Dhaka University Institutional Repository

ছোঁয়ায় আমরা নতুনকে গ্রহণ করব কিন্তু পুরাতনকে ফেলে নয়। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের নক্ষত্র কালিদাসের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

পুরাণামিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ *মালবিকাগ্নিমিত্র*, ১/২

[–পুরাণো বলেই সবকিছু ভালো এমন নয়, আবার নতুন বলেই সবকিছু ফেলনা নয়। পণ্ডিতরা পরীক্ষা করেই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেন, যাদের বুদ্ধি নেই তারাই পরের ধারণা শুনে চলে।]

এক কথায় বলব আধুনিকতার পাশাপাশি আমরা পুরাতনকে গুরুত্ব দেব। তাহলেই টিকে থাকবে আমাদের ভাষা ও ব্যাকরণ। আর এতে তিন ভাষার মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি :

বৈদিকবিষয়ক

১. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় : বৈদিক ব্যাকরণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা , ১৪২৪ (বঙ্গাব্দ)

২. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় : শৌনক-বিরচিত ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য, দ্বিতীয় প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬,

৩. শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : পাণিনীয় বৈদিক ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৬

৪. ড. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বেদ-সংকলন (২য়), দ্বিতীয় প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০১

৫. গৌরী ধর্মপাল : বেদের ভাষা ও ছন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫

৬. অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য : বৈদিক ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৬

৭. অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী (সম্পাদিত) : শৌনকীয় ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, পুনর্মুদ্রণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৪

৮. দীধিতি বিশ্বাস : বৈদিক পাঠসঞ্চয়ন, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩

৯. ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার : বৈদিক ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১০

১০. শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ (সম্পাদিত) ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত) : ভট্টোজিদীক্ষিত, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (বৈদিকপ্রকরণ), প্রথম প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭

১১. শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ (সম্পাদিত) ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত) : ভট্টোজিদীক্ষিত, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (বৈদিকপ্রকরণ), দ্বিতীয় প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৫

১২. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পাদিত) : যাস্ক, নিরুক্তম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম, কলিকাতা, ২০০২

১৩. অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : যাস্ক, নিরুক্ত, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২১

১৪. অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী (সম্পাদিত) : যাস্ক, নিরুক্ত, পুনর্মুদ্রণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৬

১৫. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত) ও শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত) : ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

১৬. ড. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় : বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০৩

১৭. শ্রীশ্যামাচরণকবিরত্ন (সম্পাদিত) : বৈদিকব্যাকরণম্, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৯

১৮. A (ARTHUR). A (ANTHONY). MACDONELL : VEDIC GRAMMAR , Bhartiya publishing House, Varanasi, Delhi, 1975

১৯. A.A. MACDONELL : A Vedic Grammar For Students, Reprint, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2010

২০. A.A. Macdonell : A Vedic Reader For Students, Reprint, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1999

২১. Dr. Bhabani Prasad Bhattacharya : VEDIC GRAMMAR, First Published, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1986

২২. Max Muller : Friedrich : Collected Works, Vol. 10 (The Homes of the Aryans), New Impression,1898

২৩. H. (Horace) H. (Hayman). Wilson and Bhāṣya of Sāyaṇācārya : ṚGVEDA SAṀHITĀ, Vol. 1-4, Parimal Publications, Varanasi, Delhi, 2002

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতবিষয়ক

১. অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য : সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০১১

২. ড. অসীম সরকার : সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে সমাস, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১২

৩. অধ্যাপক ড. অসীম সরকার : সংস্কৃত ধাতুরূপ বিনির্মাণ : আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ বিধান, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৩-২০১৪

৪. ড. অসীম সরকার : ণিজন্ত ধাতু : রূপ ও রূপান্তর, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১২

৫. আশুতোষ দেব (সম্পাদিত), মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সংশোধিত-পরিবর্ধিত) ও পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন (আদ্যন্ত সংশোধিত) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী, দেব সাহিত্য কুটির (প্রা. লি.), কলিকাতা, ১৯৯৯

৬. অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যের সাধক, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৩,

৭. আচার্য্য কমলাকান্ত : দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু, প্রথম প্রকাশ, পরমানন্দ-সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ,পশ্চিমবঙ্গ, ২০০৪

৮. করুণাসিন্ধু দাস : প্রাচীন ভারতের ভাষাদর্শন, পুনর্মুদ্রণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১,

৯. ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী ও অধ্যাপিকা ডক্টর আলপনা গোস্বামী : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা, নতুন সংস্করণ, গোস্বামী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

১০. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৫

১১. ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস : সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পরিচয়, প্রথম প্রকাশ, বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ১৯৯৬

১২. দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম (অনুবাদিত ও সম্পাদিত) : পতঞ্জলি, ব্যাকরণ-মহাভাষ্যম্ (পস্পাশাহ্নিক), প্রথম প্রকাশ, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসংঘ, কলিকাতা, ১৯২৫ শতাব্দ

১৩. সঙ্ঘমিত্রা সেনগুপ্ত (দাশ গুপ্ত) (সম্পাদিত) : পতঞ্জলি, মহাভাষ্য (পস্পাশাহ্নিকম্), দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,কলিকাতা, ১৪০৭

১৪. অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত) : পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, পুনর্মুদ্রণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১২

১৫. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার : সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০

১৬. ডক্টর প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী : পাণিনীয়ম্ A HIGHER SANSKRIT GRAMMAR AND COMPOSITION, পুনমুর্দ্রণ, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৮

১৭. শ্রী অমরেশ্বর ঠাকুর (কর্তৃক সংস্কারকৃত এবং পরিশোধিত) : বাল্মীকি, রামায়ণম্ (সুন্দরকাণ্ড–৯), দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

১৮. ড. বিশ্বরূপ সাহা : বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ড. বিজয়া গোস্বামী : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১২

২০. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : ভর্তৃহরি, বাক্য-পদীয় ব্রহ্ম-কাণ্ড (প্রথম খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৭

২১. শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ (সম্পাদিত) ও শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত) : ভট্টোজিদীক্ষিত, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, দ্বিতীয় প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৫

২২. অধ্যাপক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : ভট্টোজিদীক্ষিত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী (কারক-প্রকরণ), পুনর্মুদ্রণ, সাহিত্য নিকেতন, কলিকাতা, ১৯৮৯

২৩. ড. মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টচার্য / ড. রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ২য় খণ্ড (মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, **কুমারসম্ভব**), ২য় প্রকাশ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১

২৪. ডা. রমাশঙ্কর মিশ্র (সম্পাদিত) : অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, মোতিলাল বানারসীদাস, দিল্লী, ২০১৭

২৫. রমেশচন্দ্র দত্ত (অনূদিত) ও শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত) : ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) চতুর্থ মুদ্রণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

২৬. ড. রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৩

২৭. রত্না বসু : ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষা, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৭৭

২৮. রাজশেখর বসু : বাল্মীকি রামায়ণ, পুনর্মুদ্রণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৪১

২৯. ড. শুভ্রা বসু ঘোষ : ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব, পুনর্মুদ্রণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকতা, ২০১৮

৩০. শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০১৩

৩১. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী : পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩

৩২. শ্রীহৃষীকেশ দেবশর্মা : HINTS ON SANSKRIT GRAMMAR AND COMPOSITION, চতুর্থ সংস্করণ, ব্যারাকপুর, তালপুকুর, ১৯৫৬

৩৩. Ashoke kumor Bandyopadhyay : পাণিনীয় HELPS TO THE STUDY OF SANSKRIT GrAMMAR & COMPOSITION, প্রথম প্রকাশন, সদেশ, কলকাতা , ২০০৮

৩৪. Janakinath Sastri : HELPS TO THE STUDY OF SANSKRIT, Revised Edition, Indian Book Company, Calcutta, 1979

৩৫. M (Moreshwar). R (Ramchandra). Kale : A HIGHER SANSKRIT GRAMMAR, Reprint, Motilal Banarsidass, Delhi, 1977

৩৬. Monier Willams : A Practical Grammar of the Sanskrit Language, First Indian edition, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1978

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাবিষয়ক

১. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : বিদ্যাকোষ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা, সংশোধিত সংস্করণ, সাগরিকা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২
২. ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০১
৩. ড. খন্দকার শামীম আহমেদ : প্রত্যয়-উপসর্গ-অনুসর্গ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রফেসর'স প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪
৪. জ্যোতিভূষণ চাকী : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১
৫. জুলফিকার মতিন (সম্পাদিত) : মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ২০১৬
৬. ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস : বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান, প্রথম প্রকাশ, বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ, ২০১৭
৭. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, (প্রথম খণ্ড) চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮
৮. ড. অনীক মাহমুদ (ভূমিকা) : প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধসংগ্রহ, তৃতীয় প্রকাশ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮
৯. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) : চর্যাগীতিকা, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭
১০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) : বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, সপ্তম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৪
১১. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, অষ্টাদশ সংস্করণ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৮
১২. মাহবুবুল আলম : বাংলা ভাষার ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৫
১৩. প্রফেসর মাহবুবুল আলম : ভাষা সৌরভ ব্যাকরণ ও রচনা, অষ্টম সংস্করণ, আইডিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০১
১৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাঙ্গালা ব্যাকরণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৮০
১৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
১৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : ব্যাকরণ মঞ্জরী, প্রথম সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩
১৭. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ,জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২
১৮. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩
১৯. যতীন সরকার : ব্যাকরণের ভয় অকারণ, প্রথম প্রকাশ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫
২০. রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) : বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শব্দতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, অনয় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫
২২. ড. রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, তৃতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৩
২৩. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত, পঞ্চদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫
২৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙালা ব্যাকরণ, সর্বশেষ সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১১
২৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পুনর্মুদ্রণ, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, মে ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২৬. সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত) : রবীন্দ্ররচনাবলি, পঞ্চবিংশ খণ্ড (ভাষার কথা), ঐতিহ্য প্রকাশক, ঢাকা, ২০১৬
২৭. হুমায়ুন আজাদ : লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, চতুর্থ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
২৮. হুমায়ুন আজাদ : বাক্যতত্ত্ব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯
২৯. হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) : বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড, বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন, ১৭৪৩–১৯৮৩), চতুর্থ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫,
৩০. ড. হায়াৎ মামুদ : ভাষা-শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১১
৩১. Suniti kumar Chatterji : The Origin and Development of the Bengali Language, Reprinted, Rupa and Co, Calcutta , 1986
৩২. Sen, Dr. Sukamar : History and pre-History (University of Mysore, Extension Lecture, 1957)

প্রবন্ধ

সংস্কৃত

১. শিশির ভট্টাচার্য্য : পাণিনীয় রূপতত্ত্ব ও অখণ্ড রূপতত্ত্ব, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল : ২০১৪
২. অসীম সরকার : সংস্কৃত এবং বাংলায় বচন ও সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার, একটি তুলনামূলক আলোচনা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০০১
৩. প্রমথ মিস্ত্রী : ত্রিমুনি ও তাঁদের ব্যাকরণ চর্চা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, পঞ্চম সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৫
৪. প্রমথ মিস্ত্রী : সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে বাচ্য : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৬
৫. প্রমথ মিস্ত্রী : সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে ণত্ব ও ষত্ব-বিধানের ব্যবহার : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, নবম সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৯
৬. প্রমথ মিস্ত্রী : সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির ব্যবহার : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, দশম সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০২০

বাংলা

১. এ. বি. এম. রেজাউল করিম ফকির : বাংলা ব্যাকরণে শব্দ ও তার শ্রেণিকরণ, ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে একটি পর্যালোচনা, নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টাদশ সংখ্যা, জুন : ২০১৪
২. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস : বাংলা ভাষার বানান সংস্কার, উপযোগিতা ও স্বচ্ছতা, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

৩. সালমা নাসরীন : ভাষার শব্দকেন্দ্রিকতা এবং বাংলা শব্দের ব্যবহার ও প্রচল-অচল প্রসঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ষ ৩ সংখ্যা ৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৪
৪. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান : বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ষ ৩ সংখ্যা ৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৪
৫. মোহাম্মদ আজম : বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন : ২০১৪

অভিধান

সংস্কৃত

১. শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ১৪১১
২. শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : The Students' English-Bengali-Sanskrit Dictonary, প্রথম প্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০১৪
৩. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (সঙ্কলিত) : শব্দসার (সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান), দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৫
৪. GOBINDAGOPAL MUKHOPADHYAYA : A New TRI-LANGUAL DICTIONARY (Sanskrit-Bengali-English), Reprint, Pilgrims publishing, Varanasi, Delhi, 2002

বাংলা

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৮৮
২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক) : সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত), সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা, ১৯৯৩
৩. নরেন বিশ্বাস : বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯
৪. ড. মোহাম্মদ আমীন : বাংলা ব্যাকরণ অভিধান, প্রথম প্রকাশ, পুথিনিলয়, ঢাকা, ২০১৭

ইংরেজি

1. Zillur Rahman Siddiqi (Editor) : Bangla Academy English-Bengali Dictionary, First Edition, Bangla Academy Dhaka , 1993
2. Sailendra Biswas (and others compiled) : Samsad Bengali-English Disctionary, Third Edition, Eighth Impression, Sahitya Samsad, Kolkata, 2005
3. Anjali Bose (Editor) : SAMSAD COMMON WORDS DICTIONART, [ENGLISH-BENGALI], 14th Impression, Sahitya Samsad, Calcutta, 1996